রেজেষ্টারী করা। রেজেষ্টারী করা।

পদ্মাবতী

(ঐতিহাসিক কাব্য।)

মহাকবি সৈয়েদ আলাওয়াল শাহ মরহুম প্রণীত।

নবপর্য্যায় তৃতীয় সংস্করণ।

“হবিবী প্রেস” হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
৬৪।৩ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা

পত্র লিখিবার ঠিকানা—
ম্যানেজার—হবিবী প্রেস পুস্তকালয়
১৪১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা
সন ১৩৩৮ সাল।

মূল্য ১।৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এই "পদ্মাবতী" নামক পুস্তক, মহাকবি ছৈয়েদ আলাওল্ পীর মরহুম মাগ্‌ফুর রচনা করেন এবং আমার ওয়ালেদ জনাব মৌলবী ছৈয়েদ হামিদুল্লাহ্ মরহুম মাগ্‌ফুর কেব্‌লা উক্ত গ্রন্থকার মরহুমের ওয়ারেছ পুত্র, জনাব ছৈয়েদ মৌলবী নুরুদ্দিন ছাহেবের নিকট হইতে, উপযুক্ত মূল্য দিয়া এই "পদ্মাবতী" পুস্তকের কপীরাইট খরিদ করেন, তাহার পর আমার ওয়ালেদ্ মরহুম এই পুস্তক ক্রমান্বয়ে ছয়বার ছাপিয়া, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের রেজেষ্টারী বহিতে নিজ নামে রেজেষ্টারী করতঃ, বঙ্গীয় মোসলেম সমাজে প্রকাশিত করার পর, তাঁহার বৃদ্ধ দশায় তিনি এই পুস্তকের কপীরাইট এবং আরও পাঁচ খানি পুস্তকের কপীরাইট উচিত পনে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া পরলোক গমন করিলে, আমি ক্রমান্বয়ে অষ্টমবার এই "পদ্মাবতী" নামক পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশিত করিয়াছি এবং ১৮৪৭ সালের ২০ আইনের মর্ম্মানুসারে গভর্ণমেণ্ট দপ্তরে রেজেষ্টারী করিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই "পদ্মাবতী" "জেবলমুলুক সামারোক" "তমিমগোলাল চতুর্থ ছিল্লাল" "ছয়ফল মুলুক" "দাকায়েকল-হেকায়েক" ও "ছেলুয়া-সুন্দরী"-একুনে এই ছয়খানি পুস্তকের কপীরাইট, হবিব প্রেসের মালিক, জনাব মুন্‌সী গোলাম মওলা ছিদ্দিকী ছাহেব কেবলাকে যাবৎজীবন ও পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী ও কায়েমী বন্দোবস্তে ছাপিয়া ভোগদখল করিতে দিয়া, মদিনা শরীফে হেজরত করিয়া চলিলাম। উক্ত মুন্‌সী ছাহেব কেবলাকে আমার ওয়ালেদ মরহুমের নামের দুইটী মোহর, আমার নামের দুইটি মোহর, একুনে এই চারিটি মোহর সহ উপরোক্ত ছয়খানি পুস্তকের কপীরাইট লিখিয়া দিয়া, চিরকালের তরে ও পুরুষানুক্রমে বেদাওয়া ও অনাদিকার হইলাম। যে পুস্তকে আমার নামের দুইটি মোহর এবং আমার পিতার নামের দুইটি মোহর ও মুন্‌সী গোলাম মওলা ছিদ্দিকী ছাহেবের নামের একটি মোহর একুনে পাঁচটী মোহর ছাপা না দেখিবেন, পাঠক ও গ্রাহকবর্গ সেই পুস্তক জাল বলিয়া জানিবেন। উপসংহারে আমার নিবেদন এই যে, যদি কেহ এরূপ ফের করিয়া এই পুস্তক ছাপেন বা আমার অথবা মুন্‌সী ছাহেবের কিম্বা তাঁহার ওয়ারেছানের বিনা হুকুমে—মর্জ্জিতে পুস্তকের কোন স্থান হইতে কোন অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া নিজ নামে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আইন আমলে আসিবে। ইতি সন ১৩২০ সাল।

শ্রীছৈয়েদ আব্দুল খালেক।

নিবেদন।

মহাকবি সৈয়েদ আলায়াওল শাহ সাহেব মরহুম মাগ্‌ফুর প্রণীত ঐতিহাসিক কাব্য "পদ্মাবতী" নামক পুস্তক, সংশোধিত হইয়া নবভাবে, নবসাজে, "নবপর্য্যায়, তৃতীয় সংস্করণ" আমাদের হবিবী প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পুস্তকের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য যত্ন চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ের ক্রটি করি নাই। যনাব মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লা সাহেব মরহুম কেবলা, এই পুস্তকের কপী-রাইট, গ্রন্থকার মরহুমের ওয়ারেস্ পুত্র মৌলবী সৈয়দ নূরুদ্দিন সাহেবের নিকট হইতে, উচিত পনে খরিদ করিয়া, ক্রমান্বয়ে ছয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার পর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যনাব ডাক্তার সৈয়েদ আব্দুল খা লক সাহেবকে, এই পদ্মাবতী এবং আরও পাঁচ খানি পুস্তকের কপী-রাইট উপযুক্ত পন সেলামী গ্রহণে বিক্রয় করার পর, পরলোক গমন করেন এবং ডাক্তার সাহেব এই কপী-রাইট খরিদ করিয়া, তাঁহার নিজ ছাপাখানায় আটবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে উক্ত মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লা সাহেব ও ডাক্তার সৈয়েদ আব্দুল খালেক সাহেব গভর্ণমেণ্টের দপ্তরে ১৮৬৭ সালের ২০ আইনের মর্ম্মানুসারে, এই পদ্মাবতী পুস্তকের কপী-রাইট রেজেষ্টারী করিয়াছিলেন। তৎপরে আমাদের ওয়ালেদ যনাব হজরত মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী সাহেব মরহুম মাগ্‌ফুর কেবলা, ক্রমান্বয়ে নবনবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন এবং প্রচলিত আইনানুসারে কপী-রাইট নিজ নামে রেজেষ্টারী করেন। বিগত ১৩২৪ সালের ২৮শে কার্ত্তিক তারিখে পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়ায়, আমরা ক্রমান্বয়ে এই "পদ্মাবতী" নামক পুস্তকের মুদ্রণ কার্য্য দুইবার সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে এই "নবপর্য্যায় তৃতীয় সংস্করণ" পদ্মাবতী যথাসাধ্য অভ্রান্ত ভাবে সম্পাদন করিলাম এবং গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কপী রাইট রেজেষ্টারী আইনানুসারে নিজ নামে কপী-রাইট রেজেষ্টারী করিলাম। আমাদের বিনানুমতিতে যদি কেহ এই পুস্তক ছাপেন বা পুস্তকের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া নিজ নামে ব্যবহার করেন অথবা আংশিক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া এইপুস্তক ছাপেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুসারে আমাদের সম্পূর্ণ খেসারতের দায়ী হইবেন। গ্রাহক মহোদয়গণ এই পুস্তক খরিদ কালিন, মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লাহ মরহুমের নামের দুইটি মোহর, ডাক্তার সৈয়েদ আব্দুল খালেক মরহুমের নামের দুইটি মোহর, যনাব হজরত মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী সাহেব মরহুম কেবলার নামের একটী মোহর এবং মুনশী গোলাম মওলা মরহুম প্রতিষ্ঠিত হবিবী প্রেসের বর্ত্তমান মালিক তাঁহার তিন পুত্রের নামেও একটী মোহর একুনে ছয়টি মোহর দেখিয়া আসল পুস্তক খরিদ করিবেন। অন্যথায় নকল জানিবে।

বিনীত

মুনশী হবিবর রহমান সিদ্দিকী।

মৌলবী আব্দুর রহমান সিদ্দিকী।

মুনশী আব্দুল ফত্তাহ সিদ্দিকী।

বোজন্দে মেহের-রওশন জামাল।

চট্টগ্রামের সু-কবি মুনশী আলীমদ্দিন মিঞাজী প্রণীত।

১৩২৫ বাংলা সালে, মুনশী গোলাম মওলা মরহুম সাহেবের হবিবী প্রেসে এই পুস্তক খানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত এই পুস্তকের রচনার পারিপাট্য এবং ভাষার লালিত্য এত সুন্দর ও মনোরম যে, একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পাঠ শেষ না করিয়া উঠিতে পারা যায় না। নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে, পুস্তকের পরিচয় দিতেছি। গ্রন্থকার প্রথমে আল্লা ও রছুলের ছেফতের বয়ান করিয়া পুস্তক আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর কবি, বুজুচ্চে মেহেরের প্রেম প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া চট্টগ্রাম সহরের তারিফ বয়ান করিয়াছেন। তাহার পর মোহাম্মদ কাসেম আলীর আরতীর পর পুস্তক রচনার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর কবি আপন দেশের প্রশংসা করিয়াছেন। তৎপরে কবিবর এই পুস্তক কেন রচনা করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পরে আরাকান সহরের প্রশংসা করিয়াছেন। মোহাম্মদ কাসেম আলীর শুভ কীর্ত্তির বর্ণনা করিয়া; শিস্তান সহরের তারিফ করিয়া, বোজচ্চে মেহেরের জন্ম বৃত্তান্ত করিয়াছেন। অতঃপর লালমোন নামক তুতি, নরতুতিকে কুমারের কথা জিজ্ঞাসা করিবার বয়ান করিয়া, চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের রমণীর দুষ্টামির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর লালতুতির মুক্তি এবং লালমোন তোতার মুখে কুমার রোশন জামাল কন্যার সংবাদ পায়। কুমার কুমারীর প্রেমে উম্মত্তবৎ হইয়া বন, জঙ্গল পাহাড় পর্ব্বত এবং নানা সহর ভ্রমণ করিয়া, কত দৈত্য দাণবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া, কোকাফ সহর ভ্রমণ করতঃ নানা দেশের শাহাজাদিকে বিবাহ করিয়া আপন দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নৃপতি হুমাং শাহার মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা এই পুস্তকে উত্তমভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাকবি আলাওলের পর এমন মধুর রচনা আর হয় নাই। উপসংহারে কবিবর, বোজচ্চে মেহের, রওশন জামাল প্রভৃতি মৃত্যুর শোক করিয়া, পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছেন। সওখিন ব্যক্তিগণ একবার পাঠ করিয়া চরিতার্থ হউন। পাঠ করিলে মনোপ্রাণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিবে।

প্রাপ্তিস্থান—

ম্যানেজার—হবিবী প্রেস পুস্তকালয়

১৩১ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা।

পদ্মাবতী

৩১৫৩

বিছমিল্লা প্রভুর নাম আরম্ভ প্রথমে। আদ্য মুল শীর সেই শোভিত উত্তমে॥ প্রথমে প্রণাম করি এক করতার॥ যেই প্রভু জীবদানে স্থাপিল সংসার॥ করিল পর্ব্বত আদি জ্যোতীর প্রকার্শ। তার পরে প্রকটিল সেই কবিলাস॥ সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি। নানা রঙ্গ সৃজিলেক করে নানা ভাতি॥ সৃজিল পাতাল মহি স্বর্গ নরক আর। স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥ সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড। চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥ শৃজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাতি। সৃজি-

লেক নক্ষত্র নির্মল পাতি পাতি ॥ সৃজিলেক সুশীতল গ্রীষ্ম রৌদ্র আর। করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥ শৃজিল সমুদ্র মেরু জলচর কুল॥ সৃজিল সিপিতে মুক্তা রত্ন বহুমূল॥ শৃজিলেক বন তরু পক্ষী নানা স্বাদ। সৃজি লেক নানা রোগ নানান ঔষধ॥ সৃজিয়া মানব রূপ করিল মহত। অন্ন আদি নানা বিধি দিয়াছে ভোগেত॥ সৃজিলেক নৃপতি ভুঞ্জয় সুখে রাজ। হস্তি অশ্ব নর আদি দিছে তার স্বাদ॥ সৃজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ বিলাস কাকে কল্ল ঈশ্বর কাহাকে কল্লদাস॥ কাকেকল্ল সুখ ভোগ সদত আনন্দ। কেহ দুক্ষী উপবাসি চিন্তা যুক্ত ধন্দ॥ আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন। নিজ ভয় দর্শাইতে শৃজিল মরণ॥ কাকে কল্ল ভিক্ষুক কাহাকে কল্ল ধনি। কাকে কল্ল নির্গুণী কাহাকে কল্ল গুণি॥ সুগন্ধি শৃজিল প্রভু স্বর্গ আকলিতে। শৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥ মিষ্টরস সৃজিলেক কৃপা অনুরোধ। তিক্ত কটু কসা সৃজি জানাইল ক্রোধ॥ পুষ্পে জন্মাইল মধু গোপত আকার। শৃজিয়া মক্ষিকা কল্ল তাহার প্রচার॥ সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব্ব অপ্সর। কীট পিপীলিকা আদি যত চরাচর॥ বসতি অঙ্কুর তিন বীর্য্য উপসম। শ্বাস ধারী যত আর স্থাবর জঙ্গম॥ অষ্টাদশ সহস্র বরণ অনুপাম। ভুপতি বলিতে হৈল সিদ্ধি মনস্কাম॥ এতেক শৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব। অন্তরিক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনিস্তম্ভ॥ কাকে কল্ল নির্ব্বলি কাহাকে বলি আর। হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করায় পুনি হাড়॥ শৃজিতে অনন্ত রূপনাহি বন্দ ছন্দ। তাহাকে বান্ধিয়া পুনি করে কেশ বন্দ। সেই ধনপতি সর্ব যাহার

সংসার। সকলের দেয় দান না টুটে ভাণ্ডার॥ গুরু করি পিপীলিকা বর গুরাকার। কাকে নাহি বিশ্বময় দিয়াছে আহার॥ সকলের উপরে তাহার দৃষ্টী আছে। কিবা মিত্র কিবা শত্রু কাকে নাহি বাছে॥ হেন দাতা আছে কোথা শুন জগ জন। সবাকে খাওয় পুনি না খায় আপন॥ জীবন আহার দানে করিছে আশ্বাস। সকলের আশাপুরে আপনে নৈরাস॥ যুগে২ করে দান না টুটে ভাণ্ডার। জগ জনে যেই দেয় সেই দান তার॥ আদি অন্ত সংসারেতে সেই এক রাজা। ত্রৈলোক্যের জীব জন্তু করে তাঁর পুজা॥ সবান পরসে যেই সেই সে ঈশ্বর। যারে চাহে তারে ছায়া করে রাজ্য ধর॥ নৈরাস করয় তিলে রঙ্গের প্রমান। আর কেহ নাহি তার দোসর সমান॥ পর্ব্বত করয় রেনু দেখে সর্ব্ব লোকে॥ হস্তিরে করয় পিপীলিকা সমজোগে॥ যেই ইচ্ছা শেই করে কেহনাহি জানে। মনবুদ্ধি অন্ধধন্ধ তাহার কারনে॥ সেই সে সকল গড়ে সকল ভাঙ্গয়। ভাঙ্গিয়া গঠয় পুনি যদি মনে লয়॥ অলক্ষ্য অবর্ণ অন্ত রূপ সেই কর্ত্তা। তাহাহস্তে সেই সে জানয় জগহর্ত্তা॥ প্রকট গোপত আছে শবাকারে ব্যাপি। ধার্ম্মিক চিনয় তাকে না চিনয় পাপি॥ তাতে মাত্রি দ্বার স্থত সকল বর্জ্জিত। দোসর কুটম্ব নাহি বিপদের হিত॥ আপনি সৃজক সেই নাহয় শৃজন। যেন ছিল তেন আছে থাকিবে তেমন॥ যেই জন আন ভাবে সেই মুখ অন্ধ। দিন চারি বিলম্বে মরিবে হই অন্ধ॥ যে ইচ্ছায় করিব করিব সেই ভাব। বুঝিতে না পারি কেহ অপচয় লাভ॥ এহি বুদ্ধি ছিল প্রভু করিয়া যে জ্ঞান। যেন মতে কোরানেতে করিছে বাখান। বিনী জীবে জিয়

বিনী করে সব কর্ম্ম। জীবহিন কর্ত্তা সেই কে জানিব মর্ম্ম॥ অঙ্গ হিয়া বিনে প্রভু কর্ণ বিনে শুনে। হিয়া বিনে ভুত ভবিষ্যৎ সবগুণে॥ চক্ষ বিনে হেরে পত্থপাখা বিনে গতি। কোন রূপ সম নহে অনন্ত মুরতি॥ স্থান বিবর্জ্জিত মাত্র আছে সর্ব্বঠাম। রূপরেখা বহিভুত নিরমল নাম॥ কাহাকে নিমিষে সর্ব্ব ঠামে ভরি পুর। দৃষ্টি মাত্র নিকটেতে চক্ষ হস্তে দুর॥ আর যত দিয়া আছে রত্ন অমুলিত। নাহি জানে মুর্খ তার মর্ম্ম কদাচিত॥ দরশন হেতু দিয়া আছে চক্ষ জ্যোতি। শ্রোতি হেতু দিয়াছে শ্রবণ মাঝে শ্রোতি॥ বাক্যষট রস হেতু রসনা প্রশাদ। হাব্য লাগি দর্শন লইতে নানা স্বাদ॥ সুস্বর নির্ব্বিতে করিয়াছে কণ্ঠ দান। হস্ত পদ আদি প্রভু দিছে স্থানে স্থান॥ ভিন্য২ রাজ্যে নিজুজিছে সবাকারে। একের কর্ত্তব্য আনে করিতে না পারে॥ এ সবরত্ন পাইয়াছে জনে২। তথা পিণ্ড দাতার মর্য্যাদা কেবা জানে॥ যাহাকে করিছে প্রভু একরত্ন হীন। সেই যে জানায় মর্ম্ম হই অতি ক্ষীণ॥ যৌবনের মর্ম্ম জানে যার জীর্ণ কায়। সুস্থ মর্ম্ম না জানে অশুদ্ধ যার গায়॥ সুখ মর্ম্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন। বন্ধ্যা জনে নাহি জানে প্রসব বেদন॥ অনেক অপার অতি প্রভুর করণ। কহিতে অপুর্ব্ব কথা না যায় বর্ণন॥ শপ্ত মহি শপ্ত স্বর্গ বৃক্ষ পাতি মত। শপ্ত শুন্য ভরিযদি শ জয় বেকত॥ এশপ্ত সাগর আদি যত নদনদী। দিঘি পুস্কর্ণি কুপ মহি হয় যদি॥ যত বিধি নব গৃহ আর বৃক্ষ শাখা। যত লোমা বলি আর যত পক্ষি পাখা॥ পৃথি বীর যতরেনু স্বর্গে যততারা। জীববস্তু স্বাশ আর বরীখের ধারা॥ জোগে২ বর্ষি যদি অদ্ভুত লেখয়। সহস্র ভাগের

এক ভাগ নাহি হয় ॥ সংসারের গুনি যত্ত গুণ প্রকাশিল। এই সমুদ্রের এক বিন্দু না টলিল ॥ বহু গুণ বন্ত স্বামী যেই ভাব হয়। বহু গুণ জ্ঞাতা গুনি নিমিষে শৃ জয় ॥ বর্ণন না যায় যার সৃজন অপার। কেমতে বর্ণীব সেই সৃজন তাহার॥ বুদ্ধির প্রকাশ মোর তত দুর নাই। অন্তত কেমতে তোর করিব গোসাই ॥ ভাবিতে চিন্তিতে বুদ্ধি পাই পরাভব। সেই পথে অন্ধো ঘোর মনের সম্ভব ॥ কৃপাময় স্বামী বলি আছে একা কায়। তেকারনে কবি কুলি নিতি গুণ গায় ॥ কৃপায় সমুদ্রে যদি উঠীল তরঙ্গ। কুমতি দরিদ্র দুঃখ সেনা হয় ভঙ্গ ॥ এই কৃপা কর প্রভু দয়াল চরিত। তোমার সখার গুণ গাহিতে কিঞ্চিৎ ॥ পূর্ব্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার। ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার ॥

হজরতের ছেফতের বয়ান ॥

নিজ সখা মোহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা। সেই সে জ্যোতির মুলে ভুবন নির্ম্মিলা ॥ সে সকল জ্ঞান কথা কহিতে অপার স্বমুখে পুস্তক কথা আছে অতি ভার ॥ তাহান পিরীতে প্রভু শৃজিল সংসার। আপনে কহিছে প্রভু কোরাণ মাঝার ॥ যেই দ্বীপ জ্যোতিতে উজ্জল ত্রিভুবন। হইল নির্ম্মল জ্যোতি পাতক নাশন ॥ ঘোরকার ছিল পন্থ নর পাপ লীন। পুণ্য প্রকাশের হেতু হৈল তান দিন ॥ অঙ্গুল ইঙ্গিতে যার চন্দ্র দুই খণ্ড। ঘন মালা যার শীরে ধরে ছত্র দণ্ড ॥ বন মৃগ যাহার লগ্নকা আর পিয়া। বনান্তরে যাই

লজ্জিত বসব ॥ সাদ উমং দার নাম, রূপে গুনে অনুপাম মহা বুদ্ধি ভাগ্য অনুরেক। দেখিতে সুচারু মুখ, লোকের নয়ান সুখ, জিনী পুর্ণ চন্দ্র পরতেক ॥ ললাট উজ্জল শশী, পিউ সবরিশে হাসি, কটাক্ষে মুহিত জবাকুল। সু লোচন প্রভা ভানু, হেম কান্তি জিনী তনু পদ্য যিনী চরণ রাতুল ॥ শদত মধুর ভ্যাস, ক্রোধানলে শত্রুনাশ পাত্র মিত্র তোষয় অসীম। ধর্ম্ম যিনী যুধিষ্ঠির, দাতা যিনী কর্ণবীর, প্রতাপ শমান নহে ভীম ॥ হেম গৃহে রত্ন খাট, শুদ্ধ সুবর্ণের পাট, শ্বেত রক্ত মাতঙ্গ ঈশ্বর। হয় গজ পয়দল, ক্ষিতি করে টল মল, অসমুদ্র মহিমা শিখর ॥ যবে রাজ্য অধিপতি, আহারে করয়গতি, রত্ন চতুর্দ্দোল আরোহন। স্কণে চড়ে করি কান্ধে, চালায়ন্ত নানা ছন্দে, যেন ঐরাবত শত্র সেন ॥ শ্বেত বর্ণ ছত্রগণ, আবোর গগণ ঘন, রত্ন মুক্তা যড়িত বিস্তর। নৃপ সম্ভাবিত আসি, একত্র মার্ত্তণ্ডশশি, সঙ্গেকরি তারকনিয়র ॥ নানা বর্ণ নানা ছত্র, অর্দ্ধচন্দ্র পর শত্র, উপরে চামর শোভা কার। বিধুস্বর হত ভেশ, করি সুকুলিত কেশ, নৃপ স্থানে মাগে পরিহার ॥ চলিতে ধুম ধুমি বাজে, মহ করি কুল সাজে, ভাবিয়া লজ্জিত মেঘগণ। দেখি নৃপতি দিল, হিন বাশি নিজ বল, ধারা রূপে শ্রবয় নয়ন ॥ চলে অশ্ব গজ ঠাট রান্ধিয়া মারুত বাঠ, গগনে আবরে পদরেনু। ভূমিনা পরসে ধারা, অদ্রসন চন্দ্রতারা, দিবশে আলোপ হয় ভানু ॥ পর্ব্বত ধুলির মত তনু বৃক্ষ হীন পাত, জল হীন হয় নদিস্বর। অগ্র গামী শাঞ্চারয়, মধ্যেতে, কোর্দ্দম হয়, পাছে গামি ধুলায় ধোশর ॥ নানা বর্ণ নৌকা শাজে, নাহি শম ক্ষিতি মাঝে, গল্লিয়া অগন ডিঙ্গা রঙ্গে। শনুপা নানান

ভাতি, মচুয়া গোরাপ পাতি, জালিয়া নায়রি নানা রঙ্গে ॥
কোসদা আহুতি ভাল, ফেরাঙ্গির বজ সাল, সাতাইশ
পাঠলা সংসার। সুন্দর খেল রঙ্গি, পিক সব সরি ভঙ্গি,
মগদের নানা বর্ণ আর ॥ নৃপতি চরণ যত, সুবর্ণ মুণ্ডিত
তত, সমুখেহ ঠেকে চক্ষু তারা। দিব্য বস্ত্র আচ্ছাদন, চামর
নাচিতে ঘন, স্থানেং মুকুতার ছড়া ॥ যত ভাণ্ড যার শিক্ষা,
পক্ষী যেন ধরে পাখা, ঘৃণায় নাচায় সিন্ধু জলা। সমুখে
ফেলিলে শ্বর, শ্বর যায় দূরান্তর, যেন চলে চঞ্চলা চপলা ॥
যত লোক দণ্ডধারি, বরব দুরন্ত কারি, করতুলি করে নিসে
দল। নৃপতির শত্রুনাশ, একাগ্নর করেক্ষয়, তুমি সব আইস
কি কারণ ॥ হেন কন্যা অধিপতি, দুঃখিত জনের গতি,
নৃপ সষ্ট নৃপ মহাশয়। প্রথম যৌবন কাল. তাহাতে মেদনি
পাল. অতি পুণ্য ভাগ্য বশে হয় ॥ নানা দেশে নানা লোগ
শুনিয়া রোমাঙ্গ ভোগ. আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল। আরবি
মিশির স্থামি, তুরুকি হাবেসী রুমি, খোরাসানি উজেগ
সকল ॥ লাহুরী মুলতানি সিন্দি, কাশমিরী দক্ষিণী হিন্দি,
কাম রোপি আর বঙ্গ দেশী। অহুপিহ খুতঞ্চারি, কান্নাই
ময়লা বারি, অছন্দরী কর্ণাট কাবাসি ॥ বহু সেখ সৈয়েদ
জাদা, মোগল পাঠান যুদ্ধা, রাজপুত্র হিন্দু নানা জাতি
অভাসি করমা শ্যাম, ত্রিপুরা কুকির নাম, কতেক কহিব
ভাতিং ॥ আরমানি ওলন্দা, ডিনমার ইংরাজ, কাণ্টিমান
আর ফ্রানশিশ। কামরিভ ফাসমানি, চোলদার নশরাণী,
নানা জাতি আর প্রতং কেচ ॥ মগধের যত সৈন্য, সর্ব্ব বলে
অগ্রগণ্য, সংখ্যা নাহি কপট অপার। মহত্ত অমত্তগণ, ছত্র
ধারি জনে জন, শুদ্ধ ভাবে নৃপ পরিচার ॥ হেন মহা মহি

রাজা, নৃপ সবে করে পুজা, মিত্র পালে শত্রুর ধ্বংসক। মর্য্যাদা কৃপার সিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু, ন্যায়বন্ত সংসার রক্ষক॥ অপার মহিমা গুণ, কহিতে না পারি পুণ, আমি অল্পবুদ্ধি অতিশয়। এই সে মনেরসাদ, সদা করি আশীর্ব্বাদ, জন বৃত্তি উন্নতি বাড়য়॥ যত কাল চন্দ্র শুর, সংসারেতে ভরি পুর, আয়ু কৃতি বাড়ুক সদত। শুনি নৃপতির যশ, দেবতা হউক বশ, শত্রু হীন হউক জগত॥

শম কৃতি মাগনের বয়ান।

রাগ জমক ছন্দ। যখানে আছিল বৃদ্ধ নৃপ অধিপতি। যত শিনি কন্যা রাজ গৃহে উপনীতি॥ রূপে গুণে সুলক্ষন অতি জ্ঞান বন্ত। ধর্ম্মে কর্ম্মে শুভ মর্ম্মে অতি সু-মহন্ত পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুচরিতা। বহু স্নেহ নৃপতি পোষিল রাজি সুতা॥ বহু ধন রত্ন দিল বহুল ভাণ্ডার। বহুল কিঙ্কর দিল বহু পরিবার॥ কন্যার সৌষ্টব দেখি ভাবে নরপতি। এতেক সম্পদ সম দিব কার প্রতি॥ এক মহা-পুরুষ আছিল সেই দেশে। মহাসত্য মোসলমান সিদ্দিকের বংশে॥ নানা গুণ পারগ মহন্ত কুলশীল। তাহাকে আনিয়া নৃপ কন্যা সমর্পিল। বৃদ্ধ নরপতি যদি হৈল সর্গপুরি। সেই কন্যা হৈল জ্ঞান মুখ্য পাটেশ্বরী॥ শৈশবের পাত্র দেখি বহু স্নেহ ভাবি। মক্ষপাত্র করিয়া রাখিল মহাদেবী॥ এবে তার নাম গুণ কর অবধান। কিঞ্চিৎ কহিব কথা শুন বুদ্ধিমান॥ রাজ স্বর্ণ মতি ছিল বড়ই ঠাকুর। প্রভাতে মাগিয়া পাইল কুলদেব শুর॥ অভুস্থানে মাগি পাইল প্রার্থনা করি। তেকারণে মাগন ঠাকুর নাম ধরি॥ স্বজিবে থাকিয়া কন্যা

মতি মহাশয়। নিজগুণে পাই ছিল বাপের বিষয়॥ তখনে হইল মহাদেবী মক্ষমন্ত। কতেক কহিব রূপ গুণের মহন্ত॥ দুর্বাদল শ্যাম তনু মুখ পুর্ণ চন্দ্র। দেখিয়া সুহৃদ জন হৃদয় আনন্দ॥ সুন্দর মগদ পাক মস্তকে শোভিত। নবঘন জিনি যেন চন্দ্রিমা উদিত॥ দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি ললাট শ্রীখণ্ড। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভুরু কামের কোদণ্ড॥ চালনি দোলনী নেত্র লোভ ফলাচর। ইঙ্গিতে কটাক্ষ কুল বধ মন ময়॥ গৃধিনী নিন্দিভ চারু শ্রবণ যুগল। শুকচঞ্চু জিনি ভাল নাশিকা কমল॥ মৃদু মন্দ মধুর সুন্দর মুখ হাঁসি। সুধা রস মিশ্রিত চপলা সুপ্রকাশি॥ দশন কুমুতাপাতি অধর বান্ধুলি। মধুর শুশ্বর ভাসে কোকিল কাকলি॥ কুম্ভবর নিন্দিয়া কণ্ঠের পরিপাটি। নির্ম্মল সুচারু বক্ষ সিংহ জিনি কটি॥ চন্দনের কুন্দে যেন কুন্দিল কন্দর্পে। শত্রুবর্গ নাশ হয় ভুজ যুগ দর্পে॥ সকমল করতল পদ্ম নাল তুল। চম্পক কালিকা জিনি সুন্দর আঙ্গুল॥ শ্বেত নখ পাতি কিবা শশী নিস্কলঙ্ক। স্বেত ধারি দান নদী করতল অঙ্ক॥ গজ বর শুণ্ড জিনী সুললিত উরু। লজ্জিত গমন হীন কদলিকা তরু॥ চক্ষু মুক্ষ সম নহে ভাবিয়া কমলে। লজ্জা পাই রহিলেক চরণ যুগলে॥ প্রভুর সৃজিত রূপ কহিতে অনন্ত তাহাতে করিল বিধী নানা গুনবন্ত॥ আরবি ফারসি আর মঘা হিন্দুয়ানি। নানা গুণে পরাণ সঙ্কেত জ্ঞাতা গুনি॥ কাব্য অলঙ্কার জ্ঞাতা হস্তেক নাটীকা। শিল্প গুণ মহৌষধ নানাবিধি শিক্ষা॥ দেব গুরু ভক্ত মিত্র বান্ধব পালক। ইঙ্গিতে বাঞ্ছিত পুরি তোষয় যাচক॥ দান কালে শত্রু মিত্র 'এক নাহি চিন। সকলকে দেওন্ত আপনা কিবা

ভিন ॥ ধর্ম্ম ভাব সদা চার মধুর আলাপ। না জানেন্ত
কৃপিনতা অধর্ম্মিতা পাপ ॥ পর উপকারি অতি দয়াল
হৃদয়। হিংস কারি না করেন্ত লোক অপচয় ॥ মহাদানি মহা
মানি মহা সাহসিক। অহিংসক অন্তে শুন্য মর্য্যাদা অধিক ॥
সেই ; কিছু নিরাঞ্জনে কহিছে কোরানে। সেই কর্ম্ম নিত্য
কৃত্য অন্য নাহি নমে ॥ নিন্দা চর্চ্চা বর্জ্জিত নাহিক সট
কথা ॥ সু-শিক্ষক জনের খণ্ডায় মন ব্যথা ॥ ওলমা সৈয়েদ
সেখ যত পরবাশি। পোশন্ত আদর করি মনে স্নেহ বাসি ॥
কাহাকে খতির কাকে করেন্ত ইমাম। নানা বিধি দানে
সবে পুরে মনস্কাম ॥ নৃপ ক্রোধে যত লোক হয় ছত্র-
কার। তাহার শাসনে আসি হয়ন্ত উদ্ধার ॥ গুণের সমুদ্র
সাঞ্চুরিলে নাহি কুল। আমি হীন বুদ্ধি তার মহিমা বহুল
গুণস্তুতি কহিতে না পুরে মন সাদ। ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে
করি আশীর্ব্বাদ ॥ দীর্ঘ পরমায়ু হউক শত বিংশ অব্দ।
দিগান্তরে পুণ্য হৌক গুণ কৃতি শব্দ ॥ শুক্লপক্ষ চন্দ্র তুল্য
বৃদ্ধি হৌক যশ। তাহার গুণেতে হৌক দেব সব বশ ॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ ধরনী গিরি জল। যত দিন আছে পুণ্য
মেদিনী মণ্ডল ॥ নিচল রহুক নাম কৃতির সপদ। মনে বাঞ্ছা
সিদ্ধি হৌক খণ্ডুক আপদ ॥ নামের বাখান এবে শুন মহা-
জন। অক্ষরে২ কহি ভাবি শুভাশুভ ॥ মানের ম আকার
আর ভাগোর গ কার। শুভযোগে নক্ষত্র আনিল ন কার
এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে। রাখিলেন্ত মহাজনে
অতি মনশুভে ॥ আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল। কাব্য
শাস্ত্র ছন্দ মুল পুস্তক পিঙ্গল ॥ পিঙ্গলের মধ্যে অষ্ট মহা-
গুণ মুল। তাহাতে মাগন অব্দেবুঝ কবি কুল ॥ নির্ধাস্থির

কল্প প্রাপ্ত মগন ভিতর। মগন মাগন এক আকার অন্তর আকার সঙ্গোগে নাম হইল মাগন। অনেক মঙ্গল ফল পাই তেকারণ॥ এখনে আপনা কথা কহিব কিঞ্চিৎ। পুস্তকের সূত্র এবে শুনহ পণ্ডিত॥

আলাওলের কাব্যের বয়ান।

মুল্লুক ফতেয়া বাদ গৌরতে প্রধান। তথাতে জালাল পুর আতি পুণ্যস্থান॥ বহু গুণবন্ত লোগ খলিফা ওলমা। কতেক কহিব সেই দেশের মহিমা॥ মজিলিস কুতুব তাহতে অধিপতি। আমি হীনদীন তান পাত্রের সন্ততি॥ কার্য্য হেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন। হাম্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন॥ বহু যুদ্ধ আছিল সহিদ হৈলো তাতে। রণক্ষেত্রে শুভযোগে আইলুম এথাতে॥ কহিতে অনেক কথা দুঃখ আপনার। রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুম রাজ আচওার॥ বহু মোসলমান সব সঙ্গেতে বৈসন্ত। সদাচার পণ্ডিত কুলীন গুণবন্ত॥ সবে কৃপা করেন্ত সম্ভাসা বহুতর। আলিম ওলমা রহি করেনত আদর॥ মঙ্ক পাটিশ্বরির আমাত্য মহাজন। সত্য বাদীতৃতীয় ঠাকুর শ্রু মাগন॥ ভাগ্যদয় হৈল মোর বিধি পরসনে। দুঃখ নাশ হেতু তান সহিত মিলনে॥ অনেক আদর করি বহু সম্ভাষণে। সদর্ত্ত পোসনত মোরে বস্ত্র অন্ন দানে॥ সুমধুর আলাকে বস হৈল মোর মন। তান গুণ সূত্র হৈল গৃভাতে বন্ধন॥ গুণি গণ থাকন্ত তাহার সভা ভরি। গীতনাট যন্ত্রতন্ত্র রঙ্গ ঢঙ্গকরি॥ নানান প্রসঙ্গ কথা কহিয়া সরদ। তান সভা মধ্যে থাকি হৈয়া সভাসদ॥ এক দিন মহাশয় বসিয়া আসনে। নানান

প্রসঙ্গ কথা কহে গুণিগণে ॥ কেহগায় কেহ বায় কেহ খেলে খেলা। সুধাকর বেড়ি যেন তারা গণ মেল॥ হেন কালে শুনি পদ্মাবতীর কথন। পরম হরিষ হৈলো পাত্র বর মন॥ কৌতুকে আদেশ কল্য পরম হরিষে। পান্থ দিজরাজে যেন অমিয়া বরিষে॥ এই পদ্মাবতী রসে বস রস কথা। হিন্দু-স্থানী ভাশে শিখে রচিয়াছে পোথা। রোশাঙ্গেতে আন-লোক না বুঝে এ ভাশ। পয়ার রচিলে পুরে সবাকার আশ যে হেন দৌলত কাজি চন্দ্রানি রচিল। লস্কর উজির আশ-রফে আজ্ঞা দিল॥ তেন পদ্মাবতি রচ মোর আজ্ঞা ধরি। হেন কথা শুনি মনে বহু শ্রদ্ধা করি॥ তাহার আদেশ মান্য পুরিয়া মস্তক। অঙ্গিকার কৈল্য আমি রচিতে পুস্তক॥ বিমস্যি চাহিল পাছে আজি অল্প বুদ্ধি। কিমতে জানিব এই রচনের শুদ্ধি॥ অনেক ভাবিয়া মনে চিন্তিল উপায়। তান ভাগ্য বশ কৃতি আচরে সদায়॥ সেইবলে রচিল পুস্তক পদ্মাবতী। নিজ বুদ্ধি বলে নাহি এতেক শকতি॥ এক্ষনে পণ্ডিত শুন মোর পরিহার। দোষ ক্ষমি টুটা শোধ গুনে আপনার॥ গুণ বুঝি দোষ ক্ষেমে যেই জন গুনি। পণ্ডিত নিন্দক হেন কভু নাহি শুনি॥ নিন্দক পাপিষ্ট খল শত্রুসম হয়। কিঞ্চিৎ না বুঝি পুনি বহুল দোসয়॥ না বুঝিয়া কবি-ন্দ্রেরে বলে মন্দ ছন্দ। পদ এক রচিবারে হয় অন্দ ধন্দ॥ কাব্য রত্ন জতেক লুটিল অগ্র গামি। পিস্ট গামি হৈয়া তথা কি পাইব আমি॥ তবে কিবা প্রভুর ভাণ্ডার নাই উন। যত হবে তত বাড়ে এই মহা গুণ॥ এইভাবি কবি পাছে করিলে পয়ান। ভাল মন্দ বলে সেই না শুনিল কান॥ হৃদয় ভাণ্ডার মাঝে যতছিল পুঞ্জি। মুক্তা ব্যক্ত কল্য তাহা

জিব্‌ভা করি কুঞ্চি ॥ বচনের কহিবারে মনে করি আস। কি জানি স্বরস হয় নতুবা কর্কস ॥ বচন পদার্থ অতি রত্ন সমুতুল। ত্রিভুবনে দিতে নারি বচনের মুল ॥ বচন সঞ্জোগ হয় নরপশু ভিন। বচন অন্তরে মুর্খ পণ্ডিতের চিন ॥ বিষ তুল্য বচন বচন শুধারস। বচনে রচনে পুনি দেব হয় বশ ॥ এ বেদ পুরান আদি যতো মহামন্ত্র। বচনে শুবস পুনি যত যন্ত্র তন্ত্র ॥ বচন অধিক রত্ন যদি সে থাকিত। সর্গহস্তে বচন ভুমিতে না নামিত ॥ তার মাঝে প্রেমকথা মাধুর্য্য অপার। প্রেম ভাবে সংসার সৃজন কর তার ॥ প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস। ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে রস ॥ যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর। মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥ প্রেম হন্তে জনমে বিরহ তিনক্ষর। পঞ্চক্ষরে বিরহি নিলক্ষ পঞ্চস্বর ॥ যার ঘটে বিরহের জ্যোতি প্রকাশিল। শুক্ষ মুক্ষ প্রতি তার আপদ তরিল ॥ বিরহ অনলে যার দহিলা পরাণ। পিতল আঙ্গুটি করে হেম দরশন ॥ যাহার বচনেহয় বিরহের মায়া ॥ কিবা তার রূপ রেখা কিবা তারকায়া ॥ আন ভেস বাহিরে বিরহ অভ্যান্তর। গোপনে মানিক্য যেন ধুলির ভিতর ॥ প্রেম বিরহের লক্ষে কণে কবি কুল ॥ কাব্য ভাব বুঝি যেই বোঝে তার মুল ॥ যার ভাব রস দেশ সূক্ষ মুক্ষ কাম। প্রেম হন্তে সকল যতেক হৈল নাম ॥ প্রেম হন্তে পুত্র দারা প্রেম গৃহবাস। প্রেমেতে ধৈর্য্যতা রূপ প্রেমেতে উদাস ॥ প্রেমমুল ত্রিভুবন যত চরাচর। প্রেম তুল্য বস্তু নাই পৃথিবী ভিতর ॥ প্রেম কবি আলাওল প্রভুর ভাবক। অন্তরে প্রবল পুণ্য প্রভুর আসোক ॥ বঞ্চিৎ পুরান হেতু গুরু

সরহন। অন্ধচক্ষে জ্যোতি হৈল জ্ঞানের আঞ্জন ॥ কাটিল মনের ঘোর শক্তির কৃপানে। রস নাতে রস হৈল প্রেমের বচনে ॥ প্রেম পুঁথি পদ্মাবতী রচিতে আশায়। অসাধ্য সাধন মোর গুরু কৃপাময় ॥ প্রেম প্রতি রসিকের করয় আশায়। একান্ত সাধন তার গুরু দিবে জয় ॥ ভকতি প্রণতি করি মাগি এহি বর। শুনি গুনিগণ মনে হউক আদর ॥

এই পুস্তকের উৎপন্ন হওনের কথা।

রাগ লাচারি দীর্ঘ ছন্দ। শেখ মোহাম্মদ মতি, যখনে রচিল পুঁথি, সংখ সপ্ত বিংশ নব শত। চিতাওর ঘরশ্বর, রত্নসেন নৃপবর, শুকমুখে শুনিয়া মহত ॥ যোগী হৈয়া নরাধিপ, চলিল সিংহল দিপ, ষোল শত কুমার সঙ্গতি। লঙ্ঘিবন খণ্ডবাট, উত্তরসিংহল ঘাট, নৌকা দিল নৃপ গজপতি সিংহল দীপেতে গিয়া, নানা বিধি দুঃখ পাইয়া, বহু যত্নে পাইল পদ্মাবতী। পক্ষী মুখে শুনি কথা, নাগমতি চিন্তা যুক্তা, পুনি দেশে চলিল নৃপতি ॥ সাগরে পাইয়া ক্লেশ, পাইল চিতাওর দেশ, দেশ কশ্য বহু উৎস আনন্দ। রাঘব চেতন জ্ঞানি, অবিমশ্রি কহিবাণী, প্রতিপদে দেখাইল চান্দ তত্ত্ব জানি নৃপবর, পুনি কৈল দেশান্তর, যাইতে হৈল কন্যা দরশন। বহুল আনন্দ মনে, করের কঙ্কন দানে, পরিতোষে পাঠাইল ব্রাহ্মণ ॥ ছোলতান আলাউদ্দিন, দিল্লিশ্বর জগদিন, প্রচণ্ড প্রতাপ ছত্রধর। খণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা, কহিল কন্যার কথা, শুনি হরষিত নৃপবর ॥ শ্রীজা নামে বিপ্রবর, পাঠাইল রাজ্যশ্বর, কন্যা মাঙ্গি রত্নসেন

স্থানে। পদ্মাবতী না পাইয়া, শ্রীজা আইল পলটিয়া, শুনি সাহা ক্রোধ কৈল মনে॥ বহুল মাতঙ্গ বাজি, চতুরঙ্গ দল সাজি, গেল চিতাওর মারিবারে। দ্বাদশ বৎসর রণ, তথা ছিল অখণ্ডন, রত্নসেন ধরিল প্রকারে॥ দিলিশ্বর দেশে আইল, নৃপ কারাগারে থুইল, তাড়না করিল নানা ভাতি। গোরা বাদিলা নাম, ছিল রত্নসেন ঠাম, মুক্তকল্প কপট যুকতি॥ চিতাওর দেশে আসি, বঞ্চিলেক সুখে নিশি, পদ্মাবতী সঙ্গে করি রঙ্গ। দেওপাল নৃপ কথা, পদ্মাবতী মুখে তথা, শুনি নৃপ মন হৈল ভঙ্গ॥ সর্ব্বারম্ভে তথা গিয়া, দেওপাল সংহারিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আইল নৃপতি। সপ্ত মাস দিনান্তর, মৈল রত্ন নৃপবর, দুই রাণী সঙ্গে হৈল গতি॥ পুনি সাজি দিল্লিশ্বর, আসি চিতাওর গড়, চিতা ধর্ম্ম দেখিলা বিদিত। সতীগতি পদ্মাবতী, শুনি সাহা মহামতি মানাইল পরম দুঃখিত॥ চিতারে ছালাম করি, দিল্লিশ্বর গেল ফিরি, পুস্তকে এহি বিবরণ। মহাধির পাত্রবর, নানা গুণে বিদ্যাধর, শ্রীযুত ঠাকুর মাগন॥ তাহান আরতি ভাবি, হীন আলাওল কবি, রচিলেক সুরস পয়ার। শুর শশী বায়ু জল, যত দিন ক্ষিতিতল, নামকৃতি বহুক সংসার।

সিঙ্গল দিপের বয়ান।

রাগ জমক ছন্দ। কাব্য কথা সকল সু-গন্ধি ভরি পুর। দুরেত নিকট হয় নিকটেত দুর॥ নিকটেতে দুর জেনো পুষ্পের কলিকা। দুরেত নিকটে মধু ঝাপে পিপীলিকা॥ বন খণ্ডে থাকে অলি কমলেতে বস। নিয়রে থাকিয়া ভেকে না জানয় রস॥ এই সুত্রে কবি মহাম্মদ করি ভক্তি। স্থানে২ প্রকাশিব নিজ মম উক্তি॥ সিঙ্গল

দিপের কথা শুন এবেসাম। যেই পদ্মিনির রূপ করি অনু-পাম॥ সার বর্ণ হয় যেন উজ্জল দর্পণ। যাহার যেমন রূপ দেখিব তেমন॥ ধন্য সেই দিপ কথা হেনরূপ নারী। রূপে গুণে বহু যত্নে বিধি অবতারি॥ সপ্ত দ্বীপ পৃথিবীর হয় সব নর। কোনদ্বীপ নহে সিঙ্গলে সমস্বর॥ দিয়া দ্বীপ হিমা দ্বীপ সরন্দিপ লঙ্কা। জল স্থল কুল স্থল মনে করি শঙ্কা॥ হিন্দু-স্থানে ভাবে দ্বীপ নাম এহি বলি। জম্বুদ্বীপ পঙ্ক আর সক্ল কেশ সুস্থলি॥ কুশ দ্বীপ এক্ত দিপ সপ্তম কহিল। পুস্পের দরিয়াদ্বীপ সপ্তমে পুরিল॥ নৃপতি গন্ধর্ব সেন সিঙ্গল নরেস। শত সংখ্যা চক্রে বতী আছে সেই দেশ॥ কটক স্থাপন পুর্ণ বহু সেনা পতি। সপ্ত দশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ু গতি॥ সিঙ্গলের সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ অশ্ব। গজ সৈন্য আর সেনাপতি চতুরঙ্গ॥ নিজ ভুজবান ক্ষতি পালে মহাবীর। নৃপসবে সমুখে করয় নম্র শির॥ যেই জন যায় সেইসিঙ্গল নিকট। যে হেন অমরা পুরি দেখায় প্রকট॥ চারিপাশে তাহার সঘন উপবন। উঠিয়া ধরনি হৈতে লাগিছে গগণ॥ চন্দন সু-গন্ধি তরু মলয়া সমির। নিদাঘ সমায় শীত ছায়া সু-গম্ভির॥ অস্তাঙ্গিত হৈলে শুর হয় অন্ধকার। সেইছায়া পরসয় সকল সংসার॥ সুরূপ সমান অতি তরু মনোহর। সেই ছায়া লাগিয়াছে আকাশ উপর॥ সেই ছায়া তলে পক্ষি করেন্ত বিশ্রাম। এই রৌদ্রে আসিতে নালয় তার নাম॥ মনোহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত। ফলে ফুলে সটরিত সতত বসন্ত॥ ফল ভরে নম্র অতি আম ও কাঁটাল। বরচল খিরিনি খাজুর অতি ভাল॥ গুয়া নারিকেল বেল ডালিম্ব চোলঙ্গ। নারিঙ্গ কমল সোমে

তারা কাওরঙ্গ ॥ জাম্বির তুরঞ্জা দ্রাক্ষ মেহওা বাদাম। বেল শ্রীফল শ্যাদ ফল কলাজাম ॥ অতিচিরি উরিরায় কেরেঞ্জা তেতৈই। আকরোট সোহাবান গোয়া জলপাই ॥ সেব বিহি খোরমা সুরস নানা ছন্দ। মধু জিনি মিষ্ট সব পুষ্প জিনি গন্ধ ॥ দিঘিপুষ্করণি কুপ দেখিতে শোভাকার। মথন তরাসে লুকাইছে পরাবার ॥ দুগ্ধ হৈতে সেতোজল কাফর-সুগন্ধ। দরশনে তৃষ্ণা হরে খাইলে আনন্দ ॥ নির্ম্মল ফটিক ঘাট দর্পনে উজ্জ্বল। বান্দিগাছ চতুর্দ্দিকে অতি সুনির্ম্মল ॥ শ্বেত রক্ত মউত ফল দেখিতে সুন্দর। মধুপানে মত্ত হই ঝঙ্কারে ভ্রমর ॥ স্থানে২ সুশোভিত দেখি বৃক্ষ পত্র। রাজহংস বিরাজিত সৌরভ চরিত্র ॥ প্রফুল্লিত কুমুদিনী অতি মনোহরা। যেন দেখি সুশোভিত গগণের তারা ॥ সরোবরে নামি জল তোলয় জিম্ব,ত। উথলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুত ॥ হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর। শ্বেতাস্বেত রক্ত পীত নানা বর্ণধর ॥ শিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মন সুখে। দম্পতি দিবসে কেলি করে মন সুখে ॥ কুবলয় শারস করয় নান রঙ্গ। জীবনে মরন জান দম্পতি কাসঙ্গ ॥ সঙ্কট শরির মরা শুক জল কাক। কারণ্ডব বকসেত শুক ঝাঁকে ঝাঁক ॥ কেহ উড়ে কেহ পড়ে পক্ষির লহর কেহ নিদ্রা কেহ ঝুরে কেহ ধনিস্বর ॥ অমুল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে। মজিয়া ডুবিলে মাত্র পায় ভাগ্য ফলে মনোহর পুষ্করণী উদ্যান তার পাস। বৃক্ষ সব হৈল যত চন্দনের বাস ॥ আমদেন মরুবক সুগন্ধি মালতী। লবঙ্গ, গোলাপ চাম্পা শতবর্গ জ্যোতি ॥ কেতকি কেশর ও বৈজাতি বেলা ফুল। রঙ্গন কাঞ্চন আর মাধবি বৈকুল

স্বদর্পণ কুব্জা রূপ মঞ্জরি বালক। কালা ফুল আবস্তক গন্ধ বকুবক॥ সে পুষ্প লাগিয়া যত যায় সদাগতি। হরিয়া দুর্গন্ধ কত আমোদিত অতি॥ সর্ব্বলোক দেখি মনে আরতী বহুল। ভাগ্যবন্ত জন মাত্র পায় সেই ফুল॥ উপবনে নানা ভাবে বলে নানা পাখি॥ শুনিতে শ্রবণ সুখ দরশনে আঁখি॥ সারি শুক কোকিল শব্দে গায় গীত। এক স্তুতি নানামতে বলে সুললিত॥ পিউ রব পাপীয়াসী খেলি করে রোল। বহুভাবে ভিঙ্গরাজে বলয় সুবোল॥ নানাজাতি পক্ষী সবে সুললিত রায়।,আপনে আপনা ভাবে প্রভু গুণগায়॥ স্থানে২ জলপূর্ণ মনোহর কুপ। সটীক পাষাণে অতি বান্ধিছে স্বরূপ॥ বহু যত্নে নব রত্ন দেওাল মাণ্ডব। জুগি জাতি সন্যাসী করয় তপ জপ॥ কেহ ব্রহ্মচারি কেহ ঋষি অবধৌত। নাম জপি সুরখির পৈরেন বিভুত॥ কেহ হরি কেহ নাথ কেহ দিগাম্বর। কেহত গোর্খের ভেশ কেহ মহেশ্বর॥ কেহ বৃদ্ধ কেহ বাল্য সাধক সুজন। কেহ ধ্যানবন্ত কেহ সুধীর আসন॥ নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ। তেরছ বর্জ্জিত গৃহ সমান স্বরূপ॥ উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস। অমরা নগরে যেন ইন্দ্রের নিবাস॥ কিবা রঙ্গ কিবা রাগ ঘরে২ সুখি। বাল্য বৃদ্ধ যুবক সকলে হাস্য মুখি॥ চন্দনের স্তম্ভ প্রতি গৃহের অন্তর। পাষাণে রচিত চারু অঙ্গনা সুন্দর॥ শ্বেতরক্ত পীত বস্ত্র পরয় সকল। কস্তুরী চন্দন মেদ নানা পরিমল॥ ঘরে২ পণ্ডিত সুজন গুণবান। এক বাক্য শত ভাবে করেন্ত বাখান॥ প্রতি ঘরে পদ্মিনী সুরূপা সুচরিতা দেখিলে লজ্জিত হয় দেবের বনিতা॥ চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ

রত রজতের হাট। মধ্যে ভাগে কদর্য্য বর্জ্জিত শুদ্ধ বাট॥ উচ্চগিরি কাঞ্চন রজত কাচ ডাল। নানাবিধ চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল॥ হাট সালা মৃগমদ কুঙ্কুম লিপনে লক্ষ কোটী পশরা বসিছে জনে২॥ হিরা মণি মাণিক্য মুকুতা গজমতি। পুষ্প রাগ গোমেদ ভদ্রাম নানা ভাতি আমোদ অগর মেদ মৃগ মদ বেনা। যাবত কণ্টক ভিন শনি অরি চিনা॥ ফুলের গোলাব চুয়া চন্দন আগর। জর তারি পাটম্বর সুচারু চামর॥ এহি হাটে বিকা কিনা করে যেই জন। আর হাটে তার কার্য্য নাহি কদাচন॥ কেহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বিকি কিনী। কার হয় লাভ প্রাপ্তি কার হয় হানি॥ সুন্দর পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার॥ প্রতি অঙ্গে শোভিত নানান অলঙ্কার॥ শিরেত কুসম্ব চির মুখেতে তাম্বুল॥ রতনে জড়িকর্ণে শোভে কর্ণ ফুল॥ ভুরু যুগ্ম ধনুক কটাক্ষ তীক্ষ্ণবাণ। নয়ান সন্ধানে মারে থাকিয়া পরাণ॥ অলকার পাশে যেন কমলেতে অলি। স্বগর্ব্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চলি॥ কুলুপ লাগায় মনে হরি লয় বোলে। বাজায় প্রেমের ফান্দে যত শত গলে॥ সত্যের আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন। খলের মানস নহে তাহার কারণ॥ যে হেন স্বরূপ সব তেহেন চাতুরি। নিজ প্রিয়তমা ভাবে মাত্র কাম অরি॥ সুগন্ধি তাম্বুল কর্পুরের খিলি পুরি। সুরূপ সুগন্ধি পুষ্প রাখিয়াছে ভরি॥ স্থানে২ পণ্ডিত পঠয় শাস্ত্র বেদ। স্থানে২ যোগ কথা আগমের ভেদ॥ কোন স্থানে সুপ্রসঙ্গ করয় কৌতুকে। কোন স্থানে নিত্য কলা দেখায় পাঠকে॥ কোন স্থান ইন্দ্রজালে দেখায় কুহক। মিথ্যা বাক্য সত্য করে দেখাইয়া ঠক॥

সেই নিত্য ছটকে তোষয় যেই নরে। গাঠির সঙ্কিতধন হরি লয় চোরে॥ যেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ। হরিতে না পারে চোরে নহে মন ভঙ্গ॥ অতি উচ্চতর গড় না পরশে দৃষ্টি। অধোভাগে নিতান্ত স্থাপন কর্ম্ম পিষ্টী॥ হেটে গড় খাই অতি সঙ্কট বিকট। কদাচিত নিপাতিত পাতাল নিকট॥ অধে উর্দ্ধে সে গড় বঙ্কিম নব খণ্ড। উপরে উঠিলে মাত্র নিকটে ব্রহ্মাণ্ড॥ সুবর্ণ গড়ের যত কাঙ্গরা অদভুত। তারাগণ মধ্যে যেন সুস্থির বিদ্যুত॥ জিনিয়া লঙ্কার গড় অতি উচ্চতর। যেন দেখি প্রসিদ্ধ সু-মেরু ধরাধর॥ নিত্য গড় বর্জ্জিয়া চলয় শশী শুর। নতুবা বাজিলে মাত্র রথ হয় চুর॥ নবদ্বারে সেই গড়ে বজ্রের কপাট। রক্ষিগণ জাগ্যায় রুন্দিয়া ভরি বাট॥ পঞ্চ কোতওাল সঙ্গেফিরে অনুচর। প্রবেশ করিতে নারে দুর্জ্জয় তস্কর॥ সিংহ গজ মুর্ত্তি করি রাখিয়াছে দ্বারে২। দেখিয়া অচিন গজ পালায়ান্ত ডরে॥ কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সঞ্চারে। বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে॥ উপরে দশম দ্বার হেটে নবখণ্ড॥ তাহার উপরে রাজ ঘড়িয়াল দণ্ড॥ ঘড়ি২ ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারয়। ঘড়ি দণ্ডে বিনক্ষণ সকলি বুঝায়॥ জগতে ভণ্ডনা ডণ্ডে পরে দণ্ডে২। কিসুখে নিচিন্তে আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥ পল দণ্ডে প্রহরেক দিন চলি যায়। পন্থিক নিশ্চিন্তে কেন চলিতে জুয়ায়॥ হরট জালের তুল্য সংসার নিশ্চয়। উর্দ্ধ মুখে ভাবে অধমুখে নিস্বরয়॥ গড়ের উপরে নীর থির দুই নদী। জল ভরে রামাগণে যে হেন দ্রৌপদী॥ আরে এক কুপ আছে নামে মুক্তাশুর। অমৃত সমান জল কুম কুম কাফুর॥ সেই

কূপ জল মাত্র নরপতি পিয়ে। স্থিরু হয় তরু না বাড়ল অব্দ জিয়ে ॥ কাঞ্চনবরণ একতরু তার পাশে। যেন কল্প তরু শোভে ইন্দ্রের নিবাসে ॥ শুভ লগ্ন শাখা মূল পত্র ফল মল। জগজনে শ্রদ্ধা করে খাইতে সে ফল॥ যেই জনে সেই ফল করয় ভক্ষণ। শত অব্দ জরা জীর্ণ সু রস লক্ষণ॥ ঘরে পরে চারি গজ নৃপতি নিবাস। সুবর্ণ নির্ম্মিত চারু সুন্দর আবাস ॥ পরশ পাষাণ লাগাইছে ঘর দ্বার। রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত বলবন্ত আর ॥ সুখভোগ বিলাস আনন্দে জনে২। দুঃখ চিন্তা বৈরী ভাব নাহি কার মনে ॥ ঘরে২ সকলেরে সুবর্ণ চৌয়ারী। বসিয়া কুমার সবে খেলে সারি২ ॥ দার বুঝি খেলে যার শুভে পড়ে পাশা। নানা খেলা খেলিয়া না ছাড়ে আশা ॥ স্থানে২ ভাটে পরে কৃতি যে বহুল। কোন কৃতি নাহি হয় স্বর্গ সমতুল ॥ রাজদ্বারে হস্তী সব বান্ধিছে অপার। সু-মেরু হইতে যেন জীবন সঞ্চার ॥ সামর্থ ভুবণ্ড সব দেখিতে সুন্দর। গিরি হতে নামিছে যেহেন অজাগর ॥ শ্বেত শ্যাম রক্তবর্ণ ধরে মেঘবর্ণ। মদ মত্ত গর্ব্ব ধারি বিলুলিত কর্ণ ॥ গজেন্দ্র ন মেঘের তুল্যবর্ণ মেঘা কার। স্বর্ণ পাট শোভে তাতে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥ নিস্বরি কলুস দন্ত প্রবক লক্ষণ। শ্রদত গনিত মাত্র ঘন বরিষণ ॥ মহাগজ পর্ব্বত ইঙ্গিতে যায়চলি। বৃক্ষ উপাড়িয়া ঝাড় মুখে দেয় তুলি ॥ নানা দেশে নানাবর্ণ বহু তুরঙ্গম। দৃষ্টি প্রাছে করি চলে অতুল বিক্রম ॥ উশ্বাস লইতে স্বর্গে লাগায় যে শিরে। সমুদ্রে যাইতে পদ না লাগয় নীরে ॥ আরোহণ মাত্রে স্থিরনহে কদাচন। অতি লোভে ধরে নখে করয় গমন বাউ আরোহণ হয় ধরনি ত্যজিয়া। যথা প্রভু ইচ্ছা যায়

নিমিষে চলিয়া ॥ নৃপতির শোভা অতি সুচারু লক্ষণ। যেন ইন্দ্র সভা শোভে অমরা ভুবন ॥ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ। তার মাঝে স্থাপিছে রতন সিংহাসন ॥ সেই সিংহ: সনে বৈসে গন্ধর্ব্ব নরেশ। প্রকাশে কমল শোভা দেখিতে দীনেশ ॥ কেহ২ হস্তক সহিত পড়ে বেদ। কেহ সু-প্রশংসা কহে পুরাণের ভেদ ॥ নানারাগে নানা ছন্দে কেহ গায় গীত। কেহ২ নানাযন্ত্র বাহে সুললিত ॥ চন্দন কুসম্ব চুয়া কস্তুরি কর্পুর। আমোদ সৌরভ শোভা দেশ ভর পুর ॥ স্বরূপ সৌরভ আর সুগন্ধি পুরিত। দেখিতে শুনিতে শুর মনে আনন্দিত ॥ উচ্চতর সপ্ত খণ্ড নৃপতি আবাস। সুবর্ণ ভুমিতে তথা সুবর্ণ আকাশ ॥ করপুর সাতুন ঘর সুবর্ণ ইটাল। হিরা মণি রতন জড়িত অতি ভাল ॥ নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্র করে। একমূর্ত্তি দেখিতে নানান ভাতি ধরে ॥ স্থানে২ সুবর্ণের আম্র সুশোভিত। দিনমণি সম জ্যোতি মাণিক্য জড়িত ॥ দেখিতে নির্ম্মল জ্যোতি নৃপ গৃহ শোভা। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র সহজে হীনপ্রভা ॥ সপ্ত খণ্ড গৃহে সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর। ভ্রমিবারে ক্ষুদ্রবাট আছয় বিস্তর সেই গৃহে শুর সঙ্গে সহস্র পদ্মিনী। সুন্দর সুঠাম অতি অপ্সরা জিনী ॥ সুকমল মৃদু তনু পতিত আকার। সুগন্ধি তাম্বল রাগে ওহিসে আকার ॥ সকুলের মোক্ষ দেবী জগ মনোরমা। চাম্পাবতী রাণী জিনি রম্ভা তিল-ত্তমা ॥ নৃপতির প্রিয়তমা সোহাগ্য আকলি। নিত্য নব প্রেম সেবা স্বামীর কুশলি ॥

পদ্মাবতীর জন্ম হইবার বয়ান।

সকল দ্বীপের মাঝে শ্রেষ্ট সেই রাণী। তাহাতে জন্মিল কন্যা দ্বাদশ বরণী॥ ছত্রিশ লক্ষণ জ্যোতি কুমারীর রূপ। তার ছায়া হন্তে হৈল সিঙ্গল স্বরূপ॥ কন্যাকে নির্ম্মিল হেন বিধি অনুমানি। অতি রূপে সৃজিলেক চাম্পাবতী রাণী॥ সেই কন্যা বিধি জন্মাইব সেই ঠাম। তেকারনে ধরিল সিংহল দীপ নাম॥ প্রথমে কন্যার জ্যোতি নির্ম্মিল আকাশে। পিণ্ড মণি মণি হৈল তার অবশেষে॥ পুনি সেই জ্যোতি আইল মাত্রি গর্ভান্তর। তাহাতে পাইল বহুত উদরে আদর॥ দিতীয়ার চন্দ্র যেন নিত্য বাড়ে কলা। দিনে দিনে দেবীর শরীর নিরমলা॥ অঞ্চল অন্তরে যেন দীপের উজ্জল। তেহেন দেবীর হিয়া হইল নির্ম্মল॥ সম্পূর্ণ হইল যদি শুভ দশ মাস। জন্মিলেক পদ্মাবতী জগতে প্রকাশ॥ রজনী হইল প্রভা দিবস আকার। সঘন তমসি জিনি বিদ্যুৎ সঞ্চার॥ লাজে পুর্ণ চন্দ্র দিনে২ হয় ক্ষীন। সংসার ছাড়িয়া লুকায়ন্ত দুই দিন। অল্পে২ বাড়িপুনি হয় পুর্ব্বরিত। নিষ্কলঙ্ক তার তুল্য নহে কদাচিত॥ পদ্ম গন্ধ প্রকাশিয়া জগৎ ভেদিল। সেই দীপে অলি কুল পতঙ্গ হইল॥ উৎসব আনন্দ সপ্ত দিন নির্ব্বাহিল। প্রভাতেপণ্ডিত বিপ্রগণ আইল॥ শুভক্ষণে শুভ লগ্ন হইছে উৎপত্তি। কন্যা রাশি কন্যা নাম থুইল পদ্মাবতী। স্বর্গের মাণিক্য জ্যোতি উজ্জ্বল ললাট। কীর্ত্তি শুনি নৃপগণে ত্যজিলেক পাট॥ অতুল্য হইল কন্যা সিংহল নগর। জম্বুদ্বীপ হন্তে আসিবেক যোগ্যবর। জন্ম পত্র লিখি বিপ্র করি আশীর্ব্বাদ।" ঘরে গেল বিপ্রবর পাইয়া প্রসাদ॥ পঞ্চম বৎসর

যদি হৈল রাজবালা। পড়িতে গুরুর স্থানে দিল ছাত্রশালা॥ মোহন পণ্ডিত হৈলো কন্যা গুণবান। দশ দিশে নৃপগণে শুনিল বাখান॥ সিংহল নগর রাজ কন্যা পদ্মাবতী। মোহন স্বরূপ সুপণ্ডিতা গুণবতী॥ যেমরূপ তেহেন পণ্ডিত গুন নিধী। কাহার সম্ভোগ জানি সৃজিলেক বিধি॥ যাহার হইব অতি ভাগ্যের উদয়। হেন রূপ গুণ কন্যা দিব দয়া ময়॥ সপ্ত দীপ হতে যত রাজা রাজেশ্বর। ফিরি ফিরি যায় সবে নাপাই উত্তর॥ মনে গর্ব্বকরে রাজা আমি ইন্দ্র তুল্য কাকে সমর্পিব কন্যা নাহি জানি মুল॥ সম্পূর্ণ হইল যদি দ্বাদশ বৎসর। হইল সংযোগ যজ্ঞ ভাবে নৃপবর॥ সপ্তখণ্ড সাজাইয়া সুবর্ণ আবাশ। সখীগণ সঙ্গেতথা দিলেক নিবাশ নবীন বয়েসে সব রসের সখিনী। কমল নিকট যেন শোভে কুমুদিনী॥

পদ্মাবতী শুক পক্ষী পালিবার বয়ান।

কন্যা পাশে শুক এক অতি অনুপম। মোহন পণ্ডিত হিরামণি তার নাম॥ বিধির দাতব্য পক্ষী হৃদে জ্ঞান মোতী নয়ন রতন মুখে বরিষয় মতি॥ সদত শুকের প্রতি বর অনুরাগ। কাঞ্চন রতন তনু মিলিলো সোহাগ॥ নানারঙ্গে শুক সঙ্গে পড়ে শাস্ত্র বেদ। ব্রহ্মার দোলয় শিষ্য শুনিঅর্থ ভেদ॥ উপনীত হৈল আসি যৌবনের কাল। কিঞ্চিৎ ভুরুর ভঙ্গে বচনের সাল॥ আর আঁখি বঙ্ক দৃষ্টী ক্রমেং হয়। ক্ষণে হয় লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥ সম্বরয় গিমহার কটীর বসন। চঞ্চল হইল আঁখি স্থৈরয্য গমন॥ চোররূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আইসে যায়। বিরহ বেদনা খেনে খেনে

জনে ভায় ॥ আনন্দ সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গে তরঙ্গ সঙ্গে। আমো
দিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনির অঙ্গে ॥ নানা পরিমল অঙ্গে করিয়া
লিপন। সহজে ত্যজিল অলি পুষ্পের কানন ॥ চন্দনেররঙ্গ
তনু পৃষ্ঠে নাগবিনী। শেষে আইল রক্ষক ললাটে চন্দ্র
গুণি ॥ কামধনু জিনিল ইশ্চিত্ত ভুরু ভঙ্গে। কটাক্ষে হরয়
প্রাণ নয়ন কুরঙ্গে ॥ শুক চঞ্চু নাশিকা কমল মুখে চাহে।
পাদ্মিনির দেখি মুখ জগমন মোহে ॥ অধর মাণিক্য তুল্য
দন্ত যেন হির। হৃদয় হইল কুচ কনক জামির ॥ সে করি
জিনিয়া কটি কণ্ঠ গজগামি। শুর শশী দেখিয়া মস্তকে ধরে
ভুমি ॥ সংসারে নাহিক দৃষ্টী নয়ান আকাশে। যোগি
মুনি তাপ সাধে দরশন আশে ॥ নিত্য সুখ রস রঙ্গ কথা
সুমধুর। হৃদয় জম্মিল কিছু প্রেমের অঙ্কুর ॥ শুনি শুক
প্রতি ক্রোধ হইল রাজন। রসভাবে বচন টলয় সতী মন ॥
এই শুক বুদ্ধি হস্তে কন্যা হৈব নাশ। রাখিতে উচিত নহে
শুক তার পাস ॥ নৃপতির আজ্ঞা হৈল শুক মারিবার।
শুনিয়া ধাইল সব যে হেন মাৰ্জ্জার ॥ ধাত্রি দামিনিয়ে
ডাকি কহিল ইঙ্গিত। কন্যার গোপনে শুক মারিতে ত্বরিত
হিত তত্ত্ব নরপতি যতেক কহিল। কন্যা সখি সবে সেই
সে মর্ম্ম জানিল ॥ শুনিয়া রহস্য যত ঈশ্বরীর ঠাঁই
কহিলেন্ত সবসর্ত্ত নিশ্চিত বুঝাই ॥ পদ্মাবতি শুনিয়া এসব
বিবরণ। পরম যতনে শুক করিল গোপন ॥ মধুর বচনে
কন্যা করি পরিহার। কহিও পিতার আগে মিনতি আমার
পক্ষী জাতি হিন মতি কিবা বুদ্ধি তার। সবে মাত্র জানে
দুই উড়ন আহার ॥ হৃদয় নয়ন যার না হৈছে প্রকাশ।
বুদ্ধি জনে তার বাক্য না করে বিশ্বাস ॥ রত্ন মুক্তা না করে

চালিষ, বৃক্ষ ভুল। হেম হস্তে বন ফল জানে খিক মুল॥ দব ফিরি গেল শুনি কন্যার উত্তর। ত্রাশ যুক্ত শুকবর কম্পিত অন্তর॥ কন্যা সম্বোধিয়া কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস। আজ্ঞা দেও এবে আমি যাই বনবাস॥ যেই সেবকের স্বামী চাহি মারিবার। কোন মতে তাহার নাহিক প্রতিকার॥ তোমার প্রসাদে আমি ছিনু নানা সুখে। যেই ইচ্ছা সেই খাই মনের কৌতুকে॥ এই দুঃখ সদত রহিল মোর মনে। নারিল করিতে সেবা তোমার চরণে॥ পড়সি হইলে শত্রু গৃহে সুখ নাই। নৃপতি হইলে ক্রোধ দেশে নাহি ঠাঁই॥ যেই ঘরে আছয় মার্জ্জার কালরূপ। পক্ষীর নিকট মৃত জানিও স্বরূপ॥ প্রত্যুত্তর দিল কন্যা করি বহু মায়া। বিনী জীবে কি মতে রহিব শূন্য কায়া॥ হিরা-মণী পক্ষী তুমি মোর প্রিয়োত্তম। তোমারে সেবিতে মনে না লাগে ভরম॥ তোমার বিচ্ছেদ মোর না সহে পরাণে পিঞ্জরা করিয়া হিয়া রাখিব যতনে॥ আমি নর জানি তুমি পক্ষী শুদ্ধ মতি। কেবা কি করিব যত ধরম পিরীতি পিরীতি পর্ব্বত ভার যদি লৈলো কান্দে। এড়াইতে না পারি বাজিল প্রেম ফান্দে॥ যত দিন মোর কণ্ঠে আছয় জীবন। কোন কালে চিন্তা না করিবে কদাচন॥ বহুল প্রকারে কন্যা করিল আশ্বাস। তথাপিও শুক রহে রহিল তরাশ॥ ——

কন্যা তীর্থস্থানে যাইবার বয়ান।

রাগ জমক ছন্দ। এক দিন তীর্থস্থান হৈল উপাসন। মহা সরোবরে কন্যা করিল গমন॥ সখিগণ সঙ্গে কন্যা

সু-বেশ রচিয়া। নানাবর্ণ সু-বসন ভূষণ করিয়া। অঙ্গেং পরিয়া রতন আভরণ। নানা পরিমল অঙ্গে করিয়া লিপন নানা অলঙ্কার বাস নানা পরিমলে। সিদ্ধ বিদ্যা মুনি তপস্বীর মন টলে॥ নানাবর্ণ পুস্প যেন ফুটিল উদ্যানে। তারক মণ্ডল যেন শুধাকর সঙ্গে॥ হাঁসিতে খেলিতে মন হৈল উল্লাসিত। সরোবর তীরে গিয়া হৈল উপস্থিত॥ উৎসব হইল মনে সরোবর দেখি। পদ্মাবতী সম্বোধিয়া কহে সব সখি॥ আপনা মনেতে কন্যা দেখহ বিচারি। পিতার গৃহেতে কন্যা রহে দিন চারি॥ যে কিছু খেলিতে যত্ন যাও আজ খেলি। কালি শশুরালে গেলে কোথা প্যাবে রসকেলি॥ নিজ গত না হইব আপন ইচ্ছা মন। সখিগণ সঙ্গে পুনি কোথা সে মিলন॥ শাশুড়ি ননদি বাক্য বিষ বরিষণ। স্বামী সেবা ভক্তি মাত্র উপায় কারণ॥ সরোবরে আশিয়া পদ্মিনি উপস্থিত। খোপা খশাইয়া কেশ কল্ল মুকলিত॥ সুগন্ধি শ্যামল ভার ধরণি ছুইল। চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল। কিবা মেঘারম্ভ যোগ হৈল অন্ধকার বিধুন্য আশিল কিবা চন্দ্র গ্রাশিবার। দিবস সহিতে শুর হইল গোপন। চন্দ্র তারা লৈয়া নিশী হৈল উপাশন॥ ভাবিয়া চকোর আঁখি পড়ি গেল ধন্দ। জিম্বলত সময় কিবা প্রকাশিত চান্দ॥ হাস্য শৌদামিনী তুল্য কোকিল বচন। ভুরু যুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন॥ নয়ান খঞ্জন দুই সদা কেলি করে। নারাঙ্গি জিনিয়া কুচ সগর্ব আদরে সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি। পদ দরশন হেতু করয় লহরি॥ উপরে থুইয়া সব বস্ত্র আভরণ। সরোবর মধ্যে প্রবেশিল রামাগণ॥ কুবলয় কেশ যেন বিষধরগণ।

বয়ানে কমল যার নয়ানে খঞ্জন ॥ এমত সদগুণ যেবা দেখয় কৌতুক। কিবা ব্রতবত কিবা পায় অতি সুখ ॥ কেহ কেহ সঞ্চরয় জলান্তরে পশি। লাজে তীরছাড়ি জলে গেল রাজহংসি ॥ কন্যা কুল পরশে আনন্দ সরোবর। তীর জিনি উঠে জল আনন্দ লহর ॥ মোর জলে স্নান করে চন্দ্র তারাগণে। কমল কুমুদ কোথা আছে মোর মনে ॥ চকর চকরী হন্তে হইয়া বিচ্ছেদ। প্রাণনাথে কহে কথামনে করি খেদ ॥ এক চন্দ্র দেখ গগনে নিশাকালে। দিবসে দোশর চন্দ্র প্রবেশিল জলে ॥ হেনকালে পদ্মাবতী শশধর মুখি। মধুর বচনে কহে শুন সব সখি ॥ শ্যামল শ্যামল সঙ্গে গৌরি সঙ্গে গৌরি। জুটে জুটে হার লই খেদ বাদ করি ॥ জলেত ফেলিয়া হার তোলে এক বারে। হার হারে যেই জনে তুলিতে না পারে ॥ বুঝিয়া খেলিবা খেলা রাখিয়া মোহত্ত। নিজ হার নহে যেন পর হস্ত গত ॥ ছন্দ বন্দ থাকিতে খেলহো সাবধানে। খেলি গেলে খেলা নাহি ভাবি চাহ মনে ॥ যেই ইচ্ছা তেনমতে প্রেম খেলা খেল। তিলফুল সঙ্গে যেন কুলাইতে তেল ॥ তারমাঝে এক সখি খেলা না জানিল। চিত্ত অচৈতন্য হই হার হারাইল ॥ ছিন্ন পদ্ম শম মুখহৈল সু-বদনী। কাহাকে দোষিব হার হারিল আপনি ॥ কি লাগিয়া এথাতে আসিল খেলিবারে। হাতের সঞ্চিত ধন হারাইল হারে ॥ ঘরে গেলে পুছিবেক জনক জননী। কি বলি উত্তর দিব আমি অভাগিনী ॥ নিঝরে ঝরয় মুক্তা প্রায় আঁখি ঘোর। সখিগণে বলে বালা কিবা মতি তোর ॥ কেন হেন রূপে কান্দ হার হারাইয়া। হারাইলে হার তুলি লেও বিচারিয়া ॥ সখিগণে ডুবদিয়া বিচারিয়া

চায়। কার হাতে মুকুতা শামুক্ত কেহ পায়॥ শরোবর পাইল যদি কন্যা বরছায়া পরশ পরশে যেন শেহ শূন্য কায়া॥ হইল নির্ম্মল জল পদ্ম দরশনে। পাইল অমুল্য রুপ সে রূপ মিশনে॥ সেই অঙ্গ পরশেন ময়লা শমির। সুশী- তল সৌরভ হইল গতি ধীর॥ ততেক্ষণে ডুবি হার পাইল এক সখি। অতুল হরিষ হৈল শশধর মুখি॥ চন্দ্রের কিরণে কুমদিনী প্রকাশিত। যেন মতে দেখিলেন্ত হৈল তেন রীত॥ শশীমুখ কন্যার মুকুর নির্ম্মলে। যাহার যেমত রূপ দেখিল সকলে॥ আঁখি পদ্ম দেখিলে নির্ম্মল অঙ্গনির রাজহংস গমন দশন যেন হীর॥

শুক পিঞ্জরা হৈতে পলাইয়া বন মধ্যে
যাওা মাত্র ব্যাধের হস্তে বন্ধন
হইবার বয়ান।

এথা সরোবরে কন্যা করে জল কেলি। ওথাতে থাকিয়া শুক বুদ্ধি পরাকলি॥ মনে ভাবে যাবত শরীরে আছে পাখা। প্রাণ লৈয়া যাব যথা বন বৃক্ষ শাখা॥ এই মতে ভাবি শুক চলিল সত্তর। গৃহান্তরে থাকি শুক গেল বনান্তর॥ শ্রান্ত হৈয়া বসিলেক বৃক্ষের উপর। পক্ষী সবে দেখি কল্ল বহুল আদর॥ নানা দিব্য ফল আনি দিল খাই- বার॥ যাবত জীবন আছে নাটোটে আহার॥ খাইয়া তাবত মনে জন্মিলেক সুখ। বিশ্রমিল পন্থেত পাইল যত দুঃখ॥ আর প্রভু নিরাঞ্জন ত্রিভুবন কর্ত্তা। যত জীব জন্তু সকলের ভক্ষ দাতা॥ পাষাণের মধ্যে কীট নাহি বিস্মরণ। যথা তথা ভক্ষদানে করহ পালন॥ যাবত বিচ্ছেদ

দুঃখ শরীর সমস্ত। তাবত আহার আছে যবে উদর অস্ত॥ আহার গ্রহণে শুক দুঃখ বিস্মরয়। যেন মত আছিল স্বপ্নে পরিচয়॥ পদ্মাবতী যদি নিজ মন্দিরে আসিল। নিজ সখি রাণী আর ঘরে চলি গেল॥ পদ্মাবতী স্থানে আসি কহিল ভাণ্ডারী। চলি গেল শুকবর মায়া পরিহরি॥ শুনি পদ্মা-বতী মুখ হইল মলিন। রাহুয়ে গ্রাসিল যেন চন্দ্র প্রভাহীন নয়ানের জলে হৈল পুর্ণ সরোবর। কমল ডুবিল উড়ি গেল মধুকর॥ কান্দিয়া উঠিল কন্যা না সম্বরী চুল। আগে পাছে সবে পুর্ণ মুকুতা বহুল॥ মধুর বচনে প্রবোধয় সব সখি। রোদনে কি ফল যদি উড়ে গেল পাখি॥ যত দিন আছিল পিঞ্জর মাঝে শুক। নানারসে নানাভোগে করিল কৌতুক॥ পিঞ্জর হইতে পক্ষী হইল মুকল। নানাযত্ন করিলে না হয় করতল॥ সে পক্ষী পণ্ডিত অতি না হয় মগদ। নৃপ ত্রাসে প্রাণ ভয় তেজিল সম্পদ॥ সপিল যাহার স্থানে পিঞ্জর তাহার। যে জন যাহার পুনি হইল তাহার॥ দশ বাট আছে যেই পিঞ্জর মাঝার। কি মতে মঞ্জব হন্তে পক্ষীর উদ্ধার॥ সখির বচনে কন্যা মন স্থির করি। সত্তরে গমনে গেল নিজ গৃহে সারি॥ দিন দশ শুক তথা কাটি-লেক কাল। ব্যাধ আইল সঙ্গে তথা লৈ নল জাল॥ পদে পদে ভুমি চাপি আইল নিকট। পক্ষী সবে দেখি বলে কি হৈল সঙ্কট॥ এতদিন এবনে বসতি তরু ডালে। স্থাবর চলিতে ন্যাহি দেখি কোন কালে॥ বিপরীত হৈল আজি এই রাজ্য খানি। চল এথা হন্তে ধাই থাকিতে পরাণি। পক্ষীগণে ভাবিয়া চলিল পীত্রগতি। রহিল পণ্ডিত শুক হই ভোর মতি॥ বৃক্ষ ছায়া শাখা পরে শুক বসিয়াছে।

নাজা নিল ভ্রমি ব্যাধ আইল তার কাছে ॥ আটা লক্ষে হৃদয় হানিল পঞ্চবাণ। পাখাবন্ধে হই শুক হারাইল জ্ঞান ॥

শুক পক্ষী ব্যাধ হস্তে বন্ধ হইবার বয়ান।

নিবন্ধ বন্ধনে শুকবর বন্দি হইল। পাখা শূন্য করিয়া পেটারি মাঝে থুইল ॥ আর যত পক্ষী আছে পেটারি ভিতর। অনুশোচে কান্দন দেখিয়া পক্ষীবর ॥ বিষ তুল্য আহার মরণ সন্ধি হৈল। সেই সে কারণে ব্যাধ পাখা শুন্য কৈল ॥ যদি সে না হৈত পাপ আহারের আসে। কভু না আসিত ব্যাধ আমার সম্প্যাসে ॥ এই সে আহারে জীব করে বন্দি। জীবন রাখয় আর করে মৃত্যু সন্ধি ॥ আমি মুর্খ না জানিল কার্য্য শুদ্ধি। কেমতে পণ্ডিত শুক তুমি হৈয়া বন্ধি ॥ শুকে বলে শুনরে বান্ধব পক্ষীগণ ।\ ললাট লিখন দুঃখ না যায় খণ্ডন ॥ যদ্যপী পণ্ডিত আমি হই শাস্ত্ররিত্। বুঝিতে না পারে কেহ বিধির চরিত ॥ আপনে পণ্ডিত হেন যত কৈল গর্ব্ব। সেই গর্ব্ব খর্ব্ব চুর্ণ হইলেক সর্ব্ব ॥ একেত পণ্ডিত আমি আর আছে পাখা। আমাকে বধিতে পারে কেমন কারাকা॥ এহি মতে ভাবি আমি নিশ্চিন্তে রহিল। হৃদয়ে লাগিল খোচা তবে সে জানিল ॥ পণ্ডিত হইয়া কেহু গর্ব্ব না করিও। আপনাকে সব হৈতে হীন আকলিও। পণ্ডিত হইয়া গর্ব্ব করে যেই জন। তার ফল দেখ এই শুকের বন্ধন ॥ প্রথমে নিশ্চিন্তে রৈলে কর্ম্ম অকুশল। গ্রীবা বন্দি হইলে রোদনে কিবা ফল ॥ মুছিয়া আখির নীর কহে শুকবর। বিপর্ত্তিত মহা জন না হয় কাতর ॥ যেখানে যে করে প্রভু সেই মত হয়।

কর্ম্ম অনুরূপে ফল সকলে ভুঞ্জয় ॥ দূরান্তরে থাকে ব্যাধ ফান্দ আরপিয়া । চক্ষু রত্ন আছে পক্ষী বাজে কি লাগিয়া ॥ আঠার সংযোগে পক্ষী ধরে ব্যাধগণে । অচলা চলয় কেহ না ভারয় মনে ॥ বনান্তরে থাকি পক্ষী দূরে করে রব । সেই শব্দে আকলিয়া আইসে ব্যাধ সব ॥ পণ্ডিতে না করে কভু শত্রু প্রতি রোষ । মনেতে ভাবিয়া চাহ আপনার দোষ ॥ নিশ্চিতে আহার ভক্ষ পরয় জঞ্জাল । সকল ত্যেজিয়া মৌন রূপ অতি ভাল ॥

রাগ কেদার গান্ধার ॥ শ্রবয় নয়ান, মন বুদ্ধি জ্ঞান, এক না আসয় কাজে । যে কিছু করম পাট, বিপুনা যে হেন নাট, সেই পুনি অন্তরে বিরাজে ॥ মৃত্তিয়া আসিয়া কিছি, রীত বুঝি নাহি যাহি, মনুষ্য অনে অনে । পহুকার কর ভাই, পরম বিষম পাই, গুরু মুখে শুনি জনে ॥

ধুয়া । দুঃখ সুখ ভোগ, চলাচল সম্ভোগ, বিপদে সুসম্পদ অন্তে । চান্দনি সঙ্গস, তাতে তমনি বস, পরাণ গ্রাসে বিধুন্যে ॥ তাত মত সুত, দারা বন্ধু যত, সঙ্কট কালে উদ্ধারা । এক নিরাঞ্জন, জগজন সেবন, আপদ তরাণ ছারা ॥ হীন আলাওল কহ, ধৈর্য্য ধরহ বহু, সকজ করায় বিধাতা ॥ রসিক নায়ক, গুনিণ তোষক, শ্রীযুত মাগনদাতা ॥

রত্নসেনের জন্ম ও সদাগর সব যাইবার বিবরণ।

রাগ জমক ছন্দ । এবে চিতাওর কথা করো অবগতি । চিত্রসেন নামে তথা মহা নরপতি ॥ তার ঘরে রত্নসেন জন্মিল যখন । রাশি বর্গ বিচারিয়া কহিল বিপ্রগণ ॥ মহা ভাগ্যবন্ত হৈবে চতুর প্রবীণ । রাজপুত্রগণ মধ্যে বড়ই কুলিন ॥

রত্নসেন নাম থুইল অমুল্য মাণিক। অস্ত্র শাস্ত্রে রূপে গুণে সাহস অধিক॥ রত্ন তুলা প্রাপ্তি হৈব অমূল্য মাণিক। চন্দ্র সূর্য্য মিলনে আনন্দ হৈব খিক॥ মালতি ভ্রমরা প্রায় হইয়া বিয়োগী। রাজ্যপাঠ ত্যেজি যাইব হই মহা যোগী॥ সিংহল দ্বীপেতে গিয়া সিদ্ধি করি কাজ। পুনি চিতাওরে আসি ভুঞ্জিবেক রাজ॥ দিল্লিশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ হৈবে বহুতর। এত কহি বিপ্রগণ চলি গেলো ঘর॥ চিত্রাওর দেশ হৈত্তে এক বনিজার॥ চলিল সিংহল দ্বীপে করিতে বেপার॥ তথাতে আছিল এক ব্রাহ্মণ ভিখারি। সে পুনি চলিল সঙ্গে করিতে বেপারি॥ ঋণ করি সঙ্গেতে লইল কিছু ধন। বাণিজ্যের আশা করি চলিল ব্রাহ্মণ॥ দুর্গম কঠিন পন্থে বহু দুঃখ পায়া। সেই দীপে গেলেন্ত সাগর পার হৈয়া॥ ধন বস্তু বিকি কিনি সতত তথায়। নিধনি হইলে তথা বাণিজ্য নাপায়॥ লক্ষ কোটি মুল্য পুন বিকা কিনি হয়। সহস্রেক নাম তথা ঘ্নণায় নালয়॥ বিকা কিনি কর সব গৃহে হৈল মন। বেশাইত না পাইল নিধনি ব্রাহ্মণ॥ অনুশোচ করে মনে কেনে আইল হাটে। লভ্য হীন মুল্য হানি হৈল এই বাটে॥ নাকল্ল বাণিজ্য না পুরিল মন আশ। কিলই যাইব ঘরে পুঞ্জি হৈল নাশ॥ রিনিয়া ধরিলে পুনি কি দিব উত্তর ভাবিতে চিন্তিতে বড় হইল ফাঁফর॥ সঙ্গি সব চলিল রহিল একাশ্বর। সত্য বিচলিত হৈব এই মাত্র ডর এহি ভাবি প্রভু পদে করে নিবেদন। মন ভিতে বর মাগে পভুর চরণ। আর প্রভু নিরাঞ্জন নৈরাশের আশা। দিনবন্ধু কৃপা ময় তুমি সে ভরসা॥ অনাথের নাথ প্রভু পরম কারণ। মন বাঞ্ছা সিদ্ধি কর লইলে স্মরণ॥ হেন কালে ব্যাধ

আইল লৈয়া তথা শুক। স্বর্ণ বর্ণ তনু চঞ্চু জিনিয়া কন্দুকে উজ্জল মাণিক্য আঁখি রাতুল চরণ। গ্রীবাতে অংশতে রেখা সুচারু লক্ষণ॥ ব্রাহ্মণে পুছিল আসি শুকের নিকটে কিবা গুণ কিবা নুক্ষ বোহল প্রকটে॥ আমি নর কুলে তুমি পক্ষী ও ব্রাহ্মণ। প্রচারহ কিত্তি গুণ অযোগ্য গোপন॥ বিপ্রবানী শুনি শুকে কহিল সাদরে। দুঃখ বসে জ্ঞান ধংশে বচন না সরে॥ যতেক আছিল গুণ সব পাসরিল। যখনে পিঞ্জরে ভরি বেচিতে আনিল॥ পণ্ডিত্ত হইয়া কহ না বুঝিয়া সম। বিকাইতে লাগিল সকল হৈল ভ্রম॥ রক্ত রোদনের কত বর্ণ হৈল মুখ। অবয়েব পিঙ্গল বর্জ্জিত ভোগ সুখ॥ কণ্ঠ দেশে শ্যাম রেখা দেখ ফান্দ চিন। যদ্যপীও ত্রাসে প্রাণ কম্পে রাত্র দিন॥ ব্যাধ নামশুনিতে পক্ষীর কম্পে হিয়া। হস্তগত কো- রিত বুঝহ ভাবিয়া॥ পণ্ডিত হইয়া তুমি মোরে পুছো গুণ। সেই কর্ম্ম দশা ফল কহিল নিপুন॥ পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি। জগত জানিল ধন্দ পরা কলা বুদ্ধি॥

শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন।

রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ॥ শুকের বচন, দিজ কষ্ট মন, কহিল ব্যাধের প্রতি। কেনে প্রাণবধ, করসি মগদ, পরকালে কোন গতি॥ শুন পাপাশয়, নিঠুর হৃদয়, হিংসা বড় অপ কর্ম্ম। জীবন জঞ্জাল, অন্তে নহে ভাল, অনিষ্ট পাপীষ্ঠ ধর্ম্ম॥ দিজ বাক্য জাল, ব্যাধ কর্ণে সাল, বলিল করিয়া রোষ। তুমি মহা সত্য, না বুঝিয়া তত্ত্ব, কেনে মোরে দেও দোষ॥ দেখ নর জাতি, হই ভোর মতি, পর মাংস সংব খায়।

এই যে কারন, যত ব্যাধ গন, প্রাণ হিংসে সর্ব্বথায় ॥ সকল ভক্ষক, নাহিক রক্ষক, গুন দিয়া করে বধ। না বুঝিয়া রিত, আপনা চরিত, মোরে বলহ মগদ ॥ জীব বস্তু ধরি, বধ পরি হরি, বেচিব তোমার হাতে। কিবা প্রাণে মারো, কিবা মুক্ত করো, তুমি সে জানহ তাতে ॥ পরি হরি রোস, মোর কোন দোষ, মানব নিঠুর জাতি। আমিত বধক, তুমি সে সাধক, বুঝিয়া করহ শান্তি ॥ ব্যাধের বচন, শুনিয়া ব্রাহ্মণ, না দিলেক পত্রুত্তর। শুককে লইয়া, বহাদ্রে চড়িয়া, চলি গেলো চিতওর ॥ ঠাকুর মাগন, সদা গুন ভাজন, রসিক নাগর রায়। তাহান আরতি, দিন হিন অতি, করি আলাওলে গায় ॥

রত্নসেন চিতাওরে রাজা হইয়া সুক ব্রাহ্মণ
থাকি লইবার বয়ান।

রাগ জমক ছন্দ। চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল স্বর্গ গতি। রত্নসেন চিতাওরে হৈল নরপতি ॥ প্রসঙ্গ কহিল সবে নৃপতি গোচর। স্ববহিদ্রে আইল সিঙ্গল সদাগর ॥ নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ পাটম্বর। আনিয়াছে সিঙ্গলের বস্তু বহুতর ॥ মহা বিদ্যা শুক আনিয়াছে ব্রাহ্মণ। কাঞ্চন রতন তনু নয়ন রতন ॥ মাণিক্য নিন্দিত চঞ্চু মুক্তা জিনী শব্দ। শুনিতে শাস্ত্রের কথা সভা হয়স্তব্ধ ॥ তর্ক অলঙ্কার জ্ঞাতা মহান পণ্ডিত। হেন সুক নৃপ পাসে থাকিতে উচিত ॥ সুনি আনন্দিত নৃপ সুকের কথন। ততৈক্ষণে আনাইল সে সুক ব্রাহ্মণ ॥ বিপ্রে আশির্বাদ কল্ল হই হরষিত। প্রচণ্ড প্রতাপ হোক রাজ্য অখণ্ডিত ॥ আশীর্ব্বাদ বিপ্রকে করিল

আইল লৈয়া তথা শুক। স্বর্ণ বর্ণ তনু চঞ্চু জিনিয়া বন্ধুক উজ্জল মাণিক্য আঁখি রাতুল চরণ। গ্রীবাতে অংশেতে রেখা সুচারু লক্ষণ॥ ব্রাহ্মণে পুছিল আসি শুকের নিকটে কিবা গুণ কিবা মুক্ষ বোহল প্রকটে॥ আমি নর কুলে তুমি পক্ষী ও ব্রাহ্মণ। প্রচারহ কিত্তি গুণ অযোগ্য গোপন॥ বিপ্রবানী শুনি শুকে কহিল সাদরে। দুঃখ বসে জ্ঞান ধ্বংশে বচন না সরে॥ যতেক আছিল গুণ সব পাসরিল। যখনে পিঞ্জরে ভরি বেচিতে আনিল॥ পণ্ডিত্ত হইয়া কহ না বুঝিয়া সম। বিকাইতে লাগিল সকল হৈল ভ্রম॥ রক্ত রোদনের কত বর্ণ হৈল মুখ। অবয়েব পিঙ্গল বর্জ্জিত ভোগ সুখ॥ কণ্ঠ দেশে শ্যাম রেখা দেখ ফান্দ চিন। যদ্যপীও ত্রাসে প্রাণ কম্পে রাত্র দিন॥ ব্যাধ নাম শুনিতে পক্ষীর কম্পে হিয়া। হস্তগত কো- রিত বুঝহ ভাবিয়া॥ পণ্ডিত হইয়া তুমি মোরে পুছো গুণ। সেই কর্ম্ম দশা ফল কহিল নিপুন॥ পড়িয়া শুনিয়া কিছু না পাইল শুদ্ধি। জগত জানিল ধন্দ পরা কলা বুদ্ধি॥

শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন।

রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ॥ শুকের বচন, দিজ রুষ্ট মন, কহিল ব্যাধের প্রতি। কেনে প্রাণবধ, করসি মগদ, পরকালে কোন গতি॥ শুন পাপাশয়, নিঠুর হৃদয়, হিংসা বড় অপ কর্ম্ম। জীবন জঞ্জাল, অন্তে নহে ভাল, অনিষ্ট পাপীষ্ঠ ধর্ম্ম॥ দিজ বাক্য জাল, ব্যাধ কর্ণে সাল, বলিল করিয়া রোষ। তুমি মহা সত্য, না বুঝিয়া তত্ত্ব, কেনে মোরে দেও দোষ॥ দেখ নর জাতি, হই ভোর মতি, পর মাংস সব খায়॥

এই যে কারন, যত ব্যাধ গন, প্রাণ হিংসে সর্ব্বথার॥ সকল ভক্ষক, নাহিক রক্ষক, মন দিয়া করে বধ। না বুঝিয়া রিত, আপনা চরিত, মোরে বলহ মগদ॥ জীব বস্তু ধরি, বধ পরি হরি, বেচিব তোমার হাতে। কিংবা প্রাণে মারো, কিবা মুক্ত করো, তুমি সে জানহ তাতে॥ পরি হরি রোস, মোর কোন দোষ, মানব নিঠুঁ জাতি। আমিত বধক, তুমি সে সাধক, বুঝিয়া করহ শাস্তি॥ ব্যাধের বচন, শুনিয়া ব্রাহ্মণ, না দিলেক পত্নুত্তর। শুককে লইয়া, বহাদ্রে চড়িয়া, চলি গেলো চিতওর॥ ঠাকুর মাগন, সদা গুন ভাজন, রসিক নাগর রায়। তাহান আরতি, দিন হিন অতি, করি আলাওলে গায়॥

রত্নসেন চিতাওরে রাজা হইয়া সুক ব্রাহ্মণ
থাকি লইবার বয়ান।

রাগ জমক ছন্দ। চিত্রসেন নৃপ যদি হৈল স্বর্গ গতি। রত্নসেন চিতাওরে হৈল নরপতি॥ প্রসঙ্গ কহিল সবে নৃপতি গোচর। স্ববহিদ্রে আইল সিঙ্গল সদাগর॥ নানান সুগন্ধি রত্ন স্বর্ণ পাটস্বর। আনিয়াছে সিঙ্গলের বস্তু বহুতর॥ মহা বিদ্যা শুক আনিয়াছে ব্রাহ্মণ। কাঞ্চন রতন তনু নয়ন রতন॥ মাণিক্য নিন্দিত চঞ্চু মুক্তা জিনী শব্দ। শুনিতে শাস্ত্রের কথা সভা হয় স্তব্ধ॥ তর্ক অলঙ্কার জ্ঞাতা মহান পণ্ডিত। হেন সুক নৃপ পাসে থাকিতে উচিত॥ সুনি আনন্দিত নৃপ সুকের কথন। ততৈক্ষণে আনাইল সে সুক ব্রাহ্মণ॥ বিপ্রে আশির্ব্বাদ কল্ল হই হরষিত। প্রচণ্ড প্রতাপ হোক রাজ্য অখণ্ডিত॥ আশীর্ব্বাদ বিপ্রকে করিল

নিবেদন। কোন বস্তু সুক কর প্রাণ সমর্পণ ॥ কিন্তু এই পাপোদরে না সুনয় বোল। যাহার কারণে সবজগ উজ্জ রোল ॥ তার বসে নিল জ্জিতা গৃহে সূক বাসি। এড়াইতে নারে যোগী তপসী সন্ন্যাসী ॥ অন্ধজন শান্তি রহে না দেখি নয়নে। বোধে নাহি বাক্য পুনি না আসে বয়ানে ॥ বহ-রাও শ্রবণে না সুনে কোন কথা। পদ বিনে রহে খোঁড়া পড়ি যথাতথা ॥ শয্যা বিনে সুখে নিদ্রা আইসে ভূমিগত। পাপিষ্ঠ উদরে না ছারয় কোন মত ॥ আহার নিমিত্তে হয় বান্ধব বিচ্ছেদ। মিত্র জন সঙ্গে সেই করে শত্রু ভেদ ॥ তাহার কারণে হয় এ দুখ কর্কশ। জ্ঞান বস্তু জোনেরে করয় মুখে বশ ॥ সংসারের বরি সেই মরণ নিশ্বাস। এ বরি বিহনে কার কেবা করে আশ ॥ তাহার লাগিয়া আমি ফিরি বাড়ি বাড়ি। এ বলিয়া সেই বিপ্র রৈল মৌন ধরি ॥ সুকে আশীর্বাদ কল্ল হই হরষিত। প্রতাপ প্রচণ্ড হোক রাজ্য অখণ্ডিত ॥ ভাগ্যবন্ত বুদ্ধিবন্ত রূপবন্ত দাতা। সর্ব্ব গুণ দিয়া তোমা সৃজিল বিধাতা ॥ কোন জন আশা করি গেল কার স্থানে। না পুরিলে কোন মতে জানহ আপনে ॥ বিপ্র আশা পুরি মোরে রাখহ চরণ। আপনা কথা এরে করি নিবেন ॥ যেই গুণি বিনা জিজ্ঞাসিলে কহে কথা। সে বাক্য মাটির তুল্য জানিও সর্ব্বথা ॥ পণ্ডিতে আপনা না বাখানে কদাচিত। যে জনে বিকায় পুনি কহিতে উচিত ॥ যাবতে না করে গুণি গুণ প্রকটন। তাবতে মরম না জানয় কোন জন ॥ বেদ গ্রন্থ জ্ঞাতা হিরমনী মোর নাম। ভূত ভবিষ্যত জানি পুরি মনস্কাম ॥

প্রকাশিলে ভানু ॥ এতেক স্থনিয়া দেবী মহাক্রোধ মন। অগ্নি দহে যায় যেন লাগিলে লবণ ॥ মনে ভাবে এমত নৃপতি যদি স্থনে। রাজ্যপাট ত্যাজিয়া যাইব ততেক্ষণে ॥ হলাহল তুল্য হৈল মোর এই পাখি। সর্ব্ব সুখ ভ্রষ্ট হৈব যদি তারে রাখি ॥ ধাঞি দামিনিরে ডাকি কহিল সত্তর। তুরিতে মারহ নিয়া দুষ্ট স্থকবর ॥ যে জন পোষয় পুনি না হৈল তাহার। এহি দোষে হাটে তুলি বেচে বারে বার ॥ মুখে কহে এক কথা হৃদে তার আন। মার স্থকনিয়া সাক্ষী নাহি যেইস্থান ॥ যেই বাক্য লাগি মন কাঁপে নিরা-ন্তর। পাপীষ্টের মুখেত স্থনিল সে উত্তর ॥

রাজরাণীর আজ্ঞায় শুক মারিবারে ধাই
লই যাইবার বয়ান।

দেবীর আজ্ঞায় স্থক নিল মারিবারে। বুদ্ধিমন্ত ধাঁঞি পনি চিন্তিল অন্তরে ॥ স্থক প্রতি স্নেহ সদত সন্তোষ। এই স্থক মারিলে পশ্চাতে হৈবে দোষ ॥ পাছে না চিন্তিয়া যেই জনে করে কর্ম্ম। সেই সে নিশ্চয় জান হত মুর্খ ধর্ম্ম বিলম্বি করিলে কর্ম্ম স্থখের লক্ষণ। আগে না ভাবিলে হয় গতান্তে শোচন ॥ নৃপ না সহিব পাছে স্থকের বিয়োগ এই দোষে সবানের হইব দুর্য্যোগ ॥ গর্ব্ব পাপ পয়ধর না হয় গোপন। কাল পুর্ণ হৈলে হয় বেকৃত আপন ॥ এতেক ভাবিয়া মনে বুদ্ধি মন্ত ধাঁঞি। পরম যতনে স্থক রাখিল লুকাই ॥

রত্নসেন শুককে খরিদ করিবার বয়ান।

রত্নসেন নৃপ হিরামণিকে চিনিল। এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দিল॥ নৃপ গৃহে থুইল সুক করিয়া সম্মান। আশীর্ব্বাদ করি বিপ্র করিল পয়ান॥ পরম সুন্দর সুক সমুদ্রেক গুনি। ধন্য নাম তাহার রাখিল হিরামনি॥ বচন কহিতে মাত্র অমিয়া বরিষে। নহে মৌন হই থাকে পরম হরিষে॥ নানা গুণ প্রসঙ্গ কহয় জ্ঞানাসারে। নৃপ চিত্ত ডুবায়ন্ত আনন্দ সাগরে॥ আগম পুরাণ বেদ রসের আমুল সুনি শিষ্য রূপে নৃপ ভাবে গুরু তুল॥ হেনমতে আছে সুক নৃপ অন্তপুরে। এক দিন মহারাজা চলিল শিকারে॥ নৃপ গৃহে মহাদেবী নাগমতী রাণী। পতি ব্রতা সুন্দরী পাটের প্রধানী॥ সুবেশ রচিয়া করে লইয়া দর্পণ। শুকের সাক্ষাতে গিয়া বলিল বচন॥ সত্য কহ শুকবর আমার গোচর। পদ্মিনী সিংহল দীপ কেমন সুন্দর॥ নৃপতি সপত সুক যদি বল আন। সংসারে কিরূপ আছে আমার সমান॥ পদ্মাবতী রূপ সুক ভাবিয়া অন্তরে। রাণী বদন হেরি কহে ধীরে ধীরে॥ যেই সরোবরে নাহি হংসের গমন। তথা বক হংস তুল্য ভাবে সে আপন॥ করতার সৃজিয়াছে জগ অপরূপ। এক হন্তে এক জন ধিক গুণে রূপ॥ সুরূপে কুরূপে কেহ না গোঙায় কাল। যাকে স্বামী দয়া করে সেই নারী ভাল॥ ত্রিভুবনে কাহার গৌরব নাহি রহে। চন্দ্রেতে কলঙ্ক আছে বিধুন্যদ গ্রহে॥ কি পুনি পুছিলা মোরে সিংহল কাহিনী। দিন সমতুল্য নহে উজ্জল যামিনী পুষ্পের সুগন্ধি তুল্য পদ্মিনীর তনু। চন্দ্র জ্যোতি হীন হয়

রত্নসেন নাগমতি থাকি শুক পক্ষির তত্ত্ব করিবার বয়ান।

মৃগয়া করিয়া নৃপ যদি আইল ঘরে। জিজ্ঞাশিলা হিরা মণি না দেখি গোচরে॥ কহিতে লাগিল নৃপ শুক না দেখিয়া। কেবা কোথা নিছে শুক দেও না আনিয়া॥ সগর্ব্ব সংযোগে রাণী দিল পদুত্তর। মার্জ্জারে ধরিল বিতপন শুকবর॥ সিংহল রমণী কথা জিজ্ঞাসিনু আমি। বলে সেই হংস তুল্য বক তুল্য তুমি॥ পদ্মিনী দিবস তুল্য তুমি তম নিশী। মার্ত্তণ্ড প্রকাশে যেন হীন হয় শশী॥ তোর স্বামী শ্যাম নিশি ভাবেতে যাচক। দিবসের মর্ম্ম কভু না জানে পেচক॥ যদ্যপি নৃপের পক্ষী প্রিয় সুপণ্ডিত। এমত বলিতে মোরে না হয় উচিত॥ প্রিয়তমা হৈলে পক্ষি শিরে না বসাব। কর্ণ টুটে হেন স্বর্ণ কি লাগি পরিব॥ শুনি ক্রোধ হৈল রাজা অনল সমান। না জান সে হিরামণি মোর প্রাণ অযোগ্য বচন কভু না বলে পণ্ডিত। শূন্য বুদ্ধি হৈলি তুই বুঝিল চরিত॥ কিবা মোর প্রাণ শুক দেও নাগমতি। নতুবা সুকের সঙ্গে হৈবা স্বর্গ গতি॥ চন্দ্র তুল্য ছিল ধনি উজ্জল বদন। গ্রহণ লাগিল শোনী স্বামীর বচন॥ নির্ব্বাহ হইল যদি প্রেমের সোহাগ। সে ভয় হরিল প্রাণ হইয়া দোহাগ॥ তিল এক দোষে স্বামী হইল বিমন। স্বামীরে আপনা বলে সেই মুর্খ জন॥ প্রভুপ্রেমে দয়ার গৌরব তনুচিত। সেবা ভক্তি ত্রাসে মাত্র অখণ্ড পিরীত॥ পিরীত কাঞ্চন মধ্যে পরি গেল শিশা। ত্রাস যুক্ত হই দেবি হারাইল দিশা॥ কোথাতে পাইব স্বর্ণ

ধনিকের লাগ। পুনি মিশাইতে পারে সংযোগ সোহাগ॥ জিজ্ঞাসিল ধাত্রিরে শুকের বিবরণ। উত্তর দিলেক ধাত্রি হই ক্রোধ মন॥ নিষেধ করিনু রিষ না করিও মনে। এই রিষে নাশ হইয়াছে কত জনে॥ ক্রোধ গত হইলে না দেখে পাছে আগ। পাপরিষ হন্তে যায় টুটয় সোহাগ॥ স্বামী ক্রোধ ত্রাস যুক্ত যেই রিষ হীন। তার মুখ চন্দ্র তুল্য না হয় মলিন॥ এতেক কহিয়া ধাত্রি আনি দিল শুক। স্বগর্ব্বে আসিল রাণী স্বামীর সমুখ॥ তবে দেবী নাগমতি হই মনে দুঃখ। কহিতে লাগিল প্রিয়া পতির সমুখ॥ মান মতি হই মনেগর্ব্ব যে করিলুম। প্রভুর পিরীতি ভাব মরমে লইলুম॥ যদি প্রাণপণে সেবা করি বার মাস। এক তিল দোষে কর স্বমুলে বিনাশ॥ যেই শিরনত করি দেই তোমা আগে। তাহাকে পরাণে মার অতি অনুরাগে॥ মিলন সংযোগ মাত্র ভিন্নভাব জিউ। দুরে থাকি তোমার আদেশে প্রান পিউ॥ মোর প্রভু করিয়া ভাবিল নিজমনে। বিমর্ষী চাহিল পাছে আছে সর্ব্ব স্থানে॥ কিবা রাণী কিবা দাসী কিবা অন্য জনি। যাকে স্বামীদয়া করে সেই সে ভার্য্যানী॥ তোমারে জিনিতে পারে কোন ব্যাস ভোজ। আপনা করিলে নাশ পায় তোমা খোজ॥

রাজায় পদ্মাবতীর বিবরণ শুককে জিজ্ঞাসে।

শুনিয়া নৃপতি তারে না দিল উত্তর। তায় পাছে শুককে পুছিল নৃপবর॥ শুক সম্বোধিয়া পুছে নৃপ গুনমনি পদ্মাবতীর বিবরণ কহ সার শুনি॥ সত্য কহ শুকবর সত্য জগ মুল। সত্যের কারণে তোর বদন রাতুল॥ সত্যেতে

সাক্ষিছে সুকৃতী সত্যবাদী জন। সত্যহন্তে লক্ষ্মী বশ জানিও কারণ॥ যথা সত্য তথাতে সাহস সিদ্ধি পায়। সত্য হৈতে সতী নারী সামী সঙ্গে যায়॥ সত্য হন্তে সত্য বাদি দুইযুগে তরে। সত্যবাদী জনেরে জগতে স্নেহকরে॥ পণ্ডিত চতুর তুমি সত্য কহ মোরে। কিসের কারণে দেবী লুকাইল তোরে॥ নৃপতির মুখে হেন শুনিয়া উত্তর। ভক্তিভাবে প্রত্যুত্তর দিল শুকবর॥ সত্যের কারণে প্রাণ যাউক নরনাথ পণ্ডিতের অসত্য বচন বজ্রাঘাত॥ সমুদ্র মহিদ্র মাঝে সত্যের কাণ্ডার। বিনা সত্য বলে উত্তরিতে নারে পার॥ সত্য সাক্ষি হন্তে নিশ্বারিল এই পথে। সিংহল দ্বীপের রাজা বল গৃহ হৈতে॥ রূপে গুণে পদ্মাবতী রাজার কুমারী পরম সুন্দর তনু বিধি অবতারি॥

পদ্মাবতীর রূপের বয়ান।

আর যত পদ্মমণি আছে সেই দ্বীপে। তার প্রতিনিধি হেন জানিও স্বরূপে॥ শশী নিষ্কলঙ্ক মুখ পঙ্কজ নয়ানি। কনক সুগন্ধি তনু দ্বাদশ বরণী॥ হিরামনি শুক আমি তার প্রিয়া পাখি। পাইল মনুষ্য শব্দ হৃদে হৈল আখি॥ সুখে বাখানিল যদি রাণী পদ্মাবতী। সেই পদ্মে অলি হই ভুলিল নৃপতি॥ নিকটে আইসহ মোর পক্ষি প্রিয়তম। পুনরপি কহ শুনি বচন উত্তম॥ কি নাম নৃপতি কোন মত সেই দেশ। বিবরিয়া কহ পুনি সে কথা বিশেষ॥ কোন মত রূপ গুন পদ্মাবতী রামা। ভ্রমরা সংযোগ কিবা কলিকা উপমা॥ এতেক শোনিয়া শুকে বলে সবিনয়। সিংহল ত্রিদীপ তুল্য শোন মহাশয়॥ স্বরূপ সৌষ্টব সুখ

বিশেষ দেখিয়া। সেই দীপে গেলে কেহ না আসে ফিরিয়া ছত্রিশ বরণ ঘরে ঘর পদ্মমনি। সদত বসন্ত সদা দিবস রজনী॥ নানা বর্ণ উদ্যান পুর্ণিত ফল ফুল। কুরূপ দুর্গন্ধ তথা স্বপ্ন সমতুল॥ নৃপতি গন্ধর্ব্বসেন তথা রাজ্যেশ্বর। অপ্‌সরা বেষ্টিত যে হেন পুরান্দর॥ সুকুমারী পদ্মাবতী সেই রাজসুতা। জিনিয়া সকল দীপ সর্ব্ব গুনে যুতা॥ পদ্মাবতী সাক্ষাতে রমণী কুল শোভা। মিহির প্রভাবে যেন হীন চন্দ্র প্রভা॥ শোনিয়া কন্যার রূপ নৃপ উল্লাসিত প্রেম ভাবে শরীর হইল পুলকিত॥ পণ্ডিতের বচন জানিল তত্ত্বসার। চিত্র রূপ রহিলেক হৃদয় মাঝার॥ মোহনমুরতি যদি হৃদে প্রবেশিল। ঘট পুর্ণ হই জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশিল॥ চিত্তের নয়ানে নিরক্ষিল রূপ ছায়া। জল মীন দুগ্ধ ননী যেন এক কায়া॥ অলাহুত চক্র মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর। রূপ রসে বাক্য যোগে সৃজিল প্রচুর॥ শাখা পত্র বাড়িয়া পাতালে গেল মুল। না জানি কি অবশেষে ধরে ফল ফুল তিন লোক বিচারিয়া মনে কৈল সার। প্রেমের তুলনা দিতে বস্তু নাহি আর॥ শুকে বলে প্রেম বাক্য নাবলো গোসাঞি। প্রেমতুল্য কঠিন সংসারে কিছু নাই॥ আহার দর্শনে যেন পক্ষী মনে হরিষ। পশ্চাতে বাজিল ফান্দে বড়ই কর্কশ॥ প্রেম ফান্দে বাজিলে মুক্তির নাহি আশ। জবে করে ভাবকে সমুলে আপ্ত নাশ॥ শোনিয়া কহিল রাজা ছাড়িয়া নিশ্বাস। না বলো পণ্ডিত শুক বচন নৈরাশ প্রেমের কঠিন দুঃখ যেই জনে সহে। দুই যোগে তার হেন নীতি শাস্ত্রে কহে॥ দুঃখের অন্তরে রাখিয়াছে প্রেমনিধি প্রেম দুঃখ সহে যেবা সুপ্রসন্ন বিধি॥ দুঃখ দেখি প্রেম

পন্থে না কল্পে গমন। সংসারেতে নিশার্থ আইল সেই জন এবে আমি প্রেমপন্থে চলিমু নিশ্চয়। পায় না ঠেলিও শিষ্য গুরু মহাশয়॥ প্রিয়তমা দরশনে বিনা মাত্র দুঃখ। নয়ন গোচরে হৈলে আতুলিত সুখ॥ মস্তক আপাদ আদি অলঙ্কার রূপ। একে একে কহ শুক বচন স্বরূপ॥

পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা।

পদ্মাবতী রূপ কি কহিব মহারাজ। তুলনা দিবারে নাহি ত্রিভুবন মাঝ॥ আপাদ মস্তক কেশ কস্তুরি সৌরভ। মহা অন্ধকার মন দৃষ্টী পরাভব॥ অলি পিক ভোজঙ্গ চামর জলধর। সাম্যতা সৌষ্টব কেহু নহে সমশ্বর॥ ত্রিগুণসঞ্চারে বিনি ভুবন মোহন। এক গুনে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন॥ বিরাজিত কুশস্ব গুথিত মুক্তাহার। সজল জলদ মধ্যে তারক সঞ্চার॥ তার মধ্যে শ্রীমন্ত খড়গের ধার জিনি। বলাহক মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনি॥ স্বর্গ হৈতে আনিতে যাইতে মন রথ। সৃজিল অরণ্য মধ্যে মহা শুদ্ধ পথ॥ সেই পথে বাটওার বৈশে অনুদিন। কুটীল অলেকা পাশে ব্যক্ত রক্ত চিন॥ কিবা কচটীর মাঝে সর্ণ রেখা কার। যমুনার মাঝে কিবা স্থুর সরিধার॥ জন্মা-ন্তরে বাঞ্ছা সিদ্ধি হৈতে সহ সাত। ত্রিবলি উপরে যেন ধরিছে করাত॥ কিবা মুখচন্দ্র ত্যখি অরুণ দেখিয়া। ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমীরের হিয়া॥ কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার। রুধির মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার॥ কদাচিত কেহু যদি যায় গম্য আশে। মন বন্দি হয় তার আলেকার ফাঁসে॥ ভাগ্যের উদয় স্থলি ললাট

সুন্দর। দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি অতি মনোহর ॥ বালক চন্দ্রিমা অঙ্গ বাড়ে দিনে দিন। মোহন লল্লাট অতি ভাগ্যে বিধি চিন ॥ কি মতে বলিব ভানু তুলনা সে অঙ্গ। সকলঙ্ক চন্দ্রিমা লল্লাট নিষ্কলঙ্ক ॥ কুহু রাহু করে চন্দ্রে আলোপ গরাস। মোহন ললাট চন্দ্র সদত প্রকাশ ॥ ক্ষেনেকআলোপ চন্দ্র ক্ষেনেক বিদিত। প্রসিদ্ধ লল্লাট চন্দ্র সদা প্রকাশিত মৃগমদ তিলক সিন্দুর চারি পাশ। চন্দ্রিমা উপরে রাহু মিহিরা গরাশ ॥ স্বেদ বিন্দু কপালেতে উগয় যখন। মুকুতা আসিল কিম্বা॥ভাত সম্ভাবন ॥ যাহার লল্লাট পুর্ণ ভাগ্যের উদয়। সেই ললাটেতে হৈব সংযোগ নিশ্চয় ॥ কামের কোদণ্ড ভূরু অলেকা সন্ধান। যাহারে হানয় বালা লয় যে পরান ॥ ভুরুভঙ্গি দেখি কাম হইল অতনু। লজ্জা পাই তেজিল কুশম শরধনু ॥ ভূরু চাপ গুনেঞ্জিন বিকাশ কটাক্ষ ত্রিভুবন শাশিল করিয়া সেই লক্ষ ॥ কদাঞ্চিত গগনে উঠিল ইন্দ্র ধনু। ভুরু ভঙ্গ দরশনে লুকায় নিজ তনু ॥ ভুরুক ভঙ্গিমা হেরি ভোজঙ্গ সকল। ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥ প্রভারুন বর্ণ আঁখি সুচারু নির্ম্মল। লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নিলোৎপল ॥ কাননে কুরঙ্গ জলে সফরি লুকিত। খঞ্জন গঞ্জনেত্র আঞ্জন রঞ্জিত ॥ আঁখিতে পুতলি শোভে রত্ন সেতান্তর। ভুলিতে কমল রসে নিহল ভ্রমর ॥ কিঞ্চিৎ লুকিত মাত্র উথলে তরঙ্গ। অপাঙ্গইঙ্গিতে হয় মুনি মন ভঙ্গ ॥ ইঙ্গিত চালনি সু ভঙ্গিমা আঁখি সনে ত্রিজগৎ প্রাণি হরে কটাক্ষ সন্ধানে ॥ সদা মর্ত্ত চঞ্চল ঘুর্ণিত সুলজ্জিত। সেতারুন সুয়াঞ্জান রেখায় বর্ণিত ॥ অরুণ লুকিত যেন আপনার জ্যোতে। সম দৃষ্টী চাইতে নারী

বর্ণিব কি মতে॥ নির্ম্মল দর্পণ যদি সদত নারয়। করিতে না পারি নিজ ছায়ার নির্ণয়॥ আর এক অপূর্ব্ব কহিতে ভয় বাসি। অন্ধকার দিবস উজ্জল তমনিশী॥ তাহাতে বরুণি কুল সুচি মুখ বাণ। কটাক্ষ সংযোগে করে সদত সন্ধান॥ কামের কোদণ্ড ভুরু কিঞ্চিৎ না টুটে। কণ্ট নিমিত্তে কেহ না হয় নিকটে॥ নক্ষত্র বুঝিয়া সব জগতে বোলয়।-পলম্বর ঘাথে রুদ্র হৈছে স্বর্গ ময়॥ সম দৃষ্টি করি অল্প যাকে করে শান। টুটেক ভঙ্গিমা ভঙ্গে হানে তীক্ষ্ণ বাণ॥ চাহিয়া চাহিয়া পল শান করে। স্ব ইচ্ছায় প্রাণদিতে বাঞ্ছা করে সবে॥ বিষম কটাক্ষ স্বর আহুতি ঘাতক। তথাপিও জগজনে মরণ যাচক॥ নাশা হেরি শুক পক্ষী গতি বনান্তর। লাজে তিল কৃশম্বিনী ধুলায় ধুশর॥ খগ পতি চঞ্চু জিনি নাশা সুললিত। ত্রিভুবন মোহন সহজে আতুলিত॥ সে নাশা পরশ হেতু যত পুষ্পগণ। সৌরভ হইতে কল্য বিধি আরাধন॥ দশন ডালিম্ব রজাধর বিম্ব ফল। অতি কুপে মজি শুক রহিল নিশ্চল॥ সুরঙ্গ অধর সুধা রশের বসতি। অমৃত হরণে কিবা আইল খগপতি॥ সুচারু শুরগ অতি রাতুল অধর। লাজে বিম্ব বান্ধুলি গমন বনান্তর॥ মাণিক্য প্রবাল অতি নিরশ কর্ক শ। অধরে অমিয়া শ্রবে এই মহারস॥ রক্ত উৎপল লাজে জলান্তরে বৈসে। তাম্বুল রাতুল হৈল অধর পরশে॥ আখি যুগ নিলোৎপল পুর্ণ দরশনে। কার ভাগ্যে বলে বিধি সৃজিল যতনে॥ পুন্য ফলে লাগে যার অধরে অধর। সহজেঅমৃত পানে হইবে অমর॥ অধরের রস বন ইক্ষু সম তুল। মাণিক্য অধর রস সহজে অমুল॥ দন্ত হিরা পাতি কিবা

দধি সুতা সুত। মধ্যেতে অশ্বেত রেখা অতি অদ্ভুত॥ মৃদু মধু হাসি কিবা অমিয়া মিশ্রিত। সুধা বরিষণে সৌদামিনী প্রকাশিত॥ যখনে সৃজিল বিধি জগতের জ্যোতি। কিঞ্চিৎ ঝলক পাইল হিরা রত্ন মতি॥ বিম্বুত তুলনা নহে তুলিমু কি দিয়া। অতি দুঃখে ডালিম্ব বিদরে নিজ হিয়া॥ রসনা কমল পত্র কমল বচন। ইঙ্গিত হাসিতে করে সুধা বরিষণ॥ লজ্জিত চাতক পিক শোনি সুধাবাণী। সমতুল নহে বংশী যন্ত্র কুল ধনি॥ শ্রবণে পরশে মাত্র অঙ্গ পুলকিত প্রেমরস যাবে ভুলি আনন্দ পুর্ণিত॥ পঠয় ব্যাকরণ আদি এবেদ পুরাণ। জ্ঞানি তর্ক এক শব্দ সতত বাখান॥ অমিয়া পিঙ্গল গীত নাটীকা আগম। শোন গুরু সম শাস্ত্রে শুচারু শুসম॥ বলিতে বচন মাত্র শুনি কাব্য প্রায়। অর্থ যুদ্ধে গুণিগণে পরাভব পায়॥ সুরঙ্গ কর্পুর বর্ণ চারু শুললিত। জিনিয়া কমল পত্র অতি সুশোভিত॥ তার বাম পাশে এক তিল মনোহর। পোতলির ছায়া কিবা দর্পণ অন্তর॥ যেই তিল সেই তিলে হয় দরশন। তিলে২ করি অঙ্গ করয় দাহন॥ নয়ান খঞ্জন কর্ণ ইতে রেখা শোভে। চঞ্চু মেলি কন্দিরে রহিছে তাল লোভে॥ শ্রবণ যুগল চারু জিনি সিন্ধু সুতা। জগমন পাতিয়ান ঝলকে মুকুতা॥ লজ্জায় গৃধিনী পক্ষী উড়িল আকাশে। মকর কুণ্ডল কর্ণে অরুণ প্রকাশে॥ তাহাতে রতন কুল জড়িতে স্বরূপ। তারক অরুণ অঙ্গে বড় অপরূপ॥ ক্ষনে২ কৌটিলা পরম মনোহর দুই দিগে যেন দুই দীপক সুন্দর॥ ক্ষনে২ ঢাকি কর্ণ ফুল শোভে খুবি। দরশন দায়ে হয় জগমন লোভি॥ যখনচিকন বস্ত্র করয় যোগট। কর্ণান্তরে অকাতরা কিঞ্চিৎ প্রকট॥

কনক প্রকট পত্র কম্পে থর২ । চমকে বিজলি যেন সেত ঘনান্তর ॥ দেখিয়া বদন চন্দ্র মনে দ্বন্দ বাসি । নিত্যে নিত্যে ক্ষীণ হয় পুর্ণিমার শশী ॥ কনক মুকুর জিনি মুখ জ্যোতি সাজে । লজ্জা পাই নলিনী প্রবেশে জল মাঝে ॥ দেখহে অপুর্ব্ব রিত বদন উপরে । পদযুগ বন্দি হয় চন্দ্রের মাঝারে শত্রু মধ্যে মিত্র বন্দি দেখি দিবাকর । ধরিয়া সিন্দুর রূপ আইল নিরয় ॥ ভুরু যুগ ধনুক করিয়া পঞ্চবাণ । তিলে২ হানি বাণে কটাক্ষ সন্ধান ॥ কমল নয়নি মাত্র মনে এই দুঃখ । নিকটে থাকিয়া মিত্র না দেখয় মুখ ॥ তেকারণে ঘর দ্বারে থাকয় সদয় । ঘোষট অন্তরে থাকি বিশিকা করয় অরুণ অম্বুজ নাশা বুঝিয়া চরিত । নত রূপে বিষ্ণু চক্র লই উপস্থিত ॥ আর এক অপরূপ শুন মহাজন । সংসারে ব্যাপিত মৃগ চন্দ্রের বাহন ॥ এ বুঝিয়া নরগণে দেখি মৃগ কুল । আখেট করিতে করে আরতি বহুল ॥ সেই মৃগ থাকে বসি চান্দের উপর । নব গ্রহগণ নিতি লৈয়া ধনুশ্বর সুরূপ চিবুক কিবা সুপক্কের লাল । জগতে বাখান করি ততধিক ভাল ॥ হিঙ্গুল মিশ্রিত কুন্দিয়াছে ক্ষীর সার । নিজ করে যত্নে কি গঢিছে করতার ॥ সুচারু গ্রীমের রূপ কহিতে অপার । লাজে কুঞ্চ পক্ষী গেল শিখর মাঝার ॥ নীলকণ্ঠ তাম্র , চুড়া নহে সমশ্বর । শক্তি পাপণ্ডা জিনি গ্রীম মনোহর ॥ কাচের গঠন কি গঠিছে হেকমত । ঘুটিতে তাম্বুল রস দেখয় বেকত ॥ তিন ঠাই তিল রেখা দেখিতে কৌতুক । লাজ হেতু কুম্ভবর জলে দিল লুক । পুর্ব্ব জন্মে কোন তপ সাধিছে অসিম । কার ভুজ সিংহল হইছে হেন গ্রীম ॥ জিনিয়া কমল দণ্ড ভুজ মনোহর । নিজ করে যত্নে

কি কুন্দিছে পঞ্চশর॥ কমল মৃনাল পুনি সমতুল্য নয়। তেকারনে অতি ক্লেশ অঙ্গ ক্রন্দ্রময়॥ করিরাজ শুণ্ড লাজে দিতে নারি তুল। তাহার আগেতে করে পদ্মের রাতুল॥ চতুরের মর্ম্মান্তরে কর যুগ ক্ষেপী। বাহির করিছে কিবা শুলিত যে লিপি॥ কিবা স্থল কমল কি রাতুল উৎপল। প্রভাবরি উচ্ছা করে পল্লব শীতল॥ দোলাইতে কর গতি লঙ্ঘন না যায়। রম্ভা তিলত্তমা কিবা হস্তক দেখায়॥ তাহাতে অঙ্গুলি কুল অতি মনোহর। চম্পক কলিকা স্বর্ণ নহে সমশ্বর॥ রতনে জড়িত বাহু আঙ্গদো কাঙ্কন। রচিত বলিয়া কুল ত্রিজগ মোহন॥ হস্তী দোন্তী বিচিত্র করিয়া চিত্র অতি। ক্ষণে২ সুশোভিত চুরি গুঞ্জ-রাতী॥ কর সাথে নবরত্ন জড়িত অঙ্গরী। দেখিতে২ শুন্য প্রাণ যায় উড়ি॥ স্বর্ণ স্থল জিনিয়া হৃদয় পরিপাটী। কনক কটরা দুই রাখিছে উলটী॥ কুলের উপমা কি কহিব কবি কুল। বিচারি চাহিল সব নহে সমতুল॥ দেখিয়া সুন্দর অতি কুচ যুগ ভঙ্গি। সুরঙ্গী হইয়া নাম ধরিল নারঙ্গী॥ বড়ই কঠিন চিত্র উরুজ অবলা। কমলা শরীর নাম ধরিল কমলা॥ শ্যাম তারা নাম ধরে শ্যাম তারা নয়। তেকারণে ডালেতে পীঙ্গল বর্ণ হয়॥ ডালিম্ব দেখিয়া কুচ অতি সুরচির। লজ্জায় বিদর হয় আপনা শরীর॥ কুটীলতা ভাবিয়া শরীর করি নষ্ট। তথাপী তুলনা নহে শ্রীফল শ্রীভ্রষ্ট॥ জামীর চোলঙ্গ পুনি অম্বল রস হৈয়া। ডালেতে পীঙ্গল হয় অতিলজ্জা পাইয়া॥ কুচ দরশনে অঙ্গ না দেখিনু ভাল। উলটা সংযোগে পুনি হয় লতা তাল॥ কনক কলসী কিবা ভরিয়া রতন। শ্যাম চাপ শীরে দিয়া রাখিয়াছে

মদন ॥ করিবর কুম্ভ জিনী কুচ মনোহর। নীচলে রাখিছে কিবা হেন ধরাধর ॥ চক্রবাক যুগ নিশী বিচ্ছেদের ডরে। অখণ্ড মিলনে কি রহিছে উরশ্বরে ॥ সগর্ব্ব আদরে কটীতলা অতি নয়। রাজচক্র বসী শীর নম্র হ করয় ॥ শ্যাম ছত্র শীরেতে ব্যক্ত ছত্রপতী। স্বইচ্ছায় করদিতে সবার আরতি উর সিংহাসন বৈসে অবলার বল। এক প্যাটে দুই রাজা করে কুতুহল ॥ কতেক কহিতে পারি কুচ সুলক্ষণ। যুবা কূলানন্দ হৃদে বালক জীবন ॥ সত্যাঞ্চলে অন্তপ্পটে থাক সর্ব্বক্ষণ। পরশিতে নারে কেহু মানস নয়ান ॥ নৃপ কুলে বহু যত্নে যে আরাধেন্ত। কর দিতে নারে সবে কর কচা-লেন্ত ॥ মলয়া কুমকুম কেশ রাশি২ সার। একত্রে চামিশা কৈল উদয় সঞ্চার ॥ কমল পাতল পেট সৃজিল গোসাই। তুষ্ট ভাব বচন অন্তরে অন্ত নাই ॥ খীরা হার করিতেলাগয় অতি ভার। সুত শব্দ তাম্বূল সুগন্ধি পুষ্পহার ॥ নাভি কুণ্ড উদধি ভাণ্ডর জলাকার। তাহাতে পড়িলে মাত্র নাহিক উদ্ধার ॥ লোমাবলী নাগনী বৈসয়ে কুণ্ডান্তরে। পর্ব্বতে উঠিতে চাহে আহারের তরে ॥ গীম নীল কণ্ঠ গিরী সমুখে দেখিয়া। সৈল সন্ধি সংযোগে রহিল লুকাইয়া ॥ সুরঙ্গ অধর মধ্যে সুতা রস অতি। মধু লোভে উঠে কিবা পিপী লিকা পতি ॥ মুক্তাহার গঙ্গাধার পন্থেতে দেখিয়া। সন্তরি রহিল মনে ভোর মতি হৈয়া ॥ কিবা কুচ হর কাম করিতে বিনাশ। আর ধনু ধরে লোমাবলী নাগপাশ ॥ ধনুশ্বর মহে-শ্বর নহে অস্ত্র মুল। নিজ অস্ত্র ধরিতে ত্রিবলী ত্রিজুল ॥ মৃগরাজ জিনী কটী পরম সুন্দর। হরের ডম্বুরু পুনি নহে সমশ্বর ॥ পিপীলিকা ভৃঙ্গ কটি জিনী অতি ক্ষীণ। ভঙ্গিয়া

পরয় কিবা উর্দ্ধ গিরী চিন ॥ এলাহী সৃজীল বিধি ইন্দ্র বজ্র দিয়া। লোমলতা লৈক্ষে পুনি রাখিছে বান্ধিয়া ॥ গিরী সঙ্গ পরে ভঙ্গ বৈসে অনুক্ষণ। জগতে প্রচার গিরী স্থুতারবাহন করিকুম্ভ বিদারী ভুঞ্জয় মৃগপতী। হরি গন্ধে করি পলায়ন্ত শীঘ্রগতী ॥ হেন সিংহ গিরী অধে সদত বসতী। হরেরবাহন হৈল তেজিয়া পার্ব্বতী ॥ করিকুম্ভ বসতি পারান্দ্র শীর পর বড় অপরূপবতী দেখ মনোহর ॥ যতেক বাখান করি ততধিক চারু। হরের নিকটে যেন রাখিছে ডম্বুরু ॥ মুখের রোসনা রত্ন তাহে বিরাজিত। কিঞ্চিৎ দোলনে শব্দ উঠে সুললিত ॥ সুচারু নিতম্ব অতি ধরে নিতম্বিনী। করিবর কুম্ভ জিনী সুন্দর বদনী ॥ নাভি অধঃস্থলে পুনি ত্রিজগত মোহন। উচিত কহিতে লাজ অকথ্য কথন ॥ অভেদ আছয় সেই কমলের কলি। না জানি পরশে কোন ভাগ্য বন্ত অলী ॥ চন্দনের মাঝে কিবা মৃগপদ চিন। আর কি বলিব তারে করিয়া প্রবীন ॥ শিবের পুজার স্থলী যান সবিশেষ। কাম নিবারণ হয় পুজিলে মহেশ ॥ রাম কদলী জিনী উরু মনোরম। করিবর বর পুনী নহে তার সম ॥ মৃদু সুকমল পদ অতি চারু তর। জল স্থল বহু পুনী নহে সম শ্বর ॥ আতুলীত দেখি আঁখি মুখ করতল। চরণ স্মরণে আসি ভজিল কমল ॥ হীরক রঞ্জিত নখ দেখি লাগে ধন্দ। অরুণ বরণ বর যেন বালা চন্দ্র ॥ শোভিত নিপুন রত আনট বাচিয়া। চাতুরে ফেলায় নিজ জীবন নিছিয়া ॥ গজেন্দ্র গমন জিনী গতী অতিভাল। খঞ্জন গঞ্জন জিনী লজ্জিত মরাল ॥ গমন। ভঙ্গিমা হেরী নর্গ নারীগণ। তেকা-রণে ভুমণ্ডলে নাদেয় দরশন ॥ ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গতী চলন

ঠুমক। ঠুমকি২ চলে ভঙ্গিমা সুচারু॥ নিজ গম্যে সহজে চলিতে বর নারী। অঙ্গ ভঙ্গে নাচে যেন সর্গ বিদ্যাধরী॥ চলিতে সুস্বর বাজে কিঙ্কিনী নেপুর। ভ্রম ভঙ্গ নহে তাল শব্দ সুমধুর॥ পদ পর র্সনে রেনু রক্ত বর্ণ হয়। সিন্দুর বলিয়া কুল রমণী পরয়॥ অতুল মানস পরশিতে নারে হাতে। পুষ্প বলি ভ্রমে সবে থুইতে চাহে মাথে॥ বসন ভুষণ সব বর্ণিতে না পারি। ক্ষণে পাটনেতে সাড়ি ক্ষণে জর তারি॥ ক্ষণে শাখা রন্ধা পাতি ক্ষণে গঙ্গাজল। ক্ষণে কিরি মিজী পরে ক্ষণে মল মল॥ ক্ষণে কৃষ্ণ ক্ষণে রক্ত শ্বেত পীত বাস। ক্ষণে মুজস্বর ক্ষণে নেল দম তাস॥ নানা দেশী নানা বাস নানা রঙ্গ পৈরে। তীলে২ নানা ভাতি নানাবর্ণ ধরে॥ যতেক বর্ণনা করি অধিক মহিমা। হুপ পরী নর নারী দিতে নারী সীমা॥ অতুল নির্ম্মল রূপ ত্রিজগ মোহন। দর্পণ অন্তরে মাত্র সেরূপ তুলন॥ এক মুখে রূপ ছবি কহন না যায়। ভাগ্য বল হেতু দেখি সেই পাতিয়ায়॥ শ্রূতী গত মাত্র রূপ সুধা রস বল। প্রেমের সাগরে সত্য উঠিল হিল্লোল॥ প্রেমরূপ মুল প্রেম বিরহের মুল। অমৃত জড়িয়া বিষ করিল আকুল॥ পরম প্রেমের সিন্ধু অগাধ মম্ভীর। ক্ষণেকে ভাণ্ডরে ফেলে সমুদ্রের নীর। বিষ ধরে দংশীলে যে হেন লহরয়। আপাদ মস্তক আদি হৈলে বিষময়॥ প্রেমের কঠীন দুঃখ বাতাইব কেনে যাহার মরমে ব্যথা সেইমাত্র জানে॥ অন্তরে প্রেমের ঘাও হৈয়া মহশ্চিত্ত। ভুমিতে পড়িল নৃপচৈতন্য রহিত॥ ক্ষণে শ্বেত মুখ চন্দ্র ক্ষণে হয় পীত। তিলেক দশমী সদা হৈল উপস্থিত॥ দশমী দশার এবে শুনহে ব্যবস্থা। কাম হৈতে

ভাবকের যে দশ অবস্থা ॥ অভিলাষে প্রথমে দিতীয় চিন্তা হয় ॥ তৃতীয় স্মরণ গুরু কৃতি চতুর্থয ॥ পঞ্চমে উদিগ্ন হয় ষষ্টমে বিলাপ। সপ্তমেতে উন্মাদ অষ্টমে ব্যাধি তাপ ॥ নবমেতে দুর্দ্দশা দশমে মৃত্যুবত। বিরহের দশ অবস্থা বুঝহ বেকত ॥ ক্ষণে শাসে ডুবি হয় বিরহে নৈরাশ। ক্ষণে রূপেশ্বরী ছাড়ে দীর্ঘল নিশ্বাস ॥ অচেতন দেখি নৃপ মন্ত্রী বন্ধুগণ। নিকটে আসিল সব নৃপ প্রিয়জন ॥ ইষ্ট মিত্র নৃপ কুল সব আইল শুনি। ওজা বৈদ্য গণকাদি আসিল বহু গুণি ॥ কেহ নাড়ি চাহে কেহ নাসিকা পবন। কেহ ঘরিশয় হস্তে যুগল চরণ ॥ পরীক্ষিয়া নাসিকা চাহিল গুনি গণে। নির্ম্মল চন্দ্র সূর্য্য আপনা ভবনে ॥ সঞ্চার নাহিক কিছু কফবাত পীত। কি হেতু চমকে মনে অঙ্গ পুলকিত ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া সবে মনে কৈল সার। কোন রোগ নহে এই বিরহ বিকার ॥ চিকিৎসক বৈদ্য কুল হইল আকুল। নিকটে নাহিক তার ওষধের মুল ॥ কহিল সকলে মিলি নৃপতি জাগাও। মনের আরতী কিবা জিজ্ঞাসিয়া চাও তর্তেক্ষণে বন্ধুগণে নৃপে জাগাইলা। কোন মতে কার চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলা ॥ কি দুঃখ অন্তরে আজ্ঞা কর মহা রাজ। ত্রিভুবনে অসাধিত আছে কোন কাজ ॥ সুমেরু সমুদ্র আইসে তোমার হাঙ্কারে। কোন কার্য্যে রাজেশ্বর দুঃখিত অন্তরে ॥ চেতন হইয়ানৃপ হইল বিকল। ঘোর নিদ্রা হইতে যেন উঠীল পাগল ॥ পুছিলে বচন যোগ্য না দেয় সম্মত। নিজ মনোরথ যেন কহে উনমত ॥ সহরিষে আছিল অমরা পুর যথা। মৃত্যু পুরে বনবাসে কে আনিল এথা ॥ নিদ্রাগত মন পক্ষী শুক বৃক্ষে ছিল। কি কারণে

বিধি আমা এথাতে আনিল ॥ এথা শুন্য দেহ প্রাণ রৈল সেই স্থানে। কিমতে রহিব কায়া পরাশ বিহনে ॥ নিদ্রা সে পরম সুখ জগৎ মোহন। যোগ নিদ্রা হন্তে সিদ্ধি পায় যোগীগণ ॥ ভয় চিন্তা হন্তে যার বুদ্ধি নহে স্থির। নিদ্রায় ব্যাপিলে হয় অচিন্তা শরীর ॥ ভাগ্য বিপরীত হৈলে খণ্ডে সব সুখ। অখণ্ডিত সুখ নিদ্রা না হয় বিমুখ ॥ আর যত সুখ কার আছে কার নাই। নিদ্রা সুখ সর্ব্বভুত ব্যাপিল গোসাই ॥ নৃপতি কমল শয্যা সুখ যেন মত। তেন মত দুঃখী জন কাটে ভুমি গত ॥ কোন বস্তু দিয়া করি উপামিব তারে। যাহার বসতি হৈছে চক্ষের মাঝারে ॥ জ্ঞান হীন জনে যেই নিদ্রা নাহি চিনে। সর্ব্বস্ব হারায় হেন নিদ্রার কারণে ॥

নৃপতি মুর্চ্ছাঘাত হইবার বয়ান।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ। নৃপতিকে নিদ্রা হনে, জাগাইয়া বন্ধুগণে, বুঝিল বিষম হৈল কাজ। করযোড় করি সবে, কহিতে লাগিল তবে, নিবেদন শুন মহারাজ ॥ তুমি বুদ্ধিমন্ত স্বামী, কি কহিতে যোগ্য আমি, আপনে ভাবিয়া দেখ চিত্তে। অতি কষ্ট প্রেম জ্বালা, আগে দুঃখ পাছে ভালা, বাজিলে মোচন নাহি তাতে ॥ অলেখ লেখয় দৃষ্টে পবন ধরয় মুষ্টে, মন হয় বন্ধু খেমা ডোর। মিত্র বহির্ভূত যত, ভাবের অনল ততো, জ্বালাইলে পায় প্রেমওর নিজ শির পদ করি, সর্ব্ব সুখ পরিহরি, সম্পদ আপদ সম ভুল। সুসম করিয়া কষ্ট, আচরিতে নহে ভ্রষ্ট, সেই জানে প্রেমের যে মুল ॥ আপনা করয় নাশ, সব ভক্ষ উপবাস,

তেজি লোভে, মায়া ক্রোধ কাম। তুমি সুখি ভুমী রাজা, লক্ষে২ করে পুজা, কোন হেতু লও প্রেম নাম ॥ মনেতে ভাবিয়া চাই, সাধে সিদ্ধি নাহি পাই, বিনি যোগ পন্থ করি লক্ষ। তন্ত্র মন্ত্র ধ্যান জপ, কর্ম্ম যোগে শত তপ, তবে হয় দেব সম পুক্ষ ॥ এমত করয় যবে, প্রেম শুরা পিয়ে তবে, সদা মত্ত আনন্দ অপার। ভাবের নিয়ম ব্যাধি, ভক্তিমুক্তি হৃদে সিদ্ধি, সুখাসুখ প্রাপ্তি হয় তার ॥ রসিক নায়ক গুরু, মেদনী কল্প তরু, দানে মানে কর্ণ কুরুজিত। ধর্ম্ম দাতা সিদ্ধি হেতু, ভবদধি সত্যকেতু, দুঃখ সমে বিক্রম আদিত এহেন মাগন গুণি, রূপ ভাব কথা শুনি, জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ। আদেশ কুণ্ডল শীরে, পরিমল করি ধীরে, হীন আলাওলে সুরচন ॥

রাগ জমক ছন্দ।

শুনি দীর্ঘ শ্বাসান্তরে নৃপ কহে কথা। যতেক কহিল সত্য না হয় অন্যথা ॥ নয়ানে শ্রবয় মুক্তা প্রায় জল ধার। ভাবানল জ্যোতে নাশে মন অন্ধকার ॥ গুরু শুকে আমাতে কহিতে যোগ কর্ম্ম। এক যোগে ভাব ভক্তি আর যোগে ধর্ম্ম ॥ কর্ম্ম যোগ হৈলে পুনি কায়া সিদ্ধি হয়। ভাব ভক্তি যোগ মুক্তি বাঞ্ছিত পুরায় ॥ কর্ম্ম যোগে অনাহারে বসি চিরকাল। সাধিলে সে সিদ্ধি হয় ছাড়য় জঞ্জাল ॥ ভাবের আনল মনে হইলে প্রকাশ ॥ তিল মাত্র ভাবকের হয় আপ্ত নাশ ॥ গুরুর দাতব্য শিষ্য হৃদেঅগ্নি কোনা। প্রজ্জলিত করে যেই শিষ্য মহাজনা ॥ দুগ্ধ মাঝে ননী আছে জগতে প্রচার। আউটিলে মথিলে সে পায়

ক্ষীর সার ॥ পন্থ উদ্দেশিয়া গুরু ধরয় কাণ্ডার। নিজ বলে বাহিলে সাগর হয় পার ॥ এত জানি তেজিলুম সংসার সুখ মায়া । কিবা কার্য্য সিদ্ধি কিবা নিপাতিতা কায়া ॥ রাজ্য পাঠ ত্যেজিয়া নৃপতি হৈল যোগী। করেতে কিন্নর লই বাজায় বিয়োগি ॥ শিরেজটা কর্ণে মুদ্রা ভস্ম কলেবর। কক্ষে সিঙ্গা ডম্বুর ত্রিশুল লৈয়া কর ॥ মেখলি ধান্দারি রুদ্রাক্ষের জপমালা। কান্তা চক্র খাপর বসিতে মৃগ ছালা ॥ চক্র মক পাষাণ আর পদেত পায়রি। হস্তেতে দ্বাদশ লৈল বটুয়া ধান্দারি ॥ উরিয়া নবন্ধ কোটী পরন কপিন। আলাহুত শব্দ মধ্যে মন কৈল্য লিন ॥ শূন্য পথে ধ্যান ধরিয়া সম চক্ষে। শূন্য পুষ্প হার লক্ষে করিল অলক্ষে ॥ মন পরিচয় মন আমানতে দিয়া। পঞ্চভূত শুদ্ধি দশবাউ সম্ভরিয়া ॥ চতুর্দ্দোল ধারি করি ভক্তি সম্ভাসন। শত দল অধিষ্ঠানে চালাইল মন ॥ আন্ধারে বসন্ত বর্ণ শদিষ্টা বলন্ত। শত দল মনি পুরে আদ্য কলকান্ত ॥ সেই মনি পুরেতে সেবিয়া প্রজাপতি। আলাহুত চক্র কৈল রিষ্টুর ভকতি ॥ শতদল মনিপুরি ডাউটা ফুকেন্ত। দেখিলেন্ত সুরশশী বিশুদ্ধ চক্রেত ॥ তথাতে কুণ্ডলি দেবি আছে নিদ্রা গন্ত। সর্প রূপ ধরী রহে সু শর্ম্মার পৃথ ॥ অধমুখে চন্দ্রতথা অমিয়া বরিষে। উর্দ্ধ মুখি হইয়া কুণ্ডলি সব চোষে ॥ দরশন নহে পুনি শক্তি আর শিব। এই সে কারণে মরে সংসারের জীব ॥ অকুঞ্চ কুঞ্চিয়া অগ্নি সম্ভুরসে বায়ু। জাগাইলে কুণ্ডলি সে চির পরমায়ু ॥ অর্দ্ধ চক্র দুইদলে করি নিরিক্ষণ। তথাতে উজ্জল দুই নির্ম্মল দর্পণ ॥ শত দল হেরিয়া সহস্র দলান্তর সেবীল পরম শীব অতি

মনোহর ॥ পুর কুম্ভকার কুচ কত করি মন। তিন সম রসে সাধিলেক প্রাণ পণ ॥ শত রজ তমগুণ ত্রিদেবের শক্তি। আকারে উকারে মকারেত কৈল ভক্তি ॥ প্রলয়ের ধ্বনি শুনি শুক কর্ণ মুলে। কিঞ্চিৎ সাধিল যোগ্য মন কুতুহলে ॥ বিচারি কহিলে সব যোগের লক্ষণ। পুস্তক বিশাল হয় শুন মহাজন ॥ গুরু শুক সঙ্গতি করিয়া মহারাজ। চলিল সিঙ্গল দ্বীপে সিদ্ধি হৈতে কাজ ॥ পুনরপি নিবেদিল আমত্য সকল। শুভক্ষণে চলে যদি কর্য্যেতে কুশল নৃপতি উত্তর দিল শুন বন্ধুগণ। কিবা শোভা শুভ প্রেম পন্থে গমন ॥ যমে প্রাণ হরি নিতে কিসে নিশি দিশ। পতি সঙ্গে যাইতে সতী না পুছে জ্যোতিষ ॥ গৃহ বন সম মোর স্ব-কার্য্য গমনে। তুমি সব নিজ গৃহে যাও সুখমনে ॥ সজল নয়নে আসি নৃপতি জননী। কহিতে লাগিল কথা শুন পুত্র মনি ॥ রাজ চক্রবর্ত্তী তুমি সংসার মাঝার। তোমা থিক কেবা সুখ আছয় সংসার ॥ বিলাসন নব নিধি সহস্র সুন্দরী। কোন সুখ লাগি তুমি হও দেশান্তরি ॥ যে অঙ্গে শোভিত সদা চুয়া ও চন্দন। কোন মতে সেইঅঙ্গে সহিবে ভষ্মণ ॥ নিশি দিশি আছিল করিয়া সুখ ভোগ। কেমতে সাধিবা পুত্র মহাকষ্ট যোগ ॥ যেই অঙ্গে পরিয়াছ স্বর্গ পাটস্বর। কেমতে সহিবা কাঁথা হেন কলেবর ॥ গজেন্দ্র তুরঙ্গ চতুর্দ্দোলে আরোহণে। মহা ছায়া সুখেতে আছিলা রাত্র দিনে ॥ হেন সুকমল তনু পদ ব্রজগামে। কেমতে হাটিবা পুত্র মহাকষ্ট শ্রমে ॥ তোমা বিনে রাজ্যপাট সব অন্ধকার। বৃদ্ধকালে আমারে না দেও দুঃখ ভার ॥ মায়ের বচন শুনি ছাড়িয়া নিশ্বাস। কর জোড়ে কৈল রাজা বচন প্রকাশ ॥

কার সুখ কার ভোগ কাহার সংসার। মনাভীষ্ট সিদ্ধ বিনে সব আন্ধকার ॥ যদি ভাল হইত সংসার সুখ ভোগ। রাজ্য ত্যেজি গোপি চন্দ্র না সাধিত যোগ ॥ যোগ তপ কষ্টবিনে না দিল সংসারে। পৃথিবীর ভার কেহ এড়াইতে নারে ॥ ভাল মন্দ বিচার লইব প্রভু যবে। কর পদ লোমে সব সাক্ষি দিব তবে ॥ আপনার অঙ্গযদি না হয় আপন। এছার সংসার আর কোন প্রয়োজন ॥ যদিআয়ু শেষে প্রাণ থাকিয়া আমার। অবশ্য সেবিনু আসি চরণ তোমার ॥ দেশান্তরে যায় পতি শুনি নাগমতি। সজল নয়নে আসি করিল মিনতি ॥ মুখ্য সখিগণ সঙ্গে অশ্রু মুখি হইয়া। কর জুড়ে কহে কথা পতি সম্বোধিয়া ॥ তুমি প্রাণ পতি মম সকলের আশ। বিনা অপরাধে কেন করয় নৈরাস ॥ কোন দুঃখ হেতু প্রভু হও দেশান্তরি। আমা হৈতে পদ্মাবতী কেমন সুন্দরী ॥ যদি রূপহীন আমী জানী সেবা ভক্তি। আমাকে ছাড়িয়া যাও তোমা বরশক্তি ॥ তোমার বিচ্ছেদে মোর না রহিব প্রাণ। নিজ হস্তে মারি আমা দেও মৃত্যু-দান ॥ কিবা আমা সঙ্গে নেও হই যাইব দাসী। পতি যোগী নারী অনুচিত গৃহ বাসী ॥ তোমা সঙ্গে দুঃখসুখ পঞ্চ প্রাণি মোর। পরিসয্যা করিয়া সেবিনু পদ তোর ॥ পুরুষ আর্দ্ধাঙ্গ নারী বিধি নিয়োজিত। রাম যথা সঙ্গে সীতা গমন উচিত ॥ রমণী শরীর জান পুরুষ জীবন। জীবন হইতে অঙ্গ কোন প্ররোজন ॥ স্ত্রিয়াজাতি হীনমতি কিবুদ্ধি তোমার। প্রাণের বিপক্ষ কর্ম্ম কিফল সংসার ॥ কিবা বুদ্ধি সনে যার করগত প্রাণ। উন্মত্তেরে উপদেশ করয় অজ্ঞান ॥ যবে রামসঙ্গে সীতা হৈল বনবাসী। রাবনে হরিল তারে লোক উপ-

হাসি ॥ সংসার স্বপ্ন তুল্য কি তার বাসনা। অন্তকালে নিজ অঙ্গ না হয় আপনা ॥ নৃপতি ভরত নাহি সন্ন্যাসি আপনি। যার ঘরে ষোলশত সুন্দরি কামিনি ॥ যার হস্তপদ কুচে কল্য বরিষণ। তিল মাত্র হেন সুখ ছাড়ি গেল বন ॥ কার বাক্য না শুনি নৃপতি হৈল যোগি। চলিল প্রেমের পথে বিরহ বিয়োগি ॥ সিঙ্গা ধনি করি নৃপ হইল বাহির। প্রজা লোক দেখিয়া হৃদয় যায় চির ॥ তিন অব্দ লোক হস্তে না লইবে কর। পুরব পশ্চিম হৈতে এক দেশান্তর ॥ পাত্র বলে শিব তুল্য তোমার বচন। কোহকাফ গিরি তুল্য পাষাণ লিখন ॥ সর্ব্বলোক কান্দি কান্দি পথে২ কয়। হেন মত ধন্য রাজা সংসারেতে নয় ॥ স্বশোকে বর্ণিত করি নাহি পারে মুখে। শত পাঁতি কাগজে লেখয় যদি তাকে ॥ ঘরে ঘরে দ্বারে২ হৈল আপ্ত বোল। চতুর্দ্দিকে মহাশব্দ কান্দনের রোল ॥ নৃপতির মাতৃর কান্দন সকরুণে, বৃক্ষ শাখে মোহিত হইল পক্ষীগণে ॥ অন্তপুরে রামাগণে কান্দিল যতেক। পুস্তক বিশাল হয় কহিব কতেক ॥ নাগমতি কান্দে যত প্রভু বিনাইয়া। পাষাণও বিদরয় তাহাকে শুনিয়া ॥

নাগমতির বিলাপের রয়ান।

রাগ লাচারি ভাটিয়াল।

সুখ ভোগে গোয়াইল কাল, কোন হেতু পড়িল জঞ্জাল, শুক পক্ষী হৈল মোর কাল, জানিল করম নহে ভাল, আলো সই কি আজু পোহাইল কাল নিশি ॥

ধুয়া। পুর্ব্ব জন্মে তপ কৈল, তার ফলে হেন স্বামী পাইল, রিষ ভাবে পাছে না চিন্তিলুম, নিজ দোষে বৃক্ষ

হারাইলুম ॥ হেন স্বামী ছাড়ি যায় যার, বিকল জীবন সুখ তার, দিবসেতে পুরি অন্ধকার, শূন্য দেখি সকল সংসার মৃদু মন্দ দক্ষিণ পবন, শুশীতল সুগন্ধিচন্দন, পুষ্প রস রত্ন আভারণ, আজু কেন হৈল হুতাশন ॥ যার প্রভুর নিঠুর চরিত, সর্ব্ব সুখ হয় বিপরীত, জীবন লাগয় মোর ভিত, সবে এক মৃত্যু দেখি হিত ॥ সখি বলে শুন সুবদনী, স্বামী তোর মহাগুন জ্ঞানি, তোমা স্মরি আসিব আপনি, মৈল দরশন নাহি পুনি ॥ স্বামী তোর যোগী দেশান্তরি, যোগ ভাব তুমি যোগী নারী, হৃদয় মুকুর করি, সুখে থাকে প্রভু মুখ হেরি ॥ যবে দেখ চিত্তের মুকুরে, স্বপ্ন ভোক্ষে উদর না ভরে, চন্দন শীতল যদি করে, কদাচিত তৃষ্ণা নাহি হরে ॥ সত্যবাদী ধার্ম্মীক স্বজন, শ্রীযুত ঠাকুর মাগন; তাহান আরতি ভাবি মন, হীন আলাওলে সুরচন ॥

রত্নসেনের গমনের যাত্রা সোলশত রাজ
পুত্র যোগী হই সঙ্গে যাইবার বয়ান।

রাগ জমক ছন্দ। নৃপতি গমন শুনি হইয়া বিয়োগী। যোলশত রাজার কুমার হৈল যোগী ॥ রাজ শুখ ত্যাজিয়া নৃপতি প্রেম ভাবে। গুরু সঙ্গে শিষ্য রূপে চলিলেন্ত সবে ॥ নৃপ গুরু শুক নৃপ সকলের গুরু। শিখিলেন্ত শঙ্খ সিঙ্গা বাজাইতে ডুম্বরু ॥ স্মরণ নৃপতি মনে সেই এক জন যার ভাবে রাজ্য তেজি করিল গমন ॥ হেন নৃপ কুমারে করয় যজ্ঞবাস। পাষাণ ফাটিয়া যেনফুটিল পলাশ॥ চলিতে কুশল ভাল দেখিল বিদ্দিত। ধেনু বৎস সংযোগে দক্ষিণে উপস্থিত ॥ দধিল২ করি ডাকে গোয়ালিনি। পূর্ণকুম্ভ দেখি

লেন্ত সুভয্যা রমণী ॥ নাগ শীরে দেখিলেন্ত দক্ষিণে খঞ্জন। বামেতে শৃগাল ফিরি করে নিরক্ষণ ॥ পুষ্পের পসারা লই সমুখে মালিনি। শির পরে মঙ্গলয় সাচন সঙ্গিনি ॥ আইস২ করিয়া সমুখে করে রোল। চতুর্দ্দিকে জয় করে শুনি জয় রোল॥ কার্য্য সিদ্ধি হৈব হেন মনেত মানিল। আর যত শুভক্ষণে দেখিল শুনিল ॥ সে দিবসে অল্প মাত্রে করিয়া গমন। নগর বাহির হই রহিল রাজন ॥ যোগীর নিয়ম ধর্ম্ম আলাপ করিয়া। রহিল সমস্ত নিশি প্রভুকে ভাবিয়া ॥ প্রভাতে উঠিয়া নৃপ করিল পয়ান। শঙ্খ শিঙ্গা ডম্বুরু বাজায় ঘন সান॥ সকলেরে নৃপতি কহিল অনুরাগে। সাবধানে চলিও বিকট পন্থ আগে ॥ আগে পাছে হইয়া চলয় সর্ব্বজন। পদেত পওরি দেও কণ্টক মোচন ॥ আমি সব পন্থের উদ্দেশ নাহি জানি। গুরু শুক আগে করি চল পন্থ চিনি ॥ শুক বুদ্ধিবন্ত কথা কহিল তখনে। পন্থের উদ্দেশ কহি শুন সর্ব্ব জনে ॥ বিজয়া নগর যথা নৃপ গুঞ্জ গিরী। প্রথমে লঙ্ঘিয়া চলে সেই দ্বীপ পুরি ॥ আটর বাটাল বামে দক্ষিণেতে লঙ্কা। মধ্য ভাগে চলি যাও না করিও শঙ্কা॥ ডাহিনেতে রত্ন পুরি পারিজ্জ দুয়ার। ঝাড় খণ্ড পর্ব্বত রাখিয়া রাম ঘর ॥ বামেতে উড়িয়া যথা জগন্নাথ পাট। নিঃসঙ্কটে উত্তরহ সমুদ্রের ঘাট ॥ শুকের বচন শুনি হইয়া সন্তোষ। নিত্য২ হাটিয়া যায়ন্ত দশ ক্রোশ ॥ রাত্রি হৈলে বন মধ্যে করেন্ত বসতি। সবে নিদ্রা যায়ন্ত জাগেন্ত নরপতি ॥ যার হৃদে প্রজ্জলিত প্রেম হুতাশন। কিবা তাঁর নিদ্রা সুখ শয়ন ভোজন ॥ হেন মতে এক মাস চলি বন বাটে। উত্তরিল গিয়া এক সমুদ্রের ঘাটে ॥ রত্নসেন

নরপতি হইল যোগী জাতি। শুনি সম্ভাসিতে আইল নৃপ গজপতি॥ ভুমি কম্পে নম্র শীরে করি নমস্কার। গজপতি কর যুড়ি মাগে পরিহার॥ চক্রবর্তি রাজা তুমি নৃপ শিরমণি হেন কর্ম্ম তোমার উচিত নহে পুনি॥ আমরা সবেরে তুমি অনাথ করিয়া। কি হেতু চলিয়া যাও দেশান্তরি হৈয়া॥ শত সংখ্যা সুন্দরী তোমার অন্তপুরে। এক স্ত্রীলাগি কেন ছাড় তা সবারে॥ আমি কি বলিব তুমি আপনে পণ্ডিত। সকল জ্ঞাপত আছে যজ্ঞ অনুচিত॥ শুনিয়া নৃপতি বলে শুন মহাজন। আপনার হস্ত গত নহে মোর মন॥ তোমা থিক বুদ্ধি বন্ত ছিল আমি আগে। এবে সব বুদ্ধি মোর বিষ প্রায় লাগে॥ পুনরূপী কর জোড়ে বলে নরপতি। কহিতে লাগিল কথা করিয়া ভকতি॥ যদি পদরেণু দান কর মহা মতি। উজ্জ্বল হইবে সব আমার বসতি॥ নৃপতি কহিল তবে শুন মহাশয়। নৃপগৃহে যাইতে যোগী উচিত না হয়॥ এহি দান কর যে বহিত্র যদি পাম। পার হই সমুদ্র আপনা কার্য্যে জাম॥ নৃপতি আদেশ লাগে মোর শির পাগে। যেই পুষ্প ভাল সেই শিব পুজা লাগে॥ এত কহি নৃপতী বহিত্র আনি দিল। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব লোক নৌকাতে উঠিল নৃপতির বহিত্র চল্লিশ সুগঠন। ধন দ্রব্য সালশত উঠিল তখন॥ সহস্র সহস্র যত কর্ম্ম কারীগণ স্বচ্ছন্দে সে ডিঙ্গা করিলা শুশোভন॥ চর কারি ছোট বড় লঙ্গর খেচরি। সর্ব্ব সাজে বৈকুণ্ঠ আনন্দে গঙ্গা তরি॥ ডিঙ্গা হাঙ্কারিয়া যাইতে সম্ভোধি কহিলা। পুত্র তুল্য রাজ্য দেশ পালিতে বলিলা॥ নৃপতি বহিদ্রে আছে সর্ব্ব জন সুখ। সকল চলিল তথা করিয়া সমুখ॥

বিদায় মাগিতে পুনি গেল গজপতি। করজুড়ে কহে কথা মধুর ভারতি॥ কঠিন দুর্গম পথ অকুল অপার। সাবধানে থাকি সমুদ্রে হৈও পার॥ খার খিরো দধি আর সমুদ্রে উদধি। শুরাজল কিবা আর এ সপ্ত অবধি॥ হিন্দুস্থানি ভাসে নাম ধরে এই মত। সংস্কৃত ভাসে যেই শুনহ বেকত প্রথমে লবণ ইক্ষু স,রা ঘৃত আর। দধী দুগ্ধ জলান্তর শুন কহি সার॥ এসব সমুদ্র তেজি সাহস সংযোগে। শত মধ্যে এক যায় পুন্য ফল ভাগ্যে॥ এমন সঙ্কট মধ্যে গমন তোমার। আপনে ভাবিয়া চাহ কি বলিব আর॥ রাজা বলে গজপতি মনে শক্তি শিব। যার ঘটে প্রেমানল কিবা তারজীব॥ প্রথমে জীবন তেজী প্রেম পথে গম। মৃতুবাক্য জনের কি করিতে পারে জম॥ সুখ সঙ্কল্পিয়া কল্য দুঃখের সম্বল। তবে পদদিল পথনগর সিঙ্গল॥ যে জন পরিল প্রেম সাগর গম্ভিরে। খাল জোরা সম দেখে এই সমুদ্রে॥ জল হেরি বিরহের কিবা ভয় কম্প। অগ্নির সমুদ্র দেখি তাতে দেয় ঝম্প॥ প্রেম ডোরে মন বান্ধি বিরহের টানে। সাগর অনল গিরি ক্ষুদ্র হেন জানে॥ যদ্যপী সমুদ্র হয় ঘন লহ্বিত। না হয় হংসের হিয়া অধঃ কদাচিত॥ প্রেম পথে যাইতে যদিবা মৃত্যু হয়। জনম সাফল্য সে পুরিতে নিস্তা-রয়॥ যাহাতে সপীল জীউ তাতে হই সাঙ্গ। সিংহ ব্যাঘ্র দেখিয়া বিরহে নাদেয় ভঙ্গ॥ অমুল্য রতন দ্রব্য দেখি বট প্রায়। দেবতা রক্ষিতা যার কি তার উপায়॥ অতুলিত সত্য দেখি নৃপ গজপতি। সাহসেতে সিদ্ধি আছে বুঝিল সন্তুতি॥ সাজে বাজে বহিত্র করিয়া সপর্পণ। আসির্ব্বাদ করি নৃপে করিল গমন॥ শুভক্ষণে ডিঙ্গাগণ্য করিয়া নৃপতী

ষোলশত রাজপুত্র বৈষ্ণব আকৃতি ॥ চলিল কেওটি কুল নৌকা সব ঠেলি। সংসারেতে ধন্য যে খেলিছে প্রেম কেলি ॥ এই স্থানে স্বর্গ গুরুপায় সেই জনা। তৃণ মাত্র দেখে সেই জগৎ বাসনা ॥ সংসারের সুখ ভোগ স্বপন তুলন। জিয়ন মরণ সম জানে মহাজান ॥ চলিল বহিদ্র কুল চঞ্চল গমনে। দৃষ্টী পাছে করি যায় পলক যোজনে ॥ অপার সমুদ্র মাঝে স্বর্গ মাত্র চিন। কুপ হেন গনে তাকে প্রেম উদাসিন ॥ তখনে সফরি মৎস্য এক দেখা দিল। জিনিয়া ধবল গিরি পর্ব্বত আসিল ॥ সমুদ্রে লহর পুনি লাগিল আকাশ। পুনি পাতালেতে ফেলি করয় নৈরাশ ॥ সেই পন্থে আমি সব করিছি গমন। বিধাতা রাখিলে পুনি রহিব জীবন ॥ তুমি গুরু মহা জ্ঞানি আমি চেলা তথা। গুরু যথা পথ ধরে শিষ্য বরে মাথা ॥ হাসর কেওটি কুল বহিদ্র রক্ষক। সমুদ্রে কঠিন কূপ জলের ভক্ষক ॥ এমন সে সব মৎস্য তুমি দেখ নয়। এমত সহস্র জন উদরস্থ হয় ॥ তাহার উপরে বাজ পক্ষী মণ্ডলয়। ঢাঁপয় সহস্র কুপ যাহার ছায়ায় ॥ সেই পক্ষী মৎস্য লই উড়িল আকাশে। ছাও মুখে আহার যোগায় অনায়াসে ॥ গগণ গর্জ্জায় জান পক্ষির গমনে। জলাকার হয় এক পাকের দোলনে ॥ সেই কালে চন্দ্র সূর্য্য না দেখি প্রকট। দিগের নির্ণয় নাই চলন সঙ্কট ॥ শতে এক যায় জার আছে ধর্ম্ম লেম। আরোহিলে বহিদ্রে কুশলে আর ক্ষেম ॥ নৃপতি কহিছে তবে শুনহে কেউট। চলিতে প্রেমের পথে কিসের সঙ্কট ॥ তুমি সব নৌকা বাহ মনের হরিষে। বিরহের রক্ষক আপনে জগ দিশে ॥ আমি তবে কুশল মাঙ্গিয়া প্রভু স্থানে। সত্য

না টলৌক প্রেমপন্থের গমনে ॥ তোমারা বাহিলে কি এগত্ত নৌকা চলে। পবন গমনে নৌকা চলে সত্য বলে ॥ একে এ, ক এড়াইল সমুদ্রে সঙ্কট। পক্ষ মাসে হৈল গিয়া সিংহল নিকট ॥ নৃপতি কহিল তবে শুন গুরু শুক। অকস্মাৎ মনে আজি জন্মিল কৌতুক ॥ সৌরভ সহিতে আসি শীতল পবন। দাহন শরীর যেন লাগিল চন্দন ॥ অন্ধকার দ্বারে গেল কিরণ উজ্জল। সকল জগ আজি দেখি নিরমল ॥ সমুখে মেঘের প্রায় দেখি অদ্ভুত। আকাশে লাগিছে যেন সুখির বিদ্যুৎ ॥ তাহার উপরে যেন চন্দ্রিমা প্রকাশ। সন্ধি যোগে রাহু যেন করিলেক গ্রাস ॥ আর যে নক্ষত্রকুল দেখিল সমিপ। স্থানে স্থানে উজ্জল করিছে যেন দ্বিপ ॥ দক্ষিণ দিগেতে দেখি কাঞ্চনের মেরু। অকালে বসন্ত যেন হইছে সুচারু ॥ শুকে বলেশুন নৃপ ভাগ্য অখণ্ডিত। সাহসে জিনিল তুমি বিক্রম আদিত ॥ গোপী চন্দ্র নৃপতি জিনিলা তুমি যোগে। সত্য হরিশ্চন্দ্র নহে তোমার সংযোগে ॥ গোরক্ষে আসিয়া তোমা সিদ্ধি দিল হাতে। তোমারে না পারে জ্ঞানে মোছন্দর নাথে ॥ প্রেমেতে জিনিলা তুমি পৃথিবী আকাশ। এই দেখ সম্মুখে সিংহল কৈলাশ ॥ মেঘ বর্ণ গড় দেখ লাগিছে আকাশে। সুবর্ণ কাঙ্গুরা যেন বিদ্যুৎ প্রকাশে ॥ আর যত উজ্জল নক্ষত্র হেন লক্ষি। রাজ পথে গৃহ সব ঠাই২ দেখি ॥ ওই যে দেখহ শশী নক্ষত্র বেষ্টিতা। নৃপতির গৃহে সব রতনে জড়িতা ॥ তার মধ্যে দেখে পদ্মাবতীর আবাস। সমির সঞ্চার নাহি পক্ষির প্রকাশ ॥ এক উপদেশ তোমা কহি সার যোগ। আগে দরশন লাভ পাছে

প্রাপ্তি ভোগ ॥ ওই যে কাঞ্চন মেরু দেখহ দক্ষিনে। মহা- দেব মাণ্ডব আছয় সেই স্থানে ॥ মাঘ মাস হইলে শ্রীপঞ্চ- মির সংযোগ। সেই স্থানে পুজিতে আসিবে সর্ব্ব লোক ॥ পদ্মাবতী আসিবেক পুজিতে মহেশ। তথা দরশন হবে শুন উপদেশ ॥ তুমি গিয়া কর সেই মণ্ডবে বসতী। আমি যাই তথা আছে রাণী পদ্মাবতী ॥ মনের আরতি যত কহি সর্ব্ব কথা। পুজা ছলে পদ্মাবতী যাইবারে তথা ॥ নিত্য২ আসি তোমা করি সম্ভাসন। কন্যাকে কহিব গিয়া তোমার কথন ॥ নৃপতি কহিল যদি দরশন পাব। কিসে লাগে পর্ব্বত আকাশ উঠী ধাব ॥ সেইস্থানে পাইপ্রিয় তোমা দরশন মস্তক করিয়া পদ করিব গমন ॥ নৃপতিকে এমন কহিয়া হিরামনি। উড়িয়া চলিল যথা পদ্মাবতী রাণী ॥ ধনে বস্ত্রে কেওটিকে তুসি জনেজন। সন্তোষ করিয়ানৃপ তাসবার মন নৌকা সঙ্গে কেওটীকে দেশে পাঠাইয়া। গজপতি নৃপ তিকে প্রণাম করিয়া ॥ নৃপতি মানস সিদ্ধি পর্ব্বত উদ্দেশি। শিষ্যগণ সঙ্গে করি চলিলা তাপসি ॥ পর্ব্বতে উঠিয়া নৃপ দেখিল গোচর। স্বর্ণ রত্ন উচ্চ অতি মাণ্ডব সুন্দর ॥ চতুর মুখ মাণ্ডবের সুবর্ণ দুয়ার। শিব মুর্ত্তি স্থাপিয়াছে তাহার উপর ॥ মাণ্ডবের অন্তরে স্থাপিছে চারিস্তম্ভ। পরশিলে পাপ হরে পুণ্য অবিলম্ব ॥ ফল কুলে মাণ্ডবে উদ্যানে চারি পাশ। সঞ্জীবন মূল তথা পুরে মন আশ ॥ শঙ্খ শিঙ্গা ঘণ্টা তথা বাজে অনুক্ষন। নিত্য মহা যজ্ঞ তথা করয় ব্রাহ্মণ ॥ মহাদেব মণ্ডবে সবার পুজ্য মান। দরশনে ভক্তি কলে পায় ইচ্ছা দান ॥ মনে ভাবি পদ্মাবতীর দরশন আস। মণ্ডলি করিল মণ্ডবের চারি পাস ॥ সিদ্ধি হৈতে ভুরিতে

আপনা মনো রথ। বৃষধ্বজ সাক্ষাতে হইল দণ্ডবত॥ নম২ বৃষধ্বজ নাম মহাদেব। কি মোর শক্তি আছে তোমা পদ সেব॥ তুমি সে সিদ্ধির সিদ্ধি ভক্ত বৎসল। নৈরাশের আশা তুমি পুরাও সকল॥ স্তুতি যজ্ঞ নারে মোর মুখের বচনা। দয়াল চরিত্র তুমি এই সে বাসনা॥ স্তুতি না জানি আমি যেন মতে তোর। কৃপাল হইয়া প্রভু বাঞ্ছা পুরাও মোর॥ এ বলিয়া শিঙ্গা শঙ্খ ঘন পুরে সান। ঘোর শব্দঝঙ্কা রিল দেবতার স্থান॥ জার যেই যজ্ঞস্থানে আলাপ করিয়া। বসিলেক যোগীসবে আসন করিয়া॥ ধরাসনে বসিল পাতিয়া মৃগ ছালা। পদ্মাবতী নামেতে ফিরাই জপের মালা॥ সমাধি হইয়া মন সেই পদ্মা লাগি। যার দরশন লাগি হইল বৈরাগী কিন্নরো লইয়া দুখে বৈরাগ বাজায়। শঙ্খ শিঙ্গা দুই সন্ধ্যা নিত্য ঝঙ্কারয়॥ নিশি জাগরণে আসি রাতুল কোটর। সুধাকর ভাবে যেন চকিত চোকর॥ অথ পদ্মাবতী মনে বিরহ বিয়োগ। হইল মদন বস নাহিক সংযোগ॥ নিদ্রা নাহি আঁখে নিশি জাগিয়া পোহায়। বিছুটীর পত্র প্রায় শয্যা লাগে গায়॥ মলয়া সমির চন্দ্র শীতল চন্দন। অঙ্গ পরশয় যেন গ্রীষ্মের তপন॥ কম্প সমানে যায় বিরহা রজনী। সখিগণ সঙ্গে বঞ্চে করিয়া কাহিনী॥ সতত রাতুল আঁখি নিশি জাগরণে। মনে বেদনা কথা কহে সখি স্থানে॥ শুন প্রাণ সখি মোর মনের সন্তাপ। নিজ কর্ম্ম দোষে আরবেক মা ও বাপ॥ নবম বরিষে কন্যা ভাবেত উদাস। মিলন সংযোগ পুনি অতি ভাগ্য বাস॥ ষোড়শো বৎসর মোর নাহিক সংযোগ তাহাতে প্রবল হৈল বিরহের রোগ॥ সর্ব্ব অঙ্গ পোড়ে

নিদ্রা নাহি নিশি দিন। ছটফট করে যেন জল বিনে মীন
যৌবনের বৈরী নারীর নৈতুন বসন্ত। আচম্বিত পাইল
বিরহ ময় অন্ত॥ সাখা পত্র বিদাগিয়া সমুলে বিনাশে।
প্রবোধ না মানে মনে ধৈরজ অঙ্কুশে॥ পড়িল বিরহ
সিন্ধু অগাধ গম্ভীরে। সহায় নাহিক কেহ লাগাইতে তীরে
সখি বলে পদ্মাবতী আপনে পণ্ডিতা। পরম চতুর তুমি
রাজার দুহিতা॥ নদ নদী আসি পুনি সমুদ্রে মিলায়।
অপার গভিরে সিন্ধু কোথায় না যায়॥ প্রবল বিরহ যেনে
তুরঙ্গ ও খার। কুণ্ডলী করিয়া রাখ সেই আশওার॥
যদি মন মত্ত করি ধায় চতুর্দ্দিশে। রাখিব তাহারে শক্তি
ক্ষেমর অঙ্কসে॥ যদ্যপী মদন শর তিলে হানে প্রাণ।
তাহার অধিক সত্য জাতি কুলমান॥ সহিয়া বিরহ দুঃখ
রাখ ধর্ম্মশেম। যতেক দাহয় বন বৃদ্ধি হয় লেম॥ কমল
কোরক তুমি ধীর ধীর মনে। সময় হইলে অলি মিলিবে
আপনে॥ আপে মাত্র যে আকাশে জগৎ ঈশ্বর। সর্ব্ব
ভুতে দিয়া আছে জগতে দোসর॥ যাবতে মিলয় পীউ
সহ প্রেম পীর। যেন সিন্ধু মধ্যে ছিল সুরেশ্বরী নীর॥
শ্রীপঞ্চমী যাই মানাও মহাদেব। পতিবর পাঠাইবা করিলে
দেব সেব॥ যেই কামে গুরুপত্নী হারাইল চন্দ্রে।
রাখিতে নারিল সত্য ব্রহ্মা আদি ইন্দ্রে॥ তিল না চাহিল
মহাদেবের আরতি। কুলের মহত্ত রাখেধন্য কুলবতী॥ এই
মতে সখিরে সবে বুঝায়ন্ত নিত। তথাপী না হয় কুমা-
রীর শান্তচিত॥ হেনকালে হিরামণি দিল দরশন। পদ্মাবতী
পাইল যেন নবীন জীবন॥ কণ্ঠে লাগাইয়া শুক কান্দিতে
লাগিল। প্রজ্জ্বলিত মন অগ্নি কিছু শান্ত হৈল॥ হৃদয়ের

দুঃখ যত কহিল অস্থির। জল রূপে আঁখি পথে হইল বাহির॥ তবে রাণী হাসি২ কুশল পুছিল। আমা ছাড়ি এত কাল কোথাতে আছিলা॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

শুক বলে রাজসুতা, কথন রহস্য কথা, তোমা মনা ভিষ্ট হৈতে সিদ্ধি। যে মতে পাইল দুঃখ, পুনি প্রাপ্তি হৈল সুখ, তবে কিছু কাজ কল্য সিদ্ধি॥ নৃপতির ভয় করি, আর শ্রদ্ধা মনে ধরি, তোমাকে ছাড়িয়া গেল বনে শরিতে তোমারে নেহা, সতত পুড়য় দেহা, আর ভাবনা আছিল মনে॥ দিন দশ তথা ছিল, নানা বর্ণ ফল খাইল, পক্ষীগণে করিল আদর। হেন কালে ব্যাধ আইল, সব শুয়া উড়ি গেল, বন্দি হৈলো দুঃখেতে বরবর॥ কাল ব্যাধ আমা ধরি, পেটারির মাঝে ভরি, হাটে তুলি নিল বেচিবারে। চিতাত্তর গড় হনে, এক দিজ মহাজনে, তথা কিনী লৈলেক আমারে॥ ধন্য চিতাওর দেশ, নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ, কি কহিব তাহার মহিমা। তথা রত্নসেন রাজা, নৃপ সবে করে পুজা, সুরপতি জিনি রূপ সীমা॥ রূপে জিনি পঞ্চবাণ, বিদুর সদৃশ জ্ঞান, ধার্ম্মিক জিনিয়া যুধিষ্ঠির দানে মানে কর্ণ গুরু, বুদ্ধি জিনি সুর গুরু, জম্বু দ্বীপে সেই এক বীর॥ অল্প বয়সে রাজ্য পাল, বিপক্ষ জনের কাল, ক্ষেমায় পৃথিবী সমশ্বর। সাহসে বিক্রমাদিত্য, সত্য হরিশ্চন্দ্র জিত, মর্য্যদায় সিন্ধু রত্নাকার॥ পরাক্রমে ছত্র পতি, মহারাজা বক্রবর্ত্তী, সত্যবাদি মহা কুলশিল। চতুর পণ্ডিত জ্ঞানি, হিংসা হীন শুদ্ধ প্রাণী, প্রজারে পালয় পুত্র তুল॥ শুনিয়া তোমার কথা, চন্দ্র উদয় যেন তথা,

নৃপ আমা রহস্য পুছিল। শুনিয়া বচন মোর, নৃপতি আনন্দ ভোর, লক্ষ মুদ্রা ব্রাহ্মণকে দিল॥ আদর সম্মান করি বহু স্নেহ মনে ধরি, রাজা আমা পুছিল যতনে। কহি কথা কাব্য রশ, রাজচিত্ত কন্যা বশ, গুরু হেন মানিলেক মনে॥ রাজার চরিত্র যত, সমস্ত লক্ষণ তত, রূপ গুণে দেখিল অপার। তোমাকে ভাবিয়া চিতে, বুঝিল সকল মতে, এহী সে সংযোগ্য যোগ্য তার॥ তোমার রূপের ছবি, তখনে মনেতে ভাবি, প্রকাশিল নৃপতি বিদিত। বচন রশন রশ, রাজ চিত্ত হৈল বশ, তখনে পড়িল মহশ্চিত॥ তোমার প্রেমের ছন্দে, নৃপতী বাদিল ফান্দে, যোগী হই চলিল সত্তর। আসিয়া সিঙ্গল দেশে, শীবের মণ্ডব পাশে রাখী আইল তোমার গোচর॥ তোমার শেবক ছিল, মোর কার্য্য মুই কন্যা, লই আইল হেন মহাজন। পুর্ব্ব তপস্যার ফলে, হেন বর আসি মিলে, নহেব্রথা এরূপ যৌবন॥ রসিক নাগর রায়, ধর্ম্মশিল পুন্য কায়, শুনি সবে যার প্রেমরসে। দানে মানে সবিশেষ, ধন্য২ সেই দেশ, হেন মহাজন যথা বৈসে॥ সদগুণ মাগন নাম, রোশাঙ্গতে অনুপাম, আলা ওলে শুনিয়া আরতি। ভাঙ্গিয়া চৌপাই ছন্দ, রচিল পয়ার বন্দ, পদে২ অমৃত ভারতি॥

— —

রাগ জংক ছন্দ।

পুনি শুকে কহ শুন রাণী পদ্মাবতী। যেনরূপে গুণে তুমি তেহেন নৃপতি॥ শুনিয়া তোমার রূপ হইয়া পাগল। প্রাণ উপেক্ষিয়া আইল নগরশিংহল॥ ভাবিয়া তোমার রূপ হইল বিবাগি। ষোল শত কুমার সহিতে হৈল যোগী॥ তোমার

প্রেমের ভাবে ত্যাজি অন্ন পানি। তৃণবত না গুনিল হেন রাজধানি॥ হেন ভাবকের দয়া নাহি করে যবে। তিল মাত্রেজীবন ত্যাজিবে যোগী সবে॥ তোমার কারণে পুনি বাস হৈব বন। চতুর হইয়া পুনি হইবা গমন॥ এহার অধিক আমি কহিতে না জানি। আজ্ঞা দেও যাই আমি যথা নৃপ মনি॥ শুকের বচন শুনি রাণী পদ্মাবতী। পরম হরিষে কহে মধুর ভারতী॥ তুমিমোর প্রাণসুখ প্রাণের বেথিত। তোমার অধিক মোর কেবা আছে মিত॥ মহন পণ্ডিত তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞান। তোমার বচন সত্য মোরপুজ্য মান॥ কভু না চিন্তিবা তুমি আমার অহিত। নিশ্চয় তোমার বাক্য মোর অলঙ্গিত॥ যে কর্ম্ম তোমার মনে যত্ন আচ-রিল। সত্য সত্য মোর মনে সেই সে মানিল॥ মোর বুদ্ধি হন্তে বুদ্ধি উজ্জল তোমার। নয়নে দেখিলে ধিক প্রত্যয় আমার॥ কিন্তু এক সঙ্কট নৃপতি যোগী ভেস। পিত্ত আগে কেবা কহিবেক উপদেশ॥ কাহার শক্তি হেন আছে ত্রিজগতে। হেন বাক্য প্রকাশিবে পিতার অগ্রেতে॥ শুক বলে তুমি মাত্র কৃপা কর মোনে। মনরথ সিদ্ধি বিধি করিব আপনে॥ এক চিত্তে যেই জনে যাহাকে ভাবয়। তাহার বাঞ্ছিত্ত সববিধাতা পুরায়॥ আপনে নৃপতি আগে প্রকাশ হইবে। নিবন্দ পুরিলে কার্য্য প্রত্যক্ষে ঘটীবে॥ পুর্ব্বেত জানিল আমি জ্যোতিষ গণনে। তোমার সংযোগ সেই বিধির ঘটনে॥ তবে সে নৃপতি লইহেল আমিপার। বেদ প্রায় আমার বচন জানো সার॥ শুকের বচনে কন্যা হৈল কুতুহল। মহা বৃষ্ঠী জলে যেন নিবায় অনল॥ শুক সঙ্গে নিবারিল নির্ব্বন্ধ কথন। শ্রীপঞ্চমী দিনে পুজা ছলে

দরশন ॥ বিদায় মাগিতে শুকে কন্যা কহি কথা। যে জোন পরের হয় না রহিব এথা ॥ বিচারি চাহিল যার অঙ্গে আছে পাখা। আজি যদিরাখি কালু না যাইব রাখা ॥ কোথা হন্তে আসিয়া সন্তোষ কল্য শুক। পুনি চলি যাও তুমি বিদারিয়া বুক ॥ তোমার বেচ্ছেদ পুনি মরম সমান। আসিয়া কিফল যদি না রহে নিদান ॥ শুকে বলে স্মরি আমি তোমার লবণ। তোমা স্নেহ ছড়িতে না পারি কদাচন ॥ কিন্তু বন্দি হৈছি আমি নৃপতির হাতে। তেকারণে যাইতে চাহি নৃপতি সাক্ষাতে ॥ নৃপতিরে তোমার না জানি ভিন্ন ভেদ। ভিন্ন স্থানে না যাইব না করিও খেদ ॥ চিত্তের নয়নে তোমা ভাবি অনুক্ষণ। যেন কুঞ্চ কুর্ম্মভৃঙ্গ ডিম্বগতে মন ॥ এতেক কহিয়া শুকে গেল যথা যোগী। পন্থে হেরি রহি য়াছে বিরহো বিয়োগী ॥ হরষিতে আসি শুকে কহিল সন্দেস। যোগ সিদ্ধি বচন কহিলো উপদেশ ॥ তোমা প্রতি সুন্দরি বিস্তর মায়া কল্য। উপদেশ শুনি আমা আদেশ করিল ॥ এখনে তোমার গুরু মক্ষ পদ্মাবতী। এক চিত্তে ভাবিয়া কৃপালে হৈল অতি ॥ গুরু ভৃঙ্গ তুল্য শিষ্য পতঙ্গ সমান। প্রথমে মারিয়া পুনি প্রাণি দেন্ত দান ॥ তাহারে অমর বলি যদি মরি জিয়। অলি পদ্ম মিলিয়া একত্রে মধু পিয় ॥ সমুখে বসন্ত রীত হৈল উপস্থিত। পুজা ছলে দর-শনে আসিব তুরিত ॥ শুনিয়া নৃপতি পুলকিত হৈল অঙ্গ। আনন্দ সাগরে যেনো উঠিল তরঙ্গ ॥ এইমতে শুকে নীতি প্রতি আইসে যায়। আশ্বাস বচন রসে দোহাকে বুঝায় ॥

পদ্মাবতী সখি লইয়া বসন্ত খেলিতে মাণ্ডবে যাইয়া পাষাণ মুচ্ছা হইবার বয়ান।

কত দিন ব্যাজে শ্রীপঞ্চমী আসি ভেল। বসন্ত পুজিতে সব উল্লাশিত হৈল॥ আনন্দিতে সকল পুজিত ঋতুপতি। পুজা স্থানে যাইতে কন্যার হৈল মতি॥ পদ্মাবতী সব সখিগণ হাঙ্কারিলা। রাজসুতা পাত্র সুতা সব আনাইলা॥ আসিছে নবীন ঋতুপতি হৈল রাজা। সবে মিলে চলিলেক করিতে দেব পুজা॥ নানাবিধি প্রকারে করিল শুভ বেশ। শিরেতে সিন্দুর দিল সুরলিত কেশ॥ কর্ণে কর্ণ ফুল আদি ভুবন রঞ্জিল। অঞ্জন রঞ্জন আঁখি খঞ্জন গঞ্জিল॥ নানা রঙ্গ রত্ন অলঙ্কার পরি সব। পরিল উত্তম ভেদ আমোদ সৌরভ॥ নানান সুগন্ধি পুষ্প পরিল সুবাস। ভুলিল ভোমরা ফুল না ছাড়য় পাস॥ পদ্মাবতী চতুর্দ্দোলে কল্য আরোহণ। নানা বিধ বাহনে চলিল সখিগণ॥ সমুখে দক্ষিণে সব মান্য মন্ত্রি সখি। সমান বয়েশি সব পিস্টে বামে রাখি॥ চন্দ্রিমা বেড়িয়া যেন তারক মণ্ডল। কুমদিনী কুলে যেন বিকাশে কমল॥ সুগন্ধি তাম্বুল মুখে নয়ন তরঙ্গ। দরশন মাত্র হয় মুনি মন ভঙ্গ॥ ছত্রিশ বয়সে সব হাটি যায় চেরি। নয়ান সাফল্য হয় তা সবাকে হেরি॥ সখিসঙ্গে নানা পুষ্প লৈয়া সবে করে। নানা রঙ্গ ফুল সব শোভে মনোহরে॥ ভুষণ বিচিত্র বাশ অতি শোভমান। বসন্ত পুজিতে সব চলিল উদ্যান॥ ফাগু চতুর্শম সব সুরঙ্গ শরীর লঙ্গয় যৌবন পথ শৌরভ সমীর নানা রত্ন স্বর্ণময় ছত্র বিভুষিতা। পদ্মাবতী শীরপরে চারু বিরাজিত॥ আর যত ছত্র ফুল নানা রঙ্গ ধরে। নৃপতি কুমারীগণ উর্দ্ধে শোভা

করে ॥ এক চন্দ্র সূর্য্য রূপ অন্ত না পাইয়া। নিকটে দেখিতে আইল সমভ্রম হইয়া ॥ দূরেতে থাকিয়া রূপ না দেখে প্রকট। চন্দ্র সূর্য্য তারা কিবা আইল নিকটে ॥ উপস্থিত হৈল দেখি বসন্ত ওথারে। আপনা আপনি সব করেন্ত জোওার ॥ করেন্ত বসন্ত পুজা হই সমাহিত। হাসি খেলি সকলে ঝুমকে গায় গীত ॥ আজিহাসি খেলীলও দেব কর্‌য়ো বস। কালি আমি তুমি কোথা কোথা এই রস ॥ রস কালে রস যুক্ত ভাব চাহ মনে। দিন ক্ষেণ গুনি২ আছয় শমনে ॥ হুহুশব্দ বলি সবে কৈল বারে বার। মনের ঝুমতে সবে গায়ন্ত সুশ্বারে ॥ পঞ্চম সু-স্বরে গায় সুন্দর রমণী। কেহ বীণা বাঁশী বাহে সুমধুর ধ্বনি ॥ মন্দিরা মৃদঙ্গ কেহ বাহে করতাল। পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে শুনি অতি ভাল ॥ নাছি নাছি মাত্র এক তিন ধ্বজা ধায়। তথাতে আবির ধুলি উর্দ্ধ সম হয় ॥ সুগন্ধি ফাগুর রেণ উঠিল আকাশ। শূন্যে পরে পক্ষী সব হৈল রক্তবাস ॥ রাতুল সকল মহি বৃক্ষ পত্র সব। পরিণত হৈল সব নবীন পল্লব ॥ এই মতে খেলিতে করিতে নৃত্য গীত। মহাদেব মণ্ডবেত হৈল উপস্থিত ॥ দেখি পদ্মাবতী রূপ স্বরুপ কলাপ দেবতা পবিত্র হৈল খণ্ডিলেক পাপ ॥ কেহ বলে শশী আইল অপ্সরার সঙ্গে। দেবরাজ বধু ভাবে দেব হৈল রঙ্গে ॥ পুর্ব্বত পসার ফলে হৈল দরশন। ধন্য২ আমি সব জীবন লোচন ॥ ধন্দ হৈল দেব কুল অঙ্গ পুলকিত। সমাধি লাগিল প্রায় হৈল মোহ-শ্চিত ॥ অলরিত কায়া যেবা ছিল সিদ্ধ জ্ঞান। সকল হরিল তিলে রূপ জ্ঞান ধ্যান ॥ দেব দ্বারে গিয়া পদ্মাবতী

সুকুমারী। পুজা হেতু মাণ্ডব অন্তরে অনুসারি॥ মাণ্ডব অন্তরে কন্যা যদি প্রবেশিল। সমুখে করিয়া মুর্ত্তি পুজিতে বসিল॥ ধুপ দিপ নৈবিদ্য চন্দন পুষ্প মালা। নানা বিধি ফলযত সব অতি ভালা॥ পুজার সম্বলযত মাণ্ডবে ভরিয়া। পুনঃ পুনঃ তিনবার প্রণাম করিয়া॥ পরসিয়া দেব পদে মাঙ্গিলেক বর। সুখ মক্ষ দাতা প্রভু কৃপার সাগর॥ লক্ষ পুষ্প দিয়া যদি কপটে পুজয়। সেই ভাবে তোমা মন বস নাহি হয়॥ শুদ্ধ ভাবে ভক্তিকরি এক পুষ্পদানে। পুজিলে তাহার বাঞ্ছা পুরাও আপনে॥ তোমাতে জ্ঞাপন আছে মনের মানস। পুজা হৈতে কদাচিত তুমি নহে বস॥ সর্ব্ব সুখদিয়া আছো সংসার বসতি। পতি বরদান দেও করিয়া ভকতি যেই দিন মনোবাঞ্চা সিদ্ধি বর পাব। শক্তি অনুরূপে আসি চরণ সেবিব॥ এই মতে মন বাঞ্ছা মাগি পুনি২। কর যোড়ে সমুখেত দাণ্ডাইল রাণি॥ উত্তর দিবেক কেবা দেব গেলো মরি। বুঝিয়া চরিত্র মনে ভাবিল সুন্দরী॥ ভাল আমি মানাইতে আইনু মহাদেব। নিদ্রা গত দেবে আসি করিলাম সেব॥ পুনি ভাবে দেব পুজা কভু না হয় মিছা। যবে দেব ভাবে মোর পুরিবেক ইচ্ছা॥ হেনকালে আসি হাসিয়া কহে সখি। অপুর্ব্ব কৌতুক এহি দেখ শশী মুখি॥ পুর্ব্বদ্বার ভরিয়া রহিছে যোগী কুল। কোন দেশ হন্তে আইল না জানিয়া মুল॥ তারমধ্যে মহন্ত পুরুষ একজন। গুরু২ বলি তাকে বলে যোগী গণ॥ ছত্রিশ বরণ জ্যোতি সুন্দর শরীর। রাজ চক্রবর্ত্তী হেন দেখি সুরুচির॥ উন্মত্ত চরিত্র প্রায় দেখি লাগে ধন্দ। সমতুল নহে মোচন্দর গোপীচন্দ্র॥ হেন রূপ মনুষ্য না

দেখি অদভুত। উপদেশ পাই যোগী হৈছে নৃপ স্থত॥ এত শুনি রাজবালা সখিগণ সঙ্গে। যোগী সব দেখিতে আইল মনরঙ্গে॥ মধ্যে গুরু শিষ্যগণ চারি ভিতে বসি। তারক মণ্ডলে যেন নিষ্কলঙ্ক শশী॥ ধ্যান বন্ত ধরাসন আছে সমাহিত। দেখিয়া আনন্দ কন্যা অঙ্গ পুলকিত॥ প্রেম মদে মত্ত হৈল যুগল লোচন। দৃষ্টী পথে পীউ মন জিউকের ধন॥ শুক মুখে নৃপ কথা যত সে শুনিল। তাহার সহস্র গুন নয়নে দেখিল॥ প্রেম মদে বিকল হইয়া হত জ্ঞান। রক্ষক হইল আসি জাতি কুলমান॥ হেনকালে শুক আসি রাজাকে কহিল। কোন সমাধিতে আছ সিদ্ধি বর পাইল॥ গুরু গোর্খ দরশন কিশের সমাধি। বর মাগ তিলে দিব সিদ্ধার অবধি॥ শুনিয়া নৃপতি কন্য দৃষ্টি প্রকাশিত। দৃষ্টী মাত্র ধরণী পড়িল মহশ্চিত॥ রূপ তীক্ষ্ণ শুরা আঁখি পন্থে কন্য ধ্যান। যার এক বিন্দু হতে তিলে হরে জ্ঞান॥ নিপাতিত গোর্খ শিষ্য প্রেম মদ পিয়া। জীবন স্বর্গেতে গেল তনু বিসর্জ্জিয়া॥

পদ্মাবতী যোগীগণকে দান করে ও নৃপতির অঙ্গে চন্দন ছিটিতে অঙ্কুর হইবার ও কন্যার স্বপনের বয়ান।

পদ্মাবতী কহিলেক শুন সখিগণ। তপশিরে দান কর আনি রত্ন ধন॥ ভোজন শামিগ্রি আনি দেও বহুতর। সুগন্ধি চন্দন আনি ছিটহ বিস্তর॥ ততেক্ষণে সখিগণে বহু ধন লৈয়া। যোগীরে আনিয়া দিল ভক্তি আচারিয়া॥ চন্দন সুগন্ধি যুগ আনিয়া উত্তম। ছিটিয়া যোগীর অঙ্গে ধুইল ভস্ম॥ পদ্মাবতী নিজ হস্তে লই স্বর্ণ রত্ন। গুরুর

সাক্ষাতে দিল ভক্তি ভাব যত্ন ॥ নানান সুগন্ধি মিলি চন্দন আগরে। গুরু অঙ্গে অনেক ছিটিল নিজ করে ॥ পরম সুন্দরী কন্যা নানা কলা ধরে। ছিটিতে চন্দন অঙ্গে লিখিল অক্ষর ॥ তোমা দরশনে আইল করে পুজ ছল। অসময় নিদ্রা গেলা কার্য্যেতে নিস্ফল ॥ শর রূপ আইল যদি চন্দ্রের মিলনে। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি হৈল উঠহ গগনে ॥ নয়ন সাফল্য হৈল তোমা দরশনে। ব্যাজ অনুচিত লোক চর্চ্চার কারণে ॥ তেকারণে যাই আমি আপনা ভবন। নির্ব্বন্ধ থাকিলে পুনি হৈব দরশন ॥ চন্দন দিলাম জাগি উঠিবার ভাবে। শীতল পাইয়া বহু নিদ্রা আইল তবে ॥ এতেক লেখিয়া কন্যা সত্বরে চলিল। মর্ম্ম সখি মুখ হেরি কহিতে লাগিল ॥ যে মোরে হেরয় পুনি তিলে হরে প্রাণ। এই ভয়ে কোন স্থানে না করি পয়ান ॥ দেব সবে কহে পানি অচেতন হৈয়া। হত্যা দেখি কোথা গেল আমাকে মারিয়া ॥ সেই রূপ ধ্যানেতে রহিল দেবগণ। পদ্মাবতী নিজ গৃহে করিল গমন ॥ শয়ন করিল নিশি রূপ ভাবি মনে। প্রভাতে স্বপ্নের কথা কহে সখি স্থানে ॥ শুন সখি আজি নিশি স্বপ্ন আশ্চালত। আচম্বিতে পূর্ণ চন্দ্র গগনে উদিত ॥ প্রচণ্ড তেজস্বি সুর পশ্চিমে থাকিয়া। চন্দ্রের নিকটে পুনি মিলিল আসিয়া ॥ অর্ক চন্দ্র একত্রে মিলিল স্নেহ ধরি। কিবা দিবা কিবা রাত্রি চিনিতে না পারি ॥ রাবণের ঘর রামে রহিল ঘিরিয়া। অর্জ্জুনে কাটিল বাণ রন্ধ্র পন্থে দিয়া ॥ এমত দেখিয়া আমি জাগিয়া উঠিল। বিচারহ সপ্ন সখি তোমাতে কহিল ॥ সখি বলে শুন রাণী সপ্নের বিচার। ভক্তি ভাবে সেবা কালি কল্যা দেবতার ॥

সেই দেব তোরে হইল পরশন। স্বামী বর দিল হেন বুঝিল কারণ॥ দিনমণি পুরুব চন্দ্রিমা তুমি রাণী। মিলিব উত্তম বর আসিয়া আপনি॥ পশ্চিমদিগের আসিবেক মহারাজ তাহাকে করিলে বর সিদ্ধি হৈব কাজ॥ দেখিলা রাবণ ঘর ঘিরিয়াছে রাম। কিঞ্চিৎ হইব পুনি প্রথমে সংগ্রাম॥ নিকটে আসিয়া মিলিবেক সেই কন্ম। বিগারি বুঝিল এই যে সপ্নের মর্ম্ম॥

অচৈতন্য হইতে রয়নেম চেতন হইয়া ক্রোন্দন করেন।

এথাতে নৃপতি যদি জাগিয়া উঠিল। সকল বসন্ত যেন উজার দেখিল॥ না দেখিয়া চন্দ্র তারা পুষ্প উপবন। জলপুর্ণ হইলেক যুগল লোচন॥ সকল জগৎ যেন হৈল অন্ধ কুপ। না দেখিল আখি ভরি এহেন স্বরূপ॥ হেনকালে নিশ্চিতে নিদ্রাতে যেই জন। কলম নিশির খুলি করয় মোচন॥ হিয়ার উপরে দেখি চন্দন অক্ষর। সেই ভাবে পুনি২ কান্দিল বিস্তর॥ জল বিনে মীন যেন ছটফট করে তাহাতে ফেলিল আনি অগ্নির ভিতরে॥ যতেক চন্দন অঙ্গে যেন দিল দাগ। বাড়ব অনল সম প্রেম অনুরাগ॥ কাঁচা কাষ্টে এক দিগে লাগিল অনল। আর দিগে হস্তে যেন নিশ্বরয় জল॥ নবঘন বসন্ত বরিখে জলধার। খঞ্জন উদরে যেন গজমতি হার॥ মোহন মুরতি গেল কোথাতে চলিয়া। প্রাণ হরি নিল মোর হৃদয়ে পশিয়া॥ হেন অপরূপ কভু নাহি দেখী আর। বসন্ত কালেতে হৈল নীস্ফল আমার॥ পাইব বসন্ত করী বহুত আরতী। কোন জনে উজাড়ীল এমন বসতি॥ পুনী হেন বসন্ত কি পাব আর

বার। এহী সে ভাবিতে হয় জীবন দিবার॥ কন্যা রূপ ভাবি কিছু চিত্য স্থির করি। দেব মুর্ত্তি স্থানে কহে মনে ক্রোধ করি॥ আহারে কপটী দেব শুন মোর কথা। বৃথা তোরে সেবন করিল আসি এথা॥ সুফল পাইব করি সেবা কল্য তোর। অসুর সমান প্রায় তুই হৈলী মোর॥ পাষাণে চড়িয়া যেবা হৈতে চাহে পার। সে পুনি ডুবায় সত্য নাহিক উদ্ধার॥ পাষণ সেবিয়া কেবা পাইয়াছে ফল। আজন্ম সিঞ্চিলে জল না হয় কমল॥ সেই সে পাযাণ যেবা পাষাণ পুজয়। আপনা শকতি যেবা লড়িতে না রয়॥

শ্লোক।

মক্ষ প্রতিমা দেব বিপ্রদেব হুতাশন।
জগীলং প্রার্থনা দেবঃ দেব নিরাঞ্জন॥

মক্ষ সকলের দেব প্রতিমা সে সার ব্রাহ্মণ সবের দেব অগ্নি অবতার॥ যোগী সকলের দেব অপ্ত মহাজন। সকলের দেবের দেব প্রভু নিরাঞ্জন॥ কেন না পুজিলে সেই প্রভু নৈরাকার। জীবন মরণে যেবা করিবে উদ্ধার॥ অথ মুখে সেবী আমি নাহি প্রয়োজন। রাখিতে না পারে যেবা আপনা লাঞ্চন॥ করি পুচ্ছে ধরিলে সমুদ্র হয়পার। ধরিলে অজার পুচ্ছে ডুবে মধ্য ধার॥ দেব বলে শুনরে পাগল নরপতি। আপনে অশক্তি কি হইব আন গতি॥ পদ্মাবতী রাজবালা সখিগণ সঙ্গে। জীবনের হিত দেখি হৈল মোর অঙ্গে॥ তার অঙ্গ দরশনে হৈল মহশ্চিত। না জানি আমাকে মারি গেল কোন ভীত॥ সহজে পাযাণ আমি অলরিত কায়া। ভক্তি ভাবে হর পুজ আমি তার ছায়া॥ তবে সে মানশ সিদ্ধি হৈব সহসাত। ভকত

বৎশল দেব গিরী জগন্নাথ ॥ শুনি নৃপ বলে বৃথা কাকে দিব দোষ। যার উপাসক আমি সেই অসন্তোষ॥ নিঠুর চরিত্র হই প্রাণ প্রিয়া গেল। মোর অঙ্গে হুলি জালি বসন্ত খেলিল ॥ দয়াল নিঠুর সেই শতত সন্তোষ। আপনে নিজুখি মাত্রে মোর সব দোষ ॥ সুনিশ্চিতে জানিল উপায় নাহি আর। আপনার অবয়ব দহি করি ছার ॥ প্রিয়তমা লাগি যদি ত্যেজিব জীবন। জন্মান্তরে পাব আমি সে চন্দ্র বদন ॥ সার ভাব না পুজি পুজলি সে মুরতি। এবে বধ দিব সত্য মহাদেব প্রতি ॥ এ বলিয়া পুঞ্জে২ আনি কাষ্ট রাশি। দহিতে হুলিত অঙ্গ সকল সন্ন্যাসী ॥ কাকুনুচ পক্ষী যেন চিতা বিরচয়। তেনং চিতা রচি সবে কৈল অগ্নি ময় ॥ কাকুনুচ পক্ষীর চিতার নাম শুনি। হরষিতে পুছিল মাগন গুনমণি ॥ কাকুনুচ চিতানীর চরিত্র কি রীত। ভ্রম ভাঙ্গি কহ গুরু পক্ষীর চরিত ॥ তাহান আদেশ শুনি মন কুতু-হলে। পয়ার রচিয়া কহে হীন আলাওলে ॥

কাকুনুচ পক্ষীর বয়ান।

কাকুনুচ নামে এক মহাপক্ষী বর। হিন্দুস্থান দেশে থাকে পর্ব্বত উপর ॥ নির্ম্মল শ্যামল অঙ্গ চরণ রাতুল। দীর্ঘ পুচ্ছ আঁখি যুগ মানিকের তুল ॥ হিরা জিনী চঞ্চু তার সব রুদ্ধ্র ময়। আহার করিতে বায়ু সমুখে রহয় ॥ পবন সম্মুখে যদি প্রশারয় চুঞ্চ। রুন্দ্র পন্থে প্রবেশিয়া শব্দ হয় উঞ্চ ॥ প্রতি রুন্দ্র পন্থে উঠে নানা যন্ত্র শব্দ। পশু পক্ষী মুর্চ্ছা যায় শুনি হয় স্তব্ধ ॥ সেই সুধাময় শব্দে হইয়া বিস্মিত। ভাবেত বিভোল হই নাচে সুললিত ॥ তাহার পশ্চাতে যেই স্থানে নির্ব্ব হয়। নিত্যহ কাষ্ঠপুঞ্জ আনিয়া সঞ্চয়

চিরকালে এই মতে হয় কাষ্ট রাশী। তবে তার মৃত্যু উপস্থিত হয় আসি ॥ সে দিন সমস্ত চুঞ্চ করে প্রকাশিত নানামতে শব্দ উঠে অতি সুললিত ॥ নানান ভঙ্গিমা করি নাচে সেই দিনে। পশু পক্ষী এক নাহি রহে অন্য স্থানে সিংহ করি মৃগ ব্যাঘ্র একত্র মিলিয়া। চাহন্ত পক্ষীর রঙ্গ এক মতি হৈয়া ॥ এমতে নাচিয়া যদি পুরায়ন্ত আশ। দুই পাখে কাষ্ঠ পুঞ্জে করয় বাতাশ ॥ দৈব্যগতি কাষ্ঠ পুঞ্জে লাগয় আগুনি। সেই অগ্নি মধ্যে পক্ষী পড়য় আপনি ভস্ম রাশী হই অগ্নি শান্ত হয় যবে। এক ডিম্ব তার মধ্যে উপজয় তবে ॥ সেই ডিম্ব হন্তে পক্ষী পুনী জন্ম হয়। যেমত কহিল সেই কর্ম্মেত রহয় ॥ মোর বাক্য মনে যদি প্রত্যয় না ধরে। মোহন্ত কুতবে দেখ কহিছে আত্তারে ॥ সেই সে ফরিদ আত্তারের বড় পীর। বেদ প্রায় তাহান বচন জান ধীর ॥ তেন চিতা রচি যোগী অগ্নি দিল যবে। স্নান আচরণ করি শুদ্ধ হৈল তবে ॥ পর্ব্বত জিনী অগ্নি উঠিল আকাশ। সকল দেবতা মনে লাগিল তরাশ ॥ বাড়বা অনল সম দেখি হুতাশন। তাহাতে বিরহ অঙ্গ করিব দাহন ॥ বিরহ অনল জিনী কোটী গুণ হৈব। পর্ব্বত দরিয়া পুনী পাষাণ ফুটিব ॥ কোন মতে শান্ত নহে বিরহ অনল। ভুবন পাতাল স্বর্গ দহিব সকল ॥ আমরা সকল আগে দহি হৈব ছার। যদি আশি রযধজে না করে নিস্তার ॥ আয় প্রভু মহাদেব মৃত্যু দিব কায়া। যদ্যপী পাষাণ আমি হই তোমা ছায়া ॥ তোমার প্রভাবে আমা পূজে সর্ব্বজন। নহেত পাষাণ পুজি কোন প্রয়োজন ॥ আপনা নামের প্রভু রাখিয়া মহত। সাক্ষাতে হইয়া

পুর নৃপ মনোরথ ॥ এত স্তুতি ভকতি করিতে মূর্ত্তি সবে তৎক্ষণে জানিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাদেবে ॥ কেশরী বাহন সঙ্গে লইয়া পার্ব্বতী। সত্বর গমনে আইশ দেব উমাপতি ॥ শীরে গঙ্গা ধারী জটা গলে অস্থিমালা। অঙ্গে ভস্ম পৃষ্টেতে পবন ব্যাঘ্র ছালা ॥ কণ্ঠে কালকুট ভালে চন্দ্রিমা সুচারু। কক্ষে শিঙ্গা ভূতনাথ করেতে ডম্বরু ॥ শঙ্খের কুণ্ডল কর্ণে হস্তেতে ত্রিশূল। ওরের কলিকা জিনী নয়ন রাতুল ॥ আসিয়া কহিল উদ্দেশ শুন যোগীবর। আপ্তঘাত মহাপাপ জগৎ ভিতর ॥ বচনেক শুন অঙ্গে নাক্ষেপিও আগি। তাহায় সফল লাগে মরজার লাগি ॥ জার লাগি পুড়ি মর তার দিব্য লাগে। আমার বচন যদি না শুনহো আগে ॥ কিবা তপ সাধিতে না পারি দেখি কষ্ট। কিবা যোগ নাম হৈল সত্য হৈল ভ্রষ্ট ॥ সজীবন কায়া কেন জ্বালাও অনলে। এই প্রাপ্তি হৈল এত কাল তপ ফলে ॥ নিশ্চয় দেখিল যোগী মহা তেজ রাশী। কহিলা কি কাজে আমা বাক্য বিলম্বিশী ॥ অন্তরের অগ্নি আমি সহিতে না পারি। নিষেধ না কর মোরে তিলক বিস্তারী ॥ শুন সিদ্ধাদেব আমি পদ্মাবতী লাগি। রাজাপাঠ সমস্ত তেজিয়া হৈল যোগী ॥ এই স্থানে আসি কন্যা দেব পুজি গেল। আমার অন্তরে দুঃখ শত গুণ হৈল ॥ অর্দ্ধ প্রাণ ঘটে অর্দ্ধ ছুটিছে বাহির। জীবন মরণ দুঃখ না সহে শরীর ॥ শিব মূর্ত্তি সেবী কিছু না পাইল বর। তেকারণে বধ দিয়া তোমার উপর ॥ তাহাতে আসিয়া দিলা অলঙ্গ সম্পদ। মৃত্যু হস্তে যেই বধে সেই নর বধ ॥

পার্ব্বতী রত্নসেনের সত্য বুঝিতে ছদ্মবেশে
নিকটে যায় এবং যোগী রাজদ্বারে
পার্ব্বতীর আজ্ঞায় ভিক্ষা
মাগিবার বয়ান।

তখনে পার্ব্বতী মনে উপজিল দয়া। কিছু সত্য বুঝি বারে বিরচিল কায়া॥ পরম সুন্দরী অপ্‌সরা রূপ হৈয়া। নৃপতির বস্ত্র ধরি বলিল হাসিয়া॥ শুন রাজা তোমার বিরহ অগ্নি লক্ষি। বিশেষ করিছ বহুদান ধর্ম্ম দেখি॥ রাজত্ব তেজিয়া সাধিয়াছ তপ যোগ। নিঃসার্থে দাহন বার্ত্তা গেল ইন্দ্রলোক॥ তেকারনে সুরপতি পাঠাইল মোকে। তোমা সঙ্গে কৌতুকে থাকিতে মর্ত্তলোকে॥ পুণ্যফলে তোমাকে প্রসন্ন দেবরাজ। অপ্‌সরা পাইলে পদ্মাবতী কোন কাজ॥ এখনে মরণ তেজ সিদ্ধি হৈল যোগ। আমা সঙ্গে আজন্ম ভুঞ্জহো সুখ ভোগ॥ নৃপ বলে অপ্‌সরা শুনহ বচন। সত্য নাশ করে যেবা কাপুরুষ জন॥ এক ভাবে প্রাণ দিলে মুক্তিপদ পায়। দুই ভাবে নরকেতে পড়ে সর্ব্বথায়॥ নর কুলে জন্ম মোর এই সত্য ভাব। সত্য অপ্‌সরা হস্তে নাহি মোর লাভ॥ মনুষ্যের মহত্ত দিয়াছে করতার। যত দেবগণ দেখ নরপতি ছার॥ নরকুলে জন্ম হরি দুর্ব্বাসার কোপে। তিলমাত্র ইন্দ্র শ্রীভ্রষ্ট কৈল শাপে॥ নরকুলে জন্ম কৃষ্ণ নন্দের নন্দন। ব্রহ্মা আদি দেবে কৈল চরণ বন্দন পূর্ব্বের রহস্য যত কহিতে অনেক। সাক্ষাতের বচন দেখহ পরতেক॥ পদ্মাবতী লাগি কৈল ধন প্রাণপণ। তুমি অপ্‌সরা কর আমা আরাধন॥ করতারে নিজ অংশে সৃজিল মানব। দেব নর সমগম অতি অসম্ভব॥ এতেক

শুনিয়া দেবী ঈষৎ হাসিয়া। সকরুণ হই কহে হর সম্বোধিয়া॥ দেখিলো নৃপতি মনেসত্য অঙ্গনিত। বিরহ আনলে দহিয়াছে শুনিশ্চিত॥ জরিছে কন্যার ভাব মনে নাহি আন। কসিয়া কসটি পাইল হেম দশবাণ॥ বিশেষ তোমার প্রতি সঙ্কল্পিছে প্রাণ। হত্যা লই কার্য্য নাহি দেও ইচ্ছা দান॥ ধার্ম্মিক কপাল তুমি ভোলা মহেশ্বর। বিশেষ সাধক মোর ধার্ম্মিক অন্তর॥ তবে সে শিবের মনে উপজিল দয়া। নিজ মুর্ত্তি ধরিল সম্বরি সব মায়া॥ সিদ্ধা মুর্ত্তি দেখি নৃপ অঙ্গ পুলকিত। লক্ষিতে লাগিল সব সিদ্ধার চরিত॥ সিদ্ধার শরীরে নাহি পরশয় মাক্ষি। কটাক্ষ বর্জ্জিতে সিদ্ধা পুরুষের আঁখি॥ সিদ্ধার শরীরে পুনি ব্যাক্ত নহে ছায়া। বিশেষ দেখিল মহা তেজ পুন্য কায়া॥ চিনিলেক নৃপতি প্রত্যক্ষে মহেশ্বর। স্তুতি ভক্তি দণ্ডবৎ মাঙ্গিলেক বর॥ যজ্ঞ স্তুস্তি করিবারে মোর শক্তি নাই। এই সে ভরসা তুমি কৃপাল গোসাই॥ ভক্ত বৎসলা তুমি এই আশা করি। চরণ স্মরণ করি কিবা জীই মরি॥ এতো কহি চরণে ধরিয়া নরপতি। বিস্তর কান্দিয়া কৈল অনেক কাকুতি॥ শ্রাবণের মেঘে যেন বরিষে নির্ভরে। পুণ্য শ্রোতে ছাইলেক ধরণী উপরে॥ কৃপার সাগর হয় স্নেহ যুক্ত হৈয়া। কহিতে লাগিল তবে নৃপ সম্বোধিয়া॥ না কান্দ না কান্দ নৃপ কান্দিলা বিস্তর। মন বাঞ্ছা সিদ্ধি হবে আমি দিলে বর॥ আগে দুক্ষ সহিলে পশ্চাতে সুখ পায়। বিধি যাহা করে কভু খণ্ডন না যায়॥ এবে যোগ সিদ্ধি হবে না হৈও বিকল। আমা দরশনে তোর হইল নির্ম্মল॥ উপদেশ বাক্য মোর শুনোহ রাজন। বিনি সিন্দ নাদি চোরে নাহি

পায় ধন ॥ যেই কার্য্যে আসিয়াছ কর যোগ শিক্ষা। গড়ে উঠ্যা নৃপ আগে মাঙ্গ সেই ভিক্ষা ॥ উঠিতে না দিলে পুনি সিন্দ দিয়া যাবে। প্রাণ পন করিলে সে মন বাঞ্ছা পাবে ॥ প্রাণ উপক্ষিয়া সিন্ধু মাঝে করে যত্ন। তবে সে ডুবালু পায় বহু মূল্য রত্ন ॥ যাবতে না করে যোগী আপনা বিনাশ। তাবতে না পুরেযোগ সিদ্ধি মোন আস ॥ আপনা করিয়া নাশ ভাবোহ যাহারে। কার্য্য সিদ্ধি হবে মাত্র রাখোহো তাহারে ॥ প্রকটে কহিও কথা লোকাচার যতো। গোপনে রাখিও মন যথা মনোরথ ॥ আমি আমি করিতে হারয়ে সব কাজ। আপনাই সব আছে শুন মহা-রাজ ॥ জীবন থাকিতে যদি মরে একবারে। পুনি কোথা মরণ কে মরে কেবা মারে ॥ আপনা গুরু যোগী আপনাই চেলা। আপনে সকল মাত্র আপনে একেলা ॥ যে চাহে করিতে পারে আপনে আপন। আপনে মরণ সত্য আপনে জীবন ॥ আপনা করিয়া নাশ আপে সর্ব্ব ময়। আপনে যাহাকে ভাবে সেই আপ হয় ॥ এতেক কহিয়া হরো। হৈলো অন্ত ধ্যান। শিষ্যগণ সঙ্গে নৃপ করিলো পয়ান ॥ যাইতে যাইতে গেল গড়ের নিয়ড়। মহাশব্দ হৈলো যোগী বেরিলেক গড় ॥ দ্বার রক্ষগণে দ্বারে দিলেক কপাট। কেহ বলে দুর দুর কেহ বলে কাট ॥ উপরে থাকিয়া সবে দেখেন্ত কৌতুকে। রহিলেক যোগীগণ দ্বারের সমুখে ॥ নৃপতি আগে তবে হইল ফুকার। কোথা হন্তে যোগীগণ আইল গড় দ্বার ॥ প্রবেশিতে চাহে সবে অভ্যান্তর দ্বার। দ্বারবান্ধি রহিলেক দেখি বহুতর ॥ কোথায় না দেখিয়াছি হেন যোগীটিট। পুছিতে উচিত হয় প্যাটাইয়া শিট ॥ নৃপতি

আজ্ঞায় চলিল দুই জন। কি হেতু আসিছে যোগী জিজ্ঞাসে বচন ॥

রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ।

আসি রায় বার, করি নমস্কার, বলয় শুন গুরুদেব।
নৃপতি আদেশ, কহিতে বিশেষ, কহে পদ করি সেব ॥
যবে বনিজার মিলিয়া পশার, বিকী কিনী করে হাটে।
যবে যোগ শিক্ষা, মাগি লয় ভিক্ষা, চাহ আপনার বাটে ॥
গড়ের উপর, কিসের অন্তর, যাইতে চাহ যোগী রাজ।
এথাতে রহন, কোন প্রয়োজন, কিবা মন চিন্ত কাজ ॥
যবে আন ভাব, তাতে নাহি লাভ, বুঝি দেখ সমাগম।
তিলেক কোপিলে, মরিবা সকলে, নৃপতি সাক্ষাতে যম ॥
এ সব উত্তর, শুনি যোগী বর, বলে শুন নৃপ দুত। নাহি
বনি যার, শত্রু নাহি কার, আমি যোগী অদ্ভুত ॥ সুখ
পরিহরি, যোগী বেশ ধরি, আইলুম ভিক্ষা মাগী বার।
ভিক্ষা প্রাপ্তি হৈলে, যাইব সকলে, কিবা প্রয়োজন আর
পদ্মাবতী দান, মাগি নৃপ স্থান, পাইলে যাইব দেশ। না
পাই যাবত, রহিব তাবত, যদ্যপীও আয়ু শেষ ॥ আর
হেন দ্বার নাহিক সংসার, যাইয়া মাঙ্গীতে ভিক। হাতেতে
খাপর, মাগী এইবার, আর কিছু নাহি ধিক ॥ যেই যোগী
জন, ভিক্ষা লৈতে মন, আইসয় নৃপতি ঘর। নৈরাশ যে
জন, সুখির আসন, ব্রহ্মাকে না মাগে বর ॥ কলির হাতেম
অশঙ্ক অসীম, শুনরে রসিক মুনি। ঠাকুর মাগন, আরতি
কারণ, কহে হীন আলাওলে ভুনি ॥

রায়বারের কথা শুনি রাজা ক্রোধ হয় ও রত্ন সেনের পত্র শুকে লই পদ্মাবতীর নিকট যায়।
রাগ জমক ছন্দ।

শুনিয়া সকোপে বলে নৃপতির সিট। কোথাতে নাহিক দেখি হেন ঢিট॥ যেই জন জ্ঞান বন্ত চতুর পণ্ডিত। আপনার যজ্ঞ কথা কহিতে উচিৎ। নৃপতি গন্ধর্ব্ব সেন ইন্দ্র সমশ্বর। হেন বাক্য বলিতে প্রাণের নাহি ডর॥ সিংহলের হস্তি পদে চুর্ণ যত হৈবা। বজ্র পাতে গোলাঘাতে উড়িয়া যাইবা॥ ভিক্ষা নাম পাশরিয়া নৃপ হৈলে কোপ। সহিতে না পারে ইন্দ্র যাহার আটোপ॥ নৃপ কুল সম দৃষ্টি না যায় যথাত। হেন স্থানে ভিক্ষা মিলাইতে চাহ হাত॥ যজ্ঞা যজ্ঞ না বুঝি অসক্ষম অভিলাষ। ভুমিতে পড়িয়া চাহ উঠিতে আকাশ॥ খগপতি অমৃত হরয় অনায়াসে। পক্ষী হই সেই শ্রদ্ধা করয় বায়সে॥ গমনের স্থল বুঝি পদ ধরে নাথে। বোঝা না লই ও হেন নাহিসহে মাথে॥ পদ্মাবতী যেই পায় তার রাজ্য পাট। সুন্দরী নৃপতি গৃহে যোগী কপি কাট॥ নৃপ বলে যোগী কপি তথ্য কাষ্টাসন। এক ভাবে যোগ পন্থ নহে দুই মন॥ আর যতো কর্ম্ম অভ্যাসিলে সিদ্ধি হয় আপনা দাহন বিনে যোগ সিদ্ধি নয়॥ সিংহলের হস্তী ভয় নাহি মোর ভঙ্গ। সিংহসম গুরুমোর সদা আছে সঙ্গ॥ তোর সৈন্য হস্তীদেখি ক্ষুদ্র সমতুল। গুরুর প্রভাবে তিলে গিরি করি ধুল॥ তোর তির গোলা গুলি যত বেদ মর্ম্ম। কি করিতে পারে মোর গুরু আছে ব্রহ্ম॥ মরনের ভয় যার আছে হৃদ মাঝ। তাহাকে দেখাও ভয় আমাতে কি কাজ॥ এতেক শুনিয়া দুত চলিল সত্তর। কহিলো

সকল কথা নৃপতি গোচর ॥ শুনি ক্রোধ হৈল নৃপ অনল সমান। হেন বাক্য যোগীর এখনে আছে প্রাণ ॥ হস্তী ঘোড়া কটক যাউক বহুতর। শীঘ্র মারো দুষ্ট যোগী বিলম্ব না কর ॥ মন্ত্রী সবে কহিলো শুনহ নরপতি। গুরুতর পাতক বধিলে যোগী জাতি ॥ জিনিতে ভিখারি যোগী নাহিক মহিমা। দৈবগতি হারিলে লজ্জার নাহি সীমা ॥ বিনি দেব বলে যোগী না করে সাহস। জয় কি বিজয় দুই দিগে অপযশ ॥ সহজে অবোধ যোগী তাকে কিবা রোষ। সকল প্রকারে নৃপতিকে লাগে দোষ ॥৮ প্রবেশিতে না পারিলে ঘরের অন্তর। যথাতথা চলি যাবে না পাই উত্তর। নতুবা রহুকপক্ষ মাসেক পর্য্যন্ত। পাষাণ ভক্ষিব হেন আছ কার দন্ত ॥ ক্রোধ সম্বরণ নৃপ পাত্রের বচনে। গড় দ্বারে থাকি যোগী ভাবে মনে মনে ॥ এক না বুঝিল কিবা সিদ্ধি কার্য্য বাদ। নরপতির দূত আসি না দিল সংবাদ ॥ স্বর্ণ পরে বাঞ্ছা মোর পাখা হিন কায়া। বুঝিতে নারি তত্ত্ব প্রীয়া রস মায়া ॥ সলিলের কতো ধারা বহিল নয়নে। হিরামনি শুক হাক্কারিল ততেক্ষণে ॥ সেই বার্ত্তা পত্রে লেখি শুকেত সপিল। কহিতে শুকের চুঞ্চ রাতুল হইল ॥ আর শুক বচন কহিও মনস্কাম। প্রথমে কহিও মোর সহস্র প্রণাম ॥ উড়িয়া চলিল শুক লই দুঃখপাতি। সুবর্ণ মন্দিরে যথা বৈসে পদ্মাবতী ॥ বসিয়াছে পদ্মাবতী হই মৌন রিত। দিবাকর বিনে যেন কমল মুদিত ॥ বিষবৎ লাগে সুখ ভোগ গৃহবাস। মধুকর বিনে পদ্ম নাহিক উল্লাস ॥ প্রথমে দরশন হেতু দুঃখ বহুতর। দরশনে পরশনে দুঃখ সতান্তর ॥ প্রেমের অঙ্কুর যদি জন্মিল হৃদয়। বিচ্ছেদ সতত শাখা

বৃক্ষ পত্র হয়॥ অগুরু চন্দন যত মলয়া সমির। কুলিটি সমান দহে অবরণ চির॥ সখিগণ মুখে প্রেম প্রসঙ্গ শুনিলে। সমির সংযোগে অগ্নি শত গুন জ্বলে॥ রুক্ষ অবয়ব কেশ বসন মলিন। চাতকের শব্দ মনে ভাবে নিশি দিন॥ হেনকালে পত্র লই আইলো হিরামনি। মহা তৃষ্ণা কুলে যেন পাইল সিন্ধু পানি॥ এতোকালে শুক মোরে করিলা স্মরণ। কিবা পন্থ ভুলি আইলা না বুঝি কারণ। প্রথমে বান্দিলা মন কহি প্রেম রস। দেখিয়া হইল তারে লক্ষ গুণ বশ॥ আমা প্রতি প্রেমি যদি থাকতো নিশ্চিত। দরশন কালে কেন হইল নিদ্রিত॥ চন্দন ছিটন ছলে লেখিল অক্ষর। সলিল পরশে নিদ্রা ভাঙ্গিব সত্বর॥ তথাপিও না জাগে না হৈল সিদ্ধি কাজ। ব্যক্ত হৈলে মান হানি সখি কুলে লাজ॥ দেখিনু অপার যোগী সঙ্গে বহুতর। নাপাই উত্তর কিছু মোনে হৈলো ডর॥ মৃত্যুবৎ হৈয়া গৃহে করিনু প্রয়ান। তোর দরশন হেতু রাখিছি পরাণ॥ এবে কি বলিবা বল শুক বিদাগদ। কিবা প্রাণ রাখিবা নতুবা স্ত্রী বধ॥ শুকে বলে রাণী হোনো কহিতে উচিত। বিচ্ছেদে হানিয়া গ্যাও পোড়হ অগ্নিত॥ তোমা দরশনে মাত্র দৃষ্টিশর ঘাতে। অচেতন মুর্চ্ছাগত পড়িল ভুমিতে॥ সুগন্ধি চন্দন পুনি ছিটিল হৃদয়। নিদ্রা ভঙ্গ হয় সত্য মুর্চ্ছা ভঙ্গ নয়॥ মুর্চ্ছা পরিহরি যদি জাগিয়া উঠিল। প্রতি লোম কুপে যেন বৃশ্চিক ফুটিল॥ আঁখি যুগ সমপুর্ণ যেন জলধার। তিতিয়া রাতুল বর্ণ হৈল কান্থা তার॥ অরুণে উঠিয়া স্রোতে রক্ত বর্ণ হৈল। পলাশ মঞ্জিটা বন পুষ্প বন হৈলো॥ রাতুল বসন্ত আর যতো বনস্পতি। রাতুল যৌবক আর যতো

যোগী জাতি ॥ সিন্দু হিঙ্গুল যতে মেঘ বর্ণ হৈল। সবে মাত্রে তোমার শরীর না ঘর্ম্মিল ॥ ঘরেতে আসিয়া ফিরি না করিয়া ডিট। এক বারে হেন ভাবে করে দিয়া পিট ॥ এমত বসন্ত খেল তুমি সে নিষ্ঠুর। পর কর হইতে পরশে সে রান্দুর ॥ দরশন হেতু যোগী না দেখিয়া পুনি। দহিও মরিতে যোগী জ্বালিল আগুনি ॥ হরগৌরি জানিয়া এসব বিবরণ। সত্বরে আসিয়া দেব কল্য নিবারণ ॥ উপদেশ দিলা উঠি গড়ের দুওারে। নৃপতির স্থানে আসি ভিক্ষা মাঙ্গিবারে॥ দ্বারেতে দেখিয়া যোগী লাগাইলো কপাট। গড় হেটে রহিয়াছে না পাইয়া বাট ॥ নৃপতির দুতে আসি না দিল সংবাদ। তেকারণে নৃপতি গুনেন্ত পরমাদ ॥ দুঃখ পাতি লিখিয়া পাঠাই তোমা স্থানে। জীবন মরণ এবে তোমার চরণে ॥ এতেক শুনিয়া রাণীস্বর্ণমসি আনি। নিজ করে লিখিলেক দুঃখের কাহিনী ॥

পত্রের উত্তর শুকে লই যাইবার-বিবরণ।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

মহিমা লিখিয়া পুর্ব্বে, অনেক প্রণাম তবে, কুশল জানাইলা কিছু লেশ। লিখি প্রেম অনুরাগ, বিরহ বৈরাগ ভাগ, কার্য্য ভাগ জানাইলা শেষ ॥ তোমার রহাস্ত কথা, শুক মুখে শুনি বার্ত্তা, পুজা ছলে গেল দেখিবারে। দরশনে হরিল চিত, ভাবে হৈল মহশ্চিত, কুল লাজে বিরোধিলা মোরে ॥ তুমি হৈলা নিদ্রাগত; কার্য্যে হৈলে অজুগত, সমুচিত নহে হেন কর্ম্ম। রচিয়া চন্দন জলে, অক্ষর লিখিল

ছলে, তথাপিও না বুঝিলা মর্ম্ম ॥ না হৈল সে কার্য্য সিদ্ধি, বঞ্চিত হইল বিধি, লাজ হেতু না কল্য প্রচার। জীবন তথাতে থুইয়া শুন্য দেহ ঠিক লৈয়া, চলি আইল গৃহে আপনার ॥ যে কিছু কহিল হরে, মনেত স্মরিয়া তারে, উঠো আসি গড়ের উপর। দুওার না পাও যবে, সিন্ধ দিয়া আইস তবে, বৃথা নহে হর দেব বর ॥ যদি কর প্রাণ পণ, পাইবা বাঞ্ছিত ধন, দুই ভাবে নাহি সিদ্ধি মত। সর্ব্বত্রে তাহার লাভ, যেই ভাবে এক ভাব, সুচি রুন্দ্রে চালায় পর্ব্বত ॥ বিদগদ শিরমণি, রসিক্ নাগর গুনি, শ্রীযুত মাগন গুণনিধি। ধর্ম্ম বৃক্ষে ডাল ফল, করি আতি ঝলমল, লোকের মানস হয় সিদ্ধি ॥ তাহার পিরীতি রসে, চন্দন তুলন জশে, বশ হৈল গুনিগণ মন। হীন আলাওল বাণী, সুরস পয়ার খানি, পদে পদে অমৃত সিঞ্চন ॥

রাগ জমক ছন্দ।

সজল নয়নে কন্যা পত্র সমর্পিল। মনের রহস্য পুনি কহিতে লাগিল ॥ মোর মনোরথ যত তোমার বিদিত। কতেক কহিব আমি আপনে পণ্ডিত ॥ যেন মতে কহিয়া রাজাকে কৈল যোগী। তেন মতে কৈল মোরে বিরহ বিয়োগ ॥ এবে যদি হয় কার্য্যদৈব বিঘটীত। তোমার উপরে মোর বধ সুনিশ্চিত ॥ যেন মতে পার এথা আনহ নৃপতি জীবনে মরণে আমি তাহা সঙ্গতি ॥ এতেক শুনিয়া শুক চলিল সত্বর। তুরীত গমনে গেল নৃপতি গোচর ॥ পত্রুত্তর প্যাতি আনি দিল নৃপ করে। পরশে পুলক অঙ্গ আনন্দ বিভোরে ॥ প্রিয়তমা পত্র সত্য অর্দ্ধ দরশন। হৃদয় উপরে থুইল করিয়া যতন ॥ অগ্নি সম উষ্ণ হৈল হৃদয় অনলে।

দাহন তরাসে থুইল নয়নের জলে॥ নয়নের জলে সে অক্ষর নষ্ট হয়। তথা হৈতে পুনি লই থুইল হৃদয়॥ এই মতে পুনি২ হৃদয় নয়নে। প্রিয়া পত্র রাখিলেন্ত পরম যতনে॥ মস্তক উপরে থুইলে দেখন না যায়। পরম যতনে প্রাণ মাঝে থ ইতে চায়॥ প্রাণের উপরে থুইতে পন্থ না পাইয়া। মস্তকে রাখিল পত্র মনেত ভাবিয়া॥ পুনি শুকে কহে শুন নৃপ অধিপতি। তোমাকে অধিক স্নেহ ভাবে পদ্মাবতী॥ সহজে অবলা জাতি কুলশীল লাজ তেকারণে ব্যক্ত করিতে নারে কাজ॥ গুরুর আদেশে শিষ্য চলয় তুরিত। আকাশে উঠিলে চন্দ্র পাইবা নিশ্চত যদ্যপী সঙ্কট আছে তাতে নাহিক ডর। পুষ্পের কণ্টক ত্রাস না করে ভ্রমর॥ প্রেম ভাবে অনলেতে পড়য় পতঙ্গ দুঃখ অবশেষে প্রাপ্তি হয় সুখ রঙ্গ॥ নৃপতি কহিল শুক শুনহ বচন। কণ্ঠে আসি রহিলেক আমার জীবন॥ তোমার উত্তর আসে রৈল প্রাণী শেষ। এবে সত্যজানিল গুরুর উপদেশ॥ গুরু কৃপা থাকিলে প্রসন্ন হয় বিধি। দুষ্কর সুসম হয় অসাধিত সিদ্ধি॥ কহিতে২ নৃপ আনন্দ জন্মিল। ভাব রসে ভাব অঙ্গ লোমাঞ্চিত হৈল॥ কাঁথার অন্তরে যোগী অঙ্গ না সামায়। ভাব রস অন্ত ভাব শোক পাতিয়ায়॥ যথা প্রাণ প্রিয়া তথা দেয় বলিদান। পদে কিবা কার্য্য করি ললাট পয়ান॥ দিনমণি অন্তে যদি সন্ধ্যা ভ্রষ্টা হৈল। শুক বাক্য মনে স্মরি সত্বরে চলিল॥ উন্মত্ত অন্ধ যেন চলয় সমুখে। উচ্চনিচ খাল কুপ এক নাহি দেখে দেখিয়া নিকট পন্থ মনে নাহি ভঙ্গ। ধীরে২ শিষ্যগণ চলি লেক সঙ্গ॥ দ্বারেতে আসিয়া দেখে বজ্রের কপাট। যত্ন

করি যোগীগণে না পাইল বাট॥ সমস্ত রজনী কেহ না আছিল নিন্দ। সামাইল যোগী মন ঘরে দিয়া সিন্দ॥

সিন্দ দিয়া সামাইতে যোগী কুল বন্দি
করিয়া সালে দিবার বয়ান।

হেনকালে বিভাবরী অস্ত গেল ঘোর। মহা শব্দ হৈল সিন্দ দিয়া আইল চোর॥ নৃপতির আগে লোক করিল গোহার। সিন্দ দিয়া আইল যোগী গৃহের মাঝার॥ পাত্র মিত্রগণে স্থানে পুছে নৃপো তবে। কেমত ব্যবস্থা হবে বল তুমি সবে॥ সিন্দ দিয়া উঠেযোগী তস্করের প্রায়। এমত যোগীরে কিবা করিতে জুয়ায়॥ কহিলো পণ্ডিত সবে শাস্ত্র বিধি রীত। নৃপো আজ্ঞা ভঙ্গ শাস্তি করিতে উচিত॥ নৃপতির আজ্ঞা লঙ্ঘি সিন্দ দিয়া উঠে। তস্করের শাস্তি তাতে কিছু নাহি টুটে॥ কায়া সিদ্ধি দেব সব জোগের একান্ত। সাল হেন হৈলে মাত্র তস্কর নিতান্ত॥ রামা নামে মহা মন্ত্রি কর জোড়করি। কহিল নৃপতি আগে শঙ্কা পরি হরি॥ বলে শুন নৃপ তুমি মোর নিবেদন। কৈতে পারি যদি দান করোহ জীবন॥ জোগী হৈয়া যেই জনে করে হেন কর্ম্ম। বধিতে উচিত নহে না লইয়া মর্ম্ম॥ কায়া সিদ্ধি দেব বশে জোগের একান্ত। সন্ন্যাসী না হৈল মাত্র তস্কর নিতান্ত॥ যদিবা নৃপতির সৈন্য নাহি পরিমাণ। সিদ্ধার সাক্ষাতে যেন মর্কট সমান॥ কদাচিত ভয় নাহি সিদ্ধার শরীরে। খর্গ দেখি স্বইচ্ছায় গিরী নম করে॥ শিষ্যগণ সঙ্গে আইল বিষম সাহস। অবজ্ঞাকরিতে হেন মনে নাহি আশ॥ হেন নিতী আছে নিবো মহারাজ। জম্বূক আহারে জাইতে সিংহরাজ সাজ॥

একেবারে যোগীরে মারিতে অনুচিত। প্রথমে বুঝিব তার কেমন চরিত॥ পাত্রের বচনে নৃপ দিল অনুমতি। সর্ব্বারম্ভে সাজিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥ নৃপতির কুমার সব সেনাপতিগণ। যুদ্ধ বেশে চলিলেক করিয়া সাজন॥ লক্ষ২ তুরঙ্গ সহস্র সংখ্যা হাতি। কটিং মহা যোদ্ধা চলিল পদাতী ক্ষেত্রির কুমার সব হাতে ধনুশর। অশ্ব আরোহণে চলি আইল বহুতর॥ কার হস্তে বল্ল ভিন্দিপাল খড়গ চর্ম্ম। আরোহণ বাহন অঙ্গেতে সব বর্ম্ম॥ নানাশব্দে বাদ্য বাজে শুনি কোলাহল। সৈন্য পদ ভরে মহী করে টলমল॥ উর্দ্ধ ভাগে ইন্দ্র অধে বাসকি কম্পিল। না সহে কটক ভারে ধরণী ঢুলিল॥ ছত্রপতি সবে ছত্র ছাইল আকাশ। ধুলি অন্ধকারে দিন না দেখে প্রকাশ॥ হেনমতে যুদ্ধপতি সাজি পুর্ণ ঠাটে। সকোপে সত্বর আইল যোগীর নিকটে॥ সৈন্যের সাজন দেখি সব শিষ্যগণে। সম্ভাষিয়া কহে কথা গুরুর চরণে॥ শুন২ গুরু আমি সব নিবেদন। হাতি ঘোড়া সৈন্য দেখি সাজন রাজন॥ যুদ্ধ বেশ করি আইসে সিংহল নৃপতি। এই দিন লাগি আমি তোমার সঙ্গতি॥ ঈশ্বরের আপদ আপনা শিরে লয়। সেই সে সেবক ধন্য নিতী শাস্ত্রে কয়॥ রাজস্মুত যত আমি যুদ্ধে নাহি উন। তুমি মহা সত্য বীর সংগ্রামে নিপুণ॥ দুই মতে যুদ্ধ ভাল শুন নরপতি। জয় পাইলে কার্য্য সিদ্ধি মৈলে স্বর্গ গতি॥ এই মত আদেশ গুরুর যদি পাই। আগু হই অস্ত্র আমি চালাইতে চাই॥ নহেত চোরের মত সকলে বান্ধিব। বীর হই অপমান কেমনে সহিব॥ এমত বচন যদি সকলে কহিল। সত্যের সুমেরু নৃপ কভু না লড়িল॥ শিষ্যের

কহনে গুরু বলিল প্রবোধ। প্রেম পন্থে চলিতে উচিত নহে ক্রোধ॥ ক্ষেমা সে দুর্লভ বস্তু সংসারের সার। ক্ষেমা বিনে ভাবকের বস্তু নাহি আর॥ ক্ষেমা সে জলের রূপ জানিও নিশ্চয়। যে বস্তু মিশ্রিত করে তার রূপ হয় যদ্যপী নরপতি ক্রোধ অনল তুলন। জল পরশনে শান্ত হয় হুতাশন॥ তীক্ষ্ণ খড়্গ দেখিয়া জলের কিবা ভয়। ছেদিলে শতেক বার দুই খণ্ড নয়॥ নম্র শীর করি সবে সুথির আসনে। শৈল রূপ প্রভু ভাবি থাক এক মনে॥ জাহার মনেত ভাবি সেই সে রক্ষক। কি করিতে পারে তারে সহস্র কৈক্ষক॥ যুদ্ধ কল্যে সত্য ভঙ্গ তাতে সিদ্ধি নাই। সত্য হস্তে সর্ব্ব রক্ষা করিব গোসাই॥ গুরুর বচন শুনি যত শিষ্যগণ। বসিলেক নম্র শীরে করিয়া আসন॥ নৃপতি আদেশে সৈন্য যোগীরে বেড়িল। একে একে ধরি২ সবাকে বান্ধিল॥ গলায় নিগুর দিয়া বন্ধি কল্য যোগী। দুঃখের উপরে দুঃখ সহয়ে বিয়োগী॥ নৃপতিকে বান্ধিতে আইল যত জন। মোহিত হইল শুনি কিন্নর বাজন॥ জগত মোহন রূপ পরম সুন্দর। বান্ধিবারে তাকে না নিশ্বরে করে কর॥ ঈশ্বরের আদেশ সহজে অলঙ্গিত। বজ্র ধ্বনি শুনি হস্ত হৈল মুকলিত॥ কটী দেশে ডোর দিয়া করিল বন্ধন। হরিষে বিষাদ নাহি বিরহের মন॥ মধু বৃষ্টী করে যেগৌ যন্ত্রের বাজনে। অনাঘাতে তাল রাগ সুধা বরিষনে॥ শুনিতে২ যন্ত্র কার হয় নিদ্রা। কেহ কেহ ঢলি পড়ে কার হয় তন্দ্রা॥ বন্ধি হই রহিল শরীর অলড়িত চিত্রের পুতলি প্রায় চৈতন্য হরিত॥ পাষাণ শলিল যত শুষ্ক তরু দ্রবে। শয়ন জীবন মারি সুধা

রস শ্রবে ॥ নৃপতি গোচরে লোকে করিল জ্ঞাপন। যোগীর ভিতরে গুরু আছে এক জন ॥ পরম সুন্দর তনু অতনু নিন্দিত। করেত কিন্নর বাজে অতি সুললিত॥ হেন রূপ হেন যন্ত্রতন্ত্র নাহি দেখি। সাফল্য মানিল মন নিজকর্ণ আঁখি শুনিয়া আদেশ নৃপ করিল তখন। আমার সাক্ষাতে আন গুরু কোনজন ॥ রাজার আদেশ পাই তুরিত গমনে। রত্নসেন আনিলেক নৃপ বিদ্যমানে ॥ নম্রশীরে রহিলেক নৃপতি গোচর। নক্ষত্র বেষ্টিত যেন পুর্ণ শশধর ॥ মস্তক আপাদ নৃপ নিরখিল ক্রেমে। দেখিয়া মহন রূপ রহিল স্বভ্রমে ॥ মনে অনুমানি রাজা নহে অদভুত। উজ্জল ললাট হয় এই নৃপ সুত ॥ যবে যোগী হয় গোপিন্দ্র কিবা ভোজ। সর্ব্বথায় উচিত লইতে তারখোঁজ॥ মধুরবচন জিজ্ঞাসিল নৃপ বরে॥ যোগীর লক্ষণ কিছু না দেখি তোমারে ॥ কোন উপদেশ পাই হৈলা দেশান্তরী। নিজ কুলশীল জাতি কহো সত্য করি॥ যোগী বলে প্রচণ্ড প্রতাপ মহারাজ। ভিক্ষুকের জাতি কুল জিজ্ঞাসি কি কাজ॥ ক্রোধ করি বান্ধিলে নাহিক কোনলাজ। ভিক্ষারির পুত্র আমি ধরি যোগী সাজ॥ মরণেত মুক্তি হেন যার মনে বাসে। সাল দেখি সেই চোর খল খল হাসে॥ প্রেম পন্থে চলি যদি অন্ত নাহি পায়। সেই পন্থে ভাবকের মরণ জুয়ায় ॥ আজু সে খণ্ডিব যতো মনের উদাস। আজু সে পৃথিবী ছাড়ি স্বর্গ হবে বাস ॥ আজি সে টুটিব কায়া পাঞ্চালেরো বন্দ। আজু প্রাণপক্ষী মুক্ত হইবে সচ্ছন্দ ॥ আজু সে নিয়ম ধর্ম্ম নির্ব্বাহ হইব। প্রিয়তমা স্মার আজ জীবন তেজিব॥ প্রেমের অবধি আজু পুরিব একন্ত। তুরিতে মারিয়া আমা প্রাণ

করো শান্ত॥ কি কর জিজ্ঞাসি মোর কুল শীল কথা। এ বলিয়া হাসে যোগী হেট করি মাথা॥ নরপতি কহিলা যবে ইচ্ছিলা মরণ। যার প্রতি স্নেহ তারে করহ স্মরণ॥ আর কেহ নাহি মোর দোসর বান্ধব। যাহার লাগিয়া সহি এ দুঃখ লাঘব॥ সেই পদ্মাবতী গুরু আমি শিষ্য তার। সংসার অসারমাত্র সেই সত্যসার॥ বিন্দু২ হই যত শ্রবিবেক রক্ত। পদ্মাবতী২ স্মরিব শতত॥ যত লোম আছে মোর শরীর মাঝার। সেই নাম বিনে জান না লইব আর॥ যত নাড়ি আছে মোর কায়া অভ্যান্তরে। জ্যান্ত হৈয়া সেই নাম লইব সুস্বরে॥ খণ্ড অস্তি রুন্দ্রে মোর পবন পরশে। বংশী প্রায় সেই ধনি বাজিব সুরসে॥ বৃথা একাদশী মোর সেই নাম জপ। তিলেক বিশ্রীত মাত্র এথা ভঙ্গ পাপ॥ যতেক দিবস আমি গুরু না চিনিল। কটি কটি অন্তষ্পট অন্তরে আছিল॥ এখন চিনিল যদি আর কেহ নয়। তন মন জীব ধন সেই সর্ব্বময়॥ দুই দুই করিতে পতিত হয় কায়া। সিদ্ধাপদ পাইলে কোথাতে রহে ছায়া॥ গুরু সে মারয় মোরে গুরু সে জিয়ায়। আর কেবা মারিব শরীর সর্ব্বথায়॥ না বুঝিয়া জলে যেন ধায় অন্ধ মীন। জলে সে জীবন তার জলে নাহি চিন॥ কাষ্টের পোতলি আমি কল গুরু করে। ভিতরে দোলায় যদি নাচায় বাহিরে॥ গুরু মোর দিপ তুল্য আমি সে পতঙ্গ। মস্তকে করাত দিলে না লাড়িব অঙ্গ॥ এতেক বচন যদি কহে যোগী জাতি। শুনি ক্রোধে অগ্নি তুল্য হইল নরপতি॥ বলে হেন ঢিট যোগী সহজে অজ্ঞান। অনুচিত উত্তরিল ভয় নাহি মন॥ এমত যে মুর্খ চোর রাখি নাহি কাজ। শীঘ্র করি সালে

দেও না করিও ব্যাজ ॥ দশে বিশে ধরি যোগী নিল শীঘ্রগতি। উচ্চধরা হৈতে থাকি দেখি পদ্মবতী ॥ আগের রহস্য যতো হইছে গোচর। রাহু কার সুন্ন পদ্য হইছে ঝামর ॥ বিরহ সাগরে শোক আকাশে উথিল। সরবর সলিলো সকল সুখাইল ॥ উজ্জলদিবস হৈল তমশি রজনী। শঙ্কোচিত হই দৃশ্য প্রকাশে নলিনি ॥ আলাপিয়া না হইল ডুবি গেলো স্বাশ। দন্তে২ লাগি হৈল জীবন নৈরাস ॥ ভুমি নিপাতিত অঙ্গ করে ছুট ফট। সখিগনে দেখি বলে কি হৈল সঙ্কট ॥ বিরহ শরীরে হৈল অগ্নি প্রজ্জ্বলিত। বিরহ ঘায়ের পরে ঘাও সুনিশ্চিত ॥ বিরহ দুক্ষের মাঝে দুঃখ অতিশয়। বিরহ বিশিকো পরে বিশিক নিশ্চয় ॥ রোগের উপরে রোগ জানিও বিরহ। দুঃখের উপরে তনু বিরহ দুঃখ সহ ॥ সালের উপরে সত্য বিরহ সে সাল। কালের উপরে নিষ্ঠা বিরহ সে কাল ॥ জীবন হরিয়া কালে নেয় এক বারে। দারুণ বিরহ পুনি সে কাল কে মারে ॥ প্রবল বিরহে কন্যা হৈলো অচেতন। আস্তে ব্যাস্তে আসিয়া ধরিল সখিগন ॥ কোন সখি প্রাক তৈল শিরেতে ঢালেন্ত। কেহ২ হস্তে পদে তেলা ঘসি দেন্ত ॥ কেহ আনি অঙ্গে ছিটে শীতল চন্দন। ব্যজনী লইয়া কেহ দেলায় পবন ॥ কোন সখী শীঘ্র জল আনি দেন্ত মুখে। নাসা অগ্রে হস্ত দিয়া কেহ স্বাস দেখে ॥ সিংহ তৈল গুঞ্জ ধারা ঝাম্প ভৃঙ্গ তৈল। বাল্য তৈল কচিম্পষ্টা বেলা খেলা তৈল ॥ পদরি গুগ্ধরা মাজা মর্জ্জনা যে তৈল। নানা জাতি তৈল দিলো শান্ত না হইল ॥ নানা মত প্রকার করিয়া সখিগণ। কোনরূপে রাজকন্যার না হৈলো চেতন ॥ ক্ষেনে

প্রসারয় ক্ষেনে বান্ধে কর যুট। না খসিল ব্যাপিল বিরহ কালকুট ॥ ক্ষেনে চমকিয়া উঠে ক্ষেনেং কাম্পে। ক্ষেনে চক্ষু প্রকাশয় ক্ষেনে পল ঝাম্পে। দণ্ড এক হেন রিতে ছিল চন্দ্র গ্রাস। পুনি বুদ্ধি ডুবি হৈলো হৃদয় প্রকাশ ॥ ছাড়িল নিশ্বাস যদি স্মরি প্রাণ পিউ। হরষিত সখিগণ পলটীল জিউ ॥ দেখিলেক সখিগণ গ্রহন খণ্ডিল। কান্দিতেং সবে কহিতে লাগিল ॥ তোমা মুখে চন্দ্র জ্যোতি জগত প্রকাশ। তিলেক মলিন সব হইল নৈরাশ ॥ ক্ষনে মাত্র দেখিলো দশমি দরসিত। মিহির অভাবে যেন কমল মুদিত ॥ গজ গতি সিংহ কটি মহা গর্ব্ব ধারি। মান মতি কুলবতী রাজার কুমারী ॥ জগত মহিত হয় তোমারে দেখিয়া। তুমি অচেতন হও কিসের লাগিয়া ॥ এহা নৃপতির দেখি বা সব চরিত। শীঘ্র আইল হীরামনি কুমারী বিদিত ॥ হিরামনি দেখি উঠি বসিল যুবতী। কণ্ঠে লাগাইয়া শুকে করয় কাকুতি ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

সারঙ্গ অরির হিত, তাহার বন্ধুর মিত, তার সুত প্রচণ্ড প্রতাপ। তাহান তনয় পতি, মুনির সন্ততি অতি তান রিপু মোরে দিল সাপ ॥ সখিহে মোর বাক্য কর অবধান। ভুবন দ্বিগুন করি, তাহাতে তপন পুরি, তার অধ কর মুখে পান ॥

রাগ কহু শ্রীগান্ধার ত্রি ছন্দ।

তুমি পক্ষী প্রিয়তম, সঙ্কট কল্প সুসম, সে সব রহস্য যে বঞ্চীত হই। শুন প্রাণ শুক আমার মিনতিরে কই ॥

ধুয়া ॥ কহিও নৃপতি আগে, মোর মন অনুরাগে,

যে সকল দুঃখ তাহান শরীরে। আমার পরাণে লাগে কঠিন বিরহ জ্বাল, প্রাণের নিকট কাল, ত্রিলোক মাঝারে ব্যক্ত না করিয়া ॥ ঘন ঘন হানে বাণ, পুর্ব্ব তপ ফলান্তর, মিলিল সে যোগ্যবর, হেন কর্ম্ম হিত কল্‌ম বিপরীত, হৈয়া বিধি মোর ॥ বল শুক কি করিমু, কেমতে প্রাণ ধরাইমু, বিচ্ছেদ অনল হইল প্রবল, আপনা হানিয়া মরিহু ॥ মনেতে করিল সার, ভরসা না দেখি আর, প্রভুর যে গতি হইব সম প্রতি, সেই সে গতি আমার, প্রেম রস নিধি, স্বরূপ গুণ অবধি হেনরত্ন ভার, দেখিয়া আমা, কি লাগিয়া বঞ্চিত বিধি ॥ আমার পিরিতী লাগি, নরপতি হইয়া যোগী মৃত্যু কালে যদি নহে এক গতি, হইব বধের ভাগি প্রভুর দেখিয়া সঙ্কট, প্রাণ করে ছটফট, যদি প্যাখা হয় তেজি লাজ ভয়, উড়িয়া যাইত নিকট ॥ রসিক নাগর রায় দানে সিন্ধু ধর্ম্ম কায়, শ্রীযুত মাগন আরতি কারণ ॥

কবি আলাওলে গায়। রাগ জমক ছন্দ।

কন্যার বচন শুনি সজল নয়ানে। শান্ত বাক্য কহে শুকে মধুর বচনে ॥ চিত্ত স্থির কর রাণী না হৈও আকুল। এক্ষনেহ নাহি জান প্রেমের আমুল ॥ বিরহ অনল জার হৃদয় মাঝারে। কাহার শকতি তারে কি করিতে পারে ॥ ক্ষেমা আচরিয়া আছে না করিয়া ক্রোধ। তাহার কারণে হয় এতেক বিরোধী ॥ সিদ্ধার শরীরে যদিক্রোধ উপজিত। পর্ব্বত করিয়া ধুলি তিলে উড়াইত ॥ ছায়া সম সিদ্ধা কায়া জানিও নিশ্চয় ॥ না ভিজয় জলেতে অগ্নিতে না পোড়য় শূন্য অবয়ব তার প্রাণ তোমা ঠামে। শত বার বিচারিলে না পাইবে জমে ॥ কোন চিন্তা না করিও থাক হরষিতে।

হয় বর বৃথা না হইবে কদাচিতে ॥ আশ্বাস বচনে শুক কন্যা শান্তাইল। ময়ূণে ভব খণ্ডি চিত্র স্থির কল্য ॥ অথাতে যোগীরে লই ধরি গেল জবে। পুনর্ব্বার নৃপতির আজ্ঞা হৈল তবে ॥ সালে দিতে যোগীর আনিল যদি কাট। সহিতে নারিল তবে দয়া বন্দি ভাট ॥

ভাটে বাম হস্তে তুলি রাজাকে আশীর্ব্বাদ
করি বাক্য প্রকাশ করিবার বিবরণ।

ভাটে বলে আমি হই রত্নসেন দাস। রাজপুত্র বধিবারে কি তোর সাহস ॥ চিতাওর হস্তে আইল এদেশেতে জান হস্ত পদ বন্ধ দেখি এ দুঃখ লাঞ্ছিন ॥ পেটে হানি মারিবারে লইল কাটারি। নৃপ স্থানে দাণ্ডাইল শঙ্কা পরিহরি ॥ বাম হস্ত তুলিয়া করিল আশীর্ব্বাদ। সর্ব্ব লোকে দেখি বলে কি হৈল প্রমাদ ॥ ক্রোধের উপর ক্রোধ হৈল নরপতি। তপ্ত ঘৃতে জল যেন দিল শীঘ্রগতি ॥ শুহারে অবোধ ভাট প্রাণে নাহি ডর। আমা আশীর্ব্বাদ কর তুমি বাম কর ॥ আমাধিক সংসারেতে কেবা আছে বলি। আশীর্ব্বাদ করিতে দক্ষিন হস্ত তুলি ॥ যত সংখ্যা নৃপতি দেখহ বিদ্যমান। পৃথিবীতে কেবা আছে আমার সমান ॥ হেন জনে দর্শাইতে যদি পারে মোরে। অদ্যাপীও বৃথা নহে বধিমু তোমারে ॥ দর্শাইতে না পার যদি মোর হেন জন। সহজে অবোধ ভাট বধিমু এখন ॥ দুই নৃপ যুদ্ধ যদি হয় কদাচিত। মধ্যবর্ত্তি হইভাট রাখিতে উচিত ॥ আজ্ঞা লঙ্ঘি চোর প্রায় সিন্দ দিয়া আইসে। রহস্য পুছিতে কহে উনমত্ত আভাসে অপরাধি মারিবারে আজ্ঞা দিনু আমি। পেটে হানি মারি

বারে কেন চাহ তুমি ॥ বিপ্র ভাট বধিলে পাতক বহুতর ।
তেকারণে পুছি তোরে এতেক উত্তর ॥ ভাটে বলে মহা-
রাজ সিদ্ধি মনোরথ। যে আজ্ঞা করিল রাজা সকল যুকত।
সত্য মহারাজা তুমি কোন সন্ধ নাই। সকল সমান নাহি
সৃজিল গোসাই ॥ সহজে নৃপতি তুমি বিক্রম অসিম ॥
হনুমন্ত দেখি মন্দ বীর্য্য হৈল ভিম ॥ রাবণের গর্ব্ব যত
সংসারে বিদিত। রাম দরশনে হৈল সকল খণ্ডিত ॥ যদি
মোরে জিজ্ঞাসিলা নৃপতি গন্ধর্ব্ব। সত্য কথা কহিব
তোমার আগে সর্ব্ব ॥ চিতাগুর মহারাজ জম্বু দ্বীপ মাঝ।
তথা নৃপ চক্রবর্তি চিত্রসেন রাজ ॥ তার ঘরে রত্নসেন
কুলের মাতণ্ড। পিতৃ অসাধিত রাজ্য সাধিল প্রচণ্ড ॥
বংশ ক্রমে রাজ্য পালে কুলিন প্রমাণ। জম্বু দ্বীপে রাজা
নাহি তাহার সমান ॥ জগৎ ব্যাপীত তার অতুল মহিমা।
সুরপতি সমান সুখে নাহি সীমা ॥ যেনহ অযোধ্যাপতি
আছিল ভুপাল। সেই সমশ্বর সেত অতুল মহিপাল ॥
যতেক মহত্ব আমি কহিতে না পারি। এক কথা কহি শুন
ও বধান করি ॥ অন্য দেশে নৃপ যদি গেলে স্বর্গ বাস।
কিবা ভ্রাতা পুত্র তার রাজ্য লৈতে আশ ॥ চিতাগুর নৃপ
পাশে আইলেন্ত সবে। রাজ্যের ভাজন নৃপ যারে দেখে
তবে ॥ অগুরু চন্দন চুয়া কুঙ্কুম কস্তুরী। নৃপতি সাক্ষাতে
আনে চতুশ্রম করি ॥ পদ বৃদ্ধাঙ্গুলে দিলে ললাটে তিলক।
সেই ভাগ্য বন্ত হয় রাজ্যের পালক ॥ বাম হস্তে তুলি
দেন্ত যাহাকে কর ফুল। তাহার অদৃষ্ট ভাল কি কহিব
মূল ॥ সঙ্গে ষোলশত নৃপ যার হয় দাস। বিপরীত দেখি
নৃপ তোমার সাহস ॥ এক দিন যেবা লক্ষ রত্নসেন দান।

ভিক্ষা না মাগয় পুনি যাবত পরাণ ॥ সেই নৃপ ভাট আমি প্রচার সংসারে। তুলিছি দক্ষিণ হস্ত তাহার গোচরে ॥ তাহার সদৃশ আর কে আছে নৃপতি। তাহার দক্ষিণ হস্ত তুলিছি সম্প্রতী ॥ আর নিবেদন করি নৃপতি বিদীত পদ্মাবতী শুক হিরামণি সুপণ্ডিত ॥ রাজভয় মনেভাবি গেল বনান্তরে। ব্যাঘ্র বন্ধিকরী তারে আনিল বাজারে ॥ চিতাওর হস্তে দ্বিজ আসি ছিল এথা। শুক মুল্য দিয়া বিপ্র লই গেল তথা ॥ রত্নসেন নৃপ শুনি শুকের কথন। লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণ ॥ পদ্মাবতী রূপ গুণ শুক মুখে শুনি। যোগী হই এথাতে আসিল গুণমনি ॥ সঙ্গে ষোল শত যোগী রাজার কুমার। শিষ্য রূপে আসিয়া হইল পরিবার ॥ যোগী বেশে ক্ষেমসিলে অস্ত্র না ধরিল। যতেক লাঘব কল্য সকল সহিল ॥ ষোলশত নৃপ সুত সংগ্রাম নিপুন। সঙ্গে রাজপুত্র কুল বিক্রমে ত্রিগুণ॥এ সকল অস্ত্র ধরি যদি যুদ্ধ দিত। কাহার শকতি তার আগে স্থির হৈতে ॥ এখনেহ ক্ষেমা করো শুন মহারাজ ॥ সিদ্ধা অঙ্গে ক্রোধ হইলে নষ্ট হৈব কাজ ॥ আপনে শঙ্কর তার সঙ্গে আরকত। গোর্খ আদি সিদ্ধাগণ আছয় গোপত ॥ কন্যা গৃহে জন্মিয়াছে অবশ্য বিভা দিবা। হেন যজ্ঞ জামতা কোথাতে না পাইবা ॥ ক্রোধ পরি হরি রাজা না হৈল মগধ। না শুনিলে মোর বাক্য দিব ব্রহ্মবধ॥ ভাট জাতি আমার মরন নাহি ত্রাস। মোর রক্ত পড়িলে হইব রাজ্য নাশ ॥ মোর বাক্য যদি মোনে না করো প্রত্যয়। হিরা— মনি শুককে জিজ্ঞাসা মহাশয়॥ রত্নশেন নাম শুনি সিঙ্গল ঈশ্বর। অত্যান্ত হরিষ চিত্তেআনন্দ বিস্তর ॥ ঈষৎ হাঁসিয়া

নৃপ ক্রোধ সম্বরিল। হিরামনি আনিতে তখন আদেশিল॥ দশ বিশ ধাই গেল কুমারি ভবনে। হিরামণি শুক নিতে নৃপতির স্থানে॥ নৃপের রহস্য কহে কুমারীর স্থানে। হেনকালে নিতে আইল রাজ বিদ্যমানে॥ কন্যাবলে শুক নিয়া হবে কোন কাজ। পক্ষী কি কহিব বার্ত্তা নৃপতি সমাজ॥ কর জোড় করি কহে শুন যুবরাণী। সিংহলে প্রমাদ হৈছে রত্নসেন আনি॥ ক্রোধ হই নরপতি যোগী সবাপরে। অলঙ্গিতে আজ্ঞা দিল সালেত দিবারে। হেন কালে রাজ সঙ্গে যোগী ছিল পর। সে রাজার ভাট এক আসিল সত্বর॥ রাজ আগে বাম করে আশীর্ব্বাদ কৈল। তা দেখিয়া নৃপবর অতি ক্রোধ হৈল॥ ক্রোধ দেখি ভাটে কহে যতেক কাহিনী। একে২ কহিলেক সব তত্ত্ব জানি॥ যেই মতে শুক তোমার গৃহেত আছিল। যেই মতে ব্যাধে ধরি হাটে বিকাইল॥ নৃপ ক্রোধে বনান্তরে যেই মতে গেল। যেই মতে চিতাওর বিপ্র কিনী নিল॥ যেই মতে শুক বাক্য নৃপতি শুনিয়া। শুক আনি পালি লেক সে বিপ্রে তুষিয়া॥ যেই মতে রাজ কন্যা নাগমতি বালা। শুক সঙ্গে রহস্য আছিল সখি মেলা॥ তবে তোমা সত্য স্মরি সে শুক পণ্ডিতা। তোমা ভাবে মত্ত করি লই আইল এথা॥ অজানিত নৃপ তানে বহু দুঃখ দিল। ভাগ্য যোগে ভাট মুখে তত্ত্ব বার্ত্তা পাইল॥ হীত করি শুক বাণী শুনি নৃপমণি। শুক নিতে পাঠাইয়াছ শুনিতে কাহিনী।

ভাট মুখে শুনিয়া হিরামণিকে গন্ধর্ব্বসেনে রত্ন সেনের তত্ত্ব শুককে জিজ্ঞাসা করেন ও তত্ত্ব পাইয়া অশ্ব হস্তে চালাইতে এসারা করেন।

এতেক শুনিয়া রাণী হরিষ অন্তরে। শুক পাঠাইয়া দিল বাপের গোচরে॥ সুবন্দ বন্ধন খাচা জড়িত রতনে। হিরামণি আনি দিল রাজ বিদ্যমানে॥ নৃপতি আদেশ কৈল্য মুকুল পিঞ্জর। আইস২ করি নৃপ প্রশারিল কর॥ স্তুতি আশীর্ব্বাদ করি ভক্তি আচরিয়া। নৃপতির করে শুক বসিল উড়িয়া॥ হরষিতে শুকেতে পুছিল্য নরপতি। সত্য চিতাওর নাথ কিবা যোগী জাতি॥ শুকে বলে মহারাজ সিদ্ধি মনোরথ। নৃপতি সেবক আমি সংসারে বেকত ঈশ্বরের আজ্ঞা হয় যে কর্ম্ম করিতে। সেবক না করে ভয় সে বাক্য কহিতে॥ পক্ষী হই তোমার সভাতে পাইল জ্ঞান। করিব তোমার সেবা যাবত পরাণ॥ কটু কসা তিক্ত রসা তেজিয়া সকল। শুকে লই আইসে মাত্র মিষ্টা মৃত্যু ফল॥ পক্ষী হই জার হৃদে হৈল জ্ঞান যুক্তি। সদত তাহার কণ্ঠে বৈসে সরস্বতী॥ অবিরত হীত বাক্য বলয়ে পণ্ডিত। অবিচারে প্রভু রোষে ভাগ্য বিপরীত॥ স্বামী ক্রোধ হইলে সেবক শুদ্ধ ভাব। নিজ প্রাণ রাখি পুনি চিন্তে স্বামী লাভ॥ এই ভাবি প্রাণ লই গেল আমি বনে। ব্যাধ হস্তে বন্দি হৈল কর্ম্ম নিয়োজনে॥ ব্যাধ হস্তে মুক্ত করি এক দ্বীজবর। ভোগ যোগে লই গেল চিতাওর গড়॥ ধন্য ধন্য সেই দেশ নাহি সুখ সীমা। তথা রাজা রত্নসেন অপার মহিমা॥ মোর কথা শুনায়া তুষীল দ্বীজবর

নৃপ করিল আমা বহুলআদর ॥ গুণেরসাগর রূপ দ্বিতীয় মদন। নৃপতি সহস্র সংখ্যা পুজয়চরণ॥ যদ্যপি নৃপতি আমা পোসয় যতনে। আদ্য স্বামী লবণ বিস্মরিত নাহি মনে॥ এই নৃপ তাহানে করিল কর জোড়ে। মনের বাঞ্ছিত তবে সিদ্ধি হয় মোর ॥ এই বাক্য ভাবিয়া মনেত কৈল সার। পদ্মাবতী সংযোগ সংসারে নাহি আর ॥ তেকারনে কহি আমি কন্যা রূপ কথা। জুগি ভেসে নৃপতিকে লই আইল এথা॥ সঙ্গে যোগি ষোল শত নৃপ অনুচর। এক২ জোন এক রাজ্যের ঈশ্বর ॥ কহিল রূপের কথা দেখহ বিদিত। গুন বিচারিয়া এবে বুঝহ চারিত॥ হিরামনি বিদ্যমানে ভাটের বচন। তবে রত্নসেন হেন ভাবিলেক মন ॥ সাধু২ বলি নৃপ শুকে বাখানিল। ভগ্যে বলে হেন বর আসিয়া মিলিল ॥ হরষিতে আজ্ঞা দিল সিংহল নরপতি। রত্নসেনে মুক্তকরি আন শীঘ্রগতি॥ যোগীগণ অঙ্গহস্তে বন্ধনখসাও। আশ্বাস বচন কহি সবাকে সান্ত্বাও ॥ নরপতির আজ্ঞা পাই অনুচরগণ। যোগীগণ অঙ্গ হৈতে খসাই বন্ধন ॥ রত্নসেনে লই গেলো নরপতি গোচর। দেখিয়া নৃপতি মন আনন্দে বিভোর॥ হস্তী হৈতে নাম্বিয়া সিংহল নরাধিপে। পদব্রজে আসিল রত্নসেনের সমীপে ॥ অন্যো২ নমস্কার কৈল দুই জোন। নৃপতি গন্ধর্ব্ব সেন বলিল তখন ॥ অজানিত অপরাধি ক্ষমিবা আমারে। ক্ষেমা শিলা ধিক তুমি সংসার মাঝারে ॥ কর জোড়ে রত্নসেনে দিলো পত্নুত্তর। তুমি মোর পিতা তুল্য সিংহল ঈশ্বর ॥ পুত্রের বন্ধ তাতে কিবা অপরাধ। আগে পুত্র শাস্তি পায় পশ্চাতে প্রসাদ ॥ অপরাধ কৈল পুত্র শাস্তি পায় আগে। পশ্চাতে শান্তায় দিয়া

যেইদ্রব্য মাগে ॥ শুনিয়া সিংহল নাথে ঈষৎ হাসিল। তুরঙ্গ আনিয়া দিতে ইঙ্গিতে বলিল ॥ রূপ আরোহন হয় আনিল তুরিতে। অনুমতি দিল রজা অশ্ব আরোহিতে ॥ নৃপ-তির আরতি বুঝিয়া রত্নসেনে। চড়িয়া ফিরায় অশ্ব বিবিধ বিধানে ॥ প্রথমে দোগাম চালি সাহা গোমগামে। এরিয়া২ রফা রহি অনুপাম ॥ বোবা আর সপ্ত চালি চালাই সকল। না লড়ে অঙ্গের মাক্ষি উদরের জল ॥ পুনি চালাইয়া তবে দোলক কুণ্ডালি। ধুলিমাঝে অশ্ব জেনো মেঘেতে ॥ দক্ষিণে ফেরায় ক্ষেনে২ বাম পাক। অলক্ষিতে গতি জেন কুম্ভকার চাক ॥ যখনে দক্ষিণ বামে পাক উলটায়। আগে পাছে তখন কিঞ্চিৎ চিন পায় ॥ তবে বাগ খেঁচি জাঙ্গে চাপিল কিঞ্চিৎ। অযোগ্য না মারে লম্ফসিংহ গতি রীত ॥ ক্ষেনে শতহস্ত পরে ক্ষেনেক পঞ্চাস। ক্ষেন ক্ষেতি ছোয় ক্ষেনে সৈন্য পরকাশ ॥ অলক্ষিতে উঠি শূন্যে অশ্ব অবিলম্বে। পাক হিন কায়া দেখি মহি অবিলম্বে ॥ কেহ বলে ইন্দ্র উচ্চশ্রবে আরোহন। কেহ বলে মহাদেব বৃষভ বাহন ॥ উচ্চশ্রবে ভাবে বলে সহস্র লোচন। যোগী ভেস দেখি বলে দেব ত্রিনয়ন ॥ ক্ষেনে জুটী খুলি করে উলগ পালটি ॥ লোক অনুমানে পদ না পরসে মাটী ॥ বহু ভ্রমি গেলো দীর্ঘ বর লড়ে। বুঝিতে না পারে ভুমি লার বান লরে ॥ পুনি উলটীয়া আসি হানিলেক ছাট। লঙ্কার দুয়ারে যেনো লাগিল কপাট ॥ কতো দুর গিয়া নৃপ অশ্বকে উঠায়। দৃষ্টী নাহি পরসিত হয় তথা যায় ॥ সুমুখে চাবুক ফেলি গরে শীঘ্রগতি। দেখিয়া সকল লোক ধন্দ হৈল অতি ॥ ধাই অশ্ববর যাইতে চাবুক ফেলায়। আসিতে ধরনী হৈতে

পুনি উদ্ধারয় ॥ আর বার ফেলি বেগে যায় দুরান্তর। আসিতে নামিতে কিবা বেকত অন্তর ॥ অশ্ব পৃষ্ঠ তল দিয়া লইয়া চাবুক। আর দিগ দিয়া উঠে দেখায় কৌতুক॥ লোকে অনুমান করে পড়িল ভুমিত। অলক্ষিতে উঠে যেনো চমকে বিদ্যুত॥ দেখিয়া সিংহল নাথ পড়িগেল ধন্দ। বুঝিতে না পারে সত্য কিবা দৃষ্টি বন্দ॥ নিরক্ষি সকল লোকে বলে ধন্য২। একেশ্বর পরাজিতে পারে সর্ব্ব সৈন্য॥ পুনি আসি নরপতির আগে হৈলো স্থির। কেশেতে ধরিয়া ঘোড়া যেন মহাবীর॥ এমত সংযোগ করি কর শিখিছিল। ভুমি পদ রূপি দুই হস্ত উর্দ্ধ কৈল॥ চতুর মুখে পাক লৈল লাটিকা আকার। চিনিতে না প্যারেকেহু অশ্ব আসওার॥ দক্ষিনা নর্ত্তকি যেনো ত্রিপদ দেখায়। আগে পিছে চতুর্দ্দিগে চিনন না যায়॥ দুই পদে উর্দ্ধ স্থির রহয় যখনে। সমুদ্রে লঙ্গব হেনো মনে অনুমানে॥ মর্কটে লঙ্ঘিছে সিন্ধু ভাবি অশ্ববর। নেউ টিয়া রহিলেক ধরনি উপর॥ উর্দ্ধ মুখে ক্ষেনে২ নেহাল আকাশ। সৈন্য পরে অশ্ব কিবা করয় অভ্যাস॥ দেব দিবাকর বহু তুমি সপ্ত জন। আমি একেশ্বর রত্নসেন আরোহন॥ তবেএক শেলকার লই মহামতি। পঞ্চ অঙ্গুলের ভ্রমায়ন্ত আলক্ষিত গতি॥ অঙ্গুলের দরবরী লঙ্গন নাবায়। কুম্ভকার চক্র কৃতি ধন্দারি দেখায়॥ অব্যর্থ সন্ধানি যদি হানে ঘনবান। শেলবারি ঘাতে সবহয় খান২॥ শেল ভ্রমাইতে অস্ত্র ধায় ধর তরে। উলটী পলটি খেলে লুবি লুবি ধরে॥ কক্ষতল দিয়া ভ্রমায়ন্ত দুই পাসে। অশ্ব পেট তল দিয়া তোলে অনায়াসে॥ এই মতে নানা ছন্দে শেল ভ্রমাইল। ধন্য২ সর্ব্ব লোকে দেখিয়া বলিল॥ অনুমান

করে সবে আপনা আপনি। শূল হস্তে আইল কিবা দেব চক্রপানি ॥ তবে ধনুর্ব্বাণ আনি যোগী হস্তেদিল। দীর্ঘ বাশ গাড়ি তাহে কোঠারি বন্দিল ॥ ছাটহানি অস্ববর দাবাইয়া বেগে। আগে পাছে হানেন্ত অব্যর্থ শর লাগে ॥ তবে আসি হেটমুখি চাহে নিরক্ষিয়া। অর্দ্ধচন্দ্র বানহানি ফেলিল কাটিয়া ॥ সকল লোকের মনে জন্মিল বিস্ময়। পুনি যোগী রূপ আইল কিবা ধনঞ্জয় ॥ যেন পঞ্চ পতি বাটি দ্রৌপদি পাইল। সেই কর্ম্ম আসি এথা উপস্থিত হৈল ॥ তবে মহা গজ আনি দিল আরে হিডে। কর্ণ ধরি লম্ফে আরোহিল অলক্ষিতে ॥ ভ্রমায় দক্ষিণ বামেচক্রের আকৃতি। দুর তুমি ধাই আইল অলক্ষিতে গতি ॥ ভগোদত্ত গজেন্দ্রে জিনিয়া শীঘ্রগতি। কিবা ঐরাবাতে চড়ি আইল সুরপতি ॥ গজ গতি দেখি নৃপ পড়ি গেল ধন্দ। এই হস্তি কভু না চলিছে এইছন্দ ॥ তবে সিংহলের মুখ্যঅশ্ব বীরগণ। নরপতি ইঙ্গিত বুঝি আইল তখন ॥ ছাট হানি অশ্ব গজ সঙ্গে ধবাইল। অচুক হস্তির লাগ ধূলি না পাইল ॥ হস্তি আগে থাকি যদি ঘোটক ধাবায়। অর্দ্ধ পন্থে যাইতে অশ্বের লাগ পায় ॥ সর্ব্ব লোক অনুমানে মারিলেক হয়। শিক্ষা গুনে দন্ত তল হস্তে উদ্ধারয় ॥ পুনি হস্তি হস্তেতুলি অশ্বের উপর। চৌগান খেলিতে আজ্ঞা দিল নৃপবর ॥ সিঙ্গল দেশের যত রাজর কুমার। বাছি ২ দিল মুখ্য দশ আছওার ॥ রত্নসেন দিগ হস্তে যোগী দশজন। চৌগান খেলিতে হৈল অশ্বে আরোহন ॥ দুই দিকে চারি খুটী আনিয়া গাড়িল। মধ্যভাগে আরোপিয়া গারুয়া ফেলিল ॥ মিসা মিসি হই সবে লাগিল খেলিতে। সকল চাহেন্ত নিতে আপনার ভীতে ॥ সীঙ্গ

হের অশ্ববার গুলি নিতে চায়। চোগান ঠেলিয়া যোগী গুলি পলটায়॥ গারুয়া বেড়িল শব্দ উঠে ঠনাঠনি। দ্বারে থাকি দেখে রত্নসেন নৃপমণি॥ ঈষৎ হাসিয়া রাজা আসিয়া তুরিত। গারুয়া মারিয়া দিল সিংহলের ভিত॥ সিংহল কুমারে সব খেলায় চতুর। বেলা বারি হানিয়া গারুয়া কল্য দুর॥ পুনি বলে খেরি খেলি অশ্বগুলি সঙ্গে। শীঘ্র করি লিয়া যান্ত নিজ মনোরঙ্গে॥ পাছে২ অশ্ব লৈয়া ধায় যোগীগণ ফিরাইলে নারে কেহ করিয়া যতন॥ যোগীগণ যোগীগণ বলে গুরু কি কর্ম্ম করিলা। আপনা হস্তের খেরি পর হস্তে দিলা॥ তুমি হেন মহারাজ সংসার মাঝার আমা হৈতে গুলি নিতে শক্তি আছে কার॥ হাত হৈতে গুলি গেলে আর নাহি আশা। গুরুর চরণ মাত্র করিও ভরসা॥ আমরা না জানি হেনমতে খেলা ভাও। আপনে করিয়া যত্নে গুলি পলটাও॥ গুরু বলে শুন শিষ্য আমার বচন দড় ভাবে খেলা খেল হৈয়া এক মন॥ পরহস্ত গত যদি হইল গারুয়া। পুনি ফিরাইতে পারে সেইসে খেরুয়া॥ শিষ্যগণ সঙ্গে নৃপ এতেক কহিতে। সিংহলের নরে গুলী নিল নিজ ভীতে॥ তখনে সকল লোকে মনে ভাবিলেক সিংহলের অশ্ববারে খেলা জিনিবেক॥ খুটার নিকটে নিল করিবারে হাল। যোগীগণে গারু গুলী রুখিল তৎকাল॥ দুই খুটী মধ্য দিয়া গুলী নিতে চায়। চৌগান ঠেলীয়া যোগী গুলী পলটায়॥ খুটী বেড়ী দুই দলে করে হানাহানী রত্নসেন নৃপ তবে মনে মনে গুনী॥ বিজলী ছটকে প্রবেশীয়া মহামতী। চলিল গারুয়া লই অলক্ষীতে গতি॥ বেলাবারী হানি গুলী দুরে চালাইল। পাছে পাছে

শীঘ্রগতি অশ্ব ধাবাইল॥ তার পাছে অশ্ববার ধাইল তুরীতে। নৃপতীর শিক্ষা কেহ না পারে লঙ্ঘিতে॥ ছাটের উপরে ছাট অম্বরে চাপীয়া। চলিল নৃপতি তবে গারুয়া লইয়া॥ ডাইনে রাখিয়া গুলী বলে খেলা খেলী। শীঘ্র দ্বার কল্ল রত্ন সেন মহাবলী॥ লঙ্গিতে নারীল সিংহ-লের অশ্ববার। এই মতে যোগীর জিনিল তিনবার॥ জয় বাদ্য গুড়২ বাজিলেক যবে। সিংহলের অশ্ববার পল-টীল তবে॥ সিংহল বাজারে গিয়া কহিল সকলে। হেন মতে খেলী নাহি দেখি কোন কালে॥ আমি সব খেলা নৃপ দেখিছ বিদীতে। যোগীর খেলন কিছু না পারি লঙ্গিতে॥ শুনিয়া সিংহল নাথ হরষিত মন। শাস্ত্র বিচা-রিতে আজ্ঞা করিল তখন॥ মহা মহা পণ্ডিত আনিয়া ততৈক্ষণ। পুছিতে লাগিল তবে খণ্ডন স্থাপন॥ যেই বাক্য গুনীগণে খণ্ডন করয়। অখণ্ড করিয়া নৃপ আনিয়া স্থাপয়॥

শাস্ত্রের তত্ত্ব সওাল জিজ্ঞাসা করা এবং রত্নসেনে জওাব দিবার বয়ান।

শাস্ত্র বন্দি পঞ্জিকা ব্যাকরণ অভিধান। একে একে রত্ন সেন করিল বাখান॥ সঙ্কিত পুরাণবেদ তর্ক অলঙ্কার নানাবিধ কাব্য রস আগম বিচার॥ নিজ কাব্য যতেক করিছে নানাছন্দ। শুনিয়া পণ্ডিতগণ পড়ি গেল ধন্দ॥ সবে বলে তার কণ্ঠে ভারতী নিবাস। কিবা বররুচি ভবভুতী কালীদাস॥ কবি বেদ মহাগুণী প্রাণে অকাতর স্নুবঙ্গের পঙ্খে কিবা আইল সুন্দর॥ অবশেষে করিলেক

সংহিতা বিচার। পুস্তকের আদ্য ভাব রসের প্রকার॥ পিঙ্গল চৌষট্রি ছন্দ অষ্ট মহাগণ। অষ্ট নাড়িকার ভেদ শব্দের লক্ষণ॥ প্রথমে কহিব গনাগণের বাখান। কবিত্বের মুল সেই শুন বুদ্ধিমান॥ শকুনী পড়িলে কাব্য সকল সন্তোষ। আগুনি পড়িলে কবি কাব্য লাগে দোষ অগন এগন আর রগন স্বগন। ভগন জগন অন্তে তগন নগন॥ এই অষ্ট মহাগন দেখহো বিদীত। বিরচিয়া কহো তবে গণের চরিত॥ লঘু গুরু জানিলে গনন ভেদ পায়। তেকারণে লঘু গুরু জানীতে জুওায়॥ রসকার রসকার অক্ষর মুকুল। এইতিন আর লঘুগুরু যে সকল॥ কবিতের পদের প্রথম তিনাক্ষর। বিচারিয়া কেবা লঘু কেবা গুরু নর॥ তিন গুরু হৈলে তারে বলিয় অগন। নিধী স্থির বন্দ প্রাপ্তি হয় তৎক্ষণ॥ আদ্যে লঘু দুই গুরু হয় গুরু যার। তাহারে এগন বলি বুঝিয়া বিচার॥ মধ্যে লঘু দুই দিকে দুই গুরু হয়। সেই সে রগন হয় জানিও নিশ্চয়॥ দুই গুনগণ কহি মনে করি কল্প। এগনে সাহস বহু রগনাউ অল্প॥ অন্তে গুরু আদ্যে মধ্যে লঘুর প্রচার। শুনিশ্চিতে জানীয় সগন নাম তার॥ দুই দিকে গুরু একক্ষের লঘু হেটে। তাহারে তগন বলি জানিও প্রকটে॥ সঘনে পড়িলে মাত্র করয় উদাস। তগনেতে শূন্য ফল জানিও নিশ্বাস॥ মধ্যে গুরু দুই দিকে দুই লঘু পায়। তাহারে জগন বলি উৎপাত করয়॥ অন্তে মধ্যে লঘু যার গুরু আদ্যাক্ষর। ভগন মঙ্গল ফল দেন্ত বহুতর॥ তিন লঘু গনন সম্পদ বৃদ্ধি বুদ্ধি। রস সিঙ্গ আপন তরন কার্য্য সিদ্ধি॥ অষ্ট নায়িকার ভেদ কহিব ভাবিয়া। যেমত

লক্ষণ তার শুন মন দিয়া ॥ আদ্যে নারী খণ্ডীতা দ্বিতীয় অভিসারী। তৃতীয়া বাসর শয্যা বিপ্র লব্ধ চারী ॥ পঞ্চমে উৎকণ্ঠীতা কালান্ত সষ্টমে। শয়ন দুতিকা ভেদ জানিও সপ্তমে ॥ স্বাধী নাভিতীকার অষ্টমে নৈল নাম। যাহার যেমত গুণ শুন অনুপাম ॥ যার প্রিয়া আনসঙ্গে বঞ্চয়রজনী প্রভাতে ধরয় চোর খণ্ডিতা রমণী ॥ সঙ্কচিত প্রীয়া যদি থাকে রতি আসে। রমণী চলিল আইসে পুরুষের পাশে ॥ সেই সে রমণী অভিসারিকা নিশ্চয়। কেলি কলা রস রঙ্গে রজনী বঞ্চয় ॥ কামভাবে নির্জ্জনে শয্যা বিরচিয়া। জাগিয়া পোহায় নিশি অবধী ভাবিয়া ॥ তাহাকে বাসর শয্যা বলি শুনিশ্চিত। এবেশুনো বিপ্র লব্ধ রমণী চরিত ॥ কাম লব্ধ অতি শয় মুরমতি হইয়া। হৃদয়ের শোক কহে প্রভু সম্ভো-ধিয়া ॥ স্বামী মৈন কল্যে সতি আপনে মানায়। কেলি কলা নির্ব্বহিলে মনে শান্তি পায় ॥ তাকে বিপ্র লব্ধ বলী শুন মহাজন। কালন্তরি তার এবে শুনহে বচন ॥ মোনে গর্ব্ব ধরিয়া হইয়া মান মতী। না চাহে নয়ান তুলি না দেয় সম্মতি ॥ সখিগণ বচনে না হয় মন শান্ত। বহুল প্রার্থনে যদি মানাইলে কান্ত ॥ তবে তার হয় পুনি রসের সম্মতী। এহারে বলয় কালন্ত রিতা যুবতী ॥ সয়দুতিকার এবে শুনহ চরিত। নিকটে নাহিক পতি কামে হতচিত ॥ দেখিলে চতুর নর চতুর যুবতী। অন্য২ ছলে কহে মনের আরতি ॥ আপনে আপনা দুতি ইঙ্গিত বচনে। সয়দুতী নাম ধরে রামা তেকারণে ॥ উৎকণ্ঠীত লক্ষণ যতেক গুণ নিধি। বিলম্ব নাহয় পিও মিলন অবধি ॥ পতি সনে রতি রস ভুঞ্জ যেই মত। সখি স্থানে প্রকাশয় করিয়া বেকত ॥ সমাধি

ভিক্ষুক নারী জান বিরহিনী। পতি ভাবে পুরি থাকে দিবস রজনী ॥ সমির চন্দন ছান্দে দহে কলেবর। বিষবৎ লাগে পুষ্প কোকিল ভ্রমর ॥ অষ্ট নায়িকার কথা কহিল কিঞ্চিৎ। অবধান করে পঞ্চ শব্দের চরিত ॥ আদ্যতক বিতত্ত্ব দুই যে পরিমাণ। তৃতীয় সুচির চারি ঘন হেন জান ॥ পঞ্চিমে আনন্দ লৈয়া পঞ্চ শব্দ নাম। কারে কোন শব্দ বলে শুন অনুপাম ॥ কবিলাস আদি যত তালের বাজন। তাহারে বলিয়া তত্ত শুন মহাজন ॥ মন্দিরা করিয়া বাদ্য যত তাল ধরে। সেই বিতত্ত জান শব্দ মনোহরে ॥ উপাঙ্গ দুরচঙ্গ আদি শব্দ যত বায়। তাহাকে শুচির হেন বলে সর্ব্বথায় ॥ নাকারা ধুম ধুমি আদি বাদ্য যত চর্ম্ম। ঘন হেন নাম ধরে বুজ তার মর্ম্ম ॥ মুখ হন্তে উচ্চারীত হয় যত শব্দ। নিশ্চয় তাহার নাম জানিও অনদ ॥ এই মতে কহয় সঙ্কিতা দামু-দরে। সঙ্কিতা দর্পণ মত শুনকহি তারে ॥ তত্ত বীতত্ত্ব ঘন শুচির মিশ্রিত। চারি শব্দ একশব্দ অতি সুললিত ॥ এই পঞ্চশব্দ কহে সঙ্গিতাদর্পণে। দুই মতে কহিলাম শুন মহা-জনে ॥ ভাব রস পুস্তকের কথা প্রচারিতে। পুস্তক বিশাল হয় না পারি কহিতে ॥ দানেধর্ম্মে রত্নকার গুনের পালক। শ্রীমন্ত মাগন জিনি জাচক তোশক ॥ হেন প্রভু করতার কিবা যোগ জনে। কেহ কিছু নাহি পায় বেগর মাগনে ॥ আপনা নামে অর্থ মনেত ভাবিয়া। যে মাগে তোশন্ত ভক্তি কর্ম্মে দান দিয়া ॥ আরতি কুশল তার করি শীর ত্রান। গুনি গণ তরে ভজি আলাওল ভান ॥ না করিলে দোষ হয় কৈতে বাসি ডর। তেকারণে কহি কথা সুধির গোচর ॥ বিচারি পাইলে দোষ অক্ষর সুধিও। না বুঝিয়া

আমার কবিত্য না দুষিও ॥ এক পদ গুথিতে যতেক দুঃখ হয়। তাহার মরম পুনি মহর্ন্তে জানয় ॥ কাব্য সিন্ধু শব্দ মুক্তা কবিসে ডুবার। বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচার॥ জার যত্ত যেই মত সে জানয় ভাল। হেম রত্ন গটীতে না পারে পাটিয়াল॥ বাক্য সুত দিয়া যেনবান্ধব পবন। তাহার মরম জানে সেই মহাজন ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ কেদার।

পরীক্ষিয়া নানা মতে, চাহিল সিংহল নাথে, নানা শাস্ত্রে অধিক বিজ্ঞান। বিচারি চাহিল কাজ, কশিয়া কচঠি মাঝ, পাইল হেম দুই দশবাণ ॥ বিচারিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম, করিলা খেউর কর্ম্ম, যত নষ্ট করিল খণ্ডন। চন্দ তপনেত টানি কুমকুম কস্তুরী আনি, নানা গন্ধ করিল মার্দ্দন ॥ তবে স্নান করাইয়া, অঙ্গেতে সুগন্ধী দিয়া, দিব্য বস্ত্র পরাইল আনি। চড়াই গজের কান্দে, যন্ত্র গীত নানাছন্দে, হরিষে চলিল রাজধানী ॥ সঙ্গের কুমারগণ, তেজি যোগী অভরণ, পরি-লেক উত্তম বসন। নানান বাহনে চড়ি, চলে রত্নসেন বেড়ি, যেন চন্দ্র সঙ্গে তারাগণ ॥ চাহি রত্নসেন ভিতে, সর্ব্বলোক আনন্দিতে, বলে ধন্য২ পদ্মাবতী। অস্ত্রে শাস্ত্রে মহাবীর, ইন্দ্রের সমান ধীর, রূপে গুনে পাইল যোগ্য পতী ॥ হরিষ সিংহল রায়, পুলকিত সর্ব্বকায় দেখি দেখি রূপের অবধি। মনে ভাবে নৃপবর, রূপে গুনে বিদ্যাধর, ভাগ্যবলে মিলাইল বিধি ॥ স্বর্ণ রত্ন মনো-রম, অমরা বতীর সম, নৃপ সুতা সুন্দর আবাসে। যত নৃপ অনুসারী, বহু বিধ মান্য করি, রত্নসেনে দিলেক

নিবাস ॥ নানা বিধি ভক্ষ্য ভোজ্য, দিলেক বান্দিয়া রোজ্য, নিতি প্রতি করিয়া নিয়ম। নানাবিধি উপহার, আসে শত সংখ্যা ভার, ফলাফল শুফল উত্তম ॥ হেন মতে রত্নসেন, স্বর্গ সুরপতি যেন, আছেন্ত পরম সুখ মনে। যদ্যপী শরীরে সুখ, অন্তরে বিরহ দুঃখ, তিলক কম্প সম মনে ॥ নিত্য সুখ যায় আইসে, কুমার কুমারী পাশে, আশ্বাসিয়া দোহাকে শান্তয়। শ্রীযুত মাগন ধীর, আরতি করিয়া শীর, কবি হীন আলাওলে গায় ॥

রাগ জমক ছন্দ কামোদ।

সিংহল নৃপতি হাক্কারিয়া হিরামণি। আর বহু পণ্ডিত জ্যোতিষগণ আনি ॥ শুভলগ্ন শুভক্ষণ করিয়া বিচার। রচিল বিভার কার্য্য মঙ্গল আচার ॥ কর্পূর সংযোগে পান দিয়া ঘরে ঘর। পঞ্চ শব্দে বাজনা রাজায় মনোহর ॥ ছাইলেক হাট ঘাট স্বর্ণ পাটাম্বরে। পুর্ণ ঘট কদলী স্থাপিল দ্বারে২ ॥ নিত্য গীত আনন্দ বাজায় পুন্য দেশ। নাচে বেশ্যা শত কালী মনোহর বেশ ॥ আগর চন্দন ধুমে আকাশ ছাইল। আর গন্ধ চতুশ্রমে ধরণী লিপীল ॥ স্থানে২ ইন্দ্রজালে দর্শায় কৌতুক। নানা ছন্দে নানা ঢঙ্গে করে বৃদ্ধ শক॥আর বহু নানা ভাতি কৃতি মণ্ড শ্রম। মধ্যে মধ্যে আর পিল অতি মনোরম। স্বর্ণরথে চন্দ্রতাপ মুক্তার ঝালর আচ্ছা দন নানামর্ত্ত কল্য মহিপুর ॥ নানাবিধি নীত্য নানা মুরতী নির্ম্মল। যেন সর্গস্থুর শশীনক্ষত্র মণ্ডল ॥ দেখিয়া লোকের মনে জন্মিল ভরম। অকস্মাৎ হৈলো যেন আকাশ অষ্টম স্থানে২ বীচিত্র পতাকা বিরাজীত। নানা বর্ণ শুচারু চামর চারি ভিত ॥ বিচিত্র কমল শয্যা অতি সুনির্ম্মল।

আরম্পিল নানা মতে চন্দ্রস্তপ তল॥ আগর লোবান ধুমে আকাশ ছাইল। আমদ সৌরভে সবে দেল মোহ কল্য॥ নৃপকুল পাত্র কুল বন্ধু পুরহিত। আসিয়া বসিল সবে জার যেই রিত॥ পাত্র পুরহিত নারী ব্রাহ্মণি শুদ্রানি। শুকু-লিন সধবা শুভেশ সুরমনী॥ নৃপ গৃহে আসি মহাদেবী অনুমতী। আইস্তি সকলে শয্যা কল্য রঙ্গ মতী॥ বেদী অবশেষে মিলি যুবতী সকলে। বর কন্যা স্নান করাইল কুতুহলে॥ প্রথমে২ দুই স্নান করাইল। রাজ নিতি বস্ত্র অলঙ্কার পাইল॥ যেই মত মোহৎসব নরপতির ঘরে। তেমতে আনন্দ হৈল রত্নসেন পুরে॥ সন্ধ্যাকালে আদেশ করিল মহারাজে। স্বর্ণ ঘট প্রদিপ স্থাপিল সভা মাঝে॥ গনেষ আদি পঞ্চ দেব পুজিয়া হরিষে। ষষ্ঠি আর মার্কণ্ড পুজিল তার শেষে॥ তবে গন্ধ অধিবাস কল্য শুভক্ষণে। ললাটে বংশতি বর্ণ ছোয়াইলো ব্রাহ্মণে॥ মহি গন্ধসিলা ধান্য দুর্ব্বা পুষ্প ফল। দধি ঘৃত শঙ্খ আর সিন্দুর কাজল॥ স্বস্তিক গোচনা সঙ্গে সিদ্ধার্থ কাঞ্চন। রৌপ্য তাম কাঁস আর নির্ম্মাল দর্পন॥ এ সকল প্রত্যেক কপালে ঃপ্রসা-রিয়া। প্রস্তুতি বন্দনা কল্য সুপ্যেত ধুইয়া॥ অখণ্ডন কদলি পত্র কাটারি দর্পন। বরের কন্যার হস্তে কল্য সমর্পন॥ পাত্র মিত্র পুরহিত ব্রাহ্মণ সুজ্জনে। কর্পূর তাম্বুল মান্য দিল জনে২॥ সুগন্ধি চন্দন দিয়া করিলা মেলানি। অতি মহৎসব করি বঞ্চিলা রজনি॥ পিচল সৌরভ গন্ধে মোহ হাট বাট। যথাতথা রঙ্গ রস দেখি গীত নাট॥ ইন্দ্রজালে শিল্পকারি দর্শায় কুহক। মধ্যে নানা করে ঢঙ্গ রঙ্গসক॥ কেনে২ বহু রূপী নানা বর্ণ ধরে। কিবা

সত্য কৃত্রিম চিনিতে নাই পারে ॥ রত্নের প্রদীপ কুলজলে সারি২। কিবা রাত্রি কিবা দিন চিনিতে না পারী ॥ স্থানে স্থানে বাজি পোড়ে অতি মনোহর। স্থানে স্থানে নানা যন্ত্র বাজায় সুস্বর ॥ এইমতে বাহিরে হইল মহাটঙ্গ। অন্তঃপুর মাঝে হৈল ততোধিক রঙ্গ ॥ প্রভাত সময় নৃপ করাইয়া স্নান। শোড়ষ মাতৃকা পুজা বন্দ ধারাদান ॥ নান্দি মুখ শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিল রাজন। রত্নসেন যতো চিত্র করিল আপন ॥ নাই বোলাইয়া পুনি তৃতীয়া প্রহরে। করিলা খেউর কর্ম্ম কন্যা কুমারের ॥ সমাগম করিয়া রজনী গেলো যবে। আয়স্তি সকলে স্নান করাইল তবে ॥ সুগন্ধি হরিদ্রা তৈল শরীরে মাজিল। দীর্ঘ পুস্কর্ণিতে গিয়া স্নান করাইল ॥ র'জ যজ্ঞ পরাইল বস্ত্র অলঙ্কার। গীতে নাটে হুলাহুলি এজয় যোগার ॥ পীত সুত হস্তে বান্ধি কন্য কুমারস্ত। তবে বর চালাইতে করিল আরম্ভ ॥ কবি হিন আলাওলে করিল রচন। মুক্তা হস্তে ধিক গ্রন্থ শুন বন্ধু জন ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ধনসী।

রত্নসেন মহারাজ, পরিয়া বিচিত্র সাজ, বস্ত্র অলঙ্কারে যার তনু। মস্তকে কিরিট শোভে, দেখি শুর পতী লোভে, জলদ উপরে যেনো ভানু ॥ রতন সেহেরা ভালে, মুক্তা লোর তাহে দোলে, তারক বেষ্ঠিত শশধর। রতন কুণ্ডল কানে, তরুন অরুন জিনে, বালক অরুন নাম ধর ॥ নয়নে ললাট ফোটা, জিনিয়া চন্দ্রিমা ছটা, কুণ্ডল অধর সু-নয়ন। চন্দ্রকে মণ্ডলি দেখি, রাহু বলহিন লখি, রহাস্যয় কুণ্ডল বরণ ॥ বাদলা দগলা গায়, রত্ন কণ্ট মালা তায়, সুরা বরি নক্ষত্র মণ্ডল। জড়াউ কমরে পাটা, সুবর্ণ রত্নের ছটা,

দেখিতে নিস্বরে আঁখি জল ॥ রত্ন বাজু বন্দবায়, কুলবত্তী মহ পায়, নব রত্নাঙ্গুরি কর সাথে। চন্দ্র খণ্ড খণ্ড হেরি, মনে অনুরাগে ধরি, সদত শুক্তি কাছে থাকে ॥ জ্বর কশী পাদুকা পায়, রত্নের কাবাই গায়, ডগ মগ আতি দিপ্তী করে। শুভ যোগ লগ্ন ধরি, রত্ন চতুর্দ্দোলে চড়ি, বিরহে আনন্দ অনুসারে ॥ সুন্দর সধবা নারী, মঙ্গল বিধান করি, সদত করয় উতরোল। জয় জয় মহারোল, না শুনয় কাহার বোল, উচ্ছব আনন্দ যে বহুল ॥ পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে, ভেউর কর্ণাল সাজে, শানাই বিগুল শিঙ্গা বঁশী। উরু মর্দ্দ মধুবিনী মৃদঙ্গ উপাঙ্গ ধনি, আর গুজা সুশি রাশি রাশি ॥ মুদ্রা কসি করতাল, আওজা কর্ণাল ভাল, বিতত্য বাজয় বহুতর। মুরুজ ধুম ধুমি জোড়া, বাজয় পেগম কাড়া, ঢাক ঢোল ঘন মনোহর ॥ রোবাব দোতারা বীন, কবিলাশে রুদ্র পীন, সম্মগু বাজায় সুলতি। তাম্বুরা কিন্নর বেলা, বিপঞ্চি সুশর তালা, বাজে তন্ত্র তাল রাগ গীত ॥ চারি শব্দে মেল বায়, গায়ন্ত সুস্বর রায়, তালে নাচে বেশ্যা নটীগণ। পায় দক্ষিণান্ত নাচে, নানা ছন্দে ছাছে কাছে, হস্তে নিত্যে শাধুল মিলন ॥ নানাবর্ণ বাজি পুড়ে, অলেখা হাবই উড়ে; গাছ বাজী আর উঠে ঘন ঘন। দীপ্তি অতি মনোহর, অগ্নিবৃষ্টী শূন্যপর, যেন ভ্রষ্ট স্বর্গতারা গণ ॥ মহাতাপ ফুলঝারি, দীপক অলেখা হেরি, দিয়টী কন্দিল বহুতর। জগত ভরিল জ্যোতি, দেখি লাজে দিন পতি, লুকাইল সপ্ত দীপান্তর ॥ নরফুলা বেঙ্গ বাজি, ভুমি চাম্পা অপরাজি, অনেক চড়ক ছুচন্দরি। ধরণী না পারে দৃষ্টি, যেন ভেল নব সৃষ্টি, নতুবা ক্ষুদ্রত মহিপুরি ॥ জলে ডুবে

জল কাক, পাতিলা চড়ক নাক, ডিঙ্গা বাজি কুস্তির অনন্ত। জলেতে অনল জ্বলে, নৌকা২ যুদ্ধ খেলে, দেখি লোক হরিষ একান্ত॥ হেম রত্ন ছত্র ছয়, ঝলমল মুক্তাময়, স্বর্ণ পত্র মুকুতা জড়িত। মধ্যে২ অভ্রু পাতি, তপন জিনিয়া জ্যোতি, রঙ্গ ছায়া তাহাতে উদিত॥ ক্ষেমে২ দেয় পাক, উড়য় রতন ঝাক, অন্ত রৈক্ষ ভরি মহা দীপ্তি। চন্দ্র তারা দিলো লুক্ক, লাজে না দেখায় মুখ, হেরী মন নয়ন তৃপ্তী॥ গাহন বিম্ব লি কুল, কৃত্রিম বিকট ফুল, সপল্লব ফুল মনোহর। অতি ঝলমল দেখি, সাফল্য মানয় আঁখি, সুগঠন শুচারু সুন্দর॥ হয় হস্তী নানা বর্ণে, জল গাহা গর্বা কর্ণে২ হিরাজ হাজার মেখিগায়। উত্তম কাজিম ছিরি, অতি দিপ্ত মনোহরি, সুবর্ণ অম্বর জিনি তায়॥ রত্নের কলিকা মুখে, হেম ফুল ধরি সুখে, শ্রীমন্ত কুমার সুখে চলে। বিচিত্র বশন ভেয়, দেখিতে মহিত দেয়, যেনো দেব নামিল ভুতলে॥ স্থল গিরী পুন্নঠাট, চলিতে না পায় বাট, যে যথা রহিয়া রঙ্গচায়। ফেলিলে সরিষ্য মুটী, ভুমি না পরয় ছোটি, মধ্যে ভাগে বর চলি যায়॥ বিমানে চড়িয়া দেবে, কৌতুক দেখিতে সবে,হরিষে রহিল অন্তরিক্ষে। অনেক হাবাই উঠে যেন অগ্নিবান ছোটে, ত্রাসে না নাময় ক্ষেতি লৈক্ষে॥ রত্নসেন মুখদেখি, দেব আদি মৃগআখি, লাজে চাহে হৈতে অলক্ষিত। ব্যাজির আনল ছয়, শূন্য স্থল জ্যোতি ময়, লুকাইতে নারে কদাচিত রত্নসেন দেব হেরি, বাঞ্চিত স্মরণ করি,ভক্তি ভাবে কল্য নমস্কার। মনে মায় ধরি দেবে, আশীর্ব্বাদ করি সবে, চলিল বিবাহ দেখিবার॥ হেঠে রঙ্গ পুণ্যঠাট, উপরে দেবের হাট, দেখিতে কৌতুক অনুমানি।

বিবীধ আনন্দ রঙ্গে, নানা রঙ্গে নানা ঢঙ্গে, হরিষে আইল রাজ ধানি ॥ উচ্চ ধরাহরে থাকি, রাণী পদ্মাবতী দেখি, সখিস্থানে পুছে কথা সার। এই যে বৈরাতি গণ, তার মধ্যে কোন জোন, কহ সখি ভিখারী আমার ॥ সখি বলে রাজ বালা, আপনে যেপষ্টী কলা, জানিয়া জিজ্ঞাস কি কারণ। মধ্যে দেখ নরেশ্বর, ত্রিলঙ্ক মহনবর, শরলুপ্ত নহে কদাচন ॥ উপরে রত্নে ছত্র, ঝলকে কনক পত্র, চামর দোলয় দুই ভিতে। যে লাগি পুজিলা হর, মিলিলেক যজ্ঞ বর, বেকত দেখহ আনন্দিতে ॥ সহজে সুন্দর রাজ, দিব্ব অলঙ্কার সাজ, হেরি২ নয়ান আনন্দ। প্রতি অঙ্গ পুলকিত, ভাবে হৈল বিমোহিত, টুটি গেল কাঞ্চনের বন্দ ॥ রাজ কন্যা কলা বতী, আজি ক্রোধে করি অতি, কটক জুড়িয়া হাট কাম। সাজি আইসে বীর বর, ভেদিতে রসের ঘর, আজি সত্য চুরতি সংগ্রাম ॥ গুণবান দয়া খির পুণ্য বন্ত দাতা বীর, শ্রী যুত মাগন রস নিধী। ভারতী শুনিয়া তান, হীন আলাওল ভান, সু-পয়ার রসের অবধি ॥

রাগ জমক ছন্দ মালসি।

হুলস্থুলি করি বর আইল রাজধানি। নৃপতি কুমার সব আগ বারীআনি ॥ ছায়ামন্তবরে তলে বেদিতে বসিল। আসিয়া কন্যার বাপ বরণ করিল ॥ পাদ্য অর্ঘ আসমানি বস্ত্র অলঙ্কার। একে একে দিয়া নৃপ কল্য পরিস্কার ॥ সভা মধ্যে বসিলেক সভার দুর্লভ। সবেবলে এইধন্য যার এ বল্লভ ॥ অন্তরে আনন্দ চিত্য দরশন আসে। পুন্য পুন্য প্রাণ মুগ্ধ নৃপের উদ্দেশে ॥ নৃপতি গন্ধর্ব সেন জ্যোতিষে পুছিয়া। পুত্রকে আদেশি ঝটে কন্যা আন গিয়া ॥ যুব রাজে নৃপ

আজ্ঞা শুনি হরষিতে। তুরিত গমনে গেল মায়ের অগ্রেতে॥ শুন মাতা শুভক্ষণ হৈল উপস্থিত। সাজাইয়া পদ্মাবতী চালাও তুরিত॥ সখিগণ প্রতি দেবি করিল আদেশ। ঝাটে করি পদ্মাবতী করিতে সুভেষ॥

রাগ চন্দ্রাবলি ছন্দ ওরি বসন্ত।

কেশ কুরাইয়া. কুসম রচিয়া. গুথিতে ত্রিগুণ বিনী। পাটের থোপন. কনক বন্ধন. বিরাজিত রত্ন মণি॥ যেন গিরিবর. হন্তে অজাগর. লাটকি রহিলসুখে। জীবন পতঙ্গ ভক্ষিতে ভুজঙ্গ. বিম্ব ফুল ফণী মুখে॥ বান্ধুলি রতন, জগৎ মহন. ডগমগ দিপ্তী অতি। শ্যাম রজনীত, তারক বেষ্টীত. কিবা শুক্র বৃহস্পতী॥ অতি মরুতর, ললাট সুন্দর, সুরঙ্গ সিন্দুর বিন্দু। রাহু আশা ধরি,রসনা প্রসারী, হেরিদুঃখ পুনঃ ইন্দু॥ ভুরু বিমহন, কাম সরাসন কাজল ত্রিগুন সমান। ইঙ্গিতে কটাক্ষে, হানে লক্ষে লক্ষে, চতুর মরমে বান॥ শ্রবণ যুগল, রতন কুণ্ডল, বেষ্টীত মুকুতা পাতি। অরুণ সেবক, হইল ভাবক, পাশ ত্যেজি নিশা পতী॥ কনক ঝাজরি, উর্দ্ধেচাকি বরি, ঘোঘট মাঝোতে লুকিত। কিঞ্চিৎ দোলনে, বিজসেত ঘনে, মন্দ মন্দ প্রকাশিত॥ নাশা সুললিত, শুক চুঞ্চজিত, সুচারু বেসর সাজে। তুরিত জরিত, চাতক ললিত, দেখিল চান্দের মাঝে॥ বান্ধুলি নিন্দিত, অধর সুভিত, রাতুল তাম্বূল রাগে। সুধারস বানি, শুনি সিদ্ধা মনি, মরমে মদন জাগে॥ গিম মনোহর, কুম্ভকণ্ট বর, শোভ সপ্ত ছরিহার। কুচ গিরি পরে, রহে নিরন্তরে, যেন সুরাশ্বরি ধার॥ বাহু সুলক্ষণ, অঙ্গদ কঙ্কন, রতন বলয় সাজে। অঙ্গুলী চম্পক, কলিকা নিন্দক, নব

রত্ন অঙ্গুরি রাজে ॥ মুখের বসন, কটিত ভুষণ, চলিতে ঝুঞ্ঝার বাজে। চরণে নেপুর, শব্দ সুমধুর, রুনু ঝুনু ঝুনু বাজে ॥ সেরূপ হেরিয়া, জীবন নিছিয়া, চতুরে ফেলে আপন। পাইয়া পঞ্চম, প্রাশরে উত্তম, হেরিতে হরয় মন ॥ চারু অঙ্গ জ্যেতি, লাগে রত্ন মতী, জ্যোতি হৈল অতিশয়। অলঙ্কার বিন, শরীর কঠীন, সুধা অঙ্গ সুধাময় ॥ রূপ অভরণ, সহজে মহন, অধিকে অধক সাজে। সুরূপ ভুষণ, অধিক শোভন, শুনিতে কর্ণ বিরাজে ॥ শ্রীযুত মাগন, ঠাকুর সুজন, কৌতুকে কল্য আরতি। কহে আলাওল বিবাহ সু মঙ্গল, সাজি চলে পদ্মাবতী ॥

রাগ জমক ছন্দ।

বিচিত্র বসন পরি নানা আভরণ। করেতে লইয়া দেবী নির্ম্মল দর্পণ ॥ নিজ আঁখি নিজ রূপ দেখি সুশোভন। আপনার রূপ হেরি মজিল আপন ॥ আপনার রূপ ভাবে আপে হৈল লিন। আপনা হেরিতে হৈল আপহন্তে ভিন ॥ যেন স্বর্গ অনুচরা মন্যে অনুমান। সংসারে নাহিক আর এরূপ সমান ॥ সখি সবে একা মিলি নানা যন্ত্রবায়। কেহ কেহ সুস্বর মঙ্গল গীত গায় ॥ সু সৌরভ নাসিকা শ্রবণ দিব্ব পুরে। দিব্ব রূপ হেরি আঁখি ভবন নিভ্যরে ॥ প্রেম মদে ঘুর্ণ আঁখি হইল তন্দ্রিত। তনু অচেতন মাত্র মানস চকিত ॥ সচেতন অচেতন স্বপ্ন সমস্বর। দেখিছি শুনিছি যতো হইল গোচর ॥ তথাতে দেখিল প্রিয়া রত্নসেন মুখ। হর্ষিষে পুলক তনু মানস কৌতুক ॥ রসময় আনন্দ সাগরে ডুবি বালা। নৃপ গলে দিতে কন্যা মাগে পুষ্প মালা ॥

সখিগণে বলে বালা কিবা মতি তোর। আপনার জ্ঞান তেজি হইলা বিভোর॥ কোথা সেই নৃপ চান্দ বিবাহের স্থলে। অন্তঃপুরে থাকি চাহো মালা দিতে গলে॥ আপ-নার রূপ দেখি হইলা এমন। প্রিয়ত্তম রূপ দেখি করিবা কেমন॥ অন্যস্থানে মাগো বর মালা দিতে গলে। এমত করিবা নাকি বিবাহের কালে॥ বিভা কালে নানা কেলি করহো খানিক। মুখ নিচি ফেলাইব এ পঞ্চ মাণিক॥ এমত না কর যদি মোর দিব্য লাগে। তোমাতে কহিল রাণী বড় অনুরাগে॥ উপহাসি সখি যদি এমত কহিলো। সম্ভাবিত লজ্জা যুক্ত পদুত্তর দিল॥ যার হৃদে প্রেমাঙ্কুর পাগল সদত। তুমি সবে নাহি জান তাদের মহত॥ ভাবের ভাবেনী যদি হৈতা তুমি সবে। এমত বচন মোকে না বলিতে তবে॥ আমার মরমে বেথা তোমা উপহাসি। এবে সত্য কহি শুন বচন প্রকাশি॥ তুমি বলো স্বামী আছে বিবাহের স্থলে। আদি দরশন পাই হৃদয় কমলে॥ যেই স্বামী সেই আমি নাহি ভাব ভিন। আপনার প্রাণ নাথ চাহি হৈলো লীন॥ যেই দিব্য দিলা সখি না হইতে আন। সম দৃষ্টী চাহি যদি না রহিব প্রাণ॥ ঘোঁগট অন্তরে আখি মুখ হৈল লুক। সে সময় স্ত্রিয়োজাতি লাজে অধো-মুখ॥ না জান কি হয় মুখ চন্দ্রিমার কালে। তোমার সফত পুনি তথা মাত্র ফলে॥ তাহার উপায় আছে শুন সখিবর। জাতি কুল লাজ মনে লোক চচ্চা ডর॥ এতেক কহিতে শুভক্ষেণ উপস্থিত। মহাদেবী আজ্ঞা হৈলো চলিতে তুরিত॥ রত্নময় চতুর্দ্দোল নিকটে আনিয়া। উঠ উঠ করি সখি ধরিল তুলিয়া॥ জয় জয় শব্দ হৈল বন

উত্তরোল। গাতে নাটে বাদ্য হৈল পুরি হুলুস্থূল॥ চলিতে না চলে কন্যা অধোমুখে গতি। চাহিতে সখির ভিতে লজ্জা ভাবে অতি॥

পদ্মাবতীর সাজন ও রত্নসেনের সহিত দেখা হইবার বয়ান।

রাগ কর্ণাট পরিতাল ছন্দ।

চলিল কামিনী, গজেন্দ্র গামিনী, খঞ্জন গমন শুভিতা কিঙ্কিনী ঘুঁঘর বাজয় ঝাঁজয়, নেপুর মধুর বাজে। ভুরূবীর ভঙ্গ, অপাঙ্গ তরঙ্গ, মন মর্ত্ত মন মোহিতা॥

ধুয়া। গুথিলেক কেশ, কুসম্ভ শুবেশ, সিন্দুর চন্দন দিলে, সঘন রাতি, তারক পাতি, বান্দুলী রত্ন বিরাজিতা সিন্দুর ভালে, মাগঙ্গে বলে, সধন অধর জ্যোতি, রসনা সুলাল, বচনের সাল, বিরহ বেদনা মহিতা॥ উত্তফল জোর, নয়ান বিভোর, আঁখি সে সুন্দর, এহি সে পয়োধর রঞ্জিতা। মাগন নারক, গুনক গাহক, জগ জন সুখ সুশোভিতা, আলোওলে ভনে, রমণী গায়নে, অপ্সরা নাটক গঞ্জিতা॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ধানসি।

সখি সবে ধরি তোলে, রত্নময় চতুর্দ্দোলে, বর বালা কন্যা আরোহণ। সুচরিতা সখিগণ, রূপে মোহে ত্রিভুবন, চারি পাশে করিল গমন॥ কার হাতে পুষ্প মালা, সুগন্ধি চন্দন ভালা, কার হাতে পুষ্প সরি টঙ্কে। বিরহের যত অস্ত্র, সুমঙ্গল সভসস্ত্র, লৈয়া চলে কুমারী সমিপে॥ মঙ্গল

বিধান করি, গীত বাক্য নিত্য পুরি, রঙ্গভুমি বাহির হইলা। করি জয় জয় বোল, লামাইলো চতুর্দ্দোল, শুভক্ষণে পাটেতে তুলিলা॥ যতেক নাগরিগণ, হেরিতে হরিল মন, সাফল্য মানিল নিজ আখি। এই সে মনের আশ, তেজি সব গৃহবাস, এহার সেবক হই থাকি॥ জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখি, সাফল্য হইলো আখি, চৌদিগে উজ্জল যেন ছায়া। তিলেক সুধির ভাবে, সিদ্ধা বেশ হৈল সবে, পাসরিয়া আপনার কায়া॥ চিত্রে পুতলী যেন, সভা খণ্ডাইল তেন, খসি পড়ে হস্তের তাম্বূল। কেহ সুধা চুনা ভক্ষে, কেহ গুয়া দেন্ত মুখে, কেহ চোষে হস্তের আঙ্গুল॥ অন্তরিক্ষা দেব সবে, মোহিত কন্যার ভাবে, অনাচোষ করে দেব রাজ। সচিরে আনিয়া সঙ্গে, নিজ রঙ্গ হেন্যো ভঙ্গে, কেহ হেন করিল অকাজ॥ রত্নসেন মহারাজ, বিবাহ সমাপ্ত কাজ, নর কান্দে আরূহি চরণ। ছত্র দণ্ড ধরি হাতে, দাণ্ডাইল নরনাথে, দরশন আশা ধরি মন॥ রত্নময় পাটে করি, ভৈব্য চারি জনে ধরি, কন্যা আনি বরের নিকট। অন্তস্পট মাজে দিয়া, সপ্ত পাক ফিরাইয়া, তুলি ধরি বসিল প্রকট॥ দিব্য পুষ্প লৈয়া করে, ছিটয় নাগর বরে, রাজ কন্যা শিরের উপরে। আঙ্গুল শৈন্টবে ধরি, দুই হাতে নমস্কারী, কন্যা ক্ষেপে বরের যে শীরে॥ দেখিতে হস্তের ঠান, হরয় ত্রিজগ প্রাণ, উদ্ধসিবে হস্তধিক বলি। কন্যায় না চলে আখি, পিঞ্জরে মুদিত আখি, পরে যেন ভেদিল অঙ্গলী॥ পুষ্প বৃষ্টি সম্বরিয়া, গৃহ হস্তে মালা লৈয়া, গলে দিলেক রাজন। পুষ্প হস্তে পুষ্প মালা, দুই করে লৈয়া বালা, পতি গলে করিল স্থাপন॥ ভ্রাতা আসি কন্যা ধরি,

মুখ পট দুর করি, বলে সম দৃষ্টিহের বালা। মুখ চন্দ্রিমা কালা, সন দৃষ্টী অতি ভালা, জন্মে২ হোক সুখ মেলা ॥ অন্যে অন্যে হেরি মুখ, পাসরিল শোক দুঃখ, পুরিলেক দুহান বাঞ্ছিত। প্রতি অঙ্গ পুলকিত, হইতে মোহিত বিত লাজ কুল হইল বিদিত॥ কামে কৈল শর বৃষ্টী, হইতে সমন দৃষ্ঠি, দুহান কটাক্ষ করি লক্ষ। লজ্জায় মধ্যান্ত হৈল, কাম শর নিবারিল, দম্পতি মহত্ত গেল রক্ষ॥ পাইয়া রূপের সাক্ষি, ঘুরাইল চারি আঁখি, কেলি বিনে মন নহে শান্ত। দরশে পরশ লাগি, প্রবল অন্তরে লাগি, চিত্তভাবে রসের একান্ত॥ শ্রীযুত মাগন ধরি, কাব্য রসে অতি স্থির, প্রিয়া ভাবে নব রস জ্ঞাতা। যার মনে যেই ইচ্ছা, পুরায়ন্ত সেই বাঞ্ছা, কলিকালে বলি সব দাতা॥ তাহার আরতি ধরি, মনেতে সাহস করি, বিরচিল সরস পয়ার। হীন আলাওলে ভনে, ভকতি পণ্ডিত স্থানে; টুটা হৈলে সুধিবে অক্ষর॥

রত্নসেনের হস্তে গন্ধর্ব্ব রাজার পদ্মাবতীকে
সমাপন করিবার বয়ান।
রাগ জমক ছন্দ।

বর কন্যা নামাইয়া করি সমদিত। আলাপন স্থাপিলেক শাস্ত্রের বিদিত॥ তখনে কন্যার বাপে পুর্ণ ঘট আনি। বর হস্ত পরে তুলি কন্যা হস্তখানি॥ পঞ্চ হরিতকী লই এ পঞ্চ মানিক। কুশা লই হস্ত যুগ বান্ধিল খানিক॥ কুসা তিল তুলসী লইয়া নৃপবরে। কন্যা উৎসবিয়া দান দিল জামতারে॥ সজল নয়ানে রাজা কন্যা সমর্পিলা।

বলে মোর প্রাণ আজু তোমা হস্তে দিল ॥ আর জানাইলে কিছু কহিতে উচিত। ক্ষেমা শীল জ্ঞান তুমি আপনে পণ্ডিত ॥ কহিত অনেক কথা কি কহিব তারে। স্বামী কৃপা হস্তে নারি দুই যোগে তরে ॥ এতেক বলিয়া রাজা রহিলা তখন। পঞ্চম প্রকারে হেম করিল ব্রাহ্মণ ॥ জয় হুমা লাজ হুম করি তার পরে। সপ্ত পদি গমন করিল কন্যা বরে ॥ দম্পতী দাণ্ডাই পুণ্য হুমদিল যবে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞের দক্ষিনা দিল তবে ॥ ঘরে নিয়া শুষস্য সধবা নারী-গণ। স্ত্রীয়াচার করিলেক করি অবরণ ॥ পঞ্চ গ্রাসি করিলে মনকুতুহলে। প্রেম গাটী বান্দিলেক অঞ্চলে২ ॥ হরো।যত্তে দম্পতি রহিয়া অন্তঃপুরে। নৃপ কূল জ্ঞাতি কুল ভূঞ্জায় বাহিরে ॥ রাজ্য যোগ্য নানা উপহার সট রসে। ব্রাহ্মানে সহস্র সঙ্খা আনিয়া পরশে ॥ রতন মানিক্য হিরা জরিয়াছে ভাল। এক আগে পরে হেন শত শংখ্যা থাল ॥ সেই পাত্রে আসি ছিল পদার্থ রাখিল। সঙ্গের সেবক স্থানে সব সমর্পিল ॥ কদাচিত সেই মেলে যে আছিল দুক্ষি। নৃপ নিমন্ত্রনা ভক্ষি হৈল মহা সুখি ॥ সংক্ষেপে কহিল কিছু ভোজনের কথা। বিরচিয়া কহিল বিশাল হই পোথা ॥ রত্নসেন ভোজন করিল যথোচিত। সট রস নানা উপহার রাজ নীত ॥ রতনে জড়িত সপ্তখণ্ডধ রাহর। নানা বর্ণ চিত্র করিয়াছে চিত্রকার ॥ চন্দ্র সূর্য্য মিলিয়াছে নক্ষত্র মণ্ডল। হরিহর ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবতা সকল ॥ নর গৃহ ভালবাসি যত্তো দেব পাল। পশু পক্ষি বৃক্ষ লতা লেখিয়াছে ভাল ॥ সপ্ত খণ্ড ধরা হর এ সপ্ত আকাশ। তথা নিয়া কন্যা বর দিলেক নিবাস ॥ সখি দুই সহস্র আসিল সেবা কাজে। ভাবক

বেষ্টিত যেন পুর্ণ দ্বিজ রাজে ॥ উজ্জল নক্ষত্র যেন করিচারি পাশ। মিহিরা লইয়া শশী উঠিল আকাশ ॥ সপ্ত খণ্ড ঘরা হর নব সপ্ত রঙ্গ। দরশন মাত্রে হয় দৃষ্টী পাপ ভঙ্গ ॥ হিরা মতি কপাট আদি ইটাল পাষান। চন্দনের স্তম্ভ সব জড়িত রতন ॥ গজ যুক্তা থাম লাগাইছে শত গুণ। কিম্বা কর্ম্ম সহিতে না পারে কার্য্য গুণ ॥ অতি সু নির্ম্মল যেন দর্পনের কায়া। এক দিগে মুর্ত্তি দেখি আর দিগে ছায়া ॥ তাথে শশী কন্যা অপ্‌সরা সখিগণ। যোগ সিদ্ধি ফলে পায় অমরা ভবন ॥ চারিদিগে চারি স্তম্ভ ফটীক উজ্জল। নানা বর্ণে মুর্ত্তি তাথে গঠিছে নির্ম্মল॥ স্বজীবন কায়া যেন রৈছে দাণ্ডাইয়া। নানা বিধ শুগন্ধি তাম্বুল পত্র লৈয়া ॥ তার মাঝে রত্ন খাট অতি মনো হর। বিচিত্র কমল শয্যা তাহার উপর ॥ যেইদ্রব্য খাইতে পরিতে ইচ্ছাহয়। পোত-লির হস্তে যান সেই দ্রব্য পায় ॥ যেই শয্যা উপরে বসিল রত্নসেন। অপ্‌সরা বেষ্টিত স্বর্গ রাজ ইন্দ্র যেন॥ উপ-রেতে চন্দ্র স্তব করে ঝল মল। মানিক্য প্রদীপ জ্যোতে বাসর উজ্জল॥ গাঠি চোরাইতে ছল করি সখিগণ। নৃপ পাশ থাকি কন্যা নিল অন্য স্থান॥ নৃপতি দেখিল যদি পাশে কন্যা নাই। মনে অনুশোচ করে কি কল্য গোঁসাই ॥ বহুতপ করি চন্দ্র পাইল পুর্ণিমার। কেবা হরি নিল জগ করি অন্ধকার ॥ অমৃত সকর পাইল চির উপবাসে। প্রদীপ নিবাইল কেবা প্রথম গরাসে॥ বহু যত্নে রত্ন পাইল কেবা নিল হরি ৮ কষ্টে যোগ শাধি সিদ্ধি পদ পাই মরি মিলীয়া বিচ্ছেদ পুনি মৃত্যু সমশ্বর। কুশাল হইয়া বিধি হইলা পামর ॥ ধরাইতে নারী চিত্ত চকিত হইয়া। স্থকিত

হৈল যেন গলাড়ু খাইয়া ॥ শুদ্ধি বুদ্ধি হীন হাস্য কান্দনের আশ। সুবর্ণি গৃহ হৈল বন খণ্ড বাস ॥

সখিগণের চাতুরি রত্নসেনের সঙ্গে করেন।

সখিগণ নৃপতিকে দেখি হেন রীত। জিজ্ঞাসিল মৃদু বাক্যে হাসিয়া ইশ্চিত ॥ কহ শিষ্যবর তোর গুরু গেল কোথা। চন্দ্র বিনে সুর একাশ্বর কেনে এথা ॥ কেবা কোথা লুকাইল চন্দ্রিমা তোমার। যেই বিনে রজনী জগত অন্ধকার ॥ নৃপতি বলিল শুনি সখির বচনে। চাতুরী সময় ভাল পাইছ এক্ষনে ॥ অমৃত দর্শাই পুনি বিষ করো দান। দয়াল এমত সংসারেতে নাহি আন ॥ যাহার মরমে ঘাও সেই মাত্র জানে। না বুঝে প্রেমের বেথা অবেথিত জনে ॥ পৃথিবীতে হেন দাতা কেবা আছে আর। ভিক্ষা দিয়া যোগীবরে হরে পুনর্ব্বার ॥ দাতা হই ভিক্ষুকেরে যদি প্রাণে মারে। মরিলে পাইবে সেই জার লাগি মরে ॥ এতেক শুনিয়া সখি নিশ্চিত হাসিয়া। পরিহাস্য ছলে কহে ভাবে আছরিয়া ॥ যখনে গগনে লুকাইল সেই শশী। পুনি তপ সাধিলে সে পাইবে তপস্বী ॥ আমরা না জানি চন্দ্র গেল কোন ভিতে। বিচারিয়া যদি লাগ পাই কদাচিতে ॥ তোমার নিভিতে আমা বিচারি সর্ব্বথা। বলিব ভিক্ষারী পরদেশী আইল এথা ॥ তোমা লাগি সাধিয়া যে তপ এক মনে। দয়াল হইয়া কৃপা করহো আপনে ॥ আমা পরার্থনে যদি মনে মায়া করে। বাড় অভরণ পরি আসিব সত্তরে ॥ পরে শুন সিঙ্গার সহজে অনুপাম। না

জালিলে শুন বার অভরণ নাম ॥ সৌরভে শরীর যেন করিব মার্জ্জন। বিচিত্র বরণ পরি পরয় চন্দন ॥ সুর শশী সমুদয় বিধুন্য নিকটে। শ্রীমন্ত সিন্দুর পরি তিলক ললাটে শ্রবণে কুণ্ডল আদি নয়ানে আঞ্জন। বেসর রঞ্জিত নাশা জড়িত রতন ॥ রাতুল তাম্বল রাগে সুরঙ্গ অধর। গীমে সপ্ত চারি হার অতি মনোহর ॥ অঙ্গেত বলয়া আদি করেতে কঙ্কন। রুনু ঝুনু বাজে শব্দ শুনিতে সু-শোভন ॥ নেপুর পায়রি আদি চরণে রঞ্জিত। বার আভরণ নাম শুনহ নিশ্চিত ॥ আর বার আভরণ তনু লগ্ন হয়। বর বালা চিন হেম পণ্ডিতে বোলয় ॥

পদ্মাবতীর বার লক্ষণার বর্ণনের বিবরণ।

বেদ পক্ষী বেদ পশু ফল গোটা চারি। তেন মতে অনুমান পদ্মাবতী নারী ॥ চারি পশু চারি পক্ষী আর চারি ফল। এই দ্বাদশ চিহ্ন শরীরে সকল ॥ সিংহ কটী গজগতি চিকুর চামরি। কুরঙ্গ নয়ানি রামা কহিলা বিচারি ॥ গৃধিনী লম্বিত কর্ণ নাশা শুকবর। নীল কণ্ঠ তাম্র চুড়া পিক কণ্ঠশ্বর ॥ বিম্ব ফল অধর ডালিম্ব সুদর্শন। কুচ শ্রীফল জাঙ্গ কদলি লক্ষণ ॥ দ্বাদশ আভরণ যে এই দুই মত। এবে শুন শরদশ সিঙ্গরে বেকত ॥ চারি দীর্ঘ চারি লঘু চারি স্থূল ক্ষীণ। চারি গুরু বর স্ত্রীয়া শরীরেতে চিন। দীর্ঘ কেশ অঙ্গুলি দীর্ঘল গীম আখি। দশন কপাল নাভি লঘু হেন দেখি ॥ ক্ষীণ নাশা অধর আর যে কটি ক্ষীণ। চতুর্থে উদর যেন নহে আন্তচিন ॥ উরুজ নিতম্ব স্থূল আর ভূজ উরু। বখসিল সরদল সিঙ্গরে শুচারু ॥ এবার বরণ যদি সখি বাখানিল। ঈষৎ হাসিয়া নৃপ পদুত্তর দিল

বারো ষোল অঙ্গ লগ্ন বিধি দিছে যারে। কি ফল তাহার যুক্ত মোর অলঙ্কারে॥ যার অঙ্গ দরশনে কনক স্যামল। রত্ন জিনি নখ দন্ত অধর নির্ম্মল॥ চক্ষের উদয় হয় উজ্জল সংসার। কোন আভরণ আছে শরীরে তাহার॥ সখি বলে যেই আজ্ঞা কন্যা নৃপ মণি। সহজে সুন্দরি বালা ত্রিলক্ষ মোহিনী॥ কিন্তু বিবাহের কার্য্য আছে শাস্ত্রনীত। শরীর মাজিলে তৈলে হরিদ্রা মিশ্রীত॥ তেকারণে কন্যা অলঙ্কার উতারিয়া। পুনিঽ সু-সৌরভে শরীর মাজিয়া॥ রাজ নীতি পরাইয়া রত্ন আভরণ। আমি গিয়া কন্যা আনি স্থির করো মন॥ নৃপতিরে এতেক কহিয়া সখিগণ। তুরিত গমনে গেল কন্যার সদন॥ কর যোড়ে বলে রাণী শুনহে মিনতী। শয্যার উপরে একাশ্বর নরপতি॥ হেরয় তোমার পন্থ হই হতরিত। কলা নিধি ভাবে যেন চকর চকিত॥ যেই প্রাণী দিল এক ভাবে হৈয়া লিন। সর্ব্বথায় উচিত শোধিতে তাররিণ॥ ভুকিলেরে তুরিত্তে কেবা অন্ন-দানে। কিবা ভাল ভোজন সমুদ্র অবশানে॥ পদ্মাবতী বলে সখি শুনহ নিশ্চয়। যে কিছু কহিলা তুমি মোর মনে লয়॥ কিন্তু স্বামী সেবা না করিছি কোন দিন। না জানিল স্বামীর আপনা কিবা ভিন॥ যৌবন বৈভব গর্ব্বে প্রাছে না চিন্তিল। প্রভু জিজ্ঞাসিলে কি বলিব না ভাবিল॥ না জানি কি হয় মুখ রাতুল পীঙ্গল। প্রভু জিজ্ঞাসিব সব রহস্য সকল॥ তেজস্বী তরুণ স্বামী আমি কমলিনী। উচিত প্রভুর তলপে কি হয় না জানি॥ সখি বলে শুন রাণী মোর নিবেদন। রমণী সৃজিল প্রভু পুরুষ কারণ॥ পুরুষ নারীর যদি প্রেম না লাগিত। ত্রিভুবনে জীবজন্তু

কিছু না রাখীত ॥ পুনী বলে স্বামীর আরতী হৈব যবে। নিজমন ইচ্ছায় রহিতে নারীতবে॥ ভক্তি ভাবে এক চিত্তে রাখি প্রেমরস। নিশ্চয় জানিবা প্রভু ভকতিরবস ॥ মনের ভরমভাঙ্গি হই একমন। যাহারে আপনা দিয়া হইব আপন॥ বর বালা রিদয় সে থাকয় তাবত। প্রেম রস পাত্রি নাহি মিলন যাবত॥ রসেবস কর প্রভু ভাবে হৈয়া লিন। স্বামী সে আপনা জান আর সব ফিন ॥ প্রেমের সঙ্গিম ভয় যেবা মনে ধরি। ভ্রোমরের ভারে কভু না টুটে মঞ্জুরি। নিতে পাঠাইল যদি আদেশ না মিটো। তন মন যৌবন লইয়া চল ভেটো ॥

গীত দক্ষিণান্ত শ্রীরাগ চৌক এক তালি।

তুরাপদ হেলাইতে, রাতুল যুগল কামিনী। মোহন কটহে হীন ভেল, প্রেম মদে বিভোল, সদল বহয় লোর। অবয়ব পরিহরি শুদ্ধিহরি গেল। চল চল প্রেম প্রভুর সতম্পে আরতি গতি মতি পতি অতি অম্পে।

ধুয়া ॥ চন্দন চন্দ্রেসিন, মন আনিল সমন, সৌরভসুবিখ তব লাগে। ভ্রমর কোকীল রব, শুনি অতি, পরাভব, মন মত বাণ আনল পরে জাগে॥ কিঞ্চিৎ প্রাণ ঘটে, আছে ধুক ধুক তুয়া আস্বাসে। শ্রীযুত মাগন, রসিক সুজন, আরতি বিহীন আলাওলে ভাসে ॥

পদ্মাবতী রত্নসেনের সাক্ষাতে যাইয়া বচনের
উত্তর দিবার বিবরণ।
রাগ কামোদ পাঁচালী ছন্দ।

পদ্মিনীর গমন নির্ম্মল করি জিনি। ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী॥ সুচরিতা সখিগন আগে পাছে

হৈয়া। নৃপতি নিকটে আইল পদ্মাবতী লৈয়া॥ হাসিয়া কহিল সখি পরিহাস্য ছলে। গুরু রক্ষা আইল যোগী তপস্যার ফলে॥ ভষ্ম কুরকুট সিদ্ধি শরীর মাঝার। মলিন হইব চন্দ্র পরশে তোমার॥ পদ্মাবতী নারী জান নির্ম্মল যে গঙ্গা। তার যজ্ঞ হৈব নাকি যোগী ভিক্ষা মাঙ্গা॥ নিকটে আসিল গুরু মায়া করি মনে। ভক্তি ভাবে কোলে উঠ না লাগ চরণে॥ গোরক্ষ সাক্ষাতে দেখি খণ্ডিল সমাধি। তপস্যার ফলে পাইল সুধা রস নিধি॥ করে ধরি নিল কন্যা শয্যার উপরে। লাজে অধমুখি রহে ঘোঘট অন্তরে মিনতি করয় নৃপ শুন প্রাণ প্রিয়া। দয়ার চরিত কেন কঠিনতা ক্রিয়া॥ তোমা লাগি রাজ্য তেজি করি প্রাণ পন। অতি তপ ফলে পাই তোমা দরশন॥ এক্ষনে উচিত নহে বদন গোপন। প্রেম রসে কহ কথা জুড়াক শ্রবণ॥ প্রিয় বাক্য বলিতে মনেতে নাহি যবে। কঠিন বচনে এক গ্যালি দেও তবে॥ তিক্ত বস্তু ঔষধ ভক্ষনে ব্যাধি যায়। তপ্ত জল পরশনে অগ্নি শান্তি পায়॥ ঈষৎ হাসিয়া কন্যা কহে মধুস্বরে। না ধর ভিকারী যোগী রাজ কন্যা করে॥ তপস্যা স্তর কুরকুট সম কায়া। রাজকন্যা অঙ্গে না পরোক যোগী ছায়া॥ দ্বারের বাহিরে থাকি না মাঙ্গিয়া ভিক্ষা। ঘরে উঠি মাগিতে করিছ যোগশিক্ষা॥ নৃপ অন্তপুরে যোগী রহিতে না পারে। ভিক্ষা মাগি লও গিয়া দ্বারের বাহিরে নৃপ বলে তোমা লাগি প্রানের ঈশ্বরী। রাজ্য পাট ত্যেজি সত্য হইল ভিকারি॥ ভিক্ষা মাঙ্গি ঘরদ্বারি না পাইল যবে চোর মত সিন্দ দিয়া সামাইল তবে॥ প্রান লৈতে গেল রাজা সাজিয়া নিকট। তোমার প্রভাবে আমি তলির

সঙ্কট ॥ তাহার অধিক মোর সঙ্কট এখন। বিনি অপরাধে গোপ্ত করহবদন ॥ কন্যা বলে যেবা মনবান্দি গেল যোগে তার কোন কার্য্য আছ সংসারের ভোগে ॥ যোগী হৈলে অনাহারে থাকে সর্ব্বক্ষণ। স্বপ্নে নাহি হেরে যোগী রমণী বদন ॥ প্রচণ্ড তপন তেজ যোগির শরীরে। সমস্বর নহে বিন্ধু যোগি কলেবরে ॥ যোগি ভুগি মিশ্রত না হয় কদাচিত। নিশি দিসান্তরে যেন হিমাংশ আদিত ॥ ছলে যোগে ঠগ যোগি টলে ঘনে মন। এই মতে সিতা দেবী হরিল রাবণ ॥ নৃপ বলে অনাহারে থাকয় তাবত। সিদ্ধি হীন পদ যোগী না পায় যাবত ॥ সিদ্ধী পদ পাইলে যোগী ভুগী নাহি চীন। সর্ব্বত্রে আপনা ভাবে কেবা আছে ভিন ॥ যে বলিল শুন শশী নিশী দিনান্তর। অর্ক জ্যোতী চন্দ্রের উজ্জল কলেবর ॥ চন্দ্র সুর্য্য শীব শক্তি কিবা তারা ভীন। পুর্ণ দরশন হয় পুর্ণমাসী দীন ॥ শীব শক্তি মিলিলে সে সিদ্ধী হয় কায়। শক্তি করে বিনে শীব সব শঙ্কা পায় ॥ যে কহিলা ছল যোগে ঠগে যোগী মনে। তুমি বীনে আর কিছু নাহি মোর মনে ॥ আপনাতে পুছ সত্য ভাব কিবা ছল। ছল বৃক্ষে কভু না ধরয় সিদ্ধী ফল ॥ সীতা দেবী রাবণেরে কল্ল ভিক্ষা দান। তুমিত নীঠুর অতি লুকাও বয়ান ॥ দুর হন্তে অলী আইসে কমল সম্পাস। তোমার নিছনী যার পদে দেয় বাস ॥ তোমার আমার প্রেম আজু কার নয়। মনেত স্মরণ কর পুর্ব্ব পরিচয় ॥ গোপতে একাজে ছিলা বেকতে দু-অঙ্গ। মনের ভরমে মনে হয় রঙ্গ ভঙ্গ ॥ বিকাশি কহিল ধনী শুন প্রাণ পীউ। ভাব রস বাক্য মোর জুড়াইল জীউ ॥ সেই ভাবে ভুলি

কল্প তনমন দান। নিশ্চয় জানিও মোর তোমাতে পরাণ॥ শুক মুখে শুনিয়া হইল তোমা বশ। দেখিয়া ভুলিল শত গুণ ভাব রস॥ কি জানি মোহিনী দিয়া বন্দী কৈল মন। শয়নে জাগনে তিল নাহি বিস্মরন॥ বিনা জলে মীন যেন হৈল মোর জীউ। জোপিল চাতক প্রায় মনে পিউ পিউ॥ চকোরের মত নিশি নিদ্রা নহি আঁখি। প্রত্যয় না হৈলে তোমা মন মোর সাক্ষি॥ তোমা ভাবানলে হৈল মোর হৃদে প্রেম। দাহনে দহনে হয় বান বৃদ্ধি হেম॥ কোটি কোটী পাষাণ হেরয় দিন পতি। শোভে যারে হেরে সেই হয় রত্ন মতি॥ অরুণের উদয়ে সে কমল প্রকাশ। নহে কোথা অলি কোথা মকরন্দ বাস॥ সেই অগ্নি মোর হৃদে হইল প্রবল। তোমা বশীভুত সব পুরিল সকল॥ সদত মানস আঁখি ছিল তোমা ধ্যানে। বেকত না কল্য লোক চর্চ্চার কারনে॥ গোপতে সুধীর ভাবে বেকত পাইল। ধনমন যৌবন সকল সমর্পিল॥ এ বলিয়া মুখের ঘোমট দুর করি। পতি পদে সির দিয়া রহিল সুন্দরী॥ সত্তরে তুলিয়া নৃপ কোলে বসাইল। নয়ানে২ চুম্বি ললাটে ঘ্রণিল॥ যোগানলে জ্বলি ছিল মৃত্তিকা বদন। অধর অমৃত পানে হৈল সঞ্জীবন॥ ভুজেবান্ধি আলিঙ্গিয়া অতি অনুরাগে। একত্রে লাগিভ যেন কনক সোহাগে॥ রতি শাস্ত্রে জ্ঞাত দুই ভুলি রতি রসে। করায়ে বিবিধ কেলি অশেষ বিশেষে॥ উরে২ লাগাইয়া শুতিল শয়নে। যেন পক্ষী ধরি নখে বিন্দয় শাসনে॥ কঠীন হিয়ার দুল শ্রীফল কঠীন। গাড় আলিঙ্গনে রহে পহু উরে চিন॥ ক্ষেণেক দক্ষিণে বামে ক্ষেণে উর্দ্ধে অধে। দুই মল্লে উলটে পলটে রতি যুদ্ধে॥ ঘষণ

চুম্বন ক্ষেনে ক্ষেনে মধু পান। নানা মতে রস কেলি কৈল সমাধান॥ রতি রসে বিভোর হইয়া দুই জন। দূর হৈল অন্তরের লজ্জার বসন॥ দায় পাই ধরি মল্লে গ্রীবাতে মৃণাল। ভেদিল রসের গড় সুধীর সন্ধান॥ স্বেদিত মুক্তা যদি করিল বিন্দন। অত্যন্ত হরিষে নৃপ লইল নাচন॥ চৌরাশি প্রকার বন্দ নৃপ জানে ভাল। নানা ছন্দে নৃত্য করে উঠে নানা তাল॥ এক এক তালি নাট প্রবলীত কাম। উরেং লাগাইয়া নৃত্যের বিরাম॥ রতি বাণে আভরন বেশ গেল দূর। বেথুরীত শ্রীমন্তের মিটীল সিন্দুর॥ মিটীল আঞ্জন দুই নয়ান চুম্বনে। খণ্ডিল অধর রাগ সুধারস পানে॥ কুচগিরী চুম্বে এক সকল ছুটিল। কর নিবারণে রত্ন বলায় টুটীল। সিংহ দর্পে করি কুম্ভে করিতে বিদার। টুটী গেল রত্নমণি সপ্তছরি হার॥ সিংহগতি মন মত্ত যৌবন ধংসিল। রস গড় ভেদিতে সসৈন্য ভঙ্গ দিল॥ বিরহে বাসর স্থলি উরু কটীদেশ। কুচ কণ্ঠ গ্রীবা করে নিতম্ব বিশেষ॥ চির উপবাসী নিপ্য কামে হত মতি। প্রথমের সংগ্রামে সমর্থ পতি অতি॥ অষ্ট স্থল ফিরিয়া ভাবেন্ত ভুঞ্জেরতি। রতি শ্রম যুক্ত বালা কয়য় কাকুতি॥ পিউ পিউ রব কণ্ঠে বিরস অধর। নিঠুর হৃদয় পতি সহজে পামর॥ ট,কেক করহ দয়া দয়াল চরিত। পর দুখঃ নিজ সুখ না হয় উচিত॥ ক্ষুধার্ত্ত হইলে দুইহাস্তে কেবা খায়। মন্দ২ চাপনে ইক্ষুর রস পায়॥ প্রথম সংগ্রামে বালা সহজে কমলি। প্রচণ্ড প্রতাপ যেন লবণ পোতালি॥ করে নিবারয় মুখে তাম্বুল আগরে। মায়া করি নৃপ তুলি লাগাইল উরে॥ চক্ষে মুখে চুম্বি বালা প্রিয়া পৃষ্ঠে হাত। আলিঙ্গিয়া প্রিয় বাক্য তুমি কে নাথ॥

বিজনী লইয়া অঙ্গে বিজয় নৃপতি। বিপরীত রতি আসে করয়ে মিনতি॥ শুন প্রিয়া ভুকিলেরে কৈল্যে অন্ন দান। সটরস পুর্ণ হৈলে সন্তোষ পরাণ॥ এক রস উনা হৈলে আক্তিনা পুরয়। সেই সে চতুর যেই বুঝয় সময়॥ এত শুনি লাজে চক্ষু ঝাপে দুই করে। অধোমুখে কহে কথা মিলি পতি উরে॥ ইঙ্গিত বুঝিয়া নৃপ শয়নে শুতিলা। মিনতি করিয়া কন্যা পাদ পরসিলা॥ একত্রে হইল দুই মদন মিনতী। লাজে সৈন্য ভঙ্গ করি কামে হৈল মতি॥ বিপরীত রমন সঙ্গে মহারস। রাশি রসে কল্ল সতী পতী অতি বশ॥ মুখচন্দ্র হেরি পয়োধরে দিল হাত। রস দধি ডুবিয়া অস্থির প্রাণ নাথ॥ নেপুর নুপুর নিঃশব্দ হৈল সুশব্দ রসন। গলিত কুণ্ডল বাস স্খলিত বসন॥ রতি বিপরীত হৈলে কাল বিপরিত। একত্রে গ্রহণ হৈল চন্দ্রিমা আদিত্ত সঘনে মেদিনি কম্পে বায় খরতর। উলটীয়া রহিল সুমেরু ধরি ধর॥ মেঘরম্ভা করিয়া করিল অন্ধকার। সমজল সদত বরিষেবৃষ্টি ধার॥শিরের মুকুতা পুস্পপড়িল ছিণ্ডিয়া। খসিল তারকা যেন স্বর্গ ভ্রষ্ট হৈয়া॥ শরীর দোলনে কেশ দোলয় সদায়। বেশর ঝলকে বিদ্যুৎ চমকিত প্রায়॥ কেশ বিবা রিয়া মুখ করিতে প্রকট। বেসোরের মুক্তার বাজীল এক গোট॥ গরুড়ে সমুখে পাই নাগিনী ধরিল। চুঞ্চের টিপনে কিবা ডিম্ব নিকালিল॥ চারি চক্ষে সমযুক্ত হইতে দম্পাতি। লজ্জায় পতির উরে লুকায় যুবতি॥ ভুজে বিন্দি করে নৃপ গালে আলিঙ্গন। উলটী পলটি দুই করে রতি রণ॥ ক্ষেণেক পুরুষ হয় ক্ষেণেক কামিনী। রতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিল মদন বাহিনী॥ রসময় সাগরে ডুবিয়া দুই জন। ঘট জুগ

পুর্ণ হৈল রসের জীবন ॥ ঘটেতে না আটে রস চুয়াইয়া পড়ে। রস ভরে দুই জনে শয্যা তলে গড়ে ॥ শ্রীযুতে মাগন ধীরে মহা বিদ্যাগদ। রতি রঙ্গ নব রসে অতি বিষারদ ॥ কেলি কলা বিস্ম চিত্ত পরস অন্তর। বর বালা মুখ মাজে কমল ভ্রোমর ॥ শিরে ধরি তান আজ্ঞা মালতির মালে। সরস পয়ার কহে হিন আলাওালে ॥

রতি ক্রিয়া করিয়া আনন্দে শয়ন হইতে
জাগিবার বিবরণ।

রাগ সুহি দীর্ঘ ছন্দ।

রস সিন্ধু শান্তরিয়া, অতি বর শ্রান্ত হৈয়া, দুই জন সুতিল শয়নে। শীতল বসন ভেশ, শরীরে ঝাপিল কেশ, নিদ্রা আসি ব্যাপীল নয়নে ॥ বাম হস্তে উরু মিলি, বর বালা তাহে তুলি, উরে উরে বদনে বদনে। আর ভুজ উরে দিয়া, মৃদু তনু আবরিয়া, সুখে নিদ্রা গেল দুই জনে দুই অঙ্গ একাকার, মাজে নাহি বস্ত্র আর, চারি ভুজে অধিক বান্ধিয়া। চাহিতে কটাক্ষ হীন, দুই পল ছিল ভিন নিদ্রা মদে একত্র জড়িয়া ॥ হেন কালে তাম্ব চোরে, সঘন হাঙ্কার করে, বুল বুল কোকিলে কুঞ্জিত। বিরল নক্ষত্রগণ চকিত হরিষ মন, চম্প পাশে চম্পক দুঃখিত ॥ চন্দ্র প্রভাহীন দেখি, মুদিত কুমুদ আখি, প্রকাশিত কমল বদন। কুহরয় পিক রাজে, কামের কওাল বাজে, কাকে করে কাক বিরাটন ॥ ক্ষুদ্র তমনিল জ্যোতি, দীপ প্রভা হিন অতি, ঠাই ঠাই পক্ষি রব করে। স্ত্রিয়ার গিমের মুক্তি,

শীতল লাগায় অতি, পান রাগে খোসর অধরে ॥ প্রভাত সময় লখি, নিকটে আসিল সখি, মৃদু হাসি বসনের সাল। বলেউঠ পদ্মাবতী, উদিত বাসর পতি, নহে এই শয়নের কাল ॥ সখিগণ শব্দ শুনি, উঠিয়া নৃপতি মনি, কর যোগে নয়ন মিলিয়া। খোসরি তুলিয়া করে, প্রতি ক্রিয়া অনুসারে, বালা অঙ্গ বসনে ঢাকিয়া ॥ কন্যার বদন দেখি, অত্যন্ত হইয়া সুখি, করে ধরি তোলে সখিগণে। বলে কত নিদ্রা যাও, কি লাগি আলস্য গাও উঠি মুখ দেখহ দর্পণে শ্রীযুত মাগন শুনি, সরস আরতি শুনি, আলাওলে পয়ার প্রকাশে। রসের একান্ত জানি, সেই সে রসিক জানি, হেন বর পদ্মিনী বিলাসে ॥

রাগ জমক ছন্দ।

প্রেম রসে লজ্জা যুক্ত নয়নে ঘুর্ণিত। নিদ্রা মদে ঢলি ঢলি শয্যা বিলোলিত ॥ চুর্ণ জট রাতুল লঙ্গিয়া দিগাম্বর। জ্ঞান মদে ভোর যেন ধ্যানস্ত শঙ্কর ॥ চন্দনে ধুসর তনু বিভুতি বসন। ললাটে সিন্দুর রেখা ব্যক্ত সে নয়ন ॥ ক্ষেনেক মরয় কামে ক্ষেনেক জীয়ায়। নিশি জাগরণে পুনি ইচ্ছা ফলপায় ॥ তুলি বসাইয়া সখিবস্ত্র পিন্দাইল। বিথুরিত কেশ শির ঝাড়িয়া বান্দিল ॥ সখি বলে হেথা হন্তে চল শীঘ্র গতি। এই ভেশে নৃপ পাশে লজ্জা পাবে অতি ॥ পতির বিশ্রামে সতি গতি অতি মন্দ। বিধন্দে গ্রাসিলে বিরস যেন চন্দ ॥ সখি কান্দে ভার করি বিলম্বিত গাম। শয়নের স্থল তেজি গেল অন্য ঠাম ॥ ছিন্না আভরণ বিচ-

রিয়া কৈল সখি। হাসিতেং কহে কন্যা মুখ দেখি॥ কেবা ভঙ্গ কৈল্য হেন সুললিত ভেষ। বিথ রীত কৈলা কেবা কুরুলিত কেশ॥ আভরণ ভার হার সহিতে নারিলা। প্রচণ্ড প্রীয়ার ভার কেমনে সহিলা॥ কন্যা বলে শুন সখি কহি সু-নিশ্চিত। পতি তুল্য বান্ধব নাহি পৃথিবীত॥ প্রেম রস আলা পনে বস কল্য প্রাণ। স্ব ইচ্ছায় জীবন যৌবন কৈল দান॥ যাবতে নামিলে প্রীয়া বালা মনে ভিত। দিন মনি দর্শনে মোচন হয় শীত॥ চাম্পাবতি রাণী প্যাশে গিয়া সখিগণ। কহিলেক পদ্মাবতি রহাস্য কথন॥ শুনিয়া কন্যা সুখ মনের হরিষে। ছিটিল বহুত ধন কন্যার মানসে॥ আর যত সখিগণ প্রসাদে তুম্লিা। তুরিত গমনে রাণী কন্যা পাশে গেলা॥ পুত্রির স্ব-ভাগ্য শুনি মন কৌতুহলে। চুম্বিলা কন্যার আখি বদন কপালে॥ থাল ভরি রত্ন মুক্তা আনি তুরমান। কন্যার নিছনি কৈল্য ভিক্ষুকেরে দান॥ স্নান করাইয়া পরাইল অলঙ্কার। পুনি জ্যোতীর্ম্ময় হইল চন্দ্র পুর্ণিমার॥ স্নান করি রত্নসেন বাহিরে বসিল। সঙ্গের কুমারগণ আসিয়া মিলিল॥ প্রণামিল আসি সবে চরণ ধরিয়া। সম্ভাস করিল নৃপ করে কর দিয়া॥ সবে বলে মাগ ভাই নৃপতি কুশল। যাহার প্রসাদে দেখি হেন দিব্য স্থল॥ যদি আমি সব না আসীত নৃপ সঙ্গ। কোথাতে দেখিতে হেন নানা রস রঙ্গ॥ ধর্ম্মরাজা তুমি তোমা হৈতে ক্ষেতী ধন্যা। যোগী রূপে বিভা কৈল্লা মহারাজ কন্যা॥ আমি সব শিষ্য রূপে হই আইল যোগী। তোমার প্রসাদে এবে হৈল ভোগী॥ এই বর মাগী আমি

নৃপতীর ঠাই। কমল চরণ নিত্য দরশন পাই॥ ঈষৎ হাসিয়া নৃপ কহিলেন্ত তবে। আমার পিরীতে দুঃখ পাইলা তুমি সবে॥ দুঃখে দুঃখ সুখে সুখ যত চিত কর্ম্ম। এমত না হৈলে নহে পুরুষের ধর্ম্ম॥ ষোল শত পদ্মিনী পরম সুন্দরী। রাজ কন্যা পাত্র কন্যা কুলীন বিচারি॥ সকলের বিভা দিল আনন্দ উৎসবে। ঘরে রাগ রঙ্গ করি লেন্ত সবে॥ সকলের রমণী আনিয়া অন্তঃপুরে। পদ্মাবতী তুষিলেক বস্ত্র অলঙ্কারে॥ সকল সন্তোষ হৈলা বস্ত্র দান পাই। নিজ পুরে চলি আইল হরষিত হই॥ ঘরে২ নৃত্য গীত আনন্দ সদায়। যার মনে যেই মাগে সেই তাহা পায়॥ পাইয়া পদ্মিনী সঙ্গ নানা সুখ রস। নিজ রাজ্য বিস্মরী সিংহলে হৈল বশ॥ রত্নসেন পদ্মাবতী এক প্রাণ কায়। কেলি কলা মনে ভুলি থাকেন্ত সদায়॥ সুচরিতা সখিগণ পরম সুন্দরা। সদত করেন্ত সেবা নানা বেশ ধরি যার ভিতে নরপতী কামদৃষ্টে হেরে। সেই ক্ষনে কন্যা অনুমতি দেন্ত তারে॥ কন্যার বচনে যদি সম্মত না হয়। হাতে ধরি নামাইয়া নৃপে সমর্পয়॥ নৃত্যশালা কাছে অন্তঃপুরের উদ্যানে। নৃত্য গীতে ভুলি থাকে হরষিত মনে॥ যেন রসে গোবিন্দ গোপিনী মন তোষে। তেন সটরীতে নানা সুখে বঞ্চে রসে॥ প্রথমে বসন্ত ঋতু নবীন পল্লব। দুই পক্ষ আগে পাছে মধ্যেত্ত মাধব॥ মলয়া সমির লই কামের পদাতী। মুকলিত কৈল আসি বৃক্ষ বনস্পাতি॥ কুসম্বিত কিংশুক সঘন বনলাল। পুষ্পোত সুরঙ্গ মল্লি নবঙ্গ গোলাল॥ ভ্রমরের ঝঙ্কার কোকিল কলরব। শুনিতে যুবক মনে জাগে অনুভব॥ নানা পুষ্প

মালা গলে সৌরভ ললিত। বিচিত্র বসন অঙ্গে চন্দন সিঞ্চিত॥ কুসুমের শয়নে সুন্দরী স্বামী সঙ্গে। করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে॥

রাগ ওরি বসন্ত ।

ধুয়া॥ বসন্ত নাগর বর নাগরী বিলাশে।

বরবালা দুই ইন্দু, স্রবে যেন সুধা বিন্দু, মৃদু মন্দ অধর ললিত মধু হাসে। প্রফুল্লিত কুসুম, বধু বত ঝঙ্কৃত হঙ্কৃত পর গৃত। কুঞ্জির তরাতে মলয়া সমির। সুসৌরভ সুশীতল বিলুলিত পতি। অতি রস ভাবে প্রফুল্লিত বনস্পতি, কুঠীরত মাল ক্রম, মুকুলিত চুতলতা কোরক জালে। যুবা জন হৃদয়, আনন্দ পরি পুর্ণিত, রঙ্গ মল্লিকা মালতি মালে। মধু সেনাপতি সঙ্গে, মদন মেদনি পতি বাহিনী। কোরক নব পল্লব পুর্ণিতা, নব দণ্ড কেশর চাম রিশী সৌরভ। ভুবন বিজয়ী,চিত্ত যুবক শাসিত। চৌদিকে যুবতী কুল মাঝে শুনায় রব নিত্য গীত অতিশয়, আনন্দ বিভাবে প্রেম যুক্ত শরীর, মিশ্রমিতা প্রেম ভাবে অতি রসে রমণী, লুলিত পতি উরে॥ কুহু করতাল, বংশী কাসর মণ্ডল, সুমধুর সুললিত, উপাঙ্গ রোবার বাজে তাকৃত থুকৃত, গেয়ানে আখি বিতা ভাবে। তাতি গ্রীব খুইয়া, নারি কুল কুসমি, কিবা যত পাখওাজে মত্ত মদ সিঙ্গ মদে, নৃত্যক মারিবা বদে, তুষিত অঙ্গনা মন, আলিঙ্গন, চুম্বে, সুরস কর যবে, রস ভাব অনাশিতে বিনা লহর রমণী, অরুজ অবলম্বে॥ আনন্দ সাগর, রসের নাগর, লহরিত যন্ত্র গিত, তালে॥ করপদে দুলিত তিরটীর পদর রঙ্গে, কুচ কুম্ভ গৃহি রঙ্গে, ঘুর্ণিত নাগর বরে,

মর্জ্জিত উগিত রসে উদঘিত রঙ্গে, রসিক নাগরমণি, শ্রীযুত মাগনে শুনি, মদুমিত কল্লাদিত রাতি রস ভাসে। হিন আলাওলে কহে, সদত বসন্ত সুখে, সে বর রমণী বর্সতি পাসে॥

রাগ জমক ছন্দ রিত নিদাঘ॥

নিদাঘ সময় অতি প্রচণ্ড তপন। রৌদ্র ত্রাসে রহে ছায়া চরনে স্মরম॥ চন্দন চম্পক মাল্য মলয়া পবন। সদত দম্পতি পাসে ব্যাপিত মদন॥ শিতল গম্ভির ছার সতি পতী সঙ্গে। করয় বিবিধ কেলি মনোহর রঙ্গে॥ কুসম্বিত শ্বেত শয্যা পরিমল গায়। যুবতীর উরু যুগ শীতলতা প্রায়॥ অধিক আনন্দ অতি রাণী পদ্মাবতী। বসতি নাই-য়র পুরে স্বামীর সঙ্গতি॥ সুখ ভোগে দির্ঘ অহর্নিশি চলি যায়। চক্ষের মোটকে ক্ষেনে রজনী পোহায়॥ শেষ চাম-রের বাও ভক্ষ বিন্দু জল। রতি পতি সঙ্গে গ্রীষ্য সহজে শীতল॥ রিত প্রহু॥ পাউক সময় ঘন২ গরজিত। নির্ভয়ে বরিষে জল চৌদিগে পুর্ণিত॥ উচ্চ টঙ্গি পবন চকোর লাগে অতি। হরিহর পৃথিবী সকল বনস্পতি॥ অবিরত দম্পতি থাকয় একসঙ্গে। দিবস রজনী সম কেলি কলা রঙ্গে॥ ঘোর শব্দ করিয়া মল্লার রাগ গায়। দাদুরি শিখিনী বর অতি মনে ভায়॥ স্বামী সঙ্গে নানা রঙ্গে নিশা বসিজাগে। চমকিলে বিদ্যুৎ চমকি কণ্ঠে লাগে॥ বজ্র পাতে কাদম্বিনী ত্রাশিত হইয়া। ধরয় পুতীর গিমে অধিক চাপিয়া॥ কিট কুল কলরব ঝিঙ্কার ঝাঙ্কার। শুনিতে যুবকচিত্ত চমকিতমার॥ সম্পূর্ণ তাম্বুল শয্যা মল্লিকা সুবাশে অঙ্গেত কুসুম চির নানা ভোগ রসে॥ বরিষা কালেত রামা

পতি এক সঙ্গে। পুর্ণানন্দে করে কেলি ভুলি কাম রঙ্গে॥

সরৎ রিত॥ আসিল সরৎ রিত্ত নির্ম্মল আকাশে। দোলয় চামর কেশ কুসম বিকাশে॥ নবিন খঞ্জন দেখি বড়ই কৌতুক। উপজিত দামিনি দম্পতি মনে সুখ॥ চতুর্সম চন্দন লিপিয়া কলেবর। কুসম্বিত শ্বেতশয্যা অতি মনোহর॥ নানা আভরণ পাটবস্ত্র পরিধান। যুবকের মরমে জাগয় পঞ্চবাণ॥ সুখ শয্যা সুতি সতী সুস্বামীর সনে॥ নানা সুখে বিলসেন্ত হরষিত মোনে॥

বসন্ত রিত॥ শেষ মাসে ফাল্গুণ চৈত্রের পঞ্চদর্শ। বসন্তের রিত বহে বসন্তসরস॥ শেষে চৈত্র মাধবি জ্যৈষ্ঠের অর্দ্ধ ভাগ। গাহয় মলয়ার রাগ সময় নিদাগ॥ শেষ জ্যৈষ্ঠে আষাঢ় শ্রাবনের অর্দ্ধেক। পাউক গাহিয়া চিরে অধিক রজক॥ শ্রাবনের শেষে ভাদ্র অর্দ্ধেক আশ্বিন। গাহয় হিল্ললরাগ সরদ প্রভিন॥ শেষ আশ্বিন কুমারী অগ্রহানের সাক্ষ। কহে এক নটী রাগ শিশিরের লক্ষ॥ অগ্রানের শেষ ভাগে পৌষ অর্দ্ধমাঘ। হেমন্তের রিতকহে মায়ায় সুরাগ॥

রিত শিশির॥ শিশির সময় রামা সুস্বামী সংহতি। সকল নবিন ভোগ নবীন আরতি॥ সহজে দম্পাতি মাজে শীতের সোহাগে। হেম কান্তি দুই অঙ্গ এক হই লাগে॥ অন্তরে না রহে মন অজ রত্ন দ্বার। উরে২ তনে মনে হয় একাকার॥ দুই যৌবনের যুদ্ধ বাজয় যখনে। প্রাণ লই উড়ি শীত পালায় তখনে॥

হেমন্ত রিত॥ প্রবেশ হেমন্ত রিত শীত অতিশয়। পুষ্প তৈল তাম্বুল অধিক সুখ হয়॥ শীতে রৌদ্র বাসে রবি ত্বুরিতে লুকায়। অতি দির্ঘ সুখনিশি পলকে পোহায়॥

পুষ্প শয্যা মৃদু তুলি বিচিত্র বসন। বক্ষে২ এক হৈলে শীত নিবারণ॥ কর্পুর কস্তুরি চুয়া যাবত সৌরভ। দম্পতির চিত্তের চেতন অনুভব॥ ডুলির অন্তরে দুই উরু এক লাগে। ভঙ্গ দেয় শীত যেন সব দেখি কাগে॥ সিংহলের ঘরে ঘরে সদা সুখ ভোগ। চিত্তে ক্লেশ নাহি কার বিচ্ছেদ বিয়োগ॥ এই মতে রত্নসেন পদ্মাবতী পাশে। ষটরীত নির্ব্বাহিল নানা ভোগ রসে॥ ষটরীত কেলি যদি হৈল সমদান। হিরামণি শুক আইল দোহে বিদ্যমান॥ কান্দি২ কহে শুকে দোহার গোচর। মৃত্যুকাল আসি মোর হইল নিয়র॥ আজ্ঞা হৈলে এবে আমি জন্মভুমি গিয়া। জাতি বিত্তি ধর্ম্ম মোর বন ফল খাইয়া॥ তোমার সভায় কৃল্য নানা বিধি ভোগ। অন্তকালে জাতিবিত্তা মহা ধর্ম্ম দোগ॥ শক্তি অনুরূপে দোহানের সেবা কল্য। বিধি বশে যজ্ঞে যজ্ঞআনি মিলাইল॥ মেলানি দেওনা এবে পিণ্ডলে যাইব। জন্ম পিতৃভূমি দেখি শরীর ত্যজিব॥ শুনি নৃপ আখিজুগ জলপূর্ণ হৈয়া। বিস্তর কান্দিল শুক কণ্ঠে লাগাইয়া॥ তুমি মোর গুরু হই তত্ত্ব জানাইলা। ভুবন দুর্লভ রত্ন আনি মিলাইলা॥ প্রাণী দিলে তোমার শুধিতে নারি ধার। তুমি চলি যাবে পুরী করি অন্ধকার॥ তবে পদ্মাবতী শুক লাগাই গলায়। কুহরি কান্দয় কন্যা অতি উচ্চরায়॥ এক বারে বিচ্ছেদ বহুল দুঃখ দিলা। স্বামিরত্ন মিলাইয়া প্রাণ শান্ত কৈলা॥ মহা সুখ দীলা মিলাইয়া যোগ্য স্বামী। নহে কদাচিত বর না বরিত আমি॥ চিরদিন না পারিলে তোমাকে সেবিতে। এই দুঃখ সদত রহিল মোর চিত্তে॥ শুনি অনুশোচ কৈল গন্ধর্ব্ব নৃপতি। বহুল কান্দিল

তবে রাণী চাম্পাবতী ॥ সব সখী সহচরী কান্দে উভরায় । বিচিত্র যে দেশ খণ্ড সুখে ছাড়ি যায় ॥ মেলানি প্রাইয়া শুক জন্মভূমি গিয়া । যোগ ভাবি স্বর্গে গেল তনু বিসর্জ্জিয়া ॥ জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু নাহিক এড়ান । জীবনে চিন্তয় সব যার আছে জ্ঞান ॥ কোথাতে থাকিয়া আইল পুনি কোথা যাবে । বুদ্ধিমন্ত হৈলে এই পন্থ অন্বেষিবে ॥ আপনে আপনা চিন্ত মনুষ্য জনমে । নিস্ফল নরক জন্ম সংসার ভরমে ॥ পদ্মাবতী সনে রসে রহিল নৃপতি । নিজ রাজ্য পাসরিয়া নাহি চিন্তা অতি ॥ প্রতি নিতি আখেট যে বিহারেন্ত রঙ্গে । রাত্রে কেলি কলা ভুঞ্জে পদ্মাবতী সঙ্গে ॥ নানা রঙ্গ নানা বেশ নানা সুখ লেশ । স্মরণ নাহিক তার আপনার দেশ ॥ শ্রীযুত মাগন বিদ্যাগদ শিরোমণি । আলাওাল স্থানে কথা জিজ্ঞাসিলা পুনি ॥ চিতাওরে নাগমতী কিরূপে বঞ্চিল । কোনমতে রত্নসেন দেশেতে আইল ॥ মধুর আদেশ তান শুনি আলাওালে । পয়ার রচিয়া কহে মন কৌতুহলে ॥ চিতাওর থা.ক পন্থ হেরে নাগমতি । মোর কর্ম্ম দোষে ফিরি না আইল প:তি ॥ পড়িল নাগর কোলে নাগরীর বশ । চিত্ত হৈতে দর কৈল মোর প্রেম রস ॥ শুক কাল হই মোর হরিল রাজন । পতি বিনে সতীর যে কি ফল জীবন ॥ ব্রাহ্মণ হইয়া বলি ছলিল কুমারী । গোপি চন্দ্র নিল যেন যোগে জলা স্তরি ॥ সত্র ভয় পাই কৃষ্ণ হইল বীলোপ । অনাথ জগৎ হৈল যত গোপী গোপ ॥ তেন শুকে লই গেল মোর প্রাণেশ্বর । না কৈল্য পণ্ডিত হই নারী :বধ ডর বিরহে জড়িত চিত্ত আছে মাত্র শ্বাস । অতি ক্লেশে বীর

হিনী গায় বার মাস ॥ রাণীর বিলাপ দুঃখ না সহে পরাণে। মাগন আরতি লই আলাওলে ভনে ॥

নাগমতির বার মাস বর্ণনা।

প্রথমে আষাঢ় মাসে বরিষা প্রবেশ। মোর খণ্ড স্বথা ফলে পন্থ নাহি দেশ ॥ পুর্ণিত গগন ঘন বরিষে সঘন। পতি বিনে হতভাগি নিস্ফল জীবন ॥

শ্রাবণে বরিষে মেঘে ধারা অনিবার। নির্ভর বরিষারাত্রি দিন একাকার ॥ ঝিঙ্করে শিখিনী ভেক প্যাপীয়ার রোলে। প্রাণদহে অভাগিনী কান্ত নাহি কোলে ॥ ভাদ্রেতেযামিনী ঘোর তম অতিশয়। নানা অস্ত্র অনিবার মদনে ক্ষেপয় ॥ বির্জ্জ খর্গ বাণ ধরে বজ্র গোলাঘাত। পতি বিনে রমণীর জীবন উৎপাত ॥ আশ্বিনে প্রকাশ নিশি নির্ম্মল গগন। গৃহ অন্ধকার নাহি চন্দ্রের কিরণ ॥ সকলের মতে চন্দ্র রাহু মোর মতে। মুদিত কমল আখি চন্দ্রিমা উদিতে ॥

কার্ত্তিকে অখণ্ড উগী সুখ হৈল নীরে। চন্দ্রোদয় শুসি লুব্ধ সরশ সচির ॥ পরব দেওালি ঘরে ঘরে সুখ ভোগ ॥ নিজ পতি বিনে মোর ভোগ ভেল রোগ ॥ অগ্রাণে দীর্ঘল নিশি খর্ব্ব ভেল দিন। প্রিয়া বিনা একাস্বরি শীতে প্রাণ ক্ষীণ ॥ নবিন্ন ভোগতি ভোগ ঘরে ঘরে সুখি। আমি অনা-থিনী প্রাননাথ বিনে দুঃখি ॥ পৌষেত প্রখর শীত তরুণী ওখার। সকল জগত দেখি যেন ধুমাকার ॥ হেন কালে প্রভু বিনে বিরহ অনিলে। অবিরত মোর হিয়া ধিক২ জ্বলে ॥

মাঘেতে হেম রীত শীতের একান্ত। জ্বলিয়া২ মরি কোলে নাহি কান্ত ॥ অগ্নি সম উষ্ম শয্যা বিরহ হুতাশে। প্রাণ লই ধায় শীত দাহন তরাসে ॥

ফালগুনে প্রবল বহে দক্ষিণে পবন, বায়ু কুণ্ড শমনে ঘূণিত মোর মন ॥ মোর অঙ্গ পরশি পবন যথা যায়। তরু কুল পত্র ঝরি পরয় তথায় ॥ চৈত্রেতে বসন্ত আইল কাম সেনাপতি। নানা অস্ত্র সঙ্গে করি বধিতে যুবতী ॥ কোকিল ভ্রমর পুষ্প নবীন পুল্লব। অধিক দহয় প্রাণ সমীর সৌরভ ॥ বৈশাখে বিদরে মহী অরুণ প্রবলে। ভ্রষ্টভেল বাউ জল বিরহে অনিলে ॥ মিত্র হৈয়া কমল না সহে দিনমণি। পতি বিনে কি মতে সহিব কমলিনী ॥

জৈষ্ঠেতে অনিল রবি বরিষে সদায় ॥ যুগ শম অহ দীর্ঘ সহন না যায় ॥ পুষ্প রেনু চন্দন ছিটায় সখিগণ। ভস্মবৎ হয় মোর অঙ্গ পরশন ॥ কান্দি কান্দি রমণ গোঁয়ায় বার মাস। কান্ত বিনে শান্ত নহে বিরহ হুতাশ ॥ অঙ্গে পাখা নাহি পতি পাশে উরিজাম। বান্ধব নাহিক কেহ সংবাদ পাঠাম ॥ মাংস রক্ত নাহি দেহে টুটীল শকতি। চক্ষু বাটে নিঃস্বরিল হই দুষ্ট রতি ॥ কুব্জ হই রৈল দেহ কনক তুলন ॥ বিরহ অনলে দহি শ্যামল বরণ ॥ বচন না সরে দুঃখ অবোধি কহিতে ॥ জলপুর্ণ আখি পন্থ না পারি হেরিতে ॥ অতি তিক্ষ্ণ তনু মোর বিরহ অনলে। যাহারে কহন দুঃখ সেই জন জলে ॥ শুনরে জলধ পীক অলি দ্বিজ রাজ। বিরহিনী বধিয়া কি ফল পুন্য কাজ ॥ প্রভু পাশে তুরীত গমনে চলি যাও। আমার বিরহ দুঃখ প্রভুকে জানাও ॥ নিবেদয় নাগমতী বিরহ অনলে। দহিয়া শ্যামল

হৈল আমার সকলে ॥ শুন কাগ আখি মোর কাটী লই যাও। প্রভুকে দেখাই তিলে তুমি বসি খাও ॥ শুনরে পবন তুমি অতিশীঘ্র গতি। মোর দুঃখ কহগিয়া যথা প্রাণ পতি ॥ শুনহ পাপিয়া যাও নিজ পতি পাশ। মোর দুঃখ কথা তথা করহ প্রকাশ ॥ এইমতে জনে২ দুঃখের কাহিনী কহিল সংবাদ কেহ নাহি দিল আনি ॥ দূরে থাকি হেরে সব বিরহ হুতাশে। নিকটে না আইসে কেহ দাহন তরাসে ॥ দুঃখিনীর দুঃখ কেহ শুনে হেন নাই। কান্দি২ কর যুড়ি স্মরয় গোঁসাই ॥ আয় প্রভু নিরাঞ্জন নিলক্ষের লক্ষ। কাতর জনের মাত্র তুমি সে সাপক্ষ ॥ ত্রিজগতে কেবা বুঝে তোমার মরম। নৃপতিকে কর তিলে ভিক্ষুক অধম ॥ যদি কৃপা কর মোরে তুমি কৃপাময়। দুঃখি জন তিলকে অতুল্য সুখ হয় ॥ সুখ দিয়া নৃপ গৃহে মোরে কল্যা রাণী। বিচ্ছেদ করিয়া পতিকল্যা অনাথিনী ॥ সংসারের লোক যত দুঃখ সুখ পায়। তোমার গোচরে সব আছয় সদায় ॥ সংসারের সার তুমি প্রভু কৃপাময়। আমি অনাথিনী প্রতি হওনা সদয় ॥ মোর স্বামী কৃপা মনে দেও মোর প্রতি ॥ বৃথা নহে তোমা আগে দুঃখের কাকুতি ॥ তোমা না ভাবিয়া হৈল দুঃখের ভাষণ। এবে কৃপা কর নাথ লইল স্মরণ ॥ দূর দেশে গেল পতি না পাই উদ্দেশ। হেন জন নাহি মোর লৈতে বার্ত্তা লেশ ॥ দুঃখিনীর কাকুতি শুনিয়া কৃপাময়। দয়াল চরিত্র প্রভু হইল সদয় ॥

বিহঙ্গম পক্ষী নাগমতির সংবাদ লইয়া যাইবার বয়ান।

এক বিহঙ্গম পক্ষী আছিল উদ্যানে। বিরহিণী প্রতি দয়া দিল তার মনে॥ বিরহিণী অতি দুঃখ শুনিয়া বিষম। অর্দ্ধ নিশি হুঙ্কারী বলিল বিহঙ্গম॥ না কান্দ২ কন্যা চিত্ত কর স্থির। তোমা দুঃখে দহিলেক আমার শরীর॥ মোর জাতি পক্ষী সব বিরহ অনলে। তিলেক বিশ্রাম নাহি অবিরত জ্বলে॥ তোমার পতির পাশে শীঘ্র আমি যাই। বিরহ বেদনা তোর কহিব বুঝাই॥ ধর্ম্ম আচরিয়া কন্যা স্থির কর মন। তুমি শান্ত হৈলে শান্ত হৈব পক্ষীগণ॥ পক্ষী বলে সিংহলেতে করি বাম গতি। শান্ত হও তুমি না কান্দিও নাগমতী॥ দুঃখের সংবাদ লই বিহঙ্গ উড়িল। সেই ধুমে জলধ শ্যামল বর্ণ হৈল॥ ফুলিঙ্গ উড়িয়া পৈল চান্দের উপর অন্তরে শ্যামল তেহী ভেল শশধর॥ উড়িতে নারিল পাখা শূন্যের উপর। উল্কাপাত পড়ে হেন বলে তারে নর॥ সমুদ্র উপরে দিয়া করিল গমন। জল নিধী হৈল তেহি পুর্ণিত লবণ॥ তুরিত গমনে গেল সিংহল নগর। সমুদ্রের তীরে এক মহা তরুবর॥ তার শাখে বসি পক্ষী বিশ্রাম করয়। কিরূপ কহিব কথা মনেত ভাবয়॥ সঙ্কট সুসম হয় বিধী করে দয়া। সেই দিনে রত্নসেন করেন্ত মৃগয়া॥ হয় হস্তী অশ্ববার পদাতী বহুত। আগে পাছে চলে সৈন্য যেন যম দুত যেই দিগে চলে নৃপ বিপীন জুড়িয়া। জালে বন্দি অশ্ববারে আনয় ধরিয়া॥ বহুল বরাহ মৃগ পোষিত শার্দ্দুল। মৈষ্য গাণ্ডা করি আদি মারে পশু কুল॥ হেন কালে এক মৃগ মহা ভয়পাই। নৃপতি সমুখে দিয়া চলিলেক

ধাই ॥ প্রাণ লই ধাইল কুরঙ্গ বায়ু গতি। তার পাছে অশ্ব ধাবাইল নরপতি ॥ ধাইতে২ গেল সমুদ্রের তিরে। সর হানি কুরঙ্গ বধিল মহাবিরে ॥ তৃষ্ণা কুলে অতি শ্রান্ত হই রৌদ্র জালে। অশ্ব ধাবাইয়া নৃপ গেল বৃক্ষ তলে ॥ অতি ঈচ্চ তর বৃক্ষ শু-গম্ভির ছায়া। শীতল সমিরে তিলে জুড়াইল কায়া ॥ তরু মুলে তুরঙ্গ বান্ধিয়া নৃপবর। স কৌতুকে এক দৃষ্টে নেহালে সাগর ॥ সেই বৃক্ষ উপরে বহুল পক্ষিগণ। বিহঙ্গম স্থানে সবে জিজ্ঞাসে বচন ॥ পরম স্নুন্দর পক্ষি অতি স্নু কমল। আজু কেন দেখি তোমা শরীর শ্যামল ॥ পক্ষি রাজে বলিল শুনহ মিত্রগণ। এথা হন্তে জম্বু দ্বীপে করিল গমন ॥ নগর দেখিল এক চিতাওর নাম। বিরহ আনলে জলি তথা হৈল শ্যাম ॥ রত্নসেন নামে তথা ছিল নরপতী। যোগী হই গেল তার নারী নাগমতী ॥ পতির বিচ্ছেদ সতি পরম দুক্ষিনী। সংসার দহয় তার বিরহ আগুণী ॥ মাস মাংস নাহি অঙ্গে রক্ত নাহি রতি। বিরহ প্রদীপ অঙ্গ তৈল হিনবাতি ॥ কুহরিতে হিয়া ফাটী উঠীল আগুণি। সেই অগ্নি তাপিত হইল দিন মণি ॥ হেতু মুণ্ড হীন রাহু হৈল কলেবর। চন্দ্রিমা মলিন ভেল শ্যাম জলধর ॥ সেই অগ্নি ফুলিঙ্গ শূন্যেতে যত উঠে। উলকা পাত বলে কেহ কেহ তার ছুটে ॥ ভোমরা ভুজঙ্গ পিক পাপিয়া বায়স। শ্যামল হইল পুরি সে আনল ভশ ॥ পশু পক্ষ লতা বৃক্ষ দহিল সকল। সেই অগ্নিতাপে মোর শরীর শ্যামল ॥ প্রাণ লৈয়া ধাইল আমি সেই দ্বীপ হৈতে। তুমি সব তথা কিবা যাও কোন মতে ॥ পশু পক্ষী দুঃখি তার ক্রন্দন দেখিয়া। বজ্র হৈতে অধিক তাহার পতির হিয়া ॥

সেই নৃপ লাগ আমি পাইব কেমতে। বিরহিনী বিরহের বেদনা কহিতে॥ নৃপ স্থানে যাবত না কহি এই কথা। কদাচিত না খণ্ডিব মোর মন ব্যাথা॥ পক্ষিমুখে নৃপতি এসব কথা শুনি। অন্তরে প্রবেশ কল্য বিরহ আগুনি॥ বৃক্ষেথাকি কহে নাগমতী দুঃখ কথা। পক্ষিরূপে ধরি কোন দেব আইল এথা॥ নৃপ বলে পক্ষি তুমি মোর প্রাণসখা। কহ কোন মতে পাইলা নাগ মতী দেখা॥ রুদ্র ব্রহ্মা বিষ্ণুর সপত লাগে তোরে। যদি সত্য বচন না কহ তুমি মোরে॥ কোথাতে দেখিলা বিরহিনী নাগমতী। জুগা হই নিশ্বারিল আমি তার পতি॥ রত্নসেন নাম মোর শুন প্রাণ মিত। নিশ্চয় কহিলা বজ্রাধিক চিত॥মোর লাগী দুঃখপায় প্রাণের ঈশ্বরী। কিরূপে ধরয় চিত্ত কহ সত্য করি॥ পাখী বলে বারে বারে কহি নাহি ফল। বৃক্ষতলে থাকি তুমি শুনিছ সকল॥ কহিতে না পারি তার দুঃখের অবধি। যত পাখা মোর অঙ্গে মুখ হয় যদি॥ তোমার মাতৃর দুঃখ দেখি হৈল ধন্দ। তোমা বিনা কান্দি২ আঁখি হৈল অন্ধ॥ তুমি হেন বীর পুত্র ধরিয়া উদরে। দুঃখ বশ হৈল বৃদ্ধ ঝুরি ঝুরি মরে॥ আর এক কথা কহি শুন নৃপবর॥ তোমার নিকটে তথা আছে দিল্লীশ্বর॥ আপনা আপনি মধ্যে যদী ভেদ হয়। সর্ব্ব পরিবার নষ্ট হইব নিশ্চয়॥ জম্বুদ্বীপ মধ্যে তুমি চক্রবর্ত্তি রাজ। রহিছ শ্বশুর গৃহে কত বড় লাজ॥ লাভের যতন কর পরিহরি মুল। অযোগ্য পণ্ডিত আগে বচন বহুল॥ এতেক শুনিয়া সকরুণে কহে রাজা। মোর স্থানে আইস মিত্র করি তোর পুজা॥ আমার রাজত্ব পদ তোমা দিব ডালি। পাখা দান কর মোরে শীঘ্র যাই চলি॥

হাসিয়া কহিল পক্ষীশুন মহারাজ। মনুষ্যের নিকটে পক্ষীর নাহি কাজ॥ প্রভুর প্রসাদে আমি ভ্রমিয়ে সচ্ছন্দ। কিবা সুখ তোমার পিঞ্জরে হই বন্দ॥ তোমার রাজত্ব পদে মোর কোনকর্ম্ম। সম্পূর্ণ জঞ্জালে চিন্তা সংসারের ধর্ম্ম॥ বৈভবের মন গর্ব্ব প্রভু বিস্মরয়। নিত্য বৃথা ভাব হয় পশ্চাতে ডুবয়॥ নিমায়া মনুষ্য জাতি শান্ত নহে মনে। এক আছে তথাপিও আনেন যতনে॥ পক্ষী জাতী আমি সব প্রভু ভাবে থাকি। যেই মাত্র দেনতো কিছু সেই আমি ভক্ষি॥ সঞ্চিত্র না করি কিছু নহে কাম বশ। অপ.ত্রর কালেতে আমার রতি রস॥ জলধি পর্ব্বত কিবা গহন কানন। সকল লঙ্ঘিয়া যাই যথা চলে মন॥ যেই কিছু দেয় প্রভু আছিয় সন্তোষ। নিজ আক্তি মধু রতি কৈলে মাত্র দোষ। এতেক কহিয়া পক্ষী চলিল উড়িয়া। নৃপতি রহিল সেই দিকে নিরক্ষীয়া॥ দেখিতে দেখিতে পক্ষী আলোপ হইল। ধন্দ হই দণ্ড এক চাহিয়া রহিল॥ নৃপতি বুঝিল নিজ মনে করি জ্ঞান। যার অঙ্গে পাখা আছে না রহে নিদান॥ অসার সংসার মায়া পাপের বন্ধন। পরিণামে কি হইবে নাহিক স্মরণ॥ বৃদ্ধ মাতা গুণবতী ভার্য্যা মনে স্মরী। কান্দি২ চলে অশ্বে আরোহণ করি॥ নিশ্চয় যাইব দেশে ডরাইল মন। অন্বেষিতে পন্থেতে মিলিল সৈন্যগণ॥ সঙ্গের কুমার সব আসিয়া মিলিল। নৃপতীরে বিরস দেখিয়া জিজ্ঞাসিল॥ আজু কেন মহারাজ বিরস বদন। কোন শোকে বসকল্য সদাসুখ মন॥ নৃপবলে আজু মনে ব্যাপিল দুঃখে। নাগমতী বার্ত্তা শুনি বিহঙ্গম মুখে॥ কান্দি কান্দি অন্ধ হৈল বৃদ্ধ মোর মাতা। চিন্তায় জরিলো চিত্ত প্রান

সেই কথা ॥ না শুনে দারুণ মনে ধৈর্য্য হেন বোল। নিজ দেশে যাইতে মনে হইল উতরোল ॥ কুমার সকলে বলে শুন মহারাজ। আমরা সবাই মনে চিন্তি এই কাজ ॥ তোমার সম্মুখে ভয়ে না করি প্রকাশ। দেশেতে যাইতে সব মনে অভিলাষ ॥ শ্বশুর পুরেতে হৈল বহুল বিলম্ব। এখন চলহ শীঘ্র করি অবিলম্ব ॥ এতেক কহিয়া সবে গেল নিজঘরে। রত্নসেন প্রবেশিল আপনা মন্দিরে ॥ বিরসবদনে বসিলেকমৌনরিত। দেখি পদ্মাবতী মন হৈল চমকিত ॥

রত্নসেন পদ্মাবতীকে দেশের সংবাদ
কহিবার বিবরণ।

আজু কেনে নৃপতির বিচলিত মন। ভক্তি ভাবে পুছে কন্যা রহস্য কথন ॥ শুন শুন প্রাণনাথ নিবেদন মোর। দাসীর সমান পরিশয্যা করি তোর ॥ কোন অপরাধ কৈনু রাতুল চরণে ॥ আজ্ঞা কর তার শাস্তি লইব এক্ষণে ॥ অসুখ না কর মনে শুন প্রাণপতি। সর্ব্ব মতে দোষের ভাজন স্ত্রীয়া জাতি ॥ নৃপতি বলয় শুন প্রাণের বান্ধবি। অপরাধ তোমার কহিতে নারি ভাবি ॥ কিন্তু আজু পাইলাম দেশের সন্দেশ। মায়ের দুঃখের কথা শুনিল বিশেষ ॥ দ্বন্দ্ব বাদ কলহ হইছে বহুতর। অন্যায় এক দেশেতে হইছে অথান্তর ॥ এতেক ভাবিতে মোর চিত্ত উচাটন। দেশেতে যাইব এথা স্থির নহে মন ॥ শুনি পদ্মাবতী মুখ হইল ঝামর। এদিন লাগিয়া মোর কম্পিত অন্তর ॥ সংসারেতে যোগী কার হইয়াছে মিত। এক স্থানে স্থির নহে দেশান্তরি ঠিক ॥ যদিবা কমল প্রতি ভ্রমরের মন। মালতীর স্নেহ না ছাড়য় কদাচন ॥ দেশ

ন্তরি সেবিয়া হইল দেশান্তরী। দৈবের নির্ব্বন্ধ আমি কি করিতে পারি ॥ এতেক বলিয়া কন্যা কান্দয় নিভরে। তিতিল অঙ্গের বস্ত্র নয়নের নীরে ॥ পদ্মাবতী কান্দেনে কান্দয় সখীগণে। সত্বরে কহিল গিয়া চাম্পাবতী স্থানে ॥ শুনি মহাদেবী যেন শীরে বজ্রাঘাত। কান্দিতে কান্দিতে গেল পতির সাক্ষাত ॥ দেশে যাইতে জামাতার মন উচাটন। তুমি গিয়া আপনে করহ নিবারণ ॥ বৃদ্ধ হৈল আম্মি এবে তপস্যার কাল। এই রাজ্যে জামাতা হউক মহীপাল এতেক শুনিয়া রাজা সজাগ নয়ন। সত্বরে আসিল রত্নসেনে দরশন ॥ ভক্তি ভাবে রত্নসেন কৈল নমস্কার। আশীর্ব্বাদ করি নৃপ বলে পরিহার ॥ তুমি হেন জামাতা পাইল ভাগ্যবলে। নয়ানের জ্যোতী হিন হৈল বৃদ্ধকালে কি লাগিয়া কর বাপ মন উচাটন। আমরা সবেরে কেবা করিবে পালন ॥ তপস্যার কাল এবে হইল আম্মার। দেশান্তরে যাবে তুমি এই রাজ্য কার ॥ করযোড়ে রত্নসেন কহে সবিনয়। কিবা স্তুতি তোমার করিব মহাশয় ॥ তবে রত্ন হৈল যদি তুমি দিলা জ্যোতী। ভিখারী যোগীরে তুমি করিলা নৃপতি ॥ তুয়া পদে জন্মে২ রউক ভকতি। কাঁচা হস্তে হেম মোরে কৈলা মহামতি ॥ মিনতি নৃপতি পদে করি নিবেদন। এক পক্ষী সঙ্গে আজু হৈল দরশন ॥ দেশের বারতা শুনি হৈল অতি বন্দ। মোর লাগি কান্দি বৃদ্ধ মাতা হৈল অন্ধ ॥ ঘরে২ কলহ করেত জনে জনে। একের বচন পুনি নাহি মানে আনে ॥ ভ্রাতৃ হতে শত্রু আর নাহি ত্রিভুবন। ঘর ভেদে লঙ্কা নষ্ট করিল রাবণ ॥ মুসলমান দিল্লিশ্বর আছয় নিকট। সর্ব্ব পরিবার তীলে

করিল সঙ্কট ॥ বিজ্ঞানের আগে বহু বল অনুচিত। তিলেকে কু-পুত্র নাম রহে পৃথিবীত ॥ লঙ্ঘিতে তোমার আজ্ঞা ভয় বাসি মনে। যথোচিত আজ্ঞা কর বুঝিয়া আপনে ॥ নৃপতি গন্ধর্ব্বসেন বিচারি বলয়। এথাতে রহিলে নিজ রাজ্য নষ্ট হয় ॥ নিশ্চয় যাইব দেশে রত্নসেন রাজ। নৃপ আজ্ঞা দিল কর গমনের সাজ ॥ বহুল বহিত্র পাত্র সমুদ্রে নামাইল। জমা করি দ্রব্য জাত তাহাতে ভরিল ॥ হস্তি ঘোড়া হেন রত্ন বিচিত্র বসন। কুম কুম কস্তুরী আদি আগর চন্দন ॥ সুচারু চামর জরকসি নানা বস্ত্র। খাড়া ছেল ধনুর্ব্বাণ আদি নানা অস্ত্র ॥ সখি দুই সহস্র সুন্দরী কুলবতী। শিশু কাল হস্তে যার প্রেম ভাব অতি আর দাস দাসী সঙ্গে দিলেক বহুল। নানা দ্রব্য সম্পূর্ণ ভরিয়া নৌকা শুল ॥ জ্যোতিষ দৈবক সব ডাকিয়া আনিল দিন ক্ষণ যোগিনী শুলগ্ন বিচারিল ॥

সপ্তদিবস যোগিনীর চাল ও পদ্মাবতীর বিলাপের বিবরণ।

শুক্রে রবি পশ্চিমেতে গমন কঠিন। গুরুবারে সিদ্ধি নহে গমন দক্ষিণ ॥ সোম শনি পুর্ব্বেতে না যায় কদাচন। উত্তর মঙ্গল বুধে অশুভ লক্ষণ ॥ অবশ্য যাইব যদি নাহিক এড়ান। তাহার ঔষধ কহি শুন বুদ্ধিমান ॥ শুক্রেতে পশ্চিমে যাইতে মুখে দিব রাই। বৃহস্পতি দক্ষিণে চলিব গুয়া খাই ॥ উত্তরেতে মঙ্গলে ধনিয়া মুখে দিব। দর্পণ দেখিয়া সমে পুর্ব্বেতে চলিব ॥ রবিবারে পশ্চিমে তাম্বুল দিয়া মুখে। বায়ু ভক্ষী শনিবারে পুর্ব্বে চলো সুখে ॥

বুধবারে উত্তরে থাইয়া যাবে দধী। বিচার কহিল সপ্ত বারের ওষধী॥ এবে চক্র যোগীনির কথা শুন সার। ত্রিশ অষ্ট দিগে যোগী ফীরে বারেবার॥ এক নব সর দশ চতুর বিংশ দিন। পুরব দক্ষিণদিগে যোগীনির চীন॥ অষ্ট দশ সাত বিংশ তিন একাদশে। সুনিশ্চিতে যোগীনি দক্ষিণদিগে বৈসে॥ দশ পঞ্চ বিংশ দুই সপ্ত দশ দিনে। যোগীনি পশ্চিমে থাকে দক্ষিণের কোণে॥ বায়ূ বিংশ আর সাতাইস চারি। যোগীনী পশ্চিমে থাকে বুঝিবা বিচারী॥ বিংশতি দিবস আর ত্রীয়োদশ বাণ। উত্তর পশ্চিম কোণে যোগিনীর স্থান॥ পঞ্চদশ ত্রয়োদশ বংশ অষ্ট আর ত্রিশে। নিশ্চয় যোগিনী থাকে উত্তর দিগে সে॥ চতুর্দ্দশ বিংশ সপ্ত উনতিরিসেতে।৴যোগিনী পুর্ব্বেতে থাকে জানীও নিশ্চিতে॥ ষষ্ট অষ্ট বিষ একা বাইস চালাতে। যোগিনীর সমুখে না যাও কদাচিতে॥ পশ্চীমে উত্তরে নৃপ করিব গমন। বৃহস্পতি উষাকালে দিলেক লগন॥ যেই দিন গণী দ্বিজ রাজা আগে দিল। শনিবারে দুই জাম দিবস আছিল॥ এসব রহস্য রাজ রাজ্যেতে হইল। যত রাজপাত্র নারী কন্যা আগে আইল॥ ষোল শত কুমার যাইব একবারে। কান্দনার রোল হৈল প্রতি ঘরে২॥ পদ্মাবতী সব সখীগণ আনাইল। গমনের কাল যদি নিকট হইল॥ কন্যা ঘরে সিংহলের রমণী আসিয়া। কান্দিতে লাগিল সব শোকাকুলি হৈয়া॥ একে একে গলে ধরি কান্দে বর বালা। সকল ছাড়িয়া আমি যাইব একেলা॥ ছাড়িল নাইয়র ঘর বান্ধব সমাজ। একা শ্বরী হইয়া চলিলো ভিন্ন রাজ্য॥ তোমরা সবারে কোন

মতে পাশরিব। স্মরণ হইলেমনে জ্বলিয়া মরিব॥ শুন প্রাণ সখী আমি চলি যাব তথা। তথা গেলে পুনি ফিরি না আসিব এথা॥ যেই দিন লাগি সখী মনে ছিল ভিতা সেই দিন আসি আজি হৈল উপস্থিত॥ ছত্র শালা বৃন্দাবন কেলি সরবর। প্রাণ প্রিয়া সখীগণ প্রাণের দোসর॥ এক দিনে ছাড়িল সিঙ্গল কবিলাস। বিধি বশে হৈল মোর দুর দেশে বাস॥ পরদেশী হৈল বলি দয়া না ছাড়িও। অবশ্য বারেক মোরে স্মরণ করিও॥ তুমি সব ভাগ্য বতী রহিলা স্বদেশে। মোর মনে রহিলেক এজনম কেলেসে॥ আশী র্বাদ আমারে করিও এক মনে। সদত্ব পিরীতি যেন থাকে স্বামীসনে॥ আজন্ম বিচ্ছেদদুঃখ দিলেক গোসাই। ছাড়িল সিঙ্গল দ্বীপ আর দেখা নাই॥ যেই কিছু ধিকা ধিক বলিল যখনে। দুঃখিনীরে ক্ষেমা কর না রাখিও মনে॥ যার সনে যখনে করিল বোলা বোল। দুঃখিনী স্বরিতে মনে হইল বিকল॥ পদ্মাবতী কান্দনে কান্দয় সখীগণ। স্বজল নয়ানে বলে বিনয় বচন॥ তোমা হৈতে বান্ধব নাহিক কোন জন। যাহারে দেখিয়া হয় দুঃখ বিস্মরণ॥ হেন সাধ করে মনে যাই তোমা সঙ্গে। কিবা সুখ তোমা বিনে গৃহ বাস রঙ্গে॥ মনের আরতী অগ্নি দিয়া গৃহ বাস। অবিরত থাকিতাম তোমার সম্পাস॥ কি করিব পতি পুত্র মাও বাপ ভাই। তোমা তুল্য বান্ধব সংসারে কেহ নাই॥ কিন্তু নারী যাই বারে গুরু জন অভাগে। কি লাগি আমরা মরিল তোমা আগে॥ শিশুকালে তোমা সঙ্গে ছিল নানা সুখ। এক দিন কিঞ্চিৎ না পাইল মনে দুঃখ॥ স্মরিতে তোমার নেহা আমরা মরিব। দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে কিরূপ করিব॥ সদত্ত-

গোপত আখি তোমাকে দেখিব। ভ্রমেও আমরা মনে ভরম না হৈব ॥ এই মতে অন্যে অন্যে কান্দিতে২। নৃপ গৃহে আইল তবে মাও বোলাইতে॥ বাপ মার চরনে পড়িয়া কন্যা বর। বিনয় বিলাপ করি কান্দে উচ্চৈস্বর॥ আমি অনাথিনীরে কি লাগি হেন কল্যা। প্রথমে পালন করি পশ্চাতে মারিলা ॥ যদি পাঠাইবা মোরে দুরে দেশা ন্তরে। কি লাগিয়া অভাগিরে ধরিলা উদরে॥ গর্ভ পাতে কেন না মারিলা অভাগিনী। তেকারনে হৈল এত দুঃখের ভাজনি॥ জন্ম হৈলে যখনে কাটিল মোর নাড়ি। কি লাগী না দিলা মোর গৃবাতে কাটারি॥ বিষ দিয়া শিশু কালে কেন না মারিলে। কোন দুঃখ না হইত তখনে মরিলে॥ একাশ্বর যাই এবেদুর দেশান্তরে। জীবনে মরনে দুঃখ বিধী দিল মোরে॥ মনে দুঃখ পাইলে আমি কাহাকে কহিব। মাও বলি হত ভাগী কাহারে ডাকিব॥ শ্বাশুড়ী ননদী আর দুর্জ্জন সতিনী। তার মাঝে নিবান্ধবী আমি অভা গিনী॥ বান্ধব বিচ্ছেদ দুঃখ গুরুর গঞ্জন। সতিনীর জ্বালা কৈতে নাহি কোন জোন॥ দুঃখের সমুদ্রে মাও ফেলিলা আমারে। মোন দুঃখ কহি হেন নাহিক সংসারে॥ এবলি কান্দিয়া বালা হারা হইল হিত। তা দেখিয়া সখীগণ বলে বিপরীত॥ কন্যাকে তুলিয়া ধরি রাজ মহাদেবী। গলা গলি করি কান্দে মনে দুঃখ ভাবি॥ বিস্তর কান্দিয়া দেব বলে সকরুণ। কন্যা গৃহে হবে যার দুঃখের কারণ। প্রথমে এসব দুঃখ উদরের সাল। বিচ্ছেদ সময় হয় জীবনের কাল॥ তোমা তুন অধিক স্নেহ কারে মোর আর। দেশা- ন্তরি যাও করি পুরি অন্ধকার॥ বিধির নির্ব্বন্ধ আছে দুর

দেশে যাইতে। চলিতে স্বামীর সঙ্গে কেপারে রাখিতে॥ এহাতে পাঠাই তোমা হইয়া নিমায়া। মনু হন্তে না ছাড়িও মা বাপের দয়া॥ হেন সাদ করো মোনে মরি এইক্ষণে। তোমার বিচ্ছেদ দুঃখ না সহে পরাণে॥ আমি দুই প্রাণ জানো তোমা সঙ্গে যায়। শূন্য কলেবর মাত্র রহিল এথয়া॥ মুছিয়া চক্ষের জল চুমিয়া কপালে। সান্ত্বাইয়া দুহিতাকে উপদেশ বোলে॥ একমনে শুনমাতা আমার বচন। তোমা সম ভাগ্য বতী আছে কোন জোন॥ বাপের দুর্লভ তুমি মায়ের পরাণ। স্বামী তোর মহা রাজা ইন্দ্রের সোমান॥ কৃপা করি বিধি তোমা রূপ দিল অতি। প্রাণের অধিক স্নেহ করে তোর পতী॥ সহস্র সতিনী হৈলে তাতে নাহি ডর। না হইব তোর সখিগণ সমস্বর॥ কন্যা মাজে ধন্যা হেন তাহাকে বাখানি। স্বামীর সুভাগ্য পায় জিনিয়া সতিনি॥ মনেতে রাখিও কহি তাহার উপায়। সেবা থিক করিলে সুভাগ্য ধিক পায়॥ স্বামী দয়া করে হেন গর্ব না করিও। অহর্নিশি ভক্তি ভাবে স্বামীকে সেবিও॥ সেবা ভক্তি উপরেত না কর বিশ্বাস। এক তিল দোষ হয় সেবা ভক্তিনাশ॥ প্রভুর তরাস মনে সদত রাখিবা। কার পাশে গেলে স্বামী রিস না করিবা॥ কাম দৃষ্টি স্বামী হেরয় যার ভিতে। আন হন্তে তার সঙ্গে বঞ্চিও পিরিতে॥ সুক দুক্ষ প্রাপ্তিহয় স্বামীর সেবায়। সংসারে সুভাগ্য পরলোকে মুক্তিপায়॥ প্রভুর সাক্ষাতে ধিকমন না করিবা। অমৃত গরল হেন মনেতে জানিবা॥ লাজ্জ ভয় অলঙ্কারে রমণী ভুষিত। ক্রিয়া রস কালেতে রাখিও যত্নো চিত॥ সেবায় জানিও নিত্য গুরু হয় বস। সতিনির সঙ্গেত রাখীও প্রেম রস॥

কুথাধর্ম্ম নিয়ম উপক্ষে না করিও। পিরিতে গৌরবে পরিজন সান্তাইও॥৮ স্বামীর আদেশে যদি হইল চলিতে। যত্ন করি কেহ তারে না পারে রাখিতে॥ অতিথি স্বরূপ কন্যা থাকে পিতা ঘরে। আজন্ম নির্ব্বাহে মাত্র হয় স্বামী পুরে॥ ত্রিভুবন মধ্যে জান স্বামী সে দুর্লভ। স্বামী সে সংসার সুখ ধন্দ আর সব॥ শ্বামি সে পরম গুরু সব এক চিতে। ভক্তি শক্তি স্বামী সঙ্গে বঞ্চিব পিরীতে॥ স্বামী সে নারির গতিজান সর্ব্বথায়। সামি বিনে নারিরে সেবকে না ডরায়॥ সামী বশ আন মতে নহে বিনে ভক্তি। ভক্তি শক্তি থাকিলে অবশ্য হয় মুক্তি॥ আপনে পণ্ডিত তুমি বুঝহ সকল। মোর আশীর্ব্বাদ হৌক সর্ব্বত্রে কুশল॥ এতেক বলিয়া দেবী দিলেক মেলানি। কন্যা সমর্পিতে সঙ্গে গেল নৃপ মণি॥ কন্যার হাতেতে ধরি সজল নয়ানে। সমর্পিলা আনি নৃপ রত্নসেন স্থানে॥ বিনয় করিয়া নৃপ বলে পরিহার। সমর্পিলা তোমা স্থানে জীবন দোহার॥ চক্ষের পোতলী মোর এই কন্যা খানি। ধন প্রাণ গৃহবাস তাহার নিছনি॥ নিবান্ধবি একাকিনী দুর দেশে যায়। মোর হৃদে এই সাল রহিল সদায়॥ দারুণ পেটের পোড়া না যায় সহন। রহিতে না পারি গৃহে স্থির করি মন॥ অবলা দোষের ঘর সদা করে রোষ। ক্ষেমিবা আমারে চাহি কন্যে কোন দোষ॥ কেহ নাহি নিকটে দোসর বাপ ভাই। মনে দুঃখ পাইলে কহিব কার ঠাই॥ ক্ষুধার্ত্তর হৈলে অন্ন কাহাতে মাগিবে। মা বাপ বলিয়া আর কাহাকে ডাকিবে॥ সকল প্রকারে তারে পালন করিবা। আমা সব প্রতি নৃপ দয়া না ছাড়িবা॥

আর দেখা নাহি দেখি মনে অতি দুঃক্ষ। কোন মতে পাসরিব হেন চান্দ মুখ॥ যত দিন আছে প্রাণ আমার শরীরে। আশীর্ব্বাদ করিব তোমারে নিরান্তরে॥ আপনে পণ্ডিত তুমি কি বলিব আর। সর্ব্বমতে জানি আমি জানিবা তোমার॥ যত চিত পদুক্ষর দিয়া রত্নসেনে। ভক্তি ভাবে প্রণামিলা ধরিয়া চরণে॥ চল চল করিয়া চৌদিগে শুনিবোল। অন্তঃপুর মধ্যে হৈল কান্দনের রোল গজেন্দ্র বাহনে চলে নৃপ রত্নসেন। ঐরাবত বাহনেতে বিদুপতি যেন॥ রত্ন চতুর্দ্দোলে কন্যা কান্দি কান্দি যায়। দেখিয়া উদ্যান বৃক্ষ দুঃখ লাগে গায়॥ কুয়া স্থলি সরোবর আর নিত্য শালা। দেখিতে মহিত মন কান্দী চলে বালা॥ শত সংখ্যা দোলা দুলী করি আরোহণ কান্দি কান্দি চলিলেক সঙ্গে সখিগ॥ ষোলশত কুমারে যতেক রমণী। রাজসুতা পাত্রসুতা সকল পদ্মিনী॥ একে একে সঙ্গে চলে বিশ ত্রিশ সখি। নানান বাহনে যায় অশ্রু পুর্ণ আখি॥ আর যত দাসীগণ পদগতি চলে। দেশ ভরি পুর্ণ হৈলো কান্দনের রোলে॥ যাইতে যাইতে গেলো সমুদ্রের তীরে। ক্রমে ক্রমে উঠিলেক ডিঙ্গার উপরে॥ শতে২ বহিদ্র সম্পূর্ণ দ্রব্য দেখি। হস্তি হয় ধন রত্ন পুর্ণ হৈলো আখি॥ মনে ভাবে নৃপ যদি সিন্ধু হৈলে পার। মোর সম পৃথিবীতে কেবা আছে আর॥ দ্রব্য দেখি গর্ব্ব অতি মনে উপজিল। গর্ব্ব হন্তে সর্ব্বনাশ ভাবি না চাহিল॥

রত্নসেন বিদায় হইয়া দেশে যাইবার কালে।
এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা মাগিবার বিবরণ।

হেন কালে সমুদ্র ব্রাহ্মণ রূপ ধরি। নৃপ আগে আইল দান লৈতে শ্রদ্ধা করি॥ আশীর্ব্বাদ করি বলে শুন নৃপবর অলেখা অপার ধন লই যাও ঘর॥ চারি অংশের এক অংশ মোরে কর দান। সমুদ্র সঙ্কট পন্থে লইয়া কল্যান॥ দান হন্তে বিঘ্ননাশ কির্ত্তি মহি পরে। অন্তকালে পাপ হরে স্বর্গ অনুসারে॥ দৈত্য সত্য দুই ভাই জানিও নিশ্চয় দৈত্য না থাকিলে সত্য কিবা ফল হয়॥ এক দিলে দশ পায় সেই পুন্য ফলে। দাতা জন নিধনী না হয় কোন কালে॥ দুঃখ খণ্ডি সুখ পায় দানের সন্তোষে। মুল নিষ্ক-ণ্টকে রহে পুণ্য পায় লাভে॥ দান হন্তে কর্ণ বীর পাইল দুই কুল। কারুণ সঞ্চিত করি হারাইল মুল॥ ধন সাঞ্চি সেই জনে দান নাহি করে। ভণ্ডে নাশ হয় অগ্নি সলীল ভিতরে॥ এত শুনি ক্রোধে বলে রত্নসেন রাজ। ব্রাহ্মণ ভিখারী তোর ধনে কোন কাজ॥ নৃপতি হইয়া যদি না সঞ্চয় ধন। কোন মতে পালিবেক কোটী কোটী জন॥ দ্রব্য হতে গর্ব্ব বহে সংসার মাঝার। ধনহতে যেই ইচ্ছা পারে করিবার॥ ধনহীন জনের জীবন অকারণ॥ কি কর্ম্ম করিতে পারে না থাকিলে ধন॥ ধন হতে অকুলীন হয় কুল ছত্র। সংসারে মহত্ত রহে বিজয় সর্ব্বত্র॥ সঙ্কট তারণ ধন সেই সুখ রস। মনুষ্যকে কি বলিব দেব হয় বশ॥ ধন বন্ত জনের পুজয় সর্ব জন। নিধন দেখিলে কেহ না পুছে বচন॥ ধনের প্রতাপে নিত্য সেবা করে পর। নিধনির পুত্র দারা নাকরে আদর॥প্রাণপণ করি নিত্য ধন সঞ্চারের।

প্রাণের দুর্লভ ধন কেবা দেয় কার ॥ সৈন্য সেনা কতেক পালিবে জান ধনে। ধন হতে তুষ্ট হই গৃহে পরিজনে ॥ ধনের কারণে হয় বড় সে কিঙ্কর। ধন হতে চলাচল সংসারের নর ॥ শাস্ত্র নিতি ভিক্ষা করি খাইবে ব্রাহ্মণ। ধনে কার্য্য নহে যদি মাগ কি কারণ ॥ পাইলে দিনের ভিক্ষা কৃতার্থ ব্রাহ্মণ। নৃপ ধন অংশ মাগ উন্মত্ত লক্ষণ ॥ ব্রাহ্মণে বলয়ে লোভ করি অতিশয়। যে পুনি সঞ্চয় ধন কাজে না আসয় ॥ মহাজন হইলে সঞ্চিব যেই মত। দান ধর্ম্ম শত কর্ম্ম করিবে তেমত ॥ সৎকর্ম্ম নাকরি সঞ্চয় অ.ত পাপ। পেটারির মাঝে যেন পোষে কাল সাপ ॥ বিস্তর সঞ্চিত পরে বিস্তর জঞ্জাল। সংসারে বিপনি নাম অন্তে নাহি ভাল ॥ এতেক বলিয়া হৈল আলোপ ব্রাহ্মণ। বহিত্র চড়িয়া নৃপ করিল গমন ॥ মহাদাতা রত্নসেন জগতে বিদিত। সুবায় পাইয়া নৌকা চলিল ত্বরিত ॥ আর দিন আচম্বিতে হেন বায়ু বৃষ্টী। প্রলয়ের কালে যেন সংহারয়ে সৃষ্টী ॥ খরতর বহে বারি বৃষ্টী অতিশয়। মহা অন্ধকার নাহি দিক পরিচয় ॥ পর্ব্বত প্রমান ঢেউ আসিয়া প্রবলে। আকাশে তুলিয়া নৌকা নামায় পাতালে ॥ নৌকা২ লাগি কত খণ্ড২ হৈল। ছত্রাকার হই কতো নানা দিকে গেল ॥ নৃপতি চড়ন ডিঙ্গা অতি সুগঠন। সেই মাত্র লহর সহিল কতক্ষণ ॥ তখনে রাক্ষস এক অতি ভয়ঙ্কর। জলাহার করে বিভীষণ অনুচর ॥ হস্তীর ভুসণ্ড জিনি নিশা দিব্য অতি। নিস্বরিছে দন্ত যেন কুষ্মাণ্ডের পাতি ॥ সুর্য্য সম দুই চক্ষু লম্বিত শ্রবণ। শরীরের লোম সব জিনি নসাবন ॥ তাল বৃক্ষ সম দীর্ঘ হস্তপদ তার। তনুকান্তি দেখি যেন নিশির আকার ॥

নৃপতির ডিঙ্গা দেখি হরিষ অপার। মনে ভাবে বিধি আনি দিলেক আহার ॥ যতেক মনুষ্য কত খাব কত নিব। পদ্মিনি সুন্দরী বিভীষণে ডালি দিব ॥ সীতারে পাইয়া যেন হরিষ রাবণ। ততোধিক আনন্দ হইব বিভীষণ ॥ নৃপতি করিব মোরে বহুল আদর। এতেক ভাবিয়া মনে আইল নিশাচর ॥ দেখিয়া ডিঙ্গার লোকে রাক্ষস নিকট। মনেভাবে হৈল থিক সঙ্কটে সঙ্কট ॥ সাহস করিয়া নৃপ বলে গোলা মার। শুনি করযোড়ে যক্ষে বলে পরিহার ॥ মেঘের গর্জ্জন প্রায় বলে উচ্চৈশ্বরে। শত্রু জন নহি আমি না মার আমারে ॥ পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ নরপতি। তাহার কিঙ্কর আমি শুন মহামতী ॥ তুমিহ ধার্ম্মিক বড় জম্বুদ্বীপ মাঝ। ধার্ম্মিকে২ ইষ্ট শুন মহারাজ ॥ রামচন্দ্র সম তুমি বিভীষণ মিত। তেকারণে সঙ্কটে করিতে আইল হিত ॥ লহরে ফেলিল ডিঙ্গা দুস্তর সাগরে। সেই পন্থে যাইবা রহিল অতি২ দুরে ॥ তেকারণে করিব তোমার উপকার। সে বন্দরে তুলি দিতে মোর অঙ্গীকার ॥ কিন্তু মোরে ত্বরিতে করহ কিছু দান। তুষ্ট মনে করি সেবা লইব কল্যাণ ॥ নৃপ বলে ঘাটেঅগে নৌকা লই যাও। তোমারে প্রসাদ দিব যত ধন চাও ॥ তোমার নৃপতি যে ধর্ম্মিক বিভীষণ। তাহার নিমিত্তে দিব অমুল্য রতন ॥ তোমার নৃপতির স্থানে মান্য পাবে তুমি। তোমার সঙ্গে ইষ্টতা করিব জান আমি ॥ এই বাক্য শুনিয়া কপটী নিশাচর। চলিল বহিত্র লই গমন সত্বর ॥ সমুদ্রের মধ্যে যথা জল মহা পাক। অতি বেগে ফিরে যেন কুম্ভকার চাক ॥ সেই পাকে নিয়া ডিঙ্গা ফেলিল সত্বর। অত্যন্ত হরিষ হই

নাচে নিশাচর ॥ বলে মোর হস্ত হতে আর যাবে কোথা । সকল খাইব আজু নাহিক অন্যথা ॥ নৃপতী বুঝিল জীব-নের আশ নাই । ভক্তি ভাবে এক চিত্তে স্মরিল গোসাই ॥ আয় প্রভু নিরাঞ্জন তুমি দীনবন্ধু । তোমারে স্মরণ কৈলে তরে ভবসিন্ধু ॥ দোষ ক্ষেমি পাপ হতে করহ উদ্ধার । তুমি বিনে ত্রিভূবনে কেবা আছে আর ॥ কৃপাময় নাম তুমি এক নিরাঞ্জন । সঙ্কটে তরাও নাথ লইনু স্মরণ ॥ সঙ্কট সময়ে যেবা স্মরে করতার । অবশ্য তাঁহারে প্রভু করয় উদ্ধার ॥ হেনকালে এক মহা পক্ষীরাজ বর । আহার নিমিত্তে ভ্রমে সমুদ্র উপর ॥ রাক্ষসেরে অতি পুষ্ট দেখিয়া হরষে । নখে ধরি চুঞ্চে লই উড়িল আকাশে ॥ তাহার পাখার বায় অতি খরতর । পাক হন্তে নিলা ডিঙ্গা উজান অন্তর ॥ সমুদ্র নৃপতি দান মাগি না পাইল । সেই কোপে নৃপতি যে অসন্তোষ হৈল ॥ দেখিল বহিদ্র না ভাঙ্গিল পাখ বায় । সমুদ্র হইল চর তাহার সহায় ॥ সেই ঢেউ লাগি ডিঙ্গা হইল খান২ । ডুবিল সকল লোক হারাইল প্রাণ ॥ যখনে চলিল নৃপ বুদ্ধিতে আকলি । মহা এক মাঞ্জস লইল নায়ে তুলি ॥ পঞ্চ ছয় জনের তাহাতে ভার সয় । যাবত না ভাঙ্গে কদাচিত তল নয় ॥ কুম্ভপৃষ্ঠ প্রায় তার উপরের কাট । তার চারি পাশে লাগাইছে চারি পাট ॥ লহরের জল যদি উপরে পড়য় । রুন্দা পুস্থ দিয়া ততক্ষণে নিশ্ব-রয় ॥ রহিধার লক্ষ আছে কাটেত ধরিয়া । পদ্মাবতী দিলে নৃপ তাহাতে তুলিয়া ॥ আর চারি মৈহ সখি পরম বেথিত । ধরি২ নৃপ তারে তুলিল ত্বরীত ॥ আর এক সখী ধরী তুল তে সত্তর । লহরে মারিয়া কন্যা মাঞ্জস তান্ত র

আর এক পাট ধরি নৃপতি ভাসিল। উদ্দেশ নাহিক কারো কোন দিগে নিল ॥ চারি সখি কন্যা সঙ্গে মনে ত্রাস পায়্যা। রহিল শিকল ধরি মহাশ্চিত হৈয়া ॥ ভাসিতে ভাসিতে কন্যা সমুদ্রের তীরে। কুলে লাগাইল নিয়া প্রবল লহরে ॥ জোয়ারে লাগিল তীরে পড়ে গেল ভাটি। সেই স্থানে রহিল মাঞ্জস পাই মাটি ॥

পদ্মাবতীকে সমুদ্র কন্যা লই যায় ও পদ্মাবতী
চৈতন্য পাইয়া রত্নসেনের
জন্যে বিলাপ করে।

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

কন্যারে ফেলিল যথা জলের মাঝারে তথা, দিব্য পুরী সমুদ্র রাজার। অতি মনোহর দেশ, নাহি তথা দুঃখ ক্লেশ, সত্য ধর্ম্ম সদত প্রচার ॥ সমুদ্র নৃপতি সুতা, পদ্মা নামে গুণ যুতা, সিন্ধু তীরে দেখি দিব্য স্থান। উপরে পর্ব্বত এক, ফল ফুলে অতি রেক, তারূপরে রচিছে উদ্যান ॥ নানা পুষ্প মনোহর, সুগন্ধি সৌরভ তর, নানা ফল বৃক্ষ সু-লক্ষণ। তাহাতে বিচিত্র টুঙ্গি, হেম রত্ন নানা রঙ্গি, তথা কন্যা থাকে সর্ব্বক্ষণ ॥ পিতৃ পুরে ছিল নিশি, নানা রূপে কেলি হাসি, যদি হৈল সময় প্রাতোস সখিগণ করি সঙ্গে, আসিতে উদ্যান রঙ্গে, সিন্ধু তীরে দেখিল মাঞ্জস ॥ মনেতে কৌতুক বাসি, তুরিত গমনে আসি, দেখি চারি সখি চারী ভিত। মধ্যেতে সে কন্যা খানি, রূপে রতি রম্ভা জিনি, নিপাতিত চৈতন্য হরিত ॥ দেখিয়া রূপের কলা, বিস্মিত হইল বালা, অনুমান করে নিজ

জিতে। ইন্দ্রপাশে বিদ্যা ধরি, কিবা ভ্রষ্ট স্বর্গ নারী, অচৈতন্য পড়িছে ভূমিতে॥ বেকত দেখিয়া আঁখি, তীতল বসন সাক্ষী, বিস্তরিত হৈছে কেশ ভেদ। বুঝিল সমুদ্র নায়, ভাঙ্গিল প্রবল বায়, মোহিত পাইয়া সিন্ধু ক্লেশ॥ চিত্রের পুতলি সমা, নিপতীত অনুরমা, কিঞ্চিৎ আছয় মাত্র শ্বাস। অতি স্নেহ ভাবি মনে, বলে পক্ষ ততেক্ষণে, বিধি মোরে না করো নৈরাশ॥ পিতার পুন্যের ফলে, আমার ভাগ্যের বলে, দীর্ঘ হৌক কন্যার জীবন। চিকিৎসিমু প্রাণপণে, কৃপা কর নিরাঞ্জনে, দুখিনীরে করিয়া স্মরণ॥ সখীগণে আজ্ঞা দিল, উদ্যানের মধ্যে নিল, পঞ্চ জনে বসনে ঢাকিয়া। অগ্নি জ্বালী সেকে গাও, কেহ শীরে কেহ পাওঁ, তন্ত্রে মন্ত্রে মহৌষধী দিয়া॥ দণ্ড চারী এই মতে, বহু যত্নে চিকিৎসিতে, পঞ্চ কন্যা পাইল চেতন শ্রীযুত মাগন গুণী, মোহন্ত আরতি শুনি, হীন আলা-ওলে সুরচন॥ সুখ অবশেষে দুঃখ, দুঃখ অবশেষে সুখ, বিধি বসে আছয় নিকট। যারে বিধী রক্ষা করে, কে তারে মারিতে পারে, তীলে তরে সহস্র সঙ্কট॥

রাগ করুণা ভাটিয়াল জমক ছন্দ।

চারি দিগে চাহে কন্যা পাইয়া চেতন। পাশে না দেখিয়া সতী নিজ সখীগণ॥ চন্দ্র প্রভা বিজয় কুহীন বিদ্যমালা॥ চারি সখী দেখে আর সব ভিন্ন মেলা॥ স্বামীর বিরোধী দুঃখ অনলে জ্বলিয়া। দহীতে লাগিল চিত্ত হৃদে প্রবেশীয়া॥ দুই হাতে হিয়া কুটি কান্দে উভ-রায় শেল ছিটী শীর ধুলি আছারয় গায়॥ নাহি পতি

কোন গতি শুন সখীগণ। স্থান স্থিতি নাহি দেখি অন্যের ভুবন॥ আহা প্রভু কোথা গেল আমাকে ছাড়িয়া। বীর হৈয়া নিজ নারি দুঃখেতে ত্যাগিয়া॥ তেজিয়া বান্ধব সব মাও বাপ পুরি। তোমা সঙ্গে দুঃখিনী আলিস একাশ্বরি॥ কি দোষ পাপিনী কৈল কমল চরণে। আমা পরিহরি প্রভু গেলা তেকারণে॥ পুর্ণ বস্ত দেখি তোমা রাখিল সাগরে। পাপিনা দেখিয়া সিন্ধু না চাহিল মোরে॥ হেনচন্দ্র মুখ কোন মতে পাশরিব। মৃত্যুর উপায় নাহি কেমনে মরিব॥ আহারে দারুণ বীধি নিদয়া হৃদয়। কিঞ্চিৎ নাহিক তোমা আমার সদয়॥ আহারে দারুণ কর্ম্ম দুঃখের যে ফল। আহারে দারুণ জন্ম জীবন বিফল॥ আহারে প্রাণের নাথ প্রেমের আবেসি। আহারে সুন্দর মুখ জিনি পুর্ণ শশী॥ আহারে সুন্দর অঙ্গ কাম অবতার। আহারে কমল হাঁসি মধুর সঞ্চার॥ আহারে দারুণ বীধি কেন হৈলা বৈরি। আহারে কি হবে পুণ্য নারি বধকরি॥ আহারে কেমন শাস্ত্র নারি বধধর্ম্ম। আহারে কেমন জ্ঞানে করে হেন কর্ম্ম॥ আহা বিধি কেন হেন কৈল্যা বিড়ম্বন। আহা কণ্টে কেন রহে দারুণ জীবন॥ আহারে যৌবন মোর পুর্ণ অকুশল। আহা কর্ম্ম ফল মোর পুণ্য অমঙ্গল॥ আহারে পারণ মোর হবে কোন গতি। আহারে দারুণ দুষ্ক পাপিষ্ট দুর্ম্মতি॥ কি কল্লি২ মোর প্রাণকাড়ি নিয়া কি কল্লি কি কল্লি মোর সাগর হইয়া॥ কি কল্লি২ মোর প্রাণের দুর্লভ। কি কল্লি২ মোর প্রাণের বান্ধব॥ কি কল্লি২ মোর রত্ন হরি নিয়া। কি কল্লি২ দুষ্ট নিদারুণ হৈয়া॥ কি কল্লি২ মোর অমুল্য রতন। কি কল্লি২ মোর জীবের জীবন॥ কি

কলি কি কলি মোর জনমের আশ। কি কলি২ মোর চিত্ত অভিলাস॥ কি কলি২ মোর মদন রঞ্জক। কি কলি২ মোর আপদ নাশক॥ কি কলি২ মোর ক্ষুধার ভোজন। কি কলি২ মোর তৃষ্ণার জীবন॥ কি কলি২ মোর গ্রীষ্মের বাও। কি কলি২ মোর বরিষার নাও॥ কি কলি২ মোর শীতের দোসর। কি কলি২ মোর বসন্ত ঈশ্বর॥ কি কলি২ মোর তিমীরের শশী। কি কলি২ মোর কৌতুকের নিশী॥ কি কলি২ মোর দিনের দিনেস। কি কলি২ মোর মনের আবেশ॥ কি কলি২ মোর কর্ণের কুণ্ডলী। কি কলি২ মোর নয়ান পুতলী॥ কি কলি২ মোর জনম উল্লাস। কি কলি২ মোর হাস্য পরিহাস॥ সমুদ্র কন্যার কাছে ক্ষেনে ক্ষেনে যায়। বিলাপ করয় ধরি বলে হায় হায়॥ পলে দণ্ডে বুকে মুণ্ডে হানে মুষ্ট ঘায়। কোথা গেল২ বলে সর্ব্বথায়॥ কোথা গেল কোথা গেল মোর প্রাণ পতি। কোথা গেল২ কাহার সঙ্গতী॥ কোথা গেল২ আমা উপেক্ষিয়া। কোথা গেল২ মোর প্রাণ লৈয়া॥ কোথা গেল২ কে জানে উদ্দেশ। কোথা গেল২ গেল কোন দেশ॥ কোথা গেল২ নিল কোন চোরে। কোথা গেল২ বিসর্জ্জিয়া মোরে॥ কোথা গেল২ আমা পরিহরি। কোথা গেল২ কেবা নিল ধরি॥ কোথা গেল২ বলি কুটে হিয়া। কোথা গেল২ কে দিবে আনিয়া॥ কোথা গেল২ গেল কার পুরী। কোথা গেল২ নারী বধ করি॥ কোথা গেল২ মোর প্রাণধন। কোথা গেল২ জীবের জীবন॥ কোথা গেল২ কি হৈল না জানি। কোথা গেল২ বার্ত্তা দেও আনি॥ কোথা গেল২ কেবা নিল তাকে। কোথা গেল২ কে কহিবে মোকে॥ কোথা গেল২ বার্ত্তা

স্থানে কোনে। কোথা গেল২ কিসের কারনে॥ কোথা গেল২ কে কহিবে কথা। কোথা গেল২ আমি যাব তথা॥ কোথা গেল২ কে দেখাই দিবে॥ কোথা গেল২ কে তথাতে নিবে॥ কোথা গেল২ কহ দেখি সই। কোথা গেল২ মোকে দেও কই॥ কোথা গেল২ দেও উদ্দেশিয়া। কোথা গেল২ মোকে দেও নিয়া॥ কোথা গেল২ দেও উপদেশ। কোথা গেল২ কোথা সেই দেশ॥ কোথা গেল২ কহ সত্য কথা। কোথা গেল২ খাও মোর মাথা॥ কোথা গেল২ কে মোকে কহিব। কোথা গেল২ তথাতে যাইব॥ কি হৈল২ মোর প্রাণধন পতি। কি হৈল২ মোর নয়নের জ্যোতী॥ কি হৈল২ মোর কি হৈল প্রমাদ। কি হৈল২ মোর মরমের সাদ॥ কি হৈল২ মোর অন্নের ব্যঞ্জন। কি হৈল২ মোর ব্যঞ্জন লবণ॥ কি হৈল২ মোর সিন্ধি স্থির ধারা। কি হৈল২ মোর গৌরব সকরা॥ কি হৈল২ মোর আয়ুর সঞ্চিত। কি হৈল২ মোর মনের বাঞ্চিত॥ কি হৈল২ মোর মরম ব্যথিত। কি হৈল২ মোর বাঞ্ছা লোক হিত॥ কি হৈল২ মোর দুই লোক স্বর্গ। কি হৈল২ মোর বল বুদ্ধিবর্গ॥ কি হৈল২ মোর চিত্ত অভিলাষ। কি হৈল২ মোর চন্দ্র মুখ হাস॥ কি হৈল২ মোর নাশার পবন॥ কি হৈল২ মোর শ্রুতির শ্রবণ॥ কি হৈল২ মোর দুই লোক বন্ধু॥ কি হৈল২ মোর আনন্দের সিন্দু॥ কি হৈল২ মোর নষ্ট উদ্ধারক। কি হৈল২ মোর কষ্ট সুসারক॥ কি হৈল২ মোর মধু মাস ঋতু। কি হৈল২ মোর মন প্রভা হেতু কি হৈল২ মোর জীবনের প্রভা। কি হৈল২ মোর যৌবনের শোভা॥ হেন মতে পদ্মাবতী কান্দে বিনাইয়া। চারি

সখী কান্দে তেন মিনতি করিয়া ॥ দুঃখের কান্দনে হয় পাষাণ বিদার। সমুদ্র দুহিতা কান্দে কান্দনে তাহার ॥ ব্যথিত হৃদয় কান্দে সব সখীগণে। সমুদ্র দুহিতা আসি ধরিলা আপনে ॥ সবে মিলি ধরিয়া তুলিল পঞ্চজন। সান্তাইয়া প্রিয় বাক্যে পুছিলা কারন ॥ না কান্দ না কান্দ কন্যা স্থির কর মন। শরীর বিদরে শুনি তোমার কান্দন করতার যেই করে সেই মাত্র হয়। বুদ্ধিবন্ত জনে তাতে ক্ষমা আচরয় ॥ যতেক রহস্য কথা কই আপনার। মোর মন বাঞ্ছিত তোমার উপকার ॥ কি নাম তোমা তুমি কাহার দুহিতা। কোন হেতু এথা আইলা কাহার বনিতা আপনা বৃত্তান্ত মোরে কহ সত্য করি। উপকার করিব তোমার যত পারি ॥ কন্যা বলে এক দ্বীপ সিংহল নগর। নৃপতি গন্ধর্ব্বসেন তথা নরেশ্বর ॥ তান কন্যা আমি পদ্মাবতী অভাগিনী ॥ জম্বুদ্বীপ রাজা রত্নসেন নৃপমণি ॥ শুক মুখে মোর বার্ত্তা শুনি নৃপবর। যোগী বেশ ধরি আইল সিংহল নগর ॥ পুর্ব্ব তপস্যার ফলে পাই হেন বর বৎসরেক মহা সুখে ছিল পিতৃ ঘর ॥ পক্ষী মুখে শুনিয়া দেশের বিবরণ। আমা লৈয়া নিজ দেশে করিল গমন ॥ হয় হস্তী হেমরত্ন শত সংখ্যা নাও। ভরিয়া চলিল পন্থে বহিল সুবাও ॥ লহরে মারিয়া সব ছত্রকার কৈল। নির্ণয় না জানি কারে কোন দিকে নিল ॥ নৃপতি চড়ন ডিঙ্গা ভাঙ্গিতে তরঙ্গ। মাঞ্জসে তুলিল মোরে চারি সখী সঙ্গ ॥ আর এক সখীরে তুলিল নৃপবর। লহরে মারিয়া কৈল মাঞ্জস অন্তর ॥ এক পাটে ধরিয়া ভাসিল নরপতি। কিবা মরে কিবা জীয়ে না জানি কি গতি ॥ দু সহস্র সখী মোর

প্রাণের ব্যথিত। ষোলশত রাজ সুত আছিল সহিত ॥
এক বারে সকল মরিল সিন্ধু নীরে। কি লাগি রাখিল
প্রভু আমি অভাগীরে ॥ বজ্র হস্তে দর অতি হৃদয় আমার
এমত দারুণ দুঃখে না হয় বিদার ॥ কি লাগিয়া পাপীষ্ঠেরে
মারিতে না দিলা। পাইতে আজন্ম দুঃখ যত্নে জিলাইলা
এবে এই দান মাগী তোমার চরণে। মোর মন শান্ত নহে
বেগর মরণে ॥ বিষ দান দেও মোরে প্রাণ করি শুন্য।
মোর বাঞ্ছা পুরাও পাইবা মহা পুণ্য ॥ সেই মহাদাতা সেই
দেয় মন ইচ্ছা। আন মনে বিষ্ঠা দান পুরে মন বাঞ্ছা ॥
নিদারুণ বিধি দিল দুঃখের একান্ত। মরণ উপায় দিয়া মন
কর শান্ত ॥ শুনিয়া সমুদ্র সুতা সজল নয়নে। সান্ত্বাইয়া
কহে কথা মধুর বচনে ॥ মোর নাম পদ্মাবতী তুমি মোর
সই। চিত্ত স্থির কর তুমি উপদেশ কই ॥ স্বামী তোর নাহি
মরে জানিল কারণ। চন্দ্রিমা জিনিয়া দেখি উজ্জ্বল বদন ॥
আয়াস্তি লক্ষণ তোর শরীর প্রকটে। ধুইল সিন্দুর জলে
বর্ণ নাহি টুটে ॥ মৃদু তনু বালা তুমি আছ স্ব জীবন।
কৃষ্ণ তনু পুরুষের না হৈছে নিধন ॥ এই সমুদ্রেতে
মোর পিতা অধিকারী। সাগরেতে যত কর্ম্ম করিবারে
পারি ॥ বাপের চরণ ধরি যতনে কহিব। যথা থাকে
স্বামী তোর আনি মিলাইব ॥ যদি জীববন্ত থাকে সে
স্বামী পাইবা। মৈলেও স্বামীর সঙ্গে সহ মৃত্যু যাইবা ॥
দেখিতে তোমার ভিতে দহে মোর প্রাণ। সহমৃত্যু প্রভু
ভাবি হইব কল্যান ॥ পিতা পাশে যাই আমি স্থির কর
মন। মোর দিব্য লাগে সই না কর কান্দন ॥ এবলিয়া কন্যা
সান্ত্বাইয়া সিন্ধুবালা চলিল পিতার কাছে গমন চঞ্চলা ॥

সমুদ্র কন্যা বাপের নিকট পদ্মাবতীর সংবাদ জানাইয়া রত্নসেনকে তত্ত্ব করিয়া আনাইতে নিবেদন করে।

কন্যার নিকটে বালা রাখি সখীগণ। বাপের সম্মুখে গেল সজল নয়ন॥ অশ্রু মুখি কন্যা দেখি সমুদ্র নৃপতি। পুছিল মধুর বাক্যে স্নেহ করি অতি॥ কাহার পরাণ তোমা কি করিতে পারে। কি দুঃখ পাইছ মনে কহ মাও মোরে॥ কন্যা বলে তোমার প্রসাদে মহারাজ। কেবা কি বলিব হেন আছে ক্ষিতি মাঝ॥ কিন্তু আজ প্রভাতে উদ্যানে রঙ্গে যেতে। সিন্ধু তীরে মাঞ্জস দেখিনু আচম্বিতে॥ নিকটে দেখিল গিয়া কন্যা পঞ্চ জনি। এক কন্যা তার মাঝে ত্রৈলোক্য মোহিনী॥ লহরে ফেলিল করি জীবনে নৈরাশ। মহশ্চিত শরীর কিঞ্চিৎ আছে শ্বাস॥ তার দুঃখ অনলে দহিল মোরমন। চেতন করিল বহু করিয়া যতন। চৈতন্য পাইয়া কন্যা হইল অস্থির। তনু আছাড়িয়া বালা বহে আখি নীর॥ তাহার কারণে মোর অন্তর জ্বলিল। বহু যত্নে সান্তাইয়া রহস্য পুছিল॥ পদ্মাবতী মুখে যত শুনিল বৃত্তান্ত। পিতৃ আগে সুন্দরী কহিল আদি অন্ত॥ মরিবার হেতু মোরে করে পরার্থনা। তারে সান্তাইয়া আইনু তোমার চরণ॥ কন্যা বলে মোরে যদি থাকে তব মনে। আনিয়া তাহার স্বামী মিলাপ আপনে॥ স্বামী না পাইলে বালা মরিব সত্বরে। রহিব তাহার বধ আমার উপরে॥ তাহার আমার বাপ হয় এক নাম। সত্য কৈল তাহার পুরিতে মনস্কাম॥ তার দুঃখ দেখি মোর দুঃখ অতিশয়। তাহার মরণে আমি মরিব নিশ্চয়॥ আশা দিয়া না পুরিলে

হয় সত্য ভ্রষ্ট। নিস্ফল জীবন তার সত্য হৈলে নষ্ট॥ এ বলিয়া ধরিলেক বাপের চরণ। কান্দি২ বিস্তর করিল পেরার্থন॥ মধুর বচনে নৃপ কন্যা সন্তাইয়া। রত্নসেন নাহি মরে কহিল হাসিয়া॥ দ্রব্য দেখি গর্ব্ব কৈল চিতওর নাথে। বিঘ্ন নাশ হৈতে দান মাগিল তাহাতে॥ তথাপিও না বুঝিল মনের ভরমে। কেবা খণ্ডাইতে পারে যে আছে করমে॥ বিলম্বে ফলয় দুঃখ কৈলে অপকর্ম্ম। তথা মাত্র ফলে কৈল্য পণ্ডিতে অধর্ম্ম॥ নির্ব্বন্ধ পুরিল আসি মৈল সর্ব্ব জন। ছয় জন না মরিল আউর কারণ॥ চারি সখি সঙ্গে কন্যা রাখ সান্তাইয়া। যথা আছে রত্নসেন আমি আনি গিয়া॥ কন্যারে এমত বলি সমুদ্রের পতি। রত্নসেন আনিতে চলিল শীঘ্রগতি॥ পুনি উদ্যানেতে বালা চলিল সত্বরে॥ পিতার সংবাদ কহি সান্তায় কন্যারে॥ কহে হীন আলাওলে শুনলো যুবতী। কন্যাকে কন্যায় তোষে পাই প্রাণ পতি॥

রাগ দুঃখিনী ভাটীয়াল জমক ছন্দ॥

ভাসিতে ভাসিতে রত্নসেন এক ঘাটে। লহর প্রবলে নিয়া লাগাইল তটে॥ সমুদ্রেতে ক্লেশ অতি হিমের কারণ। সুর্য্যের কিরণ তাপে পাইল চেতন॥ চারি ভিতে দেখে নৃপ কেহ নাহি সাতে। যত্নে সন্তোরিল দ্রব্য না রহিল হাতে॥ কোথা গেল রত্ন মণি সুবর্ণ ভাণ্ডার। কোথা গেল হয় হস্তী বাহিনী অপার॥ কোথাতে কুমার গণ মোর হিতকারি। কোথা গেল সহচরি পদ্মিনি সুন্দরী॥ কোথা গেল বহিত্র কোথাতে গেল ধন। কোথা গেল কর্ণধার কোথা সৈন্যগণ॥ কাহাকে পুছিব বার্ত্তা কোথা পাবন্তর। কোথা যাব কোথা পাব এই ভাব মোর॥ কোথা গেল

পদ্মাবতী প্রাণের অধিক। যাহা বিনে ঘটে প্রাণী না রহে খানিক ॥ কোথা গেল দ্রব্য ধন কৈল্য যার গর্ব্ব। মোরহ করিয়া সে হারাইল সর্ব্ব॥ একেবারে সর্ব্বনাশ হইল আমার। রহিল দারুণ প্রাণ দুঃখ দেখিবার ॥ পশু পক্ষী নাহি বার্ত্তা কাহারে কহিব। উদ্দেশ নাহিক কিছু কোন পন্থে যাব ॥ আহা কৃপাময় বিধি কেন হেন কৈলা। প্রাণ হরি শূন্য তনু কি লাগি রাখিলা॥ মনেতে ভরম দিয়া কৈলা সর্ব্বনাশ। তুমি পুরাইতে পার নৈরাশের আশ ॥ তোমার দয়াল নাম ব্যাপিত জগতে। দুঃখ নাশি তুমি মাত্র পার সুখ দিতে ॥ আপনার মত্তগর্ব্বে আমি হৈল নাশ। তোমার কৃপাল নাম পাপীর কি আশ ॥ তোমার লীলায় হয় সুখ হতে দুঃখ। যদি চাহ দিতে পার দুঃখ হতে সুখ ॥ এই মতে কান্দি স্তুতি কৈল বারে বার। আঁখি নীরে হৈল সিন্ধু ভাটিতে জোয়ার॥ মরিল সমুদ্র নীরে প্রাণের ঈশ্বরী। আমার উচিত এই সিন্ধু তীরে মরি ॥ স্বামী নারী একত্রে সে না মৈলে মগদ। সমুদ্র উপরে গিয়া দিব মোর বধ॥ মৃত্যু ডরাইল বসি সমুদ্রের তীরে। দেহ ত্যাগিবারে নৃপ নাম্বিলেক নীরে ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ ভাটিয়াল।

তোমার কৃপার বলে, আপনার পাপ ফলে, মত্ত গর্ব্বে পাছে না চিন্তিলুম। এক্ষণে সঙ্কট ভেল, শমন নিকটে আইল, উদ্ধারহ কাতর হইলুম॥ প্রভু সে দয়াল হেন, অনাথে করে শরণ, তুমি প্রভু পরম কারণ। ভুলিয়া সংসার পাশে, বন্দি হৈল মায়া ফাঁসে, না ভজিল তোমার চরণ ॥ তুমি ত্রিভুবন সাই, তুমি বিনে গতি নাই, তরাও আপনা

নাম শুণে। তোমার ভরম কৈনু, আপনে আপনা খাইনু, তেকারণে লাগিল যে দশা। হীন আলাওলে ভণে, যদি ভাব দৃঢ় মনে, অবশ্য পুরিব মন আশা॥

সমুদ্রপতি রত্নসেনকে আনিয়া আপন কন্যাকে
সমর্পণ করে ও কন্যা পদ্মাবতীর রূপ
ধরিয়া রত্নসেনের নিকট
যাইবার বিবরণ।

রাগ জমক ছন্দ।

ভক্তি ভাবে এক চিতে করহ কামনা। জন্মান্তরে পাও যেন সুন্দর বদনা॥ এই বর মাগিতে ডুবিতে হৈল চিত। হেনকালে সমুদ্র হইল উপস্থিত॥ ধরিয়া ব্রাহ্মণ রূপ আইল নিরয়। বলিল নৃপতি কহি অবধান কর॥ তোমার শরীর পাশ খণ্ডিল এখন। পুনি আপ্ত ঘাত পাপ কর কি কারণ॥ আগে পদুত্তর তুমি দেও না আমারে। মরিতে চাহিলে কেহ রাখিতে না পারে॥ নৃপ বলে কি উত্তর দিব তোমা আগে। এ পাপ জীবন মোর অতি দুঃখ লাগে॥ জম্বুদ্বীপে চিতাওর ছিল নরপতি। সিংহলে নগরে গেল হই যোগী জাতি॥ পদ্মাবতী বিভা কৈল মনের কৌতুকে শত সংখ্যা ডিঙ্গা আমি পাইল যৌতুকে॥ হয় হস্তী হেম রত্ন যোটক অপার। ষোলশত নৃপ সুত সঙ্গে পরিবার॥ দু-সহস্র সখি মোর পরম সুন্দরী। প্রাণের দুর্লভ মোর পদ্মাবতী নারী॥ তিলেক সমুদ্র মাঝে ডুবিল সকল। একাশ্রর যৌবন জীবন কিবা ফল॥ ব্রাহ্মণে উত্তর দিল শুনহে রাজন। জ্ঞানবন্ত হই কেন না বুঝ কারণ॥ সবার ঈশ্বর এক আছে দয়াময়। কর্ম্ম অনুরূপে

ভোগ সংসার বিষয় ॥ সকল হরিয়া নিল বস্ত্র ছিল যায়। চিত্তেতে ভাবিয়া দেখ তুমি বা কাহার ॥ এ সব সঙ্কটে প্রভু তরায় তোমারে। তার স্তুতি না করিয়া চাহ মরিবারে ॥ পুরুষের আশব্য আজ্জিত ধন জন। কতবার আইসে যায় থাকিলে জীবন ॥ প্রাণ শেষ থাকিলে তাহার ধিক পাবে। আপ্ত ঘাতি হই কেনে মহাপাপী হবে ॥ নৃপ বলে সত্য পুরুষের কিবা হানি। যদি জীবন্ত থাকে পদ্মাবতী রাণী ॥ প্রাণ ধিক বিনে মোর প্রাণ কিবা কাম। দুয়ে থাকি জীবনের কটী পর নাম ॥ ব্রাহ্মণে কহিল শুন নৃপ শীরমণি। স্বজীবে আছয় তোর পদ্মাবতী রাণী ॥ চারি সখি সঙ্গে মোর কন্যার উদ্যানে। তোমার বিচ্ছেদে কন্যা না জীয়ে পরাণে ॥ তোমা নিতে আইল আমি শুন নরপতি। ত্বরিতে দিব নিয়া যথা পদ্মাবতী ॥ শুনিয়া পুলক অঙ্গ হরিষ অপার। সেই সিন্ধু হৈল যেন আনন্দ সাগর ॥ এক দৃষ্টে পদ্মাবতী নিরক্ষয় বাট। তিল মাত্রে নৃপ লই আইল সেই ঘাট ॥ বুঝিতে নৃপতি মর্ম্ম করিয়া চাতুরী। সমুদ্র দুহিতা পদ্মাবতী রূপ ধরি ॥ প্রভু প্রভু করি রামা আইল সমুখে। গমন ভঙ্গিমা নৃপ তেমত না দেখে ॥ কিঞ্চিৎ সন্দেহ মনে আইল তার পাশ। না পাইল পদ্মাবতী অঙ্গের সুবাস ॥ মুখ ফিরাইয়া নৃপ রহিল তখন। ছল করি সিন্ধু সুতা যুড়িল কান্দন ॥ তেজিয়া নায়ক ঘর মাও বাপ পুরি। তোমা সঙ্গে দুঃখিনী আইল একাশ্বরি পড়িনু সমুদ্র মাঝে না হৈল মরণ। তোমার কারণে ধিক ধিক পোড়ে মন ॥ বহুল প্রার্থনা করি পাইল তোমারে। কোন দোষে অসন্তোষ হইলা আমারে ॥ হেন কালে তুমি

যদি ফেরাও বদন। সাগরে পড়িয়া আমি মরিব এখন॥ নৃপ বলে সত্য নহে তুমি পদ্মাবতী। আসিতে দেখিল আমি নহে সেই গতি॥ তথাপিও ভরমে আসিল তোমা পাশ। সেই পুষ্প নাহি দেখি নাই সেই বাস॥ বচনপ্রকাশ মাত্র জানিল নিশ্চিতে। পরাঙ্গ না অঙ্গ পরসিব কোন মতে॥ তোমা কর তলে হয় মোর প্রাণ অন্ত। মিলাইয়া পদ্মাবতী প্রাণ কর শান্ত॥ তবে সিন্ধু সুতা হাসি বলিল বচন। বিচারে বুঝিল সত্য তুমি মহাজন॥

রত্নসেন পদ্মাবতীর মিলন ও সমুদ্র নৃপ
হইতে বিদায় লই দেশে গমন
করিবার বিবরণ।

এ বলিয়া নিজ রূপ ধরিয়া তুরিত। নৃপ লই গেল পদ্মাবতীর বিদিত॥ অম্বলের তলে থাকি সিতা পাই রাম। তেন মধ্যে সিদ্ধি পদ্মাবতী মনস্কাম॥ যেন দময়ন্তী পাইল নল পুনর্ব্বার। তাহার অধিক হৈল আনন্দ অপার॥ স্বামীর চরণে পড়ি কান্দে পদ্মাবতী। অতি শীঘ্র বুকে লাগাইল নরপতি॥ গলাগলি দুইজনে বিস্তর কান্দিলা। জলরূপে আঁখি পন্থে নিশ্বরিলা॥ চারি সখি সঙ্গে দোহা কান্দিল যতেক। সে সকল কথা কৈতে বাড়ে অতি রেক॥ প্রিয়া বাক্য কন্যা সম্ভাসিল নৃপ মণি। তুমি আমি রক্ষা পাইল কিছু নহে হানি॥ মর্ম্ম দয়া শীল আছি মক্ষ চারি সখি ৮
পাশরিল সব দুঃখ তাসবারে দেখি॥ সবে এবে এই দুঃখ মৈল কুমার সকল। কি করিতে পারি তাকে নির্ব্বন্ধ প্রবল॥ বিধি কৃপা হৈল চিতাওর যাই যবে। ততোধিক অশ্বর্য্য

পাইব পুনি তবে ॥ করহ প্রভুর স্তুতি হই এক মন। জীব বস্তু রাখি মিলাইল ছয় জন ॥ সমুদ্র দুহিতা প্রিয়া বাক্যে শান্তাইল। তুমি দুই মিলনে সমস্ত রক্ষা পাইল ॥ ত্রিভুবনে পতি নারি বিচ্ছেদ না হৌক। যদি হয় পুন রবি আসিয়া মিলৌক ॥ কায়া প্রাণ মধ্যে বিধি করয়ে বিচ্ছেদ। না হৈল না হৈত দাস ঈশ্বরের ভেদ ॥ সেই সে করিয়া ছার মারিয়া মিটায়। সেই সে জীয়ায় পুনি আনিয়া ভেটায় ॥ মনের বান্ধব মিত্র প্রভু দেক আনি। সম্পদ বিপদে কিবা লোভ আর হানি ॥ ছয় জন বাসা দিল বিচিত্র মন্দিরে। ভক্ষনা ভোজনা রাজনীতি উপহারে ॥ নানা বর্ণ সুসৌরভ বিচিত্র অম্বর। পুরি পুর্ণ থুইল আনি মন্দির ভিতর ॥ এক শত সখি তথা দিলেক সুন্দরি। নৃপ কন্যা আগে কহে ভক্তি স্তুতি করি ॥ আপনার গৃহহেন মনেত ভাবিয়া। যেই মনে শ্রদ্ধা কর ইঙ্গিতে কহিয়া ॥ পুন্য ফলে পাইল আমি তোমা দরশণ। ভিন্ন না ভাবিও আমি তোমা পরিজন ॥ নৃপ বলে মৃত্যু দেহে তুমি দিলা প্রাণ। তোমার প্রসাদে হৈল সর্ব্বত্রে কল্যান ॥ তুমি কন্যা হেন ঘোরসঙ্কট উদ্ধার। এই জন্মে তোমার সুধিতে নারি ধার ॥ তোমার কার্য্যেতে যদি লাগে মোর প্রাণ। তথাপি সমান নহে কি বলিব আন ॥ তুমি সত্য ভগ্নি নরপতি মোর পিতা। মোর দোষ ক্ষেমিতে কহিও সুচরিতা ॥ আপনার প্রতিফল পাইল আপনে। কহিও নৃপতি মোরে তুষ্ট হৌক মোনে ॥ তাহার সাক্ষাতে লাজে না নিস্বরে বানি। আমাকে ক্ষেমিতে ভগ্নি কহিবা আপনি ॥ প্রাণ দান দিয়া পুরাইল মন তাস। দেশেতে যাইতে মনে বড় অভিলাষ ॥ আপনে কহিবা

ভগ্নি পিতার সাক্ষাতে। দেশে যাইতে উপায় করুক সিন্ধু নাথে ॥ ঈষ্য ঈষ্য হাসিয়া কন্যা দিল প্রত্যুত্তর। দেশে যাইতে চিন্তা কেন কর নৃপবর ॥ সমুদ্রের কেলেশ হৈলে নির্ব্বল শরীর। দিন কত সুস্থ এথা হও মহাবীর ॥ নায় করি তুলি দিব যথা জগন্নাথ। দিন কত রঙ্গে থাকি পদ্মাবতী সাত ॥ এ বলিয়া কন্যা গেল সমুদ্র মাঝারে। কহিল সকল কথা পিতার গোচরে ॥ মহা সুখে তথা আছে চিত্তা ওর পতি। সর্ব্ব দুঃখ পাসরিল পাই পদ্মাবতী ॥ প্রভাতে উদ্যানে আইল সমুদ্রের বালা। পদ্মাবতী সঙ্গে রঙ্গে খেলে নানা খেলা ॥ দুই জন মধ্যে অতি বাড়িল পিরীত। এক নামে দুইসই হৈল এক চিত ॥ সমুদ্রের পতি অতি গৌরব করিয়া। নিত্য নিত্য আইসে যায় নৃপ সম্বোধিয়া ॥ মনুষ্য-শরীরে যাইতে নারে সিন্ধু জলে। সিন্ধু নাথে আসিয়া বোলায় কৌতুহলে ॥ এই মতে একমাস তথাতে আছিল। আর দিন রত্নসেন বিদায় মাঙ্গিল ॥ এক নৌকা ভরি হেন রত্ন বহুতর। নানা বর্ণ বিচিত্র বসন মনোহর ॥ আর পঞ্চ রত্ন দিল দ্বিপ সমতুল। এক২ রত্ন ধরে এক রাজ্য মুল ॥ দশ জোন মনুষ্য দিলেক নর নাথে। শীঘ্র করি তুলি দিতে লিয়া জগন্নাথে ॥ সমুদ্র রাজারেনৃপ করিয়া ভকতি। হরষিতে নৌকাতে চড়িল নরপতি ॥ গলা গলি দুই সই কান্দিল বিস্তর। পদ্মাবতী উঠিলেক নৌকার উপর ॥ সমস্ত রজনী নৌকা বাহি কুতুহলে। ছয়জনে তুলি দিল জগন্নাথ কুলে ॥ এক গৃহ পাইয়া রহিল নরনাথ। রত্ন ভাঙ্গাইয়া বহু তঙ্কা কৈল হাত ॥ হয় হস্তী কিনিয়া করিল বহু সৈন্য। দেখিয়া সকল লোকে বলে ধন্য ধন্য ॥ রত্ন

সেন আইল শুনিয়া সর্ব্বজন। আসিয়া মিলিল চতুর্দ্দিগে নৃপগণ॥ বহুল মাতঙ্গ সাজি সৈন্য বহুতর। চিতাওরে হরিষে চলিল নৃপবর॥ পথে নৃপগণ সবে মিলিল আসিয়া। হস্তি ঘোড়া নানা অস্ত্র নানা ডালি লৈয়া॥ চিতাওর নিকটে খাড়া হইল আসি যবে। আগু বাড়ি নিতে আইল পাত্র মিত্র সবে॥ যোটক সহস্র সংখ্যা শত সংখ্যা হাতি। লক্ষ২ সৈন্য আসি মিলিল পদাতি॥ যতেক নৃপতি গণ আসিয়া মিলিল। শত শত গঙ্গা যেন সমুদ্রে সামাইল॥ রাজনীতি সাজে বাজে ছিল সব দেশে। আসিয়া মিলিল সব নৃপতির পাশে॥ দেখিয়া অপার সৈন্য বহুল উল্লাস। পুনরপি দৃষ্টী গিয়া লাগিল আকাশ॥ এই মনসাদ বক্রে নহে শুদ্ধমতি। দেখিলে সম্পদ সুখ পাসরে বিপত্তি॥ শত অব্দ দুঃক্ষ যদি পায় অতিশয়। পাইলে টুকেক সুখ সব পাসরয়॥ এই লাগি দুঃখ ফিরি আইসে বারে বার। বিনা দুঃখে না চিন ঈশ্বর আপনার॥ মহাবন্দে চিতাওরে আইল নৃপবর। ঘরে ঘরে মহোৎসব করে বহুতর॥ রঙ্গ চতুর্দোলে তুলি রাণী পদ্মাবতী। শত শত সখিগণ আসিল সঙ্গতি॥ অতি মহোৎসব করে শুভক্ষণ জানি। নৃপ সঙ্গে পাটেতে উঠীল গিয়া রাণী॥ পদ্মাবতী সঙ্গে নৃপ সহরিষ মনে। নমস্কার কল্য আসি মাতার চরণে॥ কান্দিয়া২ হইল চক্ষু, জ্যোতি হীন। রত্ন মুখ দরশনে হইল নবীন॥ ধরিয়া পুত্রের গলে বিস্তর কান্দিল। দেখিয়া বহুর মুখ আনন্দ জন্মিল॥ থাল ভরি হেম রত্ন নিছে দোহা নেরে। পরিপুর্ণ দান কল্য ভিক্ষুক সবারে॥ ইষ্ট মিত্র আসিয়া সকলে বোলাইল। দোহানকে নেছিয়া বিবিধ দান কৈল॥ পদ্মাবতী

দেখি সবে ধন্য ধন্য বলে। এমন স্বরূপ বিধি সৃজিল ভূতলে॥ সংসারে এমোত রূপ আছে কিবা নাই। রূপের একান্ত তারে সৃজিল গোসাই॥ নৃপতির পুরেহৈল উৎসব বহুল। নিত্য গীত নানা বাদ্য পুরি হুলস্থুল॥ যতেক ভিক্ষুক ছিল তিলে হৈল ধনি। আইল দরিদ্র সব নৃপ আইল শুনি॥ লক্ষ্মী রূপে পদ্মাবতী প্রবেশিল দেশ। অলক্ষি ধাইল লৈয়া যত দুঃখ কেলেশ॥ বিচিত্র মন্দিরে আছে পুস্পের উদ্যান। পদ্মাবতী লৈয়া নৃপ গেলো সেই স্থান॥ সমস্ত দিবস দোহে এক সঙ্গে ছিল। সন্ধ্যাকালে নৃপ নাগমন্তি পাশে গেল॥ দেখি নাগমন্তি না করিল সব দৃষ্ট॥ ফিরিয়া বসিল নৃপ দিগে দিয়া পৃষ্ট॥ প্রিয়া বাক্য কৈল নৃপ বহু পরার্থন। নিশ্বাস ছাড়িয়া রামা বলিল বচন॥ ত্রিভুবনে হেন কভু না দেখি না শুনি। পতি মন আনন্দিত দুঃখিত রমণী॥ শিশু হন্তে সেবা কৈল্য হই এক মন॥ তিলে পাসরিল শুনি আনের কথন॥ সেই মগদিনী রামা রাখিল তোমারে। শুনিলে অন্যের কথা পাসরিবা তারে॥ আবোধ করয় অলি পুরুষ বিশ্বাস। নানা ফুলে মধু পানে না পুরয় আশ॥ এতেক সে আপনার বলিয়া অজ্ঞান। জ্ঞানে জ্ঞানে কি করিব হেন উলটিলে প্রাণ॥ অন্যের কারণে তুমি হই গেলা যোগী। ঝুরিয়া২ আমি মরি তোমা লাগি॥ অজ্ঞান প্রাণীরে না রাখিত কদাচিত। যদি না হইত পাপ আত্মঘাত ভিত॥ পরম আনন্দে তুমি ছিলা কেলী হাসি। কান্দি২ আমি গোঙাইনু অহর্নিশি॥ তোমার বদনে বীজ চমকে সঘন। মোর দুঃখ অবিরত হয় বরিষণ॥ প্রলাপ করিতে কেন

আসিয়াছ হেথা। শূন্য অবয়ব লই প্রাণ রাখি তথা॥ কি কল বাড়াই প্রেম কপটীর সনে। দুরে থাকি নমস্কার তোমার চরণে॥ নৃপ বলে প্রাণপ্রিয়া শুন নিবেদন। পুরুষ ভ্রমর তুল্য স্বরূপ বচন॥ নানা ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমর চরিত। মালতীর স্নেহ না ছাড়য় কদাচিত॥ শ্রবণে শুনিলে অতি রূপের কথন। কেমন পুরুষে পারে ধরা ইতে মন॥ দিন দশ বিচ্ছেদ কি লাগি কর রোষ। বিচ্ছেদ মিলনে বাড়ে অধিক সন্তোষ॥ যথোচিত সুখ হয় সদত মিলনে। বিচ্ছেদ মিলন যেন ক্ষুধার ভোজনে॥ তোমা ছাড়ি দুরে গেলে যদি হয় দোষ। নিকটে আসিলে কেন হও অসন্তোস॥ দুর হৈতে পতি যদি আইসে বিদ্যমান। হাসি না বলয় রামা হৃদয় পাষাণ॥ যদিবা করিল দোষ ক্ষেমহ এখন। এ বলিয়া করে ধরি চুম্বিল বদন॥ সজল নয়ানে বালা ধরিল চরণ। কণ্ঠেলাগাইয়া রাজা কন্যা আলিঙ্গন॥ পতি পরশনে সতী অতি আনন্দিত। কুল ভরে প্রতি অঙ্গ হৈল পুলকিত॥

রাগ সুহি কান্নুরা।

আজি সুখের নাহি ওর, আনন্দে মন বিভোর, চীর পতির আসে মনের মানসে, নাগর সদনে মোর॥

ধুরা। সুধা রসময় নিধি, আনি মিলাইল বিধি, বহুল যতনে, দেব আরাধনে, ভেল মনোমত সিদ্ধি॥ ছাখি পীক শশধর, চন্দন ফুল ভ্রমর, আছিল অহিত, এবে হৈল মীত, শীতল মদনশ্বর॥ বিরহ মত্ত মাতঙ্গ, বহুল বাহিনী সঙ্গ, হরি দরশনে অঙ্গ পরশনে, সসৈন্য হইল ভঙ্গ॥

অতি রসিক সুজন, রূপ জিনী পঞ্চবান, শ্রীযুত মাগন, আরতী কারণ, হীন আলাওলে ভনে॥

রত্নসেন নাগমতির সঙ্গে কেলি করিয়া
পদ্মাবতীর নিকট যাইবার বিবরণ॥
রাগ জমক ছন্দ॥

দুঃখ কথা অবশেষে নানা সুখরঙ্গে। আছিল সমস্ত নিশি নাগমতী সঙ্গে॥ কৃষ্ণ সুতে দোহে অঙ্গ করি ছিল ভার। যার যেই মনবাঞ্ছা খণ্ডিল সুসার॥ রত্নসেন সিঙ্গলের যতেক বাখান। আদি অন্ত কহিলেক নাগমতী স্থান॥ পদ্মাবতী সনে যেই বিহারিল কেলি। রতি রসে নাগমতী নিশি রৈল ভুলি॥ প্রভাতে আসিল পুনি যথা পদ্মাবতী। মুখ ফিরাইল কন্যা দেখিয়া নৃপতি॥ সমস্ত রজনী কোথা ছিলা সুখ রসে। প্রাণ বান্ধা রাখি তথা আইলা দিবসে॥ শ্রোণীত পৈরন বাস গলিত চিকুর। দেখহ সুন্দর মুখ আনিয়া মুকুর॥ আজি কেন বিপরীত তোমার বদন। অধর অঞ্জন দেখি খাইয়াছো পান॥ রজনী জাগিয়া দুঃখ পাই অতিশয়। ঘুমিয়া২ পর প্রভাত সমায়॥ আপনা পৈরন বস্ত্র হারাই কোথায়। কোন রমণীর নীল বাস দিছ গায়॥ পৃষ্টেতে কঙ্কন দাগ হার চিহ্ন উরে। মাজিছ বয়ান চন্দ্র সুরঙ্গ সিন্দুরে॥ চরণে পড়িয়া মানাইতে অতিশয়। নুপুর আটক চিহ্ন লালাটে উদয়॥ মন স্থির নাহি হয় প্রাণী রাখি তথা। শ্রীভ্রষ্ট বেশে অঙ্গ লিয়া আইলা হেথা॥ তথা গিয়া সুখে থাক হেথা কিবা কাজ। সখী গণে এ বেশ দেখিলে পাবে লাজ॥ যথা ইচ্ছা তথা গিয়া সুখে থাক রঙ্গে। আমার পরাণ কেন লই যাও সঙ্গে॥ এ বলিয়া

নয়ানে গলয় জলধার। মধুর বচনে নৃপ বলে পায়ে ধরি॥ কেন অসন্তোষ হও প্রাণের ঈশ্বরী। নিবেদন শুন মোর অবধান করি॥ শুনিয়া তোমার কথা রাখি গেল যারে। কদাচিত তোমা সম দয়া নাহি তারে॥ তোমা লাগি ছাড়ি গেল আদ্য বিবাহিতা। আমার বিচ্ছেদে অতি হইছে দুঃখিতা॥ লোক ধর্ম্ম চাহি তার নাহি যাই আমি। প্রাণী বান্ধা দিতে কেবা আছে বিনে তুমি॥ আপনে পণ্ডিত তুমি বুঝ হিতাহিত। সমুচিত কর্ম্মে রোষ না হয় উচিত॥ বহু প্রিয় বাক্য নৃপ প্রিয়া সান্তাইল। যথাযোগ্য সমাদরে দোহানে রাখিল॥ পদ্মাবতী নাগমতী কাছে চলি গেলা। যুগপদে ভুমি গতে প্রণাম করিলা॥ নাগমতী করে ধরি কোলে বসাইল। প্রিয় বাক্য কহি ললাটেতে চুম্ব দিল॥ দুই সতিনির মধ্যে বাড়িল পিরিতি। স্বামী সেবা করে দোহে হই একমতী॥ জম্বু দীপে মধ্যে জয় পুর্ণ রব হৈল। পদ্মিনী সুন্দর রত্নসেনে লই আইল॥ কহে হীন আলাওলে এ সব বারতা। চারি দিকে চলি গেল পদ্মাবতী কথা॥ ভাট বিপ্র যোগি আদি শূদ্র রূপিয়ান। পদ্মাবতী রূপ কথা শুনিল বাখান॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

নানা সুখে কত কাল, গোয়াইল অতি ভাল, রত্নসেন চক্রবর্ত্তি রাজা। সুধন্য সকল দেশ, নাহি অপকর্ম্ম লেশ, নৃপগণে করে নিত্য পুজা॥ আর দিন দিজ এক, বিদ্যা গুণে অতি রেক, রাঘব চেতন নাম তার। কণ্ঠে সর—স্বতি বৈসে, কার্য্যেতে দ্বীতিয় ব্যাসে, নৃপ পাশে

আইল রহিবার ॥ নানা গুণ দ্বিজবর, দোষ চেতাওর শ্বর, বৃত্তি দিয়া রাখিল সাদরে। আগের পণ্ডিত সব, না নিঃস্বরে আনবর, স্তুতি বিনে রাঘব গোচরে ॥ তৃতীয় প্রদীপ দিনে, জিজ্ঞাসিল রত্নসেনে, চন্দ্রের উদয় হবে কবে। বিচারিয়া নাহি বুঝি, রাঘব বলিল আজি, কালি সে বলিল ধরিসবে ॥ ছিদ্র পাই গুণীগণ, বলিল করিয়া পণ, যার বাক্য প্রত্যয় হয় তত্ত্বে। বহু অপমান পাবে, দেশহতে নিঃস্বরিবে, মিথ্যা হেন না বলে পণ্ডিতে ॥ রাঘব বিচারি চায়, প্রতি পদ হেন প্রায়, মহাজন বাক্য না উলটে। কর হতে শর গেলে, করি দন্ত নিঃস্বরিলে, কদাচিত পুনি না পালটে ॥ রাঘব ভক্তি ভাবে, নিত্য২ যক্ষ সেবে, যক্ষ সিদ্ধি আছিল তাহার। দেখাই মায়ার চান্দ, গুণীগণ হৈল ধন্দ বলে বেদ হইল আসর ॥ বেদ মিথ্যা হবে যবে, সমুদ্র শুকাবে তবে, উলটাবে সংসারের রীত। দেখাইছে দৃষ্টী বন্দ, প্রতি পদে উগে চান্দ, কালি সব হইবে বিদিত ॥ আর দিন চন্দ্র দেখি, পাই দ্বিতীয়ার সাক্ষী, আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজায়ে। পণ্ডিত সকল বলে, কালিকার চন্দ্র হৈলে, আজি হৈতে অতি জ্যোতির্ম্ময়ে। যেহ করে দৃষ্টী বন্দ, দেখায় কিত্রিম চান্দ, ভাবি ভজ নৃপ মহাশয় ॥ হেন কর্ম্ম যেবা করে, আর কি করিতে নারে, রাজ সভা সদ যোগ্য নয় ॥ শুনি নৃপ ক্রোধ মনে, আজ্ঞা দিল ততক্ষণে দেশ হতে বিপ্র নিকালিতে। মহত্ত মাগন ধরি, আরতি করিয়া সরি, হীন আলাওলে বিরচিতে ॥ যে জন পণ্ডিত হয়, বিমর্শিয়া কথা কয়, যেন নহে গতান্ত শোচন। বিধি বক্র হয় যার, ধিকাধিক নাহি তার, কর্ম্ম লেখা না যায় খণ্ডণ ॥

রাগ ধর্ম্ম ছন্দ ॥

দেশ হন্তে নিঃসরিল রাঘব চেতন। পদ্মাবতী শুনিল এ সব বিবরণ॥ মনে ভাবে নৃপতিরে ভাল না করিল। এমন গুণির দেশ ত্যাগ আজ্ঞা দিল॥ সমুদ্র নরপতি নিন্দি সর্ব্বনাশ কৈল। ভাল মন্দ হৈতে তার বিচার না কৈল। প্রতিপদ দিনে যেবা চন্দ্র দরশায়॥ তাহাতে অধিক ফল পাইত রাজায়। কবিগণ জিহ্বা তিক্ষ খড়্গ দুই ধার। এক দিকে জ্বলে আর দিকে অগ্নি তার॥ কদাচিত একটুক বুক যদি কলে। বহু যশ হয় নাশ অপযশ অল্পে॥ রাজারে কহিয়া যদি রাখি এ ব্রাহ্মণ। মন ভঙ্গ হইবে যতেক গুণী গণ॥ দানে বাক্যে তুষ্ট করি ব্রাহ্মনের চিত। সন্তোষ করিয়া মান্যে পাঠাইতে উচিত॥ এতেক ভাবিয়া রাজা অনুমতি লিয়া। দান দিতে রাঘবেরে আনিল ডাকিয়া॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে শদ্রের পুজ্য মান॥ অন্তঃপুরে যাইতে পারে রানি দিতে দান॥ দাড়াইল গিয়া বিপ্র দ্বার এক পাশে। ভ্রমে না জানিল কিবা বিজুলি আকাশে॥ চিক দ্বারে আসি পদ্যাবতী দাড়াইল। চন্দ্রজ্যোতি তুল্য রৌদ্র পুঞ্জে নিঃসরিল॥ প্রতি রৌদ্রে রূপ হেরি অনুমানে। দিবসে প্রদিপ জ্বালাইল কি কারনে॥ আশীর্ব্বাদ কৈল বিপ্র অন্য মুখে থাকি। প্রণামিয়া কহে রাণী করিয়া ভকতি॥ মোহন পণ্ডিত তুমি সকল জ্ঞাপন। ভোগ বাস যথা তথা করে আগমন। যতো দিন এথাতে আছিল অন্ন পানি। আনন্দে বঞ্চিলা কেহ না করিল হানি॥ এবে যথা ভোগ আছে তথা চলি যাও। ভবিতব্য গতাগত তত্ত্ব বুঝি চাও॥ কর্ম্ম নিরজিত আছে কারে দিবা দোষ। নৃপতির প্রতি না

হইবা অসন্তোষ ॥ পণ্ডিত নিকটে থাকে দরিদ্র সদায়। সুখের সময় মাত্র সেই সে ভ্রমায় ॥ পৃথিবীতে মহা দাতা বলিয়া তাহারে। পণ্ডিতের দরিদ্র খণ্ডাইতে যেই পারে ॥ মোর দানে খণ্ডিব তোমা যতো দুঃখ। পরিবার সহিতে ভুঞ্জিবা কতো সুখ ॥ আর দান দিলে হবে ভার গুরুতর। রতন কাঞ্চন লেও অল্প বিস্তর ॥

পদ্মাবতী ব্রাহ্মণকে দান দিয়া বিদায় করে।

আশীর্বাদ করি করে হরিষে গমন। আমার নরপতি প্রতি তুষ্ট হই মন ॥ এবলি ফেলিয়া দিল রতন কাঞ্চন। চন্দ্র পাত হৈল যেন লৈয়া তারাগণ ॥ কাঞ্চন ভেলিব বাম হস্তে চিক তুলি। রাহুর উপরে যেন পড়িল বিজলি ॥ নিস্ক লঙ্ক পুর্ণচন্দ্র জিনিয়া বয়ান। বাজিল অলেকা ফাসে চকোর সমান ॥ অচৈতন্য হই বীপ্র পড়িল ভুমিতে। দারে চিক দিল কন্যা হাসিয়া ইশ্চিতে ॥ ফান্দেতে বাজিয়া পক্ষী করে ধড় ফড়। দেখিয়া বিস্মিত মনে বলে কন্যা বর ॥ কি হইল ব্রাহ্মণের না বুঝি কারণ। ধরি তুলি যত্নে সে চিকিৎস সখীগণ ॥ তুলি বসাইল সবে চক্ষে দিয়া পানী। চেতনের চৈতন্য কি লাগি হৈল হানি ॥ কেহ বলে ব্রাহ্মণেরে পাইল ভুত প্রেতে। কেহ বলে অঙ্গতার কম্পে সন্নীপাতে ॥ কেহ বলে মৃত্যু লাগি হৈল অচেতন। পুছিতে লাগিল সবে করিয়া যতন ॥ কেন অচেতন হৈল কহো কথা সার। কিবা কার দৃষ্টি কিবা ব্যাধীর সঞ্চার ॥ ততক্ষণ স-চেতন হইল ব্রাহ্মণ। টুক২ ধ্যান স্মরী রহীল আপন ॥ দ্বীজ বলে নহে মোর উন্মত্তের মত। লাজভয় তেজী কহি নিজ মনোরত ॥ এই চিতাওরে বৈসে মহা বাটয়ার। যারে দেখে তারে

যারে না করে বিচার ॥ কাহারে কহিব বাক্য কেবা জানে তারে। সপ্নেহ যে কাম দৃষ্টি হরীতে তস্করে ॥ কেহ নাহি রক্ষক গোহরী নাহী জাগে। সর্ব্ব ধোন থাকিতে পরাণী লয় আগে ॥ হত্যারে না করে ডর হেন ঠগ এথা। ভীকারির প্রাণলয় অন্যের কি কথা ॥ অন্তরে অনল জ্বলে হৃদে লাগেবাণ। গৃবাতে পরয় ফান্দ সজল নয়ন ॥ চরণে নীগার পরে মন হয় বন্দি। কে পারে বুঝিতে হেন বিধাতার সন্ধী ॥ কি দেখিল২ করি সখী সঙ্গ। মহা ধনঞ্জয় মাঝে দহিল পতঙ্গ ॥ সখী বলে চেতন চেতহ মন মাঝে। সেই সে করিতে যজ্ঞ রহে প্রাণ লাজে ॥ হস্ত পদ দহিয়া যে অঙ্গ হৈব ভস। তবে বিপ্র চক্ষ ভরি দেখিয়া মানস ॥ যেই মন ইচ্ছা হয় যদি নরে পাইত। নৃপতী হইত সব কেহ না মাগীত ॥ কত জন যত্ন করি না পাই মরয়। যার ভাগ্যে ধরে যত্ন করিলে ঘটয় ॥ প্রবল যাহার কর্ম্ম বিনী যত্নে পায়। ভাগ্য হীন যত জন পাইয়া হারায় ॥ আপনে পণ্ডিত তুমি সবাকে বুঝাও। তোমা বুঝাইব কেবা মনে ভাবি চাও ॥ রাঘব আপনা মনে বিচারী রহস্য। রহীতে না পারী এথা চলন অবশ্য ॥ উন উন নম নম শত শত কই। মনে চিন্তি এই লিখি চলে ভ্রম হই ॥ হাটী চলে চলী চলী আখি সে প্রকাশ। চক্ষে পোক্ষে মৃগ কুঞ্জে নিকট আকাশ ॥ দেখিয়া উজ্জল পন্থ চলয় সকালে। ঝড় বায় মহা দুঃখে সময় বৈকালে ॥ কাঞ্চন লইয়া সঙ্গে নানান বিভুতী। নিজ দেশে গেল বীপ্র লই সর্ণ ধুতী ॥ অন্য স্থানে না মাগী মাগন যজ্ঞ বথা। ভক্তী ভাবে মানন নৈরাস নহে তথা ॥ ছোলতান আলাউদ্দীন দিল্লীর ঈশ্বর।

তার স্থানে মাগি গিয়া কাঞ্চন দোসর ॥ মোর উপদেশে হেন কন্যা যদি পায়। আজন্ম দরিদ্র মোর খণ্ডিব নিলায় ॥ এতেক ভাবিয়া মোনে রাঘব চেতন। ধীরে ধীরে তথা হন্তে করিল গমন ॥ যাইতে যাইতে গেলো দিল্লির মাঝার। দেখিলেক দেশ অতি অলঙ্গ অপার ॥ অতিশয় উচ্চতর দিল্লির কপাট। ছত্র পতিগণ ভুমি ধরয় ললাট ॥ প্রবল ছত্রিশ লক্ষ দিব্য অশ্ববার। মদমত্ত গজদ্বারে বিংশতি হাজার ॥ সহস্র২ অশ্ব শতে শতে হস্তি। লক্ষ সংখ্যা পাশে যার চলায় পদাতী ॥ শতে শতে হেন মতে উমরা মহন্ত। কর জোড়ে সাহা আগে দাণ্ডাই আছেন্ত ॥ দো-হাজারী তে হাজারি হাজারে হাজার। পঞ্চ শত সপ্ত শত গণিতে অপার ॥ আর নানা দেশি চতুর্দ্দীকে নরগণ। দুওার না পায় কেহ করিয়া যতন ॥ বিপ্র বলে নৃপ কুলে না পায়ন্ত দেখা। ব্রাহ্মণ ভিকারী ক্ষুদ্র মোর কিবা লেখা ॥ কেমন পাইব আমি সাহা দরশণ। ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে বুঝিল ব্রাহ্মণ ॥ একশ্বর লৈছে যেবা সংসারের ভার। জ্ঞান চক্ষে দেখে সেই সকল সংসার ॥ সজাগ না হৈলে চিত্ত নৃপ অধি পতি। কেমন্তে পালয় সে সমস্ত বসুমতি ॥ অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি দেয়বার। সকল উপরে দৃষ্টী পড়য় তাহার॥ সর্ব্ব দিন রাজ কাজে সুখ বিলাসয়। উদাসিনি মতে নিশি নগোর ভ্রময় ॥ দিবা রাত্রি কিবা রঙ্গ দেশে যত জাতি। সকলের বার্ত্তা দুতে কহে দিবা রাতি॥ পন্থিক বিদেশি আইলে দেশের মাঝার। ততক্ষণে কহয় সকল বার্ত্তা তার॥ সাহা আগে এক দুতে করে নিবেদন। এক বিপ্র দ্বারে করে রত্নেন কাঞ্চন॥ সাহার মোনেতে মায়া শুনিয়া

ভিকারী। পর দেশী জন কোথা পুছেন্ত হাক্কারি॥ কাঙ্কন পুরুষ করে শুনি দিল্লির নাথ। কৌতুকে আদেশ কৈল আনিতে সাক্ষাত॥ রাঘব চেতন মনে আছিল নৈরাশ। সাহার আদেশ শুনি অত্যান্ত উল্লাস॥

রাঘব চেতনের দিল্লির বাদসার
সাক্ষাত হইবার বয়ান॥

পরম হরিষে বিপ্র নিকটে আসিয়া। আশীর্বাদ কৈল ক্ষেতি ভালে পরশিয়া॥ সদত তোমার প্রতি তুষ্ট হৌক বিধি। যুগে যুগে রাজ্য করো মনোরথ সিদ্ধি॥ হস্ত তুলি আশীর্বাদ করিতে ব্রাহ্মণ। চমকে কাঙ্কন নগ লাগিল কিরণ॥ আজ্ঞা কৈল ছোলতানে হরষিতা মন। ব্রাহ্মণ ভিখারী কোথা পাইলা কাঙ্কন॥ পুনরপি ভূমি শিরে ধরি দীজবর। ওদ অস্ত বশ হৌক রাজ রাজ্য শ্বর পদ্মিনী সিঙ্গল দীপে ত্রৈলোক্য মোহিনী। চিত্তাওরে নিছে রত্ন সেন নৃপ মণী॥ কোমল সৌরভ জিনি অঙ্গের সুবাস। অনুক্ষণ মধু কর ভ্রমে তার পাশ॥ সুর শশী জিনি জ্যোতি নয়ানে বয়ান। দেখিলে গোখের সিদ্ধি হরে যোগে জ্ঞান॥ সতীরতি রম্ভানহে রূপের তুলনা। সেই কন্যা দিলা মোরে কাঙ্কন দক্ষিণা॥ ফেলিতে কাঙ্কন আমি বেকত দেখিনু। জ্যোতির্ম্ময় ভরিল আঁখি হেরিতে নারিনু॥ অচেতন হই আমি পড়িল ধরণী। চেতাইল সখীগণে চক্ষে দিয়া পানি॥ ব্রাহ্মণ ভিখারী ধীর না পারি ধরিতে। অন্য জনে দেখি চিত্ত ধরিবে কিমতে॥ এককরে কাঙ্কন পড়িল সেই খানে। কাঙ্কন দোসর তার মাগি সাহা স্থানে॥ সাহার সেবায়

যোগ্য এমন সুন্দরী। ইন্দ্রপাশে থাকিতে উচিত অপসরী॥ দিজ বাক্য শুনি সাহা হাসিয়া ইশ্চিত। বলিল ব্রাহ্মণ কিছু উন্মত্ত চরিত॥ কাচ যোগ্য ভিক্ষুক কাঞ্চন যদি পায়। ভুমিতে থাকিয়া পদ গগনে লাগায়॥ পণ্ডিত তপস্বী সত্য কহিতে উচিত। তোমার বচনে মোর না লাগে প্রতিত॥ কোথা হেন নারী আছে সংসার ভিতর। সুর শশী নহে যার রূপ সমশ্বর॥ আমার সেবয় কত আছয় পদ্মিনী। ভুবন বিচারি লক্ষ২ এক আনি॥ ষোল শত মধ্যে যদি দেখ এক দাসী। তাহার শতেক গুণ কহিব প্রকাশি॥ ব্রাহ্মণ বলয় সাহা দিল্লীর ঈশ্বর। সংসারের ছত্রপতি তোমার কিঙ্কর॥ যতেক দুর্লভ বস্তু আছে পৃথিবীত। তোমার সাক্ষাতে সত্য আছে নিত্য নীত॥ তোমা সমান আর কে আছে ভুবনে। তোমা সব থাকিবেক তাহার সদনে॥ ব্রাহ্মণ ভিখারী আমি চতুর্বেদ জ্ঞাতা। সাহা আগে মিথ্যা কথা কি মোর যোগ্যতা॥ সপ্তদীপ ভ্রমিয়াছি বিদ্যার কারণ। তেকারণে নাম ধরি রাঘব চেতন॥ নানা রূপ দেখিয়াছি ভ্রমি নানা দেশ। শাস্ত্রেতে জানিনু কত ভাল মন্দ লেশ॥ হস্তিনী চিত্রাণী আর সংখিনী যুবতী। এ সকল দীপে জন্ম এই তিন জাতি॥ সিঙ্গল দীপেতে জন্ম সকল পদ্মিনী। বিধি বাম জন্ম তথা ত্রৈলক্য মহিনী॥ ঘরে ঘরে তথাতে দেখিল ভাল মন্দ। পদ্মাবতি আগে সব দিবসের চান্দ॥ সুর শশী দরশনে মন বুদ্ধিনয়। দেখিলে বদন তার মুচ্ছাগত হয়॥ চারি জাতি রমণি ও যার যেই স্থিত। শ্লোক বন্দে বাখানিল সাহার বিদিত॥ সে সব কহিতে কথা বাড়ে অতিশয়। রতি শাস্ত্র নানা আদি পুস্তক

আছয় ॥ পদ্মাবতী রূপ শেষে কহিল বাখানি। শুনিতে শুনিতে সাহা বলে ধনি২ ॥ কনক কঠিন অতি তনু সুকোমল। অধিক কমল গন্ধ দর্পণ উজ্জল ॥ নবনী পুত্তলি তনু সূর্য্যের দাহন। কুচ ঘন নির্ম্মলতি তপন কিরণ ॥ দেখিতে বয়ান নিষ্কলঙ্ক পূর্ণ চান্দ। নয়ন চকোর বাজে অলে কার ফান্দ ॥ ফান্দে বাজাইয়া পুনি না রহে খানিক। পুরাণ রাখিয়া মারে কটাক্ষে বিসিক ॥ মধু বাক্য মধু হাসি মধু বরিষয়। বিজলী ছটকে পুনি মারিয়া জিয়ায় ॥ মধ স্বর মৃদুহাসি মৃদু মন্দ গতি। মৃদু সুকোমল তনু মৃদুমন্দ বাতি ॥ সকল কোমল মাত্র হৃদয় কঠিন। তেই সে হৃদয় ফল যুগ কণ্ট পীন ॥ পদ্মিনীর চিহ্ন অঙ্গে পদ্মের সুবাস। মধু লোভে ভ্রমর ভ্রময় তার পাস ॥ দান দিতে চিক দারে আইল কলাবতী। প্রতি রূন্দ্র পন্থে নিঃস্বরিল অঙ্গ জ্যোতি ॥ কোন মতে চিত্র কারে করিব তুলন। ভঙ্গিমা লাবণ্য লীলা না যায় বর্ণন ॥ গজমতি মধু বাক্য কটাক্ষ রাতুল ॥ লেখি২ চিত্রকারে না পায় কুল ॥ একান্ত রূপের লীলা না যায় কহন। যেই দেখে পাতিয়ায় আমার বচন ॥ দিব্য বস্ত্রেঅঙ্গ ঢাকি থাকে নিশি দিন। বায়ুলগ্নে হয় যেন মুকুর মলিন ॥ রাঘব চেতন কণ্টে বৈসে সরস্বতি। শুনি শুনি রসে সাহা বসাইল মতি ॥

রাগ শ্রীমন্দার ॥

কুটীল কবরী কুসুম মাজ। তারক মণ্ডলে জলধ সাজ সুর শশী দেহে সিন্দুর ভালে। বেরী বিধুন্য কুল অলেকা জালে ॥ সুন্দরী কামিনী কাম বিমোহে। খঞ্জন গঞ্জন নয়ান চাহে ॥ মদন ধনুক ভুরু বিভঙ্গে। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে

বাণ তরঙ্গে ॥ নাসা খগপতি নহে সমতুল। সুরঙ্গ অধর বান্ধুলি ফুল ॥ দশন মুকুতা বিজলী হাসি। অমিয় বরিষে মধুর রাশী ॥ উরুজ কঠিন হেম কোটর। হেরি মুনি মন হয় বিভোর ॥ হরি করি কুম্ভ কটি নিতম্ব। রাজহংসি জিনি গতি বিলম্ব ॥ কবি আলাওলে মধু গায়। মাগন আরতি রহুক সদায় ॥

রাগ মঞ্জরীজমক ছন্দ।

ব্রাহ্মণের কথা সাহার হৃদে প্রবেশিল। অনল পরশে যেন ঘৃত উনাইল। সে মুরতি আনিয়া যেন দেখাইল বিদিত। জ্ঞান দৃষ্টি হেরি সাহা হৈল মোহশ্চিত ॥ অন্তঃ পুরে নারীগণে মনেতে ভাবয়। মন অলি পদ্ম বিনে আন না চাহয় ॥ চন্দ্রের রূপের ভাবেস্থর ভেল লীন। অর্ক দৃষ্টে তারাগণে হইল মলিন। ব্রাহ্মণেরে পুনি জিজ্ঞাসিল দিল্লী শ্বর। পুনঃ কহ কোন মতে দেখিলা গোচর ॥ ব্রাহ্মণে বলিল সাহা রাজ্য অখণ্ডিত। আর পঞ্চ কন্যা আছে পদ্মিনী সহিত ॥ সমুদ্র নৃপতি তারে দিয়াছে বেভার। অন্ধকারে জ্বলে যেন প্রদীপ আকার ॥ পৃথিবীতে হেন নগ কেহ নাহি পায়। সাহা আগে হেন নগ থাকিতে জুয়ায় ॥ শুনিয়া চপলা চিত্ত হৈল দিল্লীশ্বর। পাখা হৈলে তিলে যাই চিতাওর নগর ॥ ব্রাহ্মণেরে ধন রত্ন দিলেক ছোল- তান। দশ হস্তী শত ঘোড়া দিল শীঘ্র দান ॥ দোসর কাঙ্কন আনি দিল ততক্ষণ। ত্রিশ কোটি তঙ্কা মুল্যে লাগিয়াছে রতন ॥ লক্ষ হেম তঙ্কা দিল ভক্ষের কারণ। মহন্ত সেবায় তিলে দরিদ্র মোচন ॥ সাহা বলে পদ্মিনীরে

পাব যেই দিন। চিতাওর করি দিব তোমার অধিন॥ পিরীতে না দিলে কন্যা হৈব হেন কর্ম্ম। প্রথমে লইতে যুদ্ধ রত্নসেন মর্ম্ম॥ সুজা নামে এক বিপ্র পরম চতুর। অতি বড় রূপ সংগ্রামেতে জিনী সুর॥ তার প্রতি ছোল তানে করিল আদেশ। এই ক্ষণে যাও তুমি চিতাওর দেশ॥ রত্নসেন স্থানে গিয়া মাগহ পদ্মিনী। সমুদ্র নৃপতি দিছে যে পঞ্চমণি॥ তোমা সঙ্গে কন্যা রত্ন পাঠাউক সত্বর তার দেশ হস্তে আমি খণ্ডাইব কর॥ দুয়াজ চান্দরি দিব তার রাজ্য মুল। তৃতীয় সন্মান পাবে প্রসাদ বহুল॥ পিরীতে না দেয় যদি কহিও তাহারে। সাজুক আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবারে॥ বুদ্ধি যদি থাকে তার প্রসাদ লইব। নহে মোর ক্রোধানলে সর্ব্বনাশ হইব॥ পত্র লেখি শৃজা হস্তে শীঘ্র পাঠাইল। ত্বরিত গমনে চিতাওর দেশে গেল॥ পথ শ্রান্তে বহু দুঃখ পাই সৃজাবর। আর দিন চলি গেল নৃপতি গোচর॥ সাহার রায়বার বিপ্র দেশে আইল শুনি আগু বাড়ি নিতে আদেশিল নৃপমণি॥ নৃপতি আদেশে বহু সৈন্য চলি গেল। বিপ্র আগে গিয়া শীঘ্র বাড়াই আনিল॥ নৃপতি সমুখে যদি সে বিপ্র আইলা। উদ্দেশী প্রণামি সাহা বৃত্তান্ত পুছিলা॥ বিপ্র বলে রত্নসেন শুন আদি অন্ত। পত্র লেখি সোলতানে আমা পাঠালেন্ত॥ এ বলিয়া বিপ্রবরে পত্র দিল আনি। চমকিত সভা খণ্ড হৈল কানাকানি॥ নৃপ করে পত্র দিল চাহিল পড়িয়া। মেঘ প্রায় রত্নসেন উঠিল গর্জ্জিয়া॥ শুনিয়া সিংহের শব্দ ডরায় মাতঙ্গ। কদাচিত সিংহ দেখি সিংহ নাদে ভঙ্গ॥ ভাব সাহা পৃথিবীতে পতি স্থির চিত। পুরুষের নাক্ষী

মাঙ্গে চপলা চরিত ॥ ক্ষিতি পাল যোগ্য হয় ধীর স্থিরজন
এমত আরতি হয় খলের লক্ষণ ॥ ইন্দ্র পাশে অপসরা
থাকয় সদায়। অন্য জনে কর্ণে শুনে দেখিতে না পায় ॥
রমণী সহস্র ষোল গোপালেরগণ। নারদে মাঙ্গিয়া নাপাইল
এক জন ॥ যদি শীর মাঙ্গিত সত্তরে কাটী দিতুম। সাহার
আদেশ হন্তে মুখ না ফিরাইতুম ॥ কর্ণে নাহি সহে হেন
অযোগ্য বচন। ঘরের রমণি দেয় কাপুরুষ জন ॥ বিপ্র
দেখি মোর আগে কহ সে কথন। অন্যের জীবন নারহিত
এইক্ষণ ॥ বিপ্র বলে হেন কার্য্যে আইসে যে জন। মরণের
ভয় তার নাহি কদাচন ॥ মৃত্যু ভয়ে কথা না কহিলে রায়
বার। পুরুষতাধর্ম্ম তারে বলয় সংসার ॥ ঈশ্বরের কার্য্যেতে
যাহার প্রাণ যায়। তার ভ্রাতি সুতে শত গুণ ফল পায় ॥
একে রায়বার আমি দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। সম্পূর্ণ হইয়াছে
আমার বচন ॥ এক দিন মৃত্যু আছে অবশ্য মরিব। তথা
পিণ্ড প্রভু কার্য্য উচিত করিব ॥ পাছে না চিন্তিয়া নৃপ
কহ অনুচিত। বিমর্শিয়া বুঝহ আপনা হিতাহিত ॥ নক্ষত্র
বেষ্ঠিত জ্যোতি বর্ণ নিশাকর। ভাবি দেখি কোন
মতে সূর্য্যের গোধর ॥ বিলম্ব নাহিক হৈতে সুর্য্যের
উদয়। যাহার প্রচণ্ড তাপে সংসার দহয় ॥ সাহার
মনেতে যদি ক্রোধ উপজিব। পর্ব্বত উজাড়ি তিলে সাগরে
ভরিব ॥ চিতাওর গর্ব্ব তুমি যেবা কর মনে। ধুলি হই
উড়িবেক সাহা দরশনে ॥ যাহার ইঙ্গিতে সিন্ধু গিরি হয়
এক। অনুচিত তার সঙ্গে বাক্য অতিরেক ॥ শ্রবণ বিবরে
নৃপধর মোর কথা। আপনার সর্ব্বনাশ না কর সর্ব্বথা ॥
সাহার ব্রাহ্মণ আমি চাহি তোমা হিত। সাহা আজ্ঞা ভঙ্গনা

করিও কদাচিত ॥ চিতাওর দেশহস্তে খণ্ডাইব কর। তুরাজ চান্দরী দিব দেশ মনোহর ॥ কোন কার্য্য যোগ্যতা পদ্মিনী এক দাসী। পরিবার সহিতে আপনা প্রাণে নাশি ॥ আর বহু সম্মান পাইবা নরপতি। যেই রাজ্য মাঙ্গ দিবে পুরাও আরতি ॥ নৃপ বলে বিপ্র জাতি প্রাণের কাতর। তাহার কারণে কহ এমন উত্তর ॥ ঘরের রমণী দিয়া সম্পদ সম্মান। এমত ইচ্ছিবে কেবা অধম অজ্ঞান ॥ বল গিয়া তুরুকেরে না করে বিলম্ব। যত শক্তি থাকয় আইস করি না বিলম্ব পদ্মিনী শ্রদ্ধা হৈলে যাউক সিংহলে। যুদ্ধ শ্রদ্ধা হৈলে এথা আইসক সবলে ॥ কালী যদি আসিবারে শ্রদ্ধা থাকে মনে কহিও আসুক আজু আমার বচনে ॥ চিতাওর গড় মোর সুমেরু সমান। ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে আছয় কার প্রাণ ॥

রত্নসেনের উত্তর পাই সৃজা সোলতানের নিকট
যাই প্রকাশ করে এবং নৃপ ক্রোধ
হই সৈন্য তৈয়ার করি চিতা
ওর যাইবার বিবরণ।

পলটীয়া আইল সৃজা সাহার বিদিত। প্রত্যুত্তর বচন কহিল যথোচিত ॥ শুনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল সোলতান প্রচণ্ড কিরণ যেন নিদাঘের ভান ॥ এই হিন্দু ক্ষুদ্র যদি আজ্ঞা নাহি মানে। পৃথিবীতে মরি আর ডরাইবে কোনে আমার চরিত্র সব জানে ভালে ভালে। পিপীলিকা পর হয় মরিবার কালে ॥ আদেশীলা ছোলতানে ক্রোধ করি অতি। সাজ কর চিতাওরে যাব শীঘ্রগতি ॥ যতেক উমরা গণ আছে দেশে২। অতিশিঘ্র আসুক মোর পাশে ॥ পাত্র

লই দূতগণ যায় চারি ভিতে। নানা দেশ হন্তে সব উম্‌রা আনিতে॥ বহু দেশ হন্তে সৈন্য আসিলেক সব। নানা যন্ত্র বাজায়েন্ত করিয়া উৎসব॥ স-সৈন্য চলিল সাহা মনে করি রোষ। প্রথমের পয়ানে চলিল ত্রিশ কোশ॥ চিতাওর সমুখে টানাইল নব গিরি। অশ্বের মণ্ডলী হৈল সর্ব্ব সৈন্য ভরি॥ অতি উচ্চ সাহার তাম্বুলী দলাদল। হিঙ্গুল পর্ব্বত জিনি উদঙ্গ উজ্জল॥ সেই মহানব গিরী যবে উর্দ্ধ করে। উপরে উঠিয়া বান্দে শত শত নরে॥ তারে বেড়ি সৈন্য ভরি বস্ত্র গিরিময়। গগন মণ্ডল ভরি যেন ঘন ছয়॥ সন্ধ্যা কালে দেখে যেন পশ্চিমের ঘন। নানা বর্ণ ধরা লাগে সুর্য্যের কিরণ॥ সেই স্থানে তিন দিন বিশ্রাম করিল। হস্তী ঘোড়া সৈন্য সেনা আসিয়া মিলিল॥ শত সংখ্যা বহি সব করিছে প্রধান। বিংশতি সহস্র হস্তী পর্ব্বত প্রমাণ লৌহময় বৃক্ষ অঙ্গে ডগ মগ জ্যোতি। দূরে থাকি দেখে হেন আইসে মেঘপাতি॥ গজ পদ ভারে করে ক্ষিতি টল মল। না সহে মর্কটে ভারে হৈতে চাহে তল॥ শরীরের গন্ধ পাই করি কুল ধায়। চক্ষের আন্ধারি দিয়া রাখেন্ত সদায়॥ নানা বর্ণ নানাজাতি তুরঙ্গ ওখার। উত্তম কিরীচ অঙ্গেচির শোভাকর॥ হীরার হাজার মেখি সুবর্ণ জেরাহি চলিতে চরণ যেন না পরশে মহী॥ এরাকি তুরুকি লামি মোগলন্ত জাতি। আরবি বোখারা রুমি আর হরমুজি॥ পঞ্চমাল আনচাল চৌগাছি চৌধার। ছমন্দ অবকলি মাজম এক হার॥ বোরাখিজ সখি সৈলা পীল লঙ্গ লঙ্ক। সুরকম আর সব সুরঙ্গ তুরঙ্গ॥ নানাবর্ণ জোরকারি অশ্ব বায় গতি। আরোহণ মাত্রে যায় রিস যুক্ত অতি॥ লক্ষ

সংখ্যা কামান চলিছে অষ্ট ধাতি। একেং খেচি চলে লক্ষ লক্ষ হস্তী॥ শতেং মগদুর একে একে পীব। নিশ্বাস ছাড়িতে মরে লক্ষ লক্ষ জীব॥ উচ্চ নিচ নদী বড় বিপীন দুর্গম। চলিল সকল পৃষ্ঠ করি এক সম॥ সাহার গমন কথা শুনিয়া বিশেষ॥ যতেক উমরাগণ আছে দেশে দেশ॥ নিদ্রাকালে গৃহে যেন লাগিল অনল। তেমত চমকিউঠী চলিল সকল॥ পশ্চিম খান্দার পুর্ব্বে কাম রূপ বঙ্কা। চলিল সকল লোক না ভাবিয়া শঙ্কা॥ তেরশ তেষট্যা যুবা সাহা অধিকারী। প্রতি যুব প্রতি এক পঞ্চ মহা ঝারী॥ তার সঙ্গে আছে যত উমরারগণ। মাঝে মাঝে নৃপ কুল না যায় কহন॥ একবারে সর্ব্বজন চলিল সত্বরে। সকলে চাহয় পুনী আগে ভেটিবারে॥ ভূমিকম্প সমান পৃথিবী হৈল হুল। আসিয়া মিলিলা সবে উমারার কুল॥ চতুর্দ্দিকে পুর্ণ যেন বরিষার জল। সমুদ্রে আসিয়া শীঘ্র মিলিল সকল॥ পাট হস্তে ছোলতান যবে নিঃশ্বরীল শুনিয়া নৃপতি কুল অন্তরে কম্পিল॥ না জানি কোথাতে সাজী যায় দিল্লীশ্বর। ভিন্ন দেশী নৃপ কুলে মনে পায় ডর॥ ধন্য ধন্য ছোলতান হিন্দুস্থান পতী। যাহার শব্দেতে কম্পে সব বসুমতী॥ ত্রিশ ক্রোশ চলে সত্য সত্ত্বর গমনে। প্রাশে কটক আসি মিলে পঞ্চ দিনে॥ নয় লক্ষ অশ্ববার নানা অস্ত্রধারী। উঠ ঘর্ব্ব খর্চ্চর গণিতে কত প্যারী॥ আর বড় হয় দশ সহস্র কুঞ্জর। যুগল কার্মান হয় হস্তীর উপর॥ বড় বড় কামানে ভারীং পাতী। এক টানী চলে শতে শতে হস্তী॥ রত্নসেন স্থানে চরে কহিল আসিয়া। সাজী আইল দীল্লীশ্বর বহু

সন্য লৈয়া ॥ হস্তি হয় উট খর্চ্চরের নাহি লেখা। পদাতি যতেক আইসে কেবা জানে সংখ্যা ॥ সহস্র সহস্র নৃপ আইল অপার। এনে নৃপ বলহ আপন সমাচার ॥

ছোলতানের খবর শুনিয়া রত্নসেন হিন্দুকুলে
পত্র পাঠায় ও তাহার সহিত
পরামর্শ করিবার বিবরণ।

রত্নসেন শুনিয়া চিন্তিত হৈল মনে। পাঠাইল দুত যত হিন্দু নৃপ স্থানে ॥ আমাকে পদবী দিছ তোমরা সকল। বিনা দোষে তুরুকে করিতে আইসে বল ॥ সমুদ্রে বান্ধিয়া কেবা রাখিবারে পারে। কুল ধর্ম্ম চাহিয়া ইচ্ছিল মারিবারে ॥ জাতি ভাবে হও যদি সহায় আমার। তোমার বড়াই মাত্র কি বলিব আর ॥ তুমি আমি হিন্দু জাতি অল্প পরাণ। ভুমি পাল হই করে লোভদ অজ্ঞান ॥ এক দিন মৃত্যু আছে নাহিক সংশয়। যুদ্ধ করি মরিলে সংসারে কৃতি রয় ॥ কুল না চাহিয়া যাদি আমা ভাব ভিন। সকলের উপরেআছয় এক দিন ॥ যারে যেই ইচ্ছা হয় তুরুকে করিবে। হিন্দু নাম যত আছে মহত্ত্ব টুটিবে ॥ হেন অনুক্রমে আমি পাঠাইল পাতী। সতীর মরণ কালে স্বামী মাত্র গতি ॥ রত্নসেন পত্র হিন্দু নৃপগণে পাইয়া। সসৈন্য সাজিয়া শব মিলিল আসিয়া ॥ শাহার সেবায় যত হিন্দু নরপতী। একত্রে মিলিল সব হই এক মতী ॥ শাহার সাক্ষাতে ভুমি পরশিয়া ভালে। ভক্তি ভাবে নিবেদয় নৃপতি সকলে॥ দিল্লীর ঈশ্বর তুমি সংসার পালক। পৃথিবীতে নৃপ কুল তোমার সেবক ॥ আমা সব মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিতাওর রাজা। পুরুষানুক্রমে হিন্দু করে তার পুজা ॥

বিনা অপরাধে রোষ নৃপ ছোলতানে। পুরুষ হইয়া নারী দিবেক কেমনে॥ আমা সব সেবকেরে যদি কর ক্ষমা। সংসার ভরিয়া রহে তোমার মহিমা॥ নৃপ সব কল্পতরু আর হয় তাত। আমা সব অল্প প্রাণ শীঘ্র যায় জাত॥ আমা সব চাহি না ক্ষমিলে অপরাধ। হাস্য মুখে দেও শাহা তাম্বুল প্রসাদ॥ শাহার লবঙ্গে মুখ নারী ফিরইতে কুল ক্রমে জাতি ধর্ম্ম না পারি ত্যজিতে॥ আজ্ঞা কর আমি চিতাওর অনুসারি। রত্নসেন সঙ্গতী হইয়া সব মরি॥ হাসিয়া দিল্লীশ্বর সবারে দিল পান। হয় বস্ত্রে দান কৈল বহুল সম্মান॥ ধন্য ধন্য বলি বাখানিল পুনঃ২। কুলের নিমিত্ত ইচ্ছা ত্যজিতে পরাগী॥ যেই প্রভু আমারে করিছে ক্ষিতী পতি। তাঁহার ভাবনা বিনা আর নাহি গতি॥ মোশলমান জাতির মনেতে নাহি আশা। কদচিত না করিব হিন্দুর ভরশা॥ দীন মোহাম্মদি আছে মোর শীরে ছত্র। তাঁহার প্রসাদে হবে বিজয় সর্ব্বত্র॥ এ বলি বিদায় দিল হিন্দু নৃপগণ। সবে চলি গেল রত্নশেনের শদন॥

দুই নৃপের যুদ্ধসাজনের বিবরণ।

চিতাওরে সাজিলেক রত্নসেন রায়। যত হিন্দু নরপতি মিলিল তথায়॥ পর্ব্বত উপরে সে চিতাওর গড়। বজ্র শীলা বান্ধি কৈল অতি উচ্চতর। বঙ্কিমা উপরে ধিক কৈল অতি বঙ্কা। লঙ্ঘিবার শক্তি নাহি দেখি লাগে শঙ্কা॥ খণ্ড খণ্ড চৌখণ্ড বুরুজ বহুতর। বিষম কামান থুইল তাহার উপর॥ অঙ্গুলি প্রমাণ গড় দিলেক বাঁটিয়া। পিপীলিকা সঞ্চারিতে না পারে হাটীয়া॥ একেক কাঙ্গুরা রক্ষী বন্দুকী শতেক। ধানুকী কামান কথা কহিব কতেক॥ বজ্র সম

কাষ্ঠ শীলা শত সংখ্যা মণি। স্থানে স্থানে মাতাগুলি টাঙ্গিলেক আনি॥ ভক্ষ্যবস্তু আনিয়া থুইল রাশি২। বিংশতি বৎসর সে খাইতে পারে বসি॥ বারুদ গোলা গুলি শর অস্ত্র বহুতর। পরিপুর্ণ করি খুইল গড়ের ভিতর॥ রজনী দিবস সম জাগে কোতয়াল। দণ্ডে দণ্ডে অবিরত ডাকে ডাকগুাল॥ গম্ভির যে শব্দে বাজে বহুল বাজন॥ নানা মতে কৈল গড় সম্পূর্ণ সাজন॥ ক্রোধ করি সাজিয়া চলিল ছোলতান। তুলিতে মন্দরা মেরু ক্ষিতি কম্পবান॥ পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে নদা নদী ভরে। ধুলি অন্ধকার সুর্য্য না দেখি গোচরে॥ রেনু হই পৃথিবী উড়ি এক খণ্ড। ধরণী সপ্তম হৈল অষ্ঠম ব্রহ্মাণ্ড॥ যেই মহা নদী ছিল হস্তির সঞ্চার। অশ্ব ধাবাইয়া চলে তাহে সৈন্য বর॥ বন বৃক্ষ না রহিল পশুর কি কথা। সনা পরে শ্রান্ত পক্ষি পড়ে যথা তথা॥ কর্ণে তালা লাগে শুনি কর্ণালের শব্দ। ধূম ধুমি নিশান রোলে রিপু হয় স্তব্ধ॥ উর্দ্ধে অধে ভরি না পরশে আন দৃষ্টি। লৌহময় সম্পূর্ণ হইল বাণ বৃষ্টী॥ দিনে অন্ধকার চলে বাণের ছায়ায়। চক্ষু অন্ধ হৈল হস্তি বিচারি না পায়॥ এইমতে নিত্য২ করিতে পয়ান। চিতাওর নিকটে আসিল ছোলতান॥ দ্বার হেরে থাকিয়া দেখয় সব রাণী। বলে ধন্য ধন্য হেন তাহার ছোলতানী॥ কিবা ধন্য রত্নসেন হৈল মহারাজ। যাহার কারণে হয় হেন সৈন্য সাজ॥ দেখিয়া অপার সৈন্য অতুল সাজন। রত্নসেন যুক্তি করে লৈয়া নৃপগণ॥ দেখিয়া তুরুক সৈন্য আসিল নিকট। বিমর্শ না কল্যে কার্য্য পড়িবে সঙ্কট॥ দেখহ তুরুক আসি নিকটে রহিল। বিনী অপরাধে মোরে অন্তরে রসিল॥ গড়ের

ভিতরে থাকি যুদ্ধ করি যবে। বীর হেন জ্ঞান বরি না করিবে তবে॥ বলিলেক ভয় পাই গড়েতে রহিল। দেখিয়া আমার দাপ কাতর হইল॥ প্রথমে বাহির হই যুজিতে উচিত। জয় পরাজয় মাত্রে দৈব নিয়োজিত॥ প্রাণ পণ করি সবে যুদ্ধ করা চাই। বিধি বসে কিবা জয় কিবা স্বর্গ পাই॥ এই যুক্তি করি আজ্ঞা দিল নৃপ বর। হস্তি ঘোড়া সৈন্য সাজি চলিতে সত্বর॥ যতেক নৃপতিগণ স্ব সৈন্য সাজিল। রত্নসেন নিজ সৈন্য অগ্র গামি হৈল॥ লোহ ময় ব্রহ্ম অস্ত্র অশ্ব অশ্ব বার। পবন জিনিয়া গতি তুরঙ্গ ওখার॥ চলিল হস্তির ঠাট যেন মেঘ ছত্র। মদ মত্ত শরীর জিরাই লোহ মন্ত্র॥ সৈন্য বাছি লৈল পঞ্চ পক্ষ অশ্ববার। মত্ত করি লৈল বাছি চতুর্থ হাজার॥ লক্ষ লক্ষ পদাতি চলিল রাজ সুত॥ নানা অস্ত্র ধরি সবে বিক্রম অদ্ভুত॥ চারি দিগে যত বীরে মিলি একবারে। মহা বেগে সকল চলিল যুঝিবারে॥ বাজায় ধুম ধুমি পুনি তবল নিশান। বেউল কর্ণাল শব্দে ভুমি কম্পবান॥ অশ্ব দল গর্জ দল পদতি বহুল। রাজা সব আদি সাজিচলে হিন্দু কুল॥ রত্নের মুকুট শিরে ছত্র বিরাজিত। নৃপতি সহস্র সংখ্যা চলিল তুরিত॥ ঢালী সবে ঢাল গায় বারিপরে চারু। শতে২ সানাই সুস্বরে বাজে মারু॥ এই মতে মহা শব্দে হিন্দু সৈন্যগণ। সাহার সমুখে আসি দিল সবে রণ॥৮ শতে শতে কামিনী কন্দুকি লাখে লাখে। লিখানাহি কত সৈন্য পড়ে ঝাকে২॥ সহস্র সহস্র দরা ছুটে চন্দ বাণ। হস্তি ঘোড়া সৈন্য ভেদি করে খান খান। একবারে হৈল মহা গোলা গুলি বৃষ্টী। ধুমে অন্ধকার কিছু না পরশে দৃষ্টী॥ হস্তি ঘোড়া আদি

পরে লাখে লাখে সৈন্য। খণ্ড খণ্ড হৈল যত ছিল অগ্র গন্য ॥ সাহার উমরা যত ছিল আগুয়ান। যুদ্ধ করি প্রবেশিল হৈয়া সাবধান॥ আর বার হস্তি আনি সমুখে রাখিল। গুলি তির চন্দ্র বাণে পৃথিবী উরিল ॥ ডাক গুাল ডাকিয়া কহিল সর্ব্ব বলে। হেন মত যুদ্ধ আসি মিলে পুন্য ফলে॥ জিনিলে সাহার আগে প্রসাদ পাইবা। মরিলে কাফেরের যুদ্ধ সহিদ হইবা ॥ এই ভাবি যুদ্ধ দেও করি প্রাণ পণ। ক্ষুদ্র হিন্দু সমুখে রহিব কতক্ষণ॥ এতেক শুনিয়া মোসলমান সৈন্যকুল। মারিয়া হিন্দুর সৈন্য করেন্ত নির্ম্মূল ॥ গোলা গুলি শর যুদ্ধ করিয়া অপার। মিশা মিশি দুই সৈন্য বলে মার মার ॥ অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতি২। নানা অস্ত্র প্রহারয় ক্রোধ করি অতি ॥ খর্গ চর্ম্ম শেল টাঙ্গি মুগদুর বিশাল। তবল অম্বুরাদি নৈরচ ভিণ্ডি পাল ॥ গুরুজ প্রসাদ আর খাডুয়া ঝাম্বর। দন্তা দন্তি কসা কসি যুদ্ধ বহুতর ॥ ঠেলা ঠেলি মুঠা মুঠি আর লাথা লাথি। প্রাণ নিরুপক্ষযুদ্ধ না চাহন্ত সাতি ॥ রক্তস্রোতে বহে নদি মাংস হৈল পঙ্ক। আনন্দ জম্বুক কাক নাচে গৃধ কঙ্ক ॥ ডাকিনী যোগিনী মনে হইল আনন্দ। ক্ষেত্রে পাত্রে দৃষ্টী উঠি নাচয় কবন্দ ॥ যেইমতে পর মাংস খাইল মন সুখে। তেন আন নিজ মাংস ভক্ষয় কৌতুকে ॥ চর গিয়া সাহা আগে কহিল বৃত্তান্ত। অগ্র গন্য সঙ্গে হিন্দু যুঝয় একান্ত ॥ হস্তি ঘোড়া উষ্ট্র সৈন্য পড়িল বিস্তর। যতেক উমরাগণ ইচ্ছিলা সমর ॥

সোলতানের সৈন্য নিজুজিবার বিবরণ ॥

আদেশিল সোলতানে হই ক্রোধ মন। আমার সাক্ষাতে

হিন্দু যুঝে এতক্ষণ ॥ দশ বিশ পঞ্চম হাজারি চলি যাও। মত্ত মত্ত হস্তি যত রনেতে চালও ॥ সাহার আদেশ পাই মধ্যমের সৈন্য। হস্তি যত লই সঙ্গে হৈল অগ্রে গন্য ॥ মেঘ পুর্ণসঙ্গে যেন আইল বৃষ্টী ধার। হিন্দ শৈন্য উপরে পড়িল মহামার ॥ হিন্দ সৈন্য হস্তি যত ছিল আগুওান। একবারে গোলা ঘাতে হৈল খান২ ॥ সহশ্রে২ আনি পাতিল কামান। এক স্বাসে হরে যেবা লক্ষ জীব প্রাণ ॥ হেন মত শতে শতে ছুটে একবারে। উড়াই হিন্দর সৈন্যনিল দুরান্তরে॥ রত্নসেন হস্তি যত ছিল আগুওান। এক পরে আইল দর্প গজ বলবান॥ ভঙ্গ দিল গজ কুল না পাইয়া বাট। প্রাণ লই ধাইল ভাঙ্গিয়া নিজ ঠাট॥ মহা ভঙ্গ পড়িল ধাইল সর্ব্বজন। নিশা পতি বচন না শুনি সৈন্যগণ ॥ বাপে পুত্রে না চাহে না চাহে ভাই ভাই। রত্নসেন চরণে সকল গেল ধাই ॥ হস্তি হন্তে হয় চড়ি রত্নসেন বীর। আশ্বাসিয় সকল বাহিনী কৈল্য স্থির ॥ উচ্চঃস্বরে ডাকি বলে শুন নৃপগণ ॥ বীর পুত্র হই ভঙ্গ দেও কি কারণ ॥ রণে ভঙ্গ মৃত্যু ধিক রহয় অক্ষাতি। যুদ্ধ করি মরিলেত হয় সর্গগতি ॥ রাজ পুত্র কুল ধর্ম্ম শকড়ি বাজায়। রণ দেখি বিমুখ বীরের ধর্ম্ম নয় ॥ একাত্র হইয়া যুদ্ধ দেও সর্ব্ব বীর। কার শক্তি হইব তোমার আগে স্থির ॥ রত্নসেন বচন শুনিয়া বীরগণ। প্রাণপণ করি সবে করয় যে রণ ॥ হস্তী সঙ্গে হস্তীর বাজিল দড় মড়ি। যেন দুই পর্ব্বতে পর্ব্বতে জড়াজড়ি ॥ দন্তে দন্তে বাজি দন্ত ভাঙ্গিয়া পড়য়। যার পরে লাগে সেই ভুমিতে গড়য় ॥ এক গজে আর গজে ঠেলিয়া লয়ে যায়। চুর্ণবৎ হয় নর তার পদ ঘায় ॥ ভুষণ্ডে ধরিয়া হস্তী

অশ্ব ফেলে দুরে। যাহার উপরে পড়ে অস্থি চূর্ণ করে॥ দুই দিক থাকি শর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে। হস্তী ঘোড়া আদি সৈন্য পড়ে লাখে লাখে॥ কোন হস্তি গোলাঘাতে ভ্রমি ভ্রমি পড়ে। শরশয্যা হই কত ভুমি তলে গড়ে॥ কোন হস্তি ভ্রমে শুল বাজি কুম্ভদেশ নাচিতে উপাঙ্গ যেন বাজায় গণেশ॥ কার শীরে ভিন্দিপাল হানে কোন বীর। খড়্গ হানি কেহ কারে করে দুই চির॥ কার উরু ভেদী হস্তি তোলে দন্তপরে। এথাতে থাকিয়া কুম্ভে হানে যম ঘরে॥ গুরুজের ঘাতে কার ভাঙ্গয়ে পাঞ্জর। কার মুণ্ড ভাঙ্গে কেহ হানি পরস্পর॥ কেহ কার হস্ত কাটে কেহ কার পাও। কেহ কার মুণ্ড কাটে কেহ কার গাও॥ শতে২ হস্তি অশ্ব হাজারে হাজার॥ লক্ষ২ সৈন্য পড়ে গণিত অপার॥ রণক্ষেত্র সম্পূর্ণ রুধিরে বহে নদী। কৌরব পাণ্ডব জিনি যুদ্ধের অবধি॥ ধুমে অন্ধকার কেহ কারে নাহি দেখে। সহস্র২ পড়ে আইসে লাখে লাখে॥ দুই দিকে উথলয় সংগ্রাম তরঙ্গ। প্রাণপণে করে যুদ্ধ কেহ না দেয় ভঙ্গ॥ অসীম সাহস হিন্দু দেখিয়া ছোলতান। মেঘের রথেতে চড়ি করিল পয়ান॥ শাহারে দেখিয়া পাছে যত নিজ সৈন্য। একেবারে সকল হইল অগ্রগণ্য॥ হস্তি দল লই সৈন্য হৈল আগুয়ান। একের উপরে ধায় দশ বলবান॥ অবশিষ্ট আছিল হিন্দুর যত হস্তি। নিজ বল মদ্দিয়া ধাইল শীঘ্রগতি॥ তার পাছে ধাইল শাহার হস্তী ঠাট। পলায় হিন্দুর সৈন্য না দেখয় বাট॥ প্রচণ্ড তপণশাহা দেখিয়া প্রবীন। হিন্দু নৃপ মুখচন্দ্র হইল মলিন॥ বিধুসঙ্গে ছিল যত নক্ষত্র মণ্ডল। সুর দরশন মাত্রে পলায় সকল॥

সৈন্য ভঙ্গ দিল দেখি নরপতিগণ। রাখিতে নারিল সৈন্য করিয়া যতন ॥ সবে বলে শুন রত্নসেন মহাশয়। নরপতি বাহিরে যুঝিতে যুক্ত নয় ॥ গড়পতি যুঝিবেক গড়ের ভিতরে। কাহার পরাণে তারে কি করিতে পারে ॥ শীঘ্র করি গড়ে উঠ না কর বিলম্ব। ক্ষেত্র যোদ্ধা কে সহিবে শাহার আরম্ভ ॥ এই যুক্তি করি মনে নৃপতি চলিল অবশেষে সৈন্য লই গড়েতে উঠিল ॥ মহাশব্দে জয় বাদ্য বাজে শাহা দলে। বহুল প্রসাদ পাইল উমরা সকলে ॥ শাহার কটকে গড় চৌদিকে বেড়িল। দ্বার বন্ধি রত্নসেন উপরে রহিল ॥ ছোলতান সৈন্য গড় রহিল ঘিরিয়া। উমরা সবারে দিল আলঙ্গ বান্ধিয়া ॥ চারিদিকে টঙ্গি প্রায় বান্ধিয়া সুসার। শাহায় সসৈন্যে রহে করিয়া প্রকার ॥ প্রভাত হইলে যত উমরা মহন্ত ॥ সসৈন্যে সাজিয়া আসি গড় ঘিরিলেন্ত ॥ পর্ব্বত উপরে গড় অতি উচ্চ তর। যত্ন করি উঠীবারে না পারে উপর ॥ কিছু লক্ষ্য নাহিক করিতে পদ স্থির। উপরে থাকিয়া মারে গোলাগুলি তীর ॥ বহুল কুহক অস্ত্র গোলা শুনি বাণ। মারিয়া বহুল সৈন্য করে খান খান ॥ অসীম সাহসে যেবা উঠীবারে যায়। উর্দ্ধে থাকি মহা কাষ্ঠ পাষাণ ফেলায় ॥ শতেঃ মাতওালী চুর্ণ কান করে। লণ্ড ভণ্ড হই সব ভূমিতলে পড়ে ॥ হেটেতে থাকিয়া যত অস্ত্র বরিষয়। গোলাগুলি আদি যত পর্ব্বতে ঠেকায় ॥ একেবারে পড়য় মিশিক লাখে লাখে। পুনি কিবা পর্ব্বতের গাছ পালা থাকে ॥ উপরেত মহা ভাব যদি না হইত। স্বর্গ পরে বায়, লাগি অনল উড়িত ॥ এই মতে নিত্য নিত্য গড়েতে লাগায়। শাহার কটক পরে কার্য্য

নাহি হয়॥ শাহার সাক্ষাতে আসি উমরাবগণ। ভালে ক্ষেতি পরশিয়া করে নিবেদন॥ অতি উচ্চতর গড় পর্ব্বত উপরে। বহুল প্রকার করি নারে উঠিবারে॥ দ্বিগুণ পর্ব্বত পরে সৈন্য নাহি বল। যত অস্ত্র বরিষয় নিস্ফল সকল॥ নিত্য২ যুদ্ধ করি সৈন্য হয় ক্ষয়। গড় বান্ধি যুঝিলে হইবে সৈন্য জয়।

শাহা গরছুজ বান্ধিতে কর্ম্মিকে আজ্ঞা

করিবার বিবরণ।

শুনি শাহা আজ্ঞা দিল গরছুজ বান্ধিতে। কোটী২ সৈন্য দিল পাষাণ আনিতে॥ সহস্র২ হস্তি লক্ষ লক্ষ গাড়ি উঠ বৃষ খচ্চর লিখিতে কত পারি॥ নিশি দিশি অবিশ্রামে গরছুজ বান্ধিল। বহুল কামান কত তাহাতে তুলিল॥ মেঘের গর্জ্জনে প্রায় ছুটরে কামান। ফুটীয়া রাজার গড় হয় খান খান॥ রাজার কর্ম্মিক লাগি-রহে নিরন্তর। যত ভাঙ্গে পুনি গড়ে রাত্রির ভিতর॥ যত দুর উচ্চ করি গর ছুজ বান্ধয়। তত দুর নৃপে বন্দি উপরে তোলয়॥ এ সব দেখিয়া আজ্ঞা দিল দিল্লীশ্বর। ধুর ধানি তোল নিয়া গরছুজ উপর॥ ধুরধানি কামান সহজে অতি বড়। চারিজন বসিতে পারে খেলিতে চৌগর॥ আর বহু মহা২ কামান তুলিল। শতে২ বারু আনি তাহাতে ভরিল॥ মৃত্তিকার পত্রে প্রায় ফুটীলেক গড়। পাষাণে গড় ভাঙ্গি ফেলে দুরা ন্তর॥ সহস্র২ জন নিল উড়াইয়া। তাহার ধমকে পৈল গরছুজ ভাঙ্গিয়া॥ প্রলয় হইল হেন লোক হৈল স্তব্ধ।

কর্ণে তালি লাগিল শুনিয়া ঘোর শব্দ ॥ কত গর্ভবতী হৈল নিপাত তখনে। মহা ভয় উপজিল গড় বাসি মনে ॥ মনেতে সাহস করি রত্নসেন বীর। আশ্বাস বচন কহিলেন কৈল স্থির ॥ তুরুকের গরদুজ পড়িল ভাঙ্গিয়া। তুমি সব আর চিন্তা কর কি লাগিয়া ॥ পুনী যবে হেন মত গরদুজ বান্ধিবে। তখনে যে করে বিধি সেই সে হইবে ॥ যথা তথা গড় কাটীয়াছে গোলা ঘাতে। পুর্ব্ব মতে দরো করি গঠিল ত্বরিতে॥ শুনিলেক ছোলতানে গরদুজ ভাঙ্গিল। উমরা সবারে আনি গর্জ্জিয়া বলিল ॥ আমারে ভাণ্ডিতে সবে কর হেন কাজ। নাহিক মরণ ভয় অপমান লাজ ॥ আপনা ভালাই যদি চাহ তুমি সবে। শীঘ্র করি গরদুজ বান্ধহ পুনা সবে ॥ হেন মতে গরদুজ বান্ধহ শীঘ্রগতি। উপরে উঠীতে পারে শতে শতে হাতি ॥ সাহার আদেশ শুনি অমাত্য সকল। গরদুজ বান্ধন হেতু হইল বিফল ॥ যেমতে আরম্ভ পুর্ব্বে আনিলেক শীল। তার দশ গুণ করি সৈন্য নিয়োজিল ॥ মহা মহা প্রাষাণ চড়কে তুলি আনে। একেক পর্ব্বত খণ্ড শত হস্তী টানে ॥ লক্ষ২ উট বৃষ বহুল খচ্চর। কোটী কোটী মনুষ্য বহয় অনিবার ॥ দুই শত হেটে কৈল ভুমিতে পতন ॥ এক শত সোধ হেন উপরে গঠন হেন মত গরদুজ বান্ধয় নিরন্তর। রত্নসেন ঘর বান্ধি তোলয় উপর ॥ কোটী কোটী নরযত্নে হাজারে হাজার মহসিলা খণ্ড সৈন্য আনি অনিবার ॥ দিনে দিনে গরদুজ বান্দে উচ্চতর। রত্নসেন ঘরের কেকালি সমস্বর ॥ উচ্চ সিংহাসনে সাহা বসি মন সুখে। ঘর অভ্যন্তরে রঙ্গ দেখন্ত কৌতুকে ॥ মহা মহা অষ্ট ধাতি কামান তুলিয়া। যাহারে

দেখন্ত তারে মারেন্ত তাকিয়া ॥ ঘরের বাহির হৈতে নারে কোন জন। ঘরের ভিতরে যেন পশিল সমন ॥ সিসা গৃহ ভাঙ্গিয়া হানয় গোলাঘাত। উপরে থাকিয়া যেন হয় বজ্র পাত ॥ গৃহের চাপনে মরে শত২ লোক। ঘরবাসী জনের জন্মিল মহা শোক ॥ জীবনের আশা না দেখিয়া হিন্দু গণ ॥ করতারে স্মরি মনে ইচ্ছিল মরণ। নৃপগণ পাত্র কুল লৈয়া রত্নসেন। দহিয়া মরিতে যুক্তি করাইল মন ॥ বীরের সম্ভব এই নাহয় কাতর। কারজয় কারমৃত্যু সহজে সমর ॥ ফাগুয়া খেলিতে হইল চাচম্ন বসন্ত। হুলি জ্বালাইলে হয় পূজার একান্ত ॥ এতেক ভাবিয়া মনে যুক্তি করি সার। পরিবার সহিতে দহিয় মরিবার ॥ নৃপগণ চিতা কাষ্ঠ চন্দন আগর। পুঞ্জ২ কৈল আনি প্রতি ঘরে ঘর ॥ এসব জানিয়া সহা মনে অনুমানি। না পাইব পদ্মিনী সে নষ্ট হৈবে প্রাণী ॥ কিফল মারিয়া হিন্দু শীতল বিক্রম। পদ্মিনী না পাই যদি বৃথা পরিশ্রম ॥ হাবেসি ফেরেঙ্গি রুমি গোলেন্দাজি যত। যাকে পায় তাকে মারে না চাহে মহত্ত ॥ তা সবারে আজ্ঞা দিল গোলা না মারিও। যবে আজ্ঞা দিই অস্ত্র তখনে ধরিও ॥ পদ্মিনী পাইব আশে যুদ্ধ দেই ক্ষমা। প্রাণ বরি সঙ্কা সাহা অতুল মহিমা ॥ এইভাবে ঘর বেরী দিল্লীর ঈশ্বর। আছেন্ত পরম সুখে অষ্টম বৎসর ॥ ঘরবাসী লোক সবে চিন্তিত হইয়া। আছয় বিস্মিত মনে সন্দেহ ভাবিয়া ॥ দেশের বারতা কোন নৃপতি না পায়। ঘর মাঝে আছে যেন পালা পক্ষী প্রায় ॥ রুপিয়া খাইল ফল আম ও কাটাল। না জায়ন্ত না মরেন্ত আছে কত কাল ॥ হেনকালে আসিলেক দিল্লির আদেশ। সর্ব্ব দেশ

বার্ত্তা প্রকাশিল সবিশেষ ॥ দুরান্তের দেশে যত পুর্বে দিল কর। শাহী আজ্ঞা পালিয়া আছিল নিরন্তর ॥ সাহার বিলম্ব দেখি সেসকল দেশ। উর্দ্ধশির করে আজ্ঞা না মানে বিশেষ ॥ এ সব শুনিয়া শাহা মন বিচলিত। দুই দিকে শাহার হইল এক চিত ॥ পদ্মিনীরে না পাইলে মন শান্ত নয়। পাটে না আসিলে সব রাজ্য নষ্ট হয়॥ চিন্তায় জড়িত চিত্ত হৈল উচাটন। কি বুদ্ধি করিবে শাহা ভাবে মনে মন ॥ কি করিলে কি হইবে না পায় ভাবিয়া। রহিলেক ক্ষমা ধরি ধৈর্য্য আচরিয়া ॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ লাচারি ॥

তবে রাজা রত্নসেনে, বিচারি বুঝিয়া মনে, অবশ্য মরণ আছে তত্তে। যে দিন আনন্দে যায়, জীবন সুফল পায়, সুখ ভোগ ভাল মন্দ সর্ত্তে ॥ ভবিতব্যে থাকে যেই, অবশ্য হইবে সেই, বুদ্ধিবলে নাহিক এড়ান। অজ্ঞান ভাবয় দুঃখ, জন্মিতে বরিবো সুখ, সদনন্দ শাহস প্রমাণ ॥ এতেক ভাবিয়া চিত্তে, রত্নসেন আনন্দিতে, রাজদ্বারে রচি নৃত্য শালা। হরষিতে সর্ব্বজন, নাচয় নর্ত্তকীগণ, পঞ্চ শব্দ করি এক মেলা ॥ ছয় রাগ হাঙ্কারিয়া, ছত্রিশ রাগিণী লৈয়া, মধুস্বরে কৈল আলাপন। দক্ষিণান্ত অঙ্গ গেলা, নানা কাছে নানা ভালা, স্ববীণ হস্তক সুলক্ষণ ॥ কহিতে নৃত্যের কথা, বহুল বাড়য় পোথা, না কহিলে শান্ত নহে মনে। অল্প না কহিবে, বলিব পণ্ডিত সবে, এই কবি সঙ্গীতা না জানে ॥ মনেতে করিয়া কল্প, কহিব সঙ্গীতা অল্প, বুজহ রসিক ধীর জনে। স্বর সিন্ধু গুণশ্বর, শ্রীযুত মাগন বর, আজ্ঞা পাই আলাওলে ভণে ॥

রাগ পয়ার ॥

প্রথমে গণেশ শব্দ ব্রহ্ম অস্ত্র লৈয়া। গীতের আরম্ভ করেরাগ উচ্চারিয়া ॥ অত্রিশব্দে চালি নাচি ধরিল অরূপ। ধুর্প কোলা দেখি লইল স্বরূপ ॥ বিতর্ক কট করি পরম পরি আর। চিহ্ন ধর পার মাষ্ট নাচয় সুসার ॥ ভিকট জখ করি ধুরপদ বিষ্ট পদ। কৌচট নাচিল মেসি কেউট শব্দ ॥ জাতি২ উঠে শব্দ কেশ মিশাইয়া। যতনে সোধনা নহে কহি নাম লৈয়া ॥ সম্মুখ বিমুখ হুল্ল উল্লাস নিসঙ্ক। ডাক হুরমই আদি তিরী পনারঙ্ক ॥ ডুপে চিরি মুখ সঙ্গে মুরূম ডম্বরু। কুম্ভকার চক্রে ফিরে জিনি গোটচারু ॥ ভাল বিন বিনি গজ নিলা তরঙ্গিণী। হংস মৃগ খঞ্জনী সপ্তম গতি জিনি ॥ অঙ্গে অবলম্বে গীত হস্তে অর্থ নয়। চক্ষে ভাব পদে করি তালের নির্ণয় ॥ যথা হস্ত তথা পদ দৃষ্টে মনে বশ। যথা মন তথা ভাব রস ॥ ভাব রস কথা এবে কহিব কিঞ্চিৎ। সমস্ত কহিতে শক্তি নাহি মোর চিত ॥ বিনা ভাবে বাক্য নাহি ভাব বিনে রস। বিনা ভাবে মৃত্যু নাহি নহে জগবশ ॥ সঙ্গিতা পঞ্চম স্বরে নারদে কহিল। সংসারে ত্রিপদ ভাব প্রচার হইল ॥ স্থায়ী আর সঞ্চারিয়া শক্তি অনুপম। কারে কোন ভাব বলে শুন কহি নাম ॥ প্রথমে আসিয়া যেই অস্তুত দেখায়। কিবা অর্থ কিবা নৃত্যে অন্তর মজায় ॥ তার স্থাব্য ভাব বলি শুন মহা জন। এবে কহি বিচারিয়া ভাবের লক্ষণ ॥ স্থাব্য ভাবে আসি যেবা হয় অধিকারি। যেন আইসে তেন যায় সেই সে সঙ্কারি ॥ আদ্যন্তর স্থির চিত্ত হস্তে সত্যাগণ। উপার্জ্জি বিবর্ত্তিলে সত্য করি পণ ॥ ত্রিবিধ ভাবের কথা কহিব

রচিয়া ॥ ঠকন ভাবক রস শুন মন দিয়া ॥ রতি উচ্ছা ভয় ক্রোধ জুগুপ্সা বিস্ময়। শোক নিদ্রা শান্তি হাস্য জানিও নিশ্চয় ॥ স্থায়ী ভাবে এই নব্ব রস নিল স্থান। শক্তির ভাবের রস শুন মহাজন ॥ বিপক্ষে রমঞ্চ শুন্ত শুম্ভ ভঙ্গ আর। বৈবর্ত্তত কুমুদ জানিও অবিচার ॥ এই ষষ্ঠ রস জান শক্তির প্রকৃতি। কহিল ত্রিবিধ ভাব রস জান বিকী ॥ হস্তকের আদ্য আর যত অভিনয়। সে সব কহিতে পোথা অধিক বাড়য় ॥ বীর্য্যপুরে নৃত্যকালি পরম সুন্দরী। মোহন সৌষ্ঠবে নাচেযেন বিদ্যাধরী ॥ পঞ্চ পাত্রে নানা ছত্রে নাচে একা মণি। সাহা ঘড় বেড়িল নৃপতি নৃত শুনি ॥ গরদুঙ্গ উপরে শাহা উচ্চ সিংহাসনে। দেখিল নর্ত্তকী রত্নসেন সদনে এক গোলেন্দাজ ডাকি আজ্ঞা দিল তারে। অহিতে নাচয় পাত্র নৃপতি গোচরে ॥ এক গোলা মারিয়া উড়াও সহসাত না মরুক রত্নসেন চিতাওর নাথ ॥ ছোলতানের আজ্ঞায় চতুর গোলেন্দাজ। দারু গোলা ভরিয়া কামান কৈল সাজ ॥ গোলা ঘাতে নর্ত্তকী উড়িল তত ক্ষণে। বজ্র পাত হৈল হেন মানে সর্ব্বজনে ॥ রঙ্গে ভঙ্গ হইল অন্তরে পাইল ডর। গৃহ মাঝে প্রবেশিল সবে দিয়া রড় ॥ অট্ট২ হাসে শাহা বসিসিংহাসনে। মহা ভয় উপজিল রত্নসেন মনে ॥ প্রভাতে রচিয়া চিতা প্রতি দ্বারে দ্বারে মহোৎসব সকলে করয় ঘরে২ ॥ নারীগণ সুবেশ রচিল স্নান করি। দিব্য বস্ত্র সুসৌরভ অলঙ্কার পরি ॥ নানাবিধ সুভোজন কৈল সবে মিলি। স্বামী সঙ্গে রামাগণ করে নামা কেলি ॥ নানান সৌরভ ধুমে ভরিল আকাশ। এ সব শাহার আগে হইল প্রকাশ ॥

ছোলতানে রত্নসেনের নিকট সৃজাকে পাঠাইবার বয়ান।

মনে যুক্তি ভাবি শাহা সৃজাকে ডাকিল। রত্নসেন আগে যাইতে পুনি আজ্ঞা দিলা॥ বল গিয়া রত্নসেনে পুরি না মরুক। প্রাণদান দিব তাকে আনন্দে থাকুক॥ এত প্রাণী জ্বলিয়া মরিব একবারে। দেখি মনে দয়া লাগে ক্ষেমিল তাহারে॥ কহিও না মাগে তোর রাণী পদ্মাবতী মোর সেবা করিয়া থাকুক নরপতি॥ আপনার রাজ্যে নিষ্কণ্টক বসি থাউক। হুরাজ চান্দর দিব পঞ্চ নগ দেউক পঞ্চ নগ লইয়া আইসক মোর পাশ। প্রসাদ সম্মান পাবে না হউক ত্রাশ॥ ভয় বাসি না আসিলে আমারে বিন্দিতে তোমা হাতেরত্ন দিয়াপাঠাক ত্বরিতে॥ নৃপতি না আইসে যদি আমি তথা যাব। তাহার গৃহেতে আমি অতিথ হইব॥ অভ্যাগত ভাবে নিমন্ত্রয় যদি মোরে। কৌতুক দেখিব গিয়া ঘরের ভিতরে॥ শাহার আদেশে সৃজা চলিল সত্তরে। দ্বারি জানাইল গিয়া নৃপতি গোচরে॥ সৃজা রায় বার আইল শুনি নৃপবরে। বহুল আদরে নিল ঘরের ভিতরে॥ আশীর্বাদ করি সৃজা বলিল বচন। আমার উত্তর পূর্বে করিল লঙ্ঘন॥ তার প্রতিফল দেখ এত দুঃখ ঘটে শাহা সঙ্গে সংগ্রামে সংসারে কেবা আটে। পুড়িয়া মরিবে যদি ডরাইলা তুমি। এত জানি শাহা আসে নিবেদিল আমি॥ মোর নিবেদন শাহা হইল সম্মতি। পঞ্চরত্ন মাগে না মাগেন্ত পদ্মাবতী॥ মোর সঙ্গে আইস তুমি শাহা বিদ্য মানে। প্রসাদ চান্দরী রাজ্য দিবেক ছোলতানে॥ মনে ভয় করি যদি না যাইবে তথা। নিমন্ত্রিয়া আন শাহা

আসিলেন্ত এথা ॥ আপনার সর্ব্বনাশ না কর নৃপতি। এক্ষণে শুনহ রাজা আমার যুকতী ॥ সৃজার বচনে নৃপ হইল হরষিত। ধন্য ধন্য ছোলতান দয়াল চরিত ॥ তোমা সঙ্গে রায়বার পাঠাইব সকালে। পঞ্চরত্ন দিব পঞ্চ প্রাণের বদলে ॥ সাক্ষাতে যাইতে লাজ ভয় যুক্ত মন। নিমন্ত্রিয়া আনি হেথা পুজিব চরণ ॥ এ বলিয়া মহা পাত্র শীঘ্র হাকারিল। পঞ্চরত্ন আনিয়া তাহার হাতে দিল ॥ কহিল শৃজার সঙ্গে শাহা পাশে যাও। পঞ্চরত্ন দিয়া মোর প্রণাম জানাও ॥

রত্নসেন ছোলতানকে আমন্ত্রণ করিয়া পঞ্চ নগ দিবার বিবরণ।

কহিও শাহার আগে মিনতী আমার। যত দোষ করিল মাঙ্গিনু পরিহার ॥ হীনে অপরাধ করে মহতে ক্ষেময়। অতুল মহিমা শাহা দয়াল হৃদয় ॥ লাজ ভয় মনে করি না আসি সাক্ষাতে। সেবকেরে দয়া হৈলে আসুক এথাতে। স্বর্গের উপরে নর যাইতে না পারে। দেব আরাধন করি গৃহে পুজা করে ॥ কমল চরণ রেনু যদি পড়ে এথা। বসতি পবিত্র মোর হইব সর্ব্বথা ॥ এসব বচন নৃপ কহি পাত্রবরে। সৃজা সঙ্গে পাঠাইল শাহা গোচরে ॥ আগে সৃজা রায়বার লই আইল। ভালে পরশিয়া সৃজা পঞ্চ নগ দিল ॥ নৃপতির নিবেদন করিল গোচর। শুনি বলিলেক হাসি দিল্লীর ঈশ্বর ॥ ক্ষেমিল নৃপতি দোষ মনে অনুমানি। এক লাগি রঞ্জ হয় বহুল পরাণী ॥ যদি নৃপ কৃপা করি নিমন্ত্রিল মোরে প্রভাতে যাইব আমি নৃপতি গোচরে ॥ পুনি ক্ষেতি ভালে পরশিয়া রায়বার। নিবেদিল শাহা আগে করি পরিহার ॥

দিল্লীর ঈশ্বর শাহা জগত্ত পুজিত। জয় লক্ষ্মী হইয়াছে তোমার বিদিত॥ যাহারে করয় কৃপা মহা পদ পায়। কিঞ্চিৎ রোষিলে গিরী ধুলায় মিলায়॥ আমি হীন কি কহিব শাহার মহিমা। যথা পদ রেনু পড়ে তার কিবা সীমা কৃপার উদধি শাহা দয়াল চরিত। যে জন স্মরণ লয় ক্ষেমিতে উচিৎ॥ তুষিলেক রায়বার হয় বস্ত্র দানে। প্রসাদ চান্দরী পাইল রাজা রত্নসেনে॥ মহা তুষ্ট মনে রায়বার ফিরি গেলে। রত্নসেন আগে গিয়া রহাস্য কহিল॥ প্রভাতে আসিব শাহা শুনি রতসেনে। করিল ভোজন চেষ্টা বিবিধ বিধানে॥ শট রস নানা উপহার নানা ভোগ। বহু চেষ্টা অনুক্রমে নানান সংযোগ॥ বিচারিয়া কহি যদি রন্ধনের কথা। নানা বিধি বহুল প্রকারে বাড়ে পোথা॥ স্বর্ণময় চন্দ্রস্তুপ মহা নবগিরী। পুরি ভরি চন্দ্র টাঙ্গাইলউর্দ্ধ করি॥ চতুসমে চন্দনে লিপিল সব ক্ষিতি। কোশ পঞ্চলঙ্গি যায় সু-সৌরভ অতি॥ বিচিত্র মোহন শয্যা অতি সুকমল বিছাইল নানা বস্ত্র শুচারু নির্ম্মল॥ ঘরেতে আসিবে শাহা যতো দুর পথে। জর্কসি বসন বিছাইল নানা মতে॥ রত্তন সম্পুর্ণ হৈল প্রত্যুশ সময়। চলিল দেখিতে ঘর শাহা মহা শয়॥ রত্নময় বিমানে চড়িয়া সোলতান। বোহ গজা রাঘব চেতন আগুয়ান॥ গড় দ্বার খুলিসাহা ঘরে প্রবেশিল। সে হেন উদয় পুরে অরুণ উলিল॥ উজ্জ্বল হইল গড় সাহার দরশে। যেন লোহা হেম হয় পরস পরসে॥ সপ্তদ্বারে সপ্তবর্ণ শুবর্ণ কেওাড়। বিচিত্র মুরতি সব ঘটিছে অপার॥ খণ্ড২ চোয়ারি যে বিকট জড়াউ। বঙ্কিম উপরে খিক বঙ্কিম কাটাউ॥ প্রথমে দ্বারেতে শাহা প্রবেশিল যবে। রত্নসেন

নৃপতি মিলিল আসি তবে ॥ প্রণাম করিল ক্ষেতে পরশি ললাটে। চলিল ওমরাগণ বিমানে হেঁটে ॥ হেমরত্ন তঙ্কা যতো একত্র করিয়া ॥ পন্থে২ ছিটি যায় সাহাকে নিছিয়া ॥ সব ক্ষেতি পদ তলে দেখিয়া সোলতান। বাখানিল সেই ধন্য যার এই স্থান ॥ নৃপতির পুরি যেন দেখি ইন্দ্রালয়। ধন্য২ বাখানিল শাহা মহাশয় ॥ স্থানে স্থানে নিত্য গীত আনন্দ বাধাই। যেনো বিদ্যাধরি নাচে অনুমানে পাই ॥ যাইতে২ শাহা গেল অভ্যন্তরে॥ পদ্মাবতী ধরাহরে দেখিল গোচরে ॥ অতি রম্য সারা উপবন চারি পাশে। মন্দিরের মধ্য যেন লাগিছে আকাশে ॥ চারিভিতে পুষ্পবন শুভিছে সুন্দর। সুবর্ণ মেদনী তথা সুবর্ণ অম্বর ॥ তার মাঝে স্থাপিয়াছে রত্ন সিংহাসন। তাহাতে বসিল শাহা প্রচণ্ড তপন ॥ যেই দিগে হেরে শাহা মন কুতুহলে। নিজ মুর্ত্তি দর্শায় দর্পণ উজ্জলে ॥ মহর্ত্ত ওমরা গণ ভক্তি আ... কর জোড়ে ডাণ্ডাইল শাহাকে বেড়িয়া ॥ হেন কালে রত্ন সেন সমুখে আসিয়া ॥ প্রণাম করিল মহি ভালে পরশিয়া ॥ কর জোড়ে নিবেদিল করিয়া ভক্তিক। কজুসে উজ্জল হৈল আমার বসতি ॥ আজি মোর ধন্য ধন্য সাফল্য জীবন। মোর পুরি পরসিল শাহর চরণ ॥ তুমি সে ঈশ্বর মো... জগৎ পুজিত। যতেক ওমরাগণ আমার অথিত ॥ ... কর এ সবে বসিয়া কুতুহলে। যেই কিছু শাক অন্ন খাও সকলে ॥ সোলতান আজ্ঞায় বসিল সর্ব্বজন। পরি শয্যা করি রাজা ভাবে মনে মন ॥

সেবা করিতে সহচরি গণ সোলতানের
নিকট হাজির করিবার বিবরণ ॥

নয় সত সখি পদ্মাবতী অনুচরি ॥ শশীর সম্পাসে যেন থাকে সহচরি ॥ তাহা হৈতে দুই শত আনিল বাছিয়া। নানা অলঙ্কার শুভ্র বস্ত্র পরাইয়া ॥ নবীন বয়সি সব অভিনব বাক। গৃহ হস্তে নিস্বরিল যেন শুয়া ঝাক ॥ যেন স্বর্গ হস্তে আইল অপশরা গণ। দাণ্ডাইল পাঁতি পাঁতি সেবার কারন ॥ সু-গঠন আরুজ কটাক্ষ অনুপাম। দেখি জরাজীর্ণ চিত্ত পুলকিত কাম ॥ আর আঁখি হেরে সাহা তাসবার ভিতে। মন উচাটন ধরাহর নিরক্ষিতে ॥ হেন গৃহে যাহার এমত্ত সখিগণ। না জানি ঈশ্বরী তার কেমন লক্ষণ ॥ বেকত রাজার সঙ্গে কথা কহে হাঁসে। গোপনে বৈসয় মন পদ্মাবতী পাশে ॥ নানা দেশী নৃত্যকি আনিয়া নরপতি। নৃত্য করে শাহা আসে নানা মত ভাঁতি ॥ যার ভাব লোভে শাহা তথা মন বান্ধা। নৃত্য গীত সমস্ত দেখয় সব ধান্দা ॥ আছিল বাদিলা গৌরা রত্নসেন ঠাই। মহা বির বুদ্ধি মন্ত পাত্র দুই ভাই ॥ নৃপতির কর্ণে লাগি কহে দুই জন। যদি ভাল চাহ ধর আমার বচন ॥ তুরুক চরিত্র আমি বুঝিল সকল। মুখে মাত্র মিলন অন্তরে আছে ছল ॥ বরি জন প্রত্যয় বুদ্ধির নহে কর্ম্ম। সময় পাইলে শত্রু না বিচারে ধর্ম্ম ॥ কপঠে মারিব শত্রু আছে সাস্ত্ররিত। সর্ব্বথায় উচিত চিন্তিতে নিজ হিত ॥ এহাতে আসিছে অল্প সৈন্য সঙ্গে করি। যেন মতে আজ্ঞা দেও করিবারে পারি ॥ তুমি না মারিলে শত্রু করিয়া কপট। সেপুনি সাধিব কার্য্য করিয়া কপট ॥ নৃপ বলে হেন কর্ম্ম উচিত নাহয়। অথিত আসিছে

শাহা আমার আলয় ॥ ঘৃণায় না মারি আমা দিল প্রাণদান। বহু জীব রক্ষা করি রাখিল সম্মান ॥ যেথা বল অল্প সৈন্য শাহার সঙ্গতি। লক্ষ বাছি আনিয়াছে দিল্লীর নৃপতি ॥ কদাচিত আন কর্ম্ম করিতে নারিব। যদিবা করিতে পারি কলঙ্ক রহিব ॥ লবন খাইতে আসিয়াছে মোর এথা। বিষের মারণ ধিক লবন সর্ব্বথা ॥ যেই মন্দ করে সেই মন্দ ফল পায়। ভালাই করিলে অন্তে ভাল সর্ব্বদায় ॥ পাণ্ডুরে ভালই কৈল কুরু কৈল ছল। তেকারণে পাণ্ড জয় কুরু হৈল তল ॥ উপকারে উপকার মহাজন ধর্ম্ম। উপকারে অপকার নিকৃষ্টের কর্ম্ম ॥ উপকার অপকার কাপুরুষ আস। জয় পাইলে অধর্ম্ম আজয় সর্ব্বনাস ॥ যেই জনে ছল করে ছল ফল পাইব। সত্য ধর্ম্ম ছাড়ি আমি অন্য না করিব ॥ আরে এক কথা শুন অবধান করি। শাহা পাস হন্তে আমি দূরে যাইতে নারি ॥ আন চেষ্টা দেখিলে মারিবে আগে আমা। সবার অধিক কর্ম্ম সত্য ধর্ম্ম ক্ষেমা ॥

গৌরা বাদিলা ক্রোধ হই যাইবার বয়ান ॥

এত শুনি দুই ভাই হই ক্রোধ মন। নৃপ পাস হন্তে কন্যা গৃহেতে গমন ॥ অভ্যান্তর হন্তে আইল যত সখিগণ। চারি পাসে ডাণ্ডাইল সেবার কারণ ॥ কেহ হস্ত ধোলায় লইয়া রত্ন ঝারি। পানয়ার আনিয়া বিচারে কোন নারি ॥ কেহ আনি নানান পদার্থ আগে রাখে। শুগন্ধি শীতল জল কেহ লৈয়া থাকে ॥ অম্ল তিক্ত সকল লবণ মিষ্ট কটু। শট রসে পরসে পদার্থ আনি পটু ॥ যত বার আনি অন্ন ব্যঞ্জন পরসে। বস্ত্র অলঙ্কার বর্ণ ফিরাইয়া আইসে ॥ সেই কিবা আর কিবা চিনিতে না পারি। ভেদ নাহি অপসরা

কিবা নরনারী॥ সাঙ্গ হৈল ভোজন ফিরাইয়া থোরা থালী। কর্পুর সংযোগে পাঙ্গা পান দিল আনি॥ চতুর্থম আগর যে পুষ্পের সুগন্ধ। পুরিয়া গোলাব চুয়া হইল আনন্দ॥ রত্ন থাল ভরি রত্নসেন নরপতি। গজে পাক দিয়া করে সাহার মিনতী॥ যত অপরাধ কৈল মনে ছিল ভিত। দিনমণী দরশনে খণ্ডিলেক শীত। অভয় প্রসাদ মোরে দিয়া দিল্লীশ্বর। সেবক তুসিলা তুমি কৃপার সাগর॥ প্রাণ দান দিলা মোরে রাজ রাজ্যেশ্বর। দিলেক তোমার কার্য্যে দিমু প্রাণ ধর॥ পত্যুত্তর দিল শাহা হাসিয়া ইশ্চিতে। সুর্য্য সেবা করিলে কোথাতে রহে শীত॥ মোর সেবা কৈলে রাজা নাহবে বিফল। মোর রাজ্য দিল রাজা ভুঞ্জ কুতুহল॥ এতেক বলিয়া সতরঞ্জ খেলা আনি। নৃপ আমি খেলিয়া বিশ্রাম করি খানি॥ বেলা দুই পহরে আলস্য লাগে গায়। খেলি ছলে তিল এক বিশ্রাম এথায়॥ রত্নের মুকুর এক শাহার দক্ষিণে। নৃপ সঙ্গে খেলে শাহা সান্ত নাহি মনে॥ সেবা হেতু আসি ছিল যত সখীগণ। পদ্মাবতী আগে গিয়া কহে সর্ব্বজন॥ শুনি ছিল শ্রবণে দিল্লীর ছোলতান। আজি চক্ষে দেখিল প্রচণ্ড যেন ভান॥ জগত ভিতরে হয় উদঙ্গ তাহার। পৃথিবীর নৃপগণ তারক প্রচার॥ উচ্চ সিংহাসনে শাহা আছে সিংহ প্রায়। সুর্য্য প্রায় সব দৃষ্টী চাহন না যায়॥ যতেক ওমরাগণ নৃপতি মহন্ত। কর জোড়ে নম্র শীরে দাণ্ডাই আছেন্ত॥ ভগ্যমণি ললাটে উজ্জল অনুক্ষণ। সংসার দিবার নাহি রূপের তুলন॥ সাফল্য হইল আজি আমার নয়ান। পরশ পরশে যেন ধরে দশবাণ॥ হেন দিল্লীশ্বর আইল দ্বারেতে তোমার। নিজ আখি সাফল্য না করো

একবার ॥ এমত সুন্দর রূপ যবে না দেখিবা। জন্মাবধি অনুশোচ করিতে রহিবা॥ শুনিতে চপলা চিত্ত হৈল পদ্মাবতী। কি কৌশলে দেখিতে পাইব দিল্লীপতি॥ সিংহলের রাজসুতা পদ্মাবতী রাই। প্রত্যুত্তর দিল কন্যা সখীগণ ঠাই॥ মোর হেতু দেখ সখী নিত্য যে ঝগর। লক্ষ২ মৃত্যু হৈল সংগ্রাম ভিতর॥ মোর হেতু খুজি আইল দেশ দেশান্তর। আর মোরে বল দেখিবারে দিল্লীশ্বর॥ শুনিতে পরাণে মোর না রাখিব রাজ। দেখিবারে দিল্লীশ্বর তুমি কহ কাজ॥ সখী বলে বিরলে মেলিয়া টঙ্গিদ্বারে। কেহ যেন না দেখয় নিরক্ষ শাহারে॥ সেই গৃহে আছে এক খিরকি দ্বার। তথাতে আসিলা কন্যা শাহা দেখিবার দ্বার মেলি চন্দ্রস্তুপ তুলি বাম করে। সম দৃষ্ট সুন্দরী সাহার মুখ হেরে॥ প্রকাশ কমল ভেদ অরুণ দরসে। অপূর্ব আদিত্য হেটে অম্বুজ আকাসে॥ নৃপ সঙ্গে খেলে সাহা সান্ত নাহি চিতে। অবিরতে দৃষ্টী করে দর্পণের ভিতে॥ সমস্ত সরীর রূপ দর্পণের পরে। ঘনের সকলি প্রায় ঝল মল করে॥ উর্দ্ধেতে সুন্দরী রহে নিয়রে সেরূপ নির্ম্মল দর্পণে অম্বু ঝলকায় ধুপ॥ মুকুরে মোহন রূপ দেখি সহ সাত। মোহিত পড়িল সাহা খেলি লৈয়া হাত॥

পদ্মাবতীকে সম দৃষ্টি সাহা মুর্চ্ছা
হইবার বয়ান।

সিংহাসনে পড়ি সাহা করে ছট ফট। হাহাকার করে সবে কি হৈল সঙ্কট॥ রাঘব চেতনে বলে লাগিছে সুপারী সয়ন করাও লিয়া সয্যার উপরি॥ ওমর সকলে মিলি

তুলিয়া সত্তরে। শয়ন করাইল লিয়া খাটের উপরে ॥ দণ্ড এক হেন মতে ছিল দিল্লীশ্বর। সেই মুর্ত্তী দেখে যেন নয়ান গোচর। রাঘব চেতন গিয়া চাপিলেক পাও। চক্ষু প্রকাশিল শাহা মোরাইয়া গাও ॥ রাঘব বলে যে শাহা কেন হেন রীত। ভিন্ন স্থানে নিদ্রা নহে তোমার উচিত ॥ সংসারের ভার তুমি লৈছ একাশ্বর। রাত্রি নিদ্রা নাহি লোক পলক অন্তর ॥ হেন স্থানে দিবসে নিচিন্তে নিদ্রা কেনে। তুমি বুদ্ধি বন্ত স্বামী বুঝাইব কোনে ॥ পদুত্তর দিল শাহা শুনহ রাঘব। দর্পণে দেখিল মুর্ত্তি ভুবন দুর্ল্লভ শুদ্ধি বুদ্ধি সমস্ত শরীর শুন্য করি। কটাক্ষ বিশিখ হানি প্রাণ নিল হরি ॥ যেবা বলে চেতন মনের অনুচর। কেন না রহে স্থানে তেজিয়া ঈশ্বর ॥ মোহন মুরতি মোর চিত্তে কৈল্য বাসা। যদি বিধি পুরায় পুরিব মন আশা ॥ যেন মতে কহিলা দেখিল শত গুণ। অতি রূপে সত্য ধর্ম্ম না হয় নিপুন ॥ ভালে মহি পরসি রাঘব বলে বাণী। নিশ্চয় দেখিলা শাহা পদ্মাবতী রাণী ॥ দেখিলে ধৈর্য্যতা হরে না রহে জীবন। প্রত্যহ হইল আজি মোর নিবেদন। যেহেন কপটে বলি ছলিল মুরারী। কোথা সত্য ধর্ম্ম রহে হেনরূপ হেরি ॥ কি ফল জীবন মোর সে রূপ পাইলে যে হৌক সে হৌক বিধি সত্য নাশ হৈলে ॥ এইযুক্তি ভাবি শাহা মাঙ্গিল বিমান। আরোহন হইয়া চলিল ছোলতান ॥ অথিতের রহন নাহিক কোন স্থলে। বুদ্ধিবন্ত পন্থ দেখি চলবি সকালে ॥ স্নেহ করি রত্নসেন আসিয়া নিকটে। কান্ধে হস্ত দিয়া মিষ্ট বলয় কপটে ॥ মধু বাক্য প্রত্যয় করিয়া নরপতি। খাড়াইয়া দিতে যায় শাহার সঙ্গতি ॥

বিমান বেড়িয়া সব ওমরারগণ। নিকটে নাহিক নৃপতির এক জন॥ প্রতি দ্বারে শাহার কটক ছাড়ি যায়। নৃপতির মনিষ্য ঘনাইতে নাহি পায়॥ এই মতে সপ্ত দ্বার বাহির হইল। শাহার ইঙ্গিতে ধরি নৃপতি বান্ধিল॥

রত্নসেনকে বন্দি করি লই যাইবার বিবরণ॥

এই জগ মহা ঠগ নাহি শুদ্ধ ভাব। বাজার বিষম ফান্দে দেখাইয়া লাভ॥ আগে মধু দরশায় পাছে দেয় বিষ। বিষাদের উপলক্ষে জন্মায় হরিষ॥ বুদ্ধি জন না ভোলায় শত্রুর আশ্বাসে। সর্ব্বনাশ হয় তিলে বৈরী মায়া ফাসে। হেন সন্ধ হস্তে ভাল জানিও মরণ। সর্গ হস্তে ভূমে পৈল নৃপতি চরণ॥ আহার দেখাই যে বন্দি কল্য মিন। সলিল তেজিলে হয় মরণের চিন॥ অশ্বেচড়ি ছোলতান আনন্দিত হৈয়া। গরদ্বজের আগে গেল অশ্ব ধাবাইয়া॥ নৃপ বন্ধি করিল শুনিল গড়বাসি। পুনি দ্বার বান্ধিল বাদিলা গৌরা আসি॥ হস্ত পদ নৃপতির লোহার নিগরে। চরণে দারুকা থুইল পিঞ্জারা ভিতরে॥ রত্নসেন সাক্ষাতে আনিয়া দিল্লী শ্বর। বহুল যতন করি পুছিল উত্তর॥ এবে পদ্মিনী দেও জীবন রাখিমু। কহিছি চান্দরী মারু দুই রাজ্য দিমু নহে তোমা প্রাণে না মারিব একবারে। পশ্চাতে মারিয়া পুনি নানান প্রকারে॥ নৃপ বলে যে কহিলা সব যোগ্য হয়। তোমার আশ্বাস যদি করিয়া প্রত্যয়॥ কহিল বাদিলা গৌরা কর্ণে না শুনিলুম। সেবা করি মহন্তের যক্তফল পাইলুম॥ অবান্ধবে মরিতে চাহিল আমি আগে। আশ্বাসি যে করিলা তোমাতে সব লাগে॥ যদি সত খণ্ড করি বধহ পরানি। এবে মোর করতলে নাহিক পদ্মিনীর। মোর

বাক্য পদ্মিনী কভু না মানিবে। যদি যুদ্ধ করি পুনি জীবন তেজিবে॥ এবলিয়া মৌনধরি রহিল নৃপতি। বিস্তর পুছিল সাহা না দিলে সম্মতি॥বহুল প্রকাশকরি পুনি জিজ্ঞাসিলা। রহিল অচলপ্রায় কিছু না বলিলা॥শাহা ভাবে পুনরপি যদি করি রণ। সর্ব্ব লোক মরিবে না রবে একজন॥ আমি পাটে যাই স্থিরহউক সুশ্বার। আপনি পদ্মিনী দিব করিলে প্রহার এতভাবি ছোলতান দিল্লীতে চলিল। শুনিয়া এসব কথা চৌখণ্ড কম্পিল॥ রত্নসেনে ধরিল অন্যের কিবা কথা। যে যেথা আছিল সবে হেট কৈল মাথা॥ দিল্লীশ্বর আসিয়া বসিল যদি পাটে। সর্ব্ব নৃপ কুল ভুমি ধরিল ললাটে॥ শ্রীযুত মাগন স্থির রসিক নাগর। শত্রু জিত মিত্র পালে কৃপার সাগর॥ জিজ্ঞাসে সকল কথা মধুর ভারতি। পতি বিনে কেমতে বাঞ্চিলো পদ্মাবতী॥ তবে দিল্লীস্বরে আর কি কর্ম্ম করিল। কোন মতে রত্নসেন মোচোন হইল॥ তাহার আদেশ মান্য শিরেতে ধরিয়া। হিন আলা ওলে কহে পয়ারে রচিয়া॥

রাগ করুণা ভাটিয়াল ঝুমক ছন্দ

হাবেসি পুরুষ এক সাহার সেবায়। বক্রভুরু ক্রোধ মুখে থাকয় সদায়॥ উপরের উষ্ঠ তার নাসিকা উপর। চিবুক ঢাকিছে পুষ্ট লম্বিত অধর॥ কোটর নয়ান যুগ ঘুর্ণ পুর্ণ মতে। সে তরঙ্গ অঙ্গ হাস্য নাহি কদাচিতে॥ বক্রকেশ গোপ দাড়ি পিঙ্গল বরণ। শ্যাম অঙ্গ লোমী বলি ভল্লক লক্ষণ॥ নারিকে না বলে প্রিয়া সদায় কিলায়। ভিক্ষুক দ্বারেতে গেলে দণ্ড লই ধায়॥ পদ্মিনী মাগিতে রত্নসেনে তারে দিল। ব্যাঘ্র হস্তে যেমন মৃগকে সমর্পিল॥ মহা ক্ষুধা

পক্ষ রাজে লৈযায় ঐরাবত। বিধার করিতে যেন বাপে পায়রাবত॥ ক্ষুধাতি বাজের হস্তে শপিলেক পাইক। কে বলিব কর্ম্ম লেখা আপনার ভাইক॥ জল যদি মাগে মুখে নয়ানে লাগায়। নিঘাতে মগদ্দুর বারি মারয় মাথায়॥ মৃত্তিকা খুদিয়া তাতে কণ্টক বিছয়। রাত্রি হৈলে নৃপতিরে তথাতে শোয়ায়॥ বিছা বীচ্ছু সর্প আনি তথাতে ফেলায়। উপরে বিছাই পাট শুতি নিদ্রা যায়॥ এক পাস হন্তে অঙ্গ লড়িতে না পারে। নয়ান মুদিলে দণ্ড মস্তকেতে মারে॥ চক্ষু মুদি রত্নসেন ভাবে নিরাঞ্জন। যেহ কিছু দুঃখ সুখ তোমার কারন॥ তোমাকে বলিব প্রভু নিজ কর্ম্ম দোষ। যেই কিছু কর প্রভূ আছিয় সন্তোষ॥ আর দিন আসিল সাহার অনুচর। রত্নসেন নৃপ স্থানে পুছিতে উত্তর॥ দুতে বলে এই মুখে করিলে বিবাদ। আপনা উপরে আপে পারিলা প্রমাদ॥ আপনা সম্পদ আয়ু এই ক্ষণ চাও। পদ্মিনীরে দিয়া সুখে তিন রাজ্য খাও॥ এতেক কহিল রাজা না দিল উত্তর। বহুল প্রকার কৈল্য তাহার গোচর শুনি সাহা বলে নিত্য প্রহার করুক। সামন্য ভক্ষ দেও প্রাণে নামরুক॥ এই মতে নানা দুঃখে রহিল নৃপতি। স্বামীর বীচ্ছেদে তথা কান্দে পদ্মাবতী॥

নাগমতি ও পদ্মাবতীর বিলাপ করিবার বয়ান

রাগ দীর্ঘ ছন্দ॥

আহা প্রভু প্রাণেশ্বর, মোরে কৈল্যা একাশ্বর, নানা মতে প্রেম বাড়াইয়া। কেমতে ধরিব হিয়া, তুমিপ্রভু না দেখিয়া, কোথা গেলানিদান হইয়া॥ পড়িলা শত্রুর হাতে, বান্ধব নাহিক সাতে, হিত বোলে হেন কেহ নাই। স্মরিতে

তোমার দুঃখ, বিদরে দারুন বুক, সর্ব্ব শুক বঞ্চিল গোসাঁই॥ মৃদু সুকমল গাও, মোর লাগি দুক্ষ পাও, হেন আমি অভাগিনী ভাজ্য্যা। যদি পাখাহয়ে যাই, কিবা কার সঙ্গিপাই, দুক্ষ কালে করি পরি শয্যা॥ আমি নারি হত ভাগি, ক্লেশ পাও মোর লাগি, কেন মোরে না দিলা তুরুকে। মোর কর্ম্মে যে থাকিত, অবশ্য সেই সে হৈতে, তোমা অঙ্গ থাকিত যে শুখে॥ রমণী পাদুকা প্রায়, তার লাগি দুক্ষ পায়, নিজ অঙ্গে প্রহার সহিতে। আমি হেন কতো নারি, বালাই লইয়া মরি, প্রাণ ফাটে তোমাকে স্মরিতে॥ যেবা যার সেই দেশে, সে বহুরি নাহি আইসে, কারঠাই পাব বার্ত্তাসার। যেবা আছে এই স্থানে, সেই কিছু নাহি জানে না পাইল তত্ত্ব সমাচার॥ আমা লাগি পাইলা তাপ, প্রথমে বান্ধিল বাপ, দুই যে সাগরে পাইলা ক্লেশ। প্রসন্ন হইল বিধি, পাইল আমীয়া নিধী, এবেশে হইবে প্রাণ শেষ॥ বিলাপিয়া কান্দে রায়, ধরনি ক্ষেপিয়া কায় আঁখি বহে শ্রাবনের ধার। নিদারুন হিয়া দুষ্ট পাষান অধিক নষ্ট, এতো দুক্ষে নাহয় বিদার॥ ক্ষেনে হয় অচেতন, চমকি উঠয় ঘন, ক্ষেনে২ করয় বিলাপ। বিষ হৈল সুখ ভোগ, প্রবল বিরহ রোগ, তিলে তিলে বাড়য় সন্তাপ॥ বদন ঝাপিল কেশ, বিলোলীত হৈল ভেস, অতি দুঃখে বদন মলিন। যেন পুন্নিমার শশী, বিরহ বিধুর্ণ আসি, গ্রাসিয়া করিল প্রভা হিন॥ গুণমণি রসালয়, ভাগ্য হস্ত সদা শয়, শ্রীযুত মাগন শুন অঙ্গ। তান গুন মন যোগী, প্রভু ভাবে অনুরাগি, কৃপা সিন্ধু দানের তরঙ্গ॥ তাহান আদেশ ধরি, হৃদয় প্রসন্ন করি, আলাওলে রচিল পয়ার।

সুগন্ধি চন্দনেজস, অষ্টদিগে করিবস, পরিপুর্ণ রহুক সংসার ॥

রাগ জমক ছন্দ ॥

বিরহ দাহনে হৈল শত চির। কোথা গেল প্রভু মোর শীতল গম্ভীর ॥ দহিয়া শরীর মোর হৈল ভস্ম রাশি। পবনে উড়াই নিতে জল দেও আসি ॥ প্রিয়সী রমণী ছিল আমি হতভাগী। মারিয়া যাইব আমি স্বামী দুঃখ লাগি ॥ এ বলিয়া চুয়া চণ্ডি আছাড়য় কায়। ধরাহর হস্তে পড়ি মারিবারে চায় ॥ সখীগণে আস্তে ব্যাস্তে ধরিয়া রাখিল। পুনি মুর্চ্ছিত হই ধরনিতে পড়িল ॥ নানামতে চৈতন্য করিল সখিগণে। কদাচিত শান্তনহে প্রবোধ বচনে বলে কন্যা ধৈয্য ধর না কান্দিও আর। পুনি নিজ পতি পাইবা ভাব করতার ॥ বহু স্তুতি কৈল্য প্রভু ভাবিয়া হৃদয়। পুনি স্বামী দান কর তুমি কৃপাময় ॥ বারে২ তোমারে ভাবিয়া পাইল পতি। দুখিনীর তুমি বিনে আর নাহি গতি ॥ নাগমতি যতেক কান্দিল পতি লাগি। যেবা শুনে তাহার অন্তরে লাগে আগি ॥ সখীগণ কান্দনে পাষাণ দ্রবি যায়। সর্ব্ব দেশে পুর্ণ হৈল কান্দনের রায় ॥ পতি মুক্ত পাইতে মনেতে ভাবি বালা। পদ্মাবতী রচি-লেক এক ধর্ম্মশালা ॥ পরোদেশী পন্থিক যতেক যোগী জাতি। অন্ন জল দান করে বিশেষ ভকতি ॥ ঘনে বস্ত্রে দান অনুক্ষণ করে পুজা। আশীর্বাদ করে সবে মুক্ত হইতে রাজা ॥ দানের বাখান তার পুরিল সংসারে। সাহা আগে এই বার্ত্ত হইল প্রচারে ॥

—

সাহার আক্ষেপে নর্ত্তকী যোগিনী বেশ হই পদ্মাবতীর সাক্ষাতে যাইবার বয়ান।

নর্ত্তকী চতুর এক ছিল সাহা স্থানে। নানা ছন্দে নৃত্য করে নানা গুণ জানে॥ কাল কণ্ঠ জিনি কণ্ঠ সুললিত গায়। ভুবন মহোন রূপ নানা যন্ত্র বায়॥ তাহাকে আনিয়া সাহা করিল আদেশ। চিতাওরে যাও ধরি যোগিনীর বেশ॥ এক ধর্ম্ম সালা রচিয়াছে পদ্মাবতী। সেবা ভক্তি করে তথা গেলে যোগী জাতি॥ বিয়োগীনি রূপে তথা প্রবেশ করিও। কান্দি গতি গাহি যন্ত্রে বিয়োগ বাজাইও॥ গাহন বাজান তথা হইলে প্রকাশ। বিয়োগিনী নাহি তোমা নিবে নিজ পাশ॥ তাহার পতির বার্ত্তা কহি কথা লেশ। যদি পার ভোলাই আনিতে এই দেশ॥ কোন মতে পাদ্মাবতী যদি আন এথা। এক মহা দেবী তোরে করিব সর্ব্বথা॥ সাহার আদেশে যোগীনির রূপধরি। কিন্নর হাতেতে করি চলিল সুন্দরি। সেই বেশে চারি দাসী দিল তার সঙ্গে। পঞ্চাস পদাতি দিল করি নানা রঙ্গে॥ কেহু লৈল তাম্বুরা কেহু লৈল সেতার। আর নানা যন্ত্র লৈল নানা সোভাকার॥ অন্তরে থাকিয়া তারা যায় আগে পাছে। তার সঙ্গি নহে হেন থাকে তার কাছে॥ যাইতে২ গেল চিতাওর গড়ে। প্রবেসীল গিয়া ধর্ম্মসালার ভিতরে॥ ভক্তি ভাবে ভক্ষ দিল করিয়া যতন। যন্ত্র গীত শুনিয়া মোহিত সর্ব্বজন॥ ধর্ম্মসালা ধর্ম্ম কর্ম্মে আছে যেই সখী॥ পদ্মাবতী স্থানে গিয়া কহে সখী মুখি॥ ধর্ম্মসালা মধ্যে এক আসিছে যোগিনী। ললিত সুচারু রূপ নবীন যৌবনী॥ বিরহী বিভুতী অঙ্গে

প্রেম বিয়োগিনী। কণ্ঠে মুদ্রা মালা দেখি অতি বৈরাগিনী॥ মধুর সুস্বর কণ্ঠ সুললিত গায়। শুনিতে কিন্নরা শব্দ শিলা দ্রবি যায়॥ চঙ্গ আর ডম্বুরু যে বাজায় সেতার খর্ম্ম সালে হুলস্থুল এ সব বেহার॥ এত শুনি পদ্মাবতী হই হরষিত। সখী তরে আজ্ঞা দিল আনিতে ত্বরিত॥ রাণীর আদেশ পাই সখী ডাকি নিল। কি লাগি আসিছ যোগী দেবী জিজ্ঞাসিল॥

পদ্মাবতী সঙ্গে বিয়োগিনী বাক্য প্রকাশ করে॥

রাণীবলে কোথা হন্তে আসিল যোগিনী। প্রথম যৌবনে কেনে হইলা বিয়োগিনী॥ কহিল বিরহো দুঃখ প্রত্যাইবে কোনে। যে জন দুঃখের দুঃখি সেই মাত্র জানে॥ বিয়োগিনী বলে শুন পাটের প্রধানি। বলিব কাহার স্থানে মর্ম্ম দুঃখ বানি॥ শিশু কালে স্বামী তেজাগেল দূরদেশে। পতি অন্যাসনে ফিরি যোগিনীর ভেসে॥ স্বামী মূল গৃহ বাস স্বামী মুল শুখ। স্বামী বিনে গৃহ বাসসম নাহি দুঃখ॥ শুখে কিবা কার্য্য যার স্বামী ছাড়ি যায়। পাট বস্ত্র তেজি কাঁথা পরিতে জুয়ায়॥ অলঙ্কার পরিলে দেখিবে কোন জন। সেই পরে স্বামী ছাড়ি জার অন্য মন॥ কণে মুদ্রা দিলে কর্ণ ফুল দেখি পাপ। হার তেজি রুদ্রেক্ষ করিতে মালা জপ॥ চন্দন তেজিয়া ভস্ম বৈরাগিনী হৈয়া। ঝুরি২ জন্ত্র বাহি স্বামীর নাম লৈয়া॥ গোকুল মথুরা আদি চাহিল দ্বারিকা। গয়া মনি কর্ণিকা প্রবাস বদরিকা॥ বানারসী বাহিল নাপাইল প্রাণ পিউ। সাগরে করিতে ঝম্প পরিহরী জীউ॥ পুনি ভাবি দেসে২ বিচারীয়া চাই। ভিক্ষা ছলে ভ্রমিতে স্বামী জদিপাই॥ তবে পরিশ্রম মোর সাফল্য

হইব। জদি কর্ম্মে না ধরে পৈরাগে ঝম্প দিব॥ তবে অন্যাশিল যত তীর্থ নানা দেশে। যত দুর গতাগত করয় মানুষে॥ দিল্লী দেশে দেখিলাম যত তুরুকান। শাহার পোথাতে আছে যত বন্ধিয়ান॥ কোন স্থানে না পাইল স্বামীর উদ্দেশ॥ চিতাওরে প্রবেশিল তার অবশেষ॥ ব্যাঘ্র অজাগর মুখে যদি সে দেখিত। আপনে আহার হই স্বামী ছাড়াইত॥ যদি কার বান্ধব দেখিত প্রাণপতি। আপনে হইয়া বন্ধি করিত মুকতি॥ সিন্ধু পরে স্বামী আছে বার্ত্তা পাই যবে॥ সাগরেতে ঝম্প দিয়া অন্যাসিত তবে॥ দেখিল তোমার পতি সাহার পোথায়॥ যত্তেক লাঘব দুঃখ কহন না যায়॥ সমস্ত দিবস করে নানান প্রহার। তিল মাত্র রজনী না দেয় শুতিবার॥ মর্ম্ম খণ্ড২ তার আনলে দাহনে। রাজ্যপাট নারী পুত্র কিসের কারণে॥ যাহার ঈশ্বর পরে হেন মহা দুঃখ। কেমন বান্ধব তার ধরাইছে বুক॥ হেন মতে অভাগিনী পতি পাব যবে সর্ব্ব দুঃখ আপনা শরীরে শৈল তবে॥ পরি শয্যা করিয়া থাকিত সেই ঠাই। আপনে মরিত লই প্রভুর বালাই॥ এ বলিয়া জল ধার নয়ানে বহায়। সদা মন উচাটনে বৈহাগ বাজায়॥ পদ্মাবতী শুনিলেক পতির দুর্গতি। আনলেতে ঘৃত যেন চিত্ত পোড়ে অতি। কান্দি২ ধরিলেক যোগীনির পাও। শিষ্য করি অভাগীরে সঙ্গে লই যাও॥ মোর লাগি এত দুঃখ পায় প্রাণপতি। তোমার প্রসাদ দেখি স্বামীর কি গতি॥ গুরু হই অভাগীরে পন্থ দরশাও। স্বামীর দরশন হেতু উদ্দেশ জানাও॥ চরণের রেনু দেও নয়ানে লাগ্যাম। জীবন নিছনি করি

শুনি স্বামি নাম॥ যোগ তন্ত্র দেও মোরে দৈবে বিয়োগিনী। পতি দরশনে যাই হই উদাসিনী॥ মোর প্রতি কৃপা কর ধরিল চরণ। অনুগত না ছাড়িও লইনু স্মরণ॥ যোগিনীর সঙ্গে যাইতে ধরাইল মনে। সখিগণে নিবে দিল প্রবোধ বচনে॥ রাজ মহাদেবী তুমি কোমল শরীর তিলেক হাটিলে পদে শ্রবিব রুধির॥ মহাযোগ পতির বিয়োগ যদি সহে। যেই মতে রাখে স্বামী সেই মতে রহে॥ পতি ভাবে পর মন গৃহেতে উদাস। অঞ্চলে খাবর করি সিঙ্গা বহে শ্বাস॥ প্রেম ফান্দে বাজাইয়া, মন কর লটা। সংসারে ধান্দারি বিরহিনী কেশ জটা॥ নয়ন যুগলে হের চক্রে পিউ পন্থা। অঙ্গেতে মলিন বস্ত্র রিণহিনী কান্তা॥ ধরনিয়া ছুঁয় ছালা সর্গ সিরে ছাতা। হৃদয় কমলে কর প্রভু রঙ্গ বার্ত্তা॥ মন মালা ফিরি২ জপ সামী নাম। বিভুতি করহ পঞ্চ ভুত এক ঠাম॥ সামীর সন্দেস কথা শ্রবণে কুণ্ডল। দান ধর্ম্ম যোগ চিত্ত পতির কুশল॥ যোগিনীরে বহু ধন বস্ত্র দিল দান। আশীর্ব্বাদ কর হউক সামীর কল্যাণ॥ জোগিনীর সঙ্গে কন্যা জাইতে না পারি। বিস্তর কান্দিল বালা দুঃখ মনে স্মরি॥ তপ জপ ধর্ম্মে থাকে দিবস রজনী। মন মারি গৃহেতে হইল উদাসিনী॥

দেও পালে পদ্মাবতীকে ভোলাইতে
বিয়োগি পাঠাইবার বয়ান।

রাগ সুহি জমক ছন্দ।

কুন্তলনিলের রাজা নামে দেও পাল। রত্নসেন নৃপতির ছিল শত্রুকাল॥ সে যদি শুনিল নৃপ পড়িল বন্ধনে।

পুর্ব্বরি ভাবিয়া কোপিল নিজ মনে ॥ শক্র হেন সাল ছিয়া হন্তেতবে খসে। বরির রমণি যদি নিজ গৃহে আইসে ॥ বৃদ্ধ এক রমণী আছে সেই ঠাম। ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম কোমদীনি নাম॥ তাকে হাঙ্কারিয়া মান্যকরি দিলপান। কহিল নিছনি তোর আমার পরাণ ॥ কোমদিনী নামতোর কর মোর হিত সর্গে যে বৈসয় চন্দ্র সেহ তোর মিত ॥ চিতাওর গড়ে আছে পদ্মাবতী রাণী। ছল করি মোরে যদি দিতে পার আনি ॥ জগত মোহন রূপ শুনিছি শ্রবণে। কোটী কোটী দ্রব্য দিব দেখিলে নয়নে। কোমদিনী হাসি লৈল নৃপস্থির পান। দেও করি বলে দেওপাল বিদ্যমান ॥ কোন কার্য্য লাগে মোতে মনি মতি সতী। দেবতা মোহিতে পারি ইন্দ্রের যুবতী ॥ যেন কাম রূপি ছিল চাম্পারী লিল না। জগত মোহিনী তথা থিক মোর টোনা ॥ মন্ত্র হৈতে বৃক্ষ চলে উলটয় নদী। পর্ব্বত টলয় তিলে মন্ত্রের অবধি ॥ মন্ত্র বলে সর্প ধরি পেটারীতে রাখে। সাক্ষাতে লুকায় যদি দিবসে না দেখে ॥ মন্ত্রে ভোলাইতে পারি মহা জ্ঞানি প্রাণ। স্ত্রিয়া চিত্ত কিসে লাগে দ্রবয় পাষাণ ॥ অতি দর্প কুটনি কহিল বড় বোলে। বিধি জারে সত্যে রাখেসুমেরু না টলে ॥ নৃপ স্থানে দুতি বহু ধন মাঙ্গি লৈয়া। নানান প্রকারে লৈল সন্দেস বান্ধিয়া ॥ মুকন্দ লারু পাপর ভাজা গঙ্গা জল। ক্ষীর পুরি মনোহর খণ্ড নারিকল ॥ পিঠা মনি সন্তোষ করয় শোগ মনি। মিষ্টা ফলি হাজার পরটা দিব্য পুনি ॥ আর বহু প্রকারেলইল পাকওান। পরিয়া দুতির বস্ত্র লইল আগুয়ান ॥ বৃদ্ধ কালে হাটিয়া জাইতে নারে বেগে ॥ ঢুলিতে ঢুলিতে চলে মন অনুরাগে তনু মাত্র

বৃদ্ধ হয় মন বৃদ্ধ নয়। শক্তি টুটি যায় নিত্য আক্তি না টুটয়॥ এহেন যৌবন কাল কোথা গেল চলি। চিনিতে নারিল অঙ্গে কেবা ছিল বলি॥ কোথা গেল রূপ রঙ্গ যাহে মনুরতা। কোথা গেল গৌরব গজেন্দ্র যেন মাতা॥ সেউ চক্ষে আছে জ্যোতি রত্ন কেন হীন। যতেক দুর্লভ বস্তু যৌবন অধিন॥ বৃদ্ধ কালে নাহি চলে ভুমি টোলাইয়া হারাইলে যৌবন রত্ন চাহ বিচারিয়া॥ এই সে দারুন মনে লাগে অতি দুঃখ। পালটীয়া না পায় যৌবন হেন সুখ॥ শ্রীযুত মাগন রসিক শীর মনি। সদত দ্রবিত চিত্ত তত্ত কথা শুনি॥ নিরাঞ্জন ভাবে মন সদত তরল। সংসার নিয়ম ধর্ম্ম সুমেরু নিচল॥ ভক্তি ভাবে এই বর মাঙ্গি প্রভু স্থানে। শত বিংশ দীর্ঘ আয় হৌক সজীবনে॥ অরোগী শরীর হৌক ঐশ্বর্য্য বাড়ুক। প্রভু বিনে মাগনে অন্যেতে না মাঙ্গুক॥ মন বাঞ্ছা সিদ্ধি কর প্রভু নিরাঞ্জন। কিস্তি বহু মহি পুন্য জাবত জীবন॥

রাগ দীর্ঘ ছন্দ॥ চিতাওরে কোমদিনী প্রবেশিয়া মনে গুনি, রাজ দ্বারে হৈল উপস্থিত। শুন দ্বার পাল তুমি, সিংহল দিপের আমি, কহ গিয়া রানির বিদিত॥ জানাইল রানি আগে, শুনি বহু অনুরাগে, আজ্ঞা দিল আন অন্ত পুরে। জেহেন রমনি তন্ত্র, টেনি ছল মল মুন্ত্র, বিস্তারিয়া চলিস গোচরে॥ দেখি পদ্মাবতী রানি, জুড়িয়া যুগল পানি আশীর্ব্বাদ করিল তুরিত। নাম মোর কোমদিনী পিতা মোর দ্রোমাবনি, গন্ধর্ব্ব সেনের পুরহিতো॥ আমি পুরহিত কন্যা, তোমার জননী ধন্যা, বহু যত্নে পোসিল আমারে। আমি ছিল পুত্রবর্তী, তুমি ছিলা শিশু মতি, বহুদুগ্ধ দিয়াছি

তোমারে ॥ স্বামী মোর শুদ্ধ পণ্ডিত, আমি হৈল পুরহিত কুম্ভ ললিলের নৃপতির। সকল বান্ধব তথা, একাশ্বরি আইল এথা, শ্বরিতে হৃদয় যার চির ॥ নৃপ তোমা বিভা কৈল, চিতাওরে লই আইল, শুনিঅতি আনন্দিত হৈয়া। তোমারে দেখিতে লাগি, হৈলঅতি অনুরাগি, পতি মোরে না দিল ছাড়িয়া ॥ স্বামী মৃত্যু হৈল যবে, অনাথিনী হৈয়া তবে, কত কাল কান্দি গোঙাইলুম। শুনিয়া তোমার দুখ, বিদরে দারুণ বুক স্নেহ ভাবে দেখিতে আইলুম ॥ শুনিয়া নাইওর কথা, মনে উপজিল বেথা বিশেষ করিছ দুগ্ধপান। ধরি কোমদিনী গলা, বহু স্নেহ করি বালা, জল পুর্ণ বহীল নয়ান ॥ শ্রীযুত মাগন বর, সত্য স্থির ধরাধর, আজ্ঞা পাই আলাওলে গায়। বিধী যারে সত্য রাখে, টলাইতে নারে তাকে, যদি সত কুটনি ভোলায় ॥

রাগ কানুরা জমক ছন্দ।

আষাড় শ্রাবনে যেন বহে জল ধার। জল পুর্ণ আঁখি যুগ ভেল অন্ধকার ॥ যেন সিপী হস্তে মুক্তা পড়ে খসি২। কিবা রাহু দোলনে অমৃত শ্রবে শশী ॥ জন্মিতে মার বাপে কেন না মরিল। আজন্ম বিচ্ছেদ দুঃখ অভাগিরে দিল ॥ বান্ধব বিচ্ছেদ দুঃখ সামীরে দেখিয়া। পাসরিল সেহ বিধী লৈ গেল হরিয়া ॥ এসব বীরহ দুঃখ না সহে শরীরে। শুনিয়া সামীর দুঃখ পরান বিদরে ॥ এবে মোর জীবনে লাগয় মহা ভার। বুঝিল মরণ বিনে গতি নাহি আর ॥ এহার অধিক দুঃখ কিবা আর মনে। শুন্য ঘরে শুখেআছি সশ্বমী বন্ধনে ॥ কুহুরি কান্দয় কন্যা হইয়া বিভোর। এখন চাতক কুহু পিক রীপু মোর ॥

রাগ শুহি গীত। বরিখে লোচন, অম্বুজ শঘন, মালক্ষি বঙ্কল সব কেসা। জীবল মরল, পহু বিনে ভেল, এবে হইল মরন আন্দেসা॥ সাজ নিয়ে বাম, মন অবিরাম প্রসব বিহিনী ভেলা। বি ঘটনানাথ, অনাথিনী তাথ, জীবন বিফলে মোর গেলা॥ মৃগ মদ চন্দন, নবফুল পবন, অবোয়ব অধিক জালা। অলী পিক চাতক, মোরগ কপোত বক, শ্রোতে কুপিট বিসালা॥ আলাওল হিন, কহে বিরহ বেদন, শুনি২ দ্রবয় পাষান। শ্রীযুত মাগন রসিক শুজন, মহিপুরি কিত্তির বাখান॥

কোমদিনী পদ্মাবতীকে উপদেশ কহেন।

রাগ জমক ছন্দ। কণ্ঠে লাগি কোমদিনী বিস্তর কান্দিল। করে জল লৈয়া আঁখি মুখ ধোলাইল॥ খোসাইয়া নিজ কেশ নিছিয়া শরীর। বলিতে বচন আঁখি ঘন শ্রবে নীর॥ তোর দুঃখ দেখিয়া বিদরে মোরহিয়া। চক্ষু খাই অভাগিনী আইল কি লাগিয়া॥ বালাই লইয়া তোর আমী যাই মরি। তোমার শরীর দুঃখ সহিতে না পারি॥ কন্যাকে সান্তাই দুতি কান্দয় আপনে। হিত উপদেশ ছলে কহয় দুর্জ্জনে॥ কেন সোক ভাব কন্যা স্থির কর মোন। কদাচিত মর্ম্ম লেখা নাযায় খণ্ডন॥ নানা যত্নকর উক ধাউক নানা বাটে। সেই প্রাপ্ত হয় যেই লেখিছে লল্লাটে॥ বিধী বসে দুঃখ শুখ খণ্ডন না যায়। বুদ্ধি বন্ত হৈলে ধৈর্য্য ধরিতে জুয়ায়॥ মন বাঞ্ছা পায় যদি কান্দন সোচনে। এক জনে কি সোকে কান্দিল লক্ষ জনে॥ নিরাঞ্জনে যেই করে সন্তোষ থাকিব। জ্ঞান বন্তে তাহা অনুসোচ না করিব॥ মোর পিতা তোমার

বাপের পুরহিত। বিশেষ তোমারে দুগ্ধ দিয়াছি নিশ্চিন্তে হিত বহি তোমার অহিত না করিমু। তোমার কার্য্যেতে নিজ প্রাণ লাগাইমু॥ আনন্দ স্বরূপে থাক প্রভুকে ভাবিয়া॥ নির্ব্বন্ধ পুরিলে স্বামী মিলীবে আসিয়া॥ এবলি সন্দেস পিটা আনিল গোচরে। চিন্তা যুক্ত পদ্মাবতী না ছুইল করে॥ সামী দুঃখ অন্তরে পর্ব্বত মহা ভার। পানফুল আদি যত তেজীল আহার॥ পলটিয়া সামী মুখ যখনে দেখিমু। মিষ্টাহার সুভজন তখনে করিমু প্রভুর দরশন আসে ভাবি করতার। কায়া রক্ষা কদাচিত ভক্ষণ আহার॥ সুবসন সুভোজন লাগে বিষ প্রায়। সুসৌরভ পুষ্প যেন অগ্নিলাগে গায়॥ এতো কহি সখিরে কহিল কন্যা বরে। স্নান সুভোজন নিয়া করাও ধাত্রিরে॥ সুগন্ধি কুম কুম অঙ্গে করাই মাঞ্জন। ব্রাম্মনিরে করাইল স্নান সুভোজন॥ আপনার পিতার দেশেরপুরহিত। আর ধিক কুল বিপ্র মনে রাখি ভিত॥ আর মনে ভাবে দেশে না দেখে ছি তার। পিতা রাজ্য পক্ষি আইলে প্রাণ দিতে সার॥ এ বলিয়া পাট বস্ত্র পৈরন সাদরে। রাখিলেক কোমদিনী আপনা বাসরে॥ কোমদিনী ভাবিলেক আপনা হৃদয়। আপনা বচন হৈল রানিতে প্রত্যয়॥ আমি ধাহি হেন কন্যা ভাবিলেক মনে। এরিতে নারিব হেন মোর বুদ্ধি হনে॥ কমলের নিকটে রহিল কোমদিনী। নানা কথা কহি রঙ্গে দিবস রজনী॥ নানান প্রকার ছলে রস কথা কহে। বিরহ বেদনে কন্যা হরসিত নহে॥ চৈত্রেতে নৃপতি বান্ধি নিলেক ছোলতান। জৈষ্টেতে যোগিনী আইল রানি বিদ্যমান॥ শ্রাবণেতে কোমদিনি কন্যা পাসে আসি।

অন্তরে কপট কহে মুখে মিষ্টা বাসি ॥ কি কারণে বালা তোর বদন মলিন। জগ অন্ধকার হৈছে চন্দ্র প্রভাহিন ॥ মুখ পদ্ম কেন তোর সদত ঝামর। কমল সম্পাসে শোভা হিন শশধর ॥ কি কারনে হয় নিত্য তোর ক্ষিন তনু। কমলের লতা যেন শুস্ক জল মিনু ॥ সিংহলের রাজা হয় গন্ধর্ব্ব যে সেন। তুমি পদ্মা তার কন্যা চন্দ্র তুল্য যেন ॥ নবীন যৌবন তোর পুষ্পের কৈরক। পদ্মাবতী হয় যদি সঞ্চারে উদক ॥ আসন ভোজন তৈল তাম্বুল মাঞ্জন। সদত যৌবন যার আনন্দিত মন ॥ যৌবন ধনেতে রামা ধনি নাম পায়। যৌবন বিহনে সামী ফিরিয়া না চায় ॥ গাঠীতে থাকিলে ধন জগ হয় বস। যৌবন বিহনে হয় জীবন কর্ক্কশ ॥ পুস্প গন্ধ থাকিলে সে মধু কর ধায়। নিরস কুমস্বে অলি ভ্রমেও না যায় ॥ ভুবন মোহন রূপ যৌবন রঞ্জিত। কি কারনে হেন তনু শুখ বিবর্জ্জিত ॥ সু ভোজন করি অঙ্গ সু ভেস করিয়া। আনন্দিতে সিংহাসনে থাকহো বসিয়া ॥ যৌবন বাখান যদি কুটনি কহিল। বিকাশ না হই পদ্মা সপাটে রহিল ॥

কোমদিনি ও পদ্মাবত্তির কথপকথন ॥

কন্যা বলে যেবন তাহার মনে ভায়। স্বামি সঙ্গে রস রঙ্গে যে থাকে সদায় ॥ যার স্বামি গৃহ ছাড়ি আছে ভিন্ন রাজ। যৌবন বিফল তার জিবন কি কাজ ॥ অকাজে সুভেস মোর যৌবনে কি কাম। হেন সাদ করি এই ক্ষনে মরি জাম ॥ কি লাগি করিব ভেস ॥দেখিবেক কোনে। সর্ব্ব সুখ ভ্রষ্ট হৈল এক সামি বিনে ॥ যেই দিনে গৃহেতে আসিবে মোর কান্ত। সর্ব্ব সুখ পলটিবে মম হবে সান্ত

কোমদিনী বলে বালা জানিয়া নিশ্চয়। জাবত জীবন তোর সংসারে আছয় ॥ না থাকিলে আপনে সংসারে কোন কাজ। জাবত জীবন আছে ভুঞ্জ সুখ রাজ ॥ যৌবন জাবত আছে স্বামী স্নেহ করে। বৃদ্ধ হৈলে নিরসে যে কেবা পুছে কারে ॥ সাফল্য সৌরভে যেন পক্ষি সব পুরে। শুরূপ যৌবনে তেন জগ মনহরে ॥ মনেতে ভাবিয়া চাহ যৌবন অসার। যেই সুখ ভোগ করে সেই আপনার ॥ রসে ভোগে খাইব থাকিলে বিলাইব। আর মাত্র সঙ্গে জান কিছু না যাইব ॥ এ কত মনিষ্য কুলে জন্ম রাজ ঘরে। তেহেন যৌবন রূপ বিধী দিছে তোরে ॥ যৌবন কর্ত্তব্য রূপ গুণ অতিশয়। চতুর হইয়া কেন না বুঝ সময় ॥ যেবা বলে স্বামী লাগি দুঃখ তোর মোনে। সে পুনি পড়িল গড়ে তুরুক বন্ধনে ॥ জীবনেতে মুক্ত তায় না দেখি ভাবিয়া। নিসার্থে শরীরে দুঃখ দেও কি লাগিয়া ॥ শরীরেতে দুঃখ দিলে সামী পাও যবে। এহার শতেক গুণ দুঃখ সহতবে ॥ দিনচারি যৌবন না রহে চিরকাল। যে দণ্ড আনন্দে যায় সেইমাত্র ভাল ॥ কোকিল উড়িয়া গেলেনা আসিবে আর। হংস পলটিলে হস্ত মোড়া মুড়ি সার ॥ বৃদ্ধ হই মনে এবে অনু সোচ কর। সরিতে যৌবন সুধা ঝুরি২ মর ॥ যেই শুখ করিল রহিল সেই সঙ্গ। তোর দুঃখ দেখিতে পোড়য় মোর অঙ্গ ॥ এমন যৌবন কালে তুমি একাকিনী। দেখিয়া শরীরে মোর জলয় আগুনি ॥

রাগ মল্লার ধুয়া। হায় তোয়ে প্রেম প্রিয়া নহে, কি রূপে যৌবন দুঃখ সহে ॥ গগণ গরজে যেন, সঘন ঘন২, চৌদিগে নিরোধ পুরেরে। বহয় হর২ বরিসে ঝর ঝর,

হলাহল সন্তর উরেরে ॥ কাল বিষুধর ধিক তোর ভর, তমন তময় অতি কারিরে। চপলা চমক, জীবন ধকং, বিরহেতে বেদন ভাবিরে ॥ ঝিঙ্গুর ঝাঙ্কর, ডাউক কয়ং ভেক বরবর রোল করেরে। চাতক পিক রব, দহয় মন্তভব শিখরে শিখিনী নির্ত্ত করেরে ॥ এমন প্রাবিট, কাল উত্ত কট, করয় ছট ফট সইরে। শেত ময় পুরি, সময় ঝুরিং; জাসঙ্গ মোহ হইরে ॥ সরস বদর, বহুল আদর, বিরস দোসর, বিবরেরে। খানিক মাগন, আরতি কারন, ভুনয় হিন আলাওলেরে ॥

রাগ জমক ছন্দ। কোমদিনী অতি তুষ্ঠ দেখি পদ্মাবতী ॥ অসত্য ইঙ্গিতে অনুচর নহে সতি। দ্বিজ নহে সখী নহে জানিল কূটনি। নানা ছলে কথা কহে বাক্য নাহি শুনি ॥ বলিল তাহার উরে লাগুক আগুনি। আন প্রেম সুখে রত্ন ছড়িয়া আপনি ॥ কণ্টক ফুটয় পদে গেলে আন বাটে দুই নৃপ কদাপি না বৈসে এক পাটে ॥ স্বামীর পিরীতি ভাবে নিজে প্রাণ দিব। এ জন্মে না পাই যদি জন্মান্তরে পাব ॥ এক ছাড়ি দোসর ভাবিলে নহে সতি। সংসারে কলঙ্ক পরকালে অধ গতি ॥ জীবন যৌবন করি প্রভুর নিছনি। সামী বিনে সুখ মুখে দেওনা আগুনি ॥ কোম দিনী বলে বালা সে কোন ভোজন। যাহার নাহিক অন্ন দোসর ব্যঞ্জন ॥ একহি ব্যাঞ্জন ভক্ষ অলক্ষির চিন। শুখ নিধি পাইলে আপনা কিবা ভিন। যগ্যং বুঝিয়া করিব আলাপন। কাল ক্রমে আদ্য হানি হও প্রয়োজন ॥ যেন নিজ অঙ্গ হস্তে ব্যাধিয় সঞ্চার। বনে ঔষধ আনি করে প্রতি কার ॥ প্রবল বিরহ রোগ শরীরেতে তোর। নয়নে

না সহে ভার প্রাণ পোড়ে মোর ॥ দুতির বচনে সতি কহে মন্দাদরে। ধাত্রি হই পাপ পন্থ দর্শাও আমারে ॥ বাপ রাজ্য বিপ্র শুতা জানিলুম ভ্রমে। আপনে নিকটে রাখি কুটনি বিসমে ॥

গীত ভৈরবি রাগ ভুজঙ্গ প্রমাদ।

সতি সহিত্ত ছারে অতি পাপ বাড়ে, পতি প্রতি ঠারে গতি বক গারে, পিতা পির নাশে, হিতা হিত হাসে, শুভ কৃতি পাসে, কু কৃতি প্রকাশে ॥ আলঙ্গাতি লোভা স্থ প্রভাও শোভা, কুলঙ্কারি ত্রিভা, গমন অনু লোভা, অধাজ্য পবিত্র, অসত্য চরিত্র, অহিত্য পদাত্র, কদাপি লমিত্র ॥ উদ রঞ্চ সাধু, গুনিগণ বন্ধু শ্রীযুত মাগন ইন্দু, ক্ষেমসত্য সিন্ধু ॥ রাগ জমক ছন্দ। পদ্মাবতী বলে শুন ধাত্রি কোমদিনী। দেখিতে জানিল হিত বচনের বিনী ॥ নিরমল কুল মোর জগত উজ্জল। চাহসি মিসাই আমা করিতে শ্যামল ॥ ধর্ম্ম মাঝে পাপ দুগ্ধ গোময়ের চিন। নির্ম্মল কাঞ্চন তামে করে মনে হিন ॥ কলঙ্কিনী হইতে কহসি উপদেশ। মোর রত্ন ধিক ভাব কে আছে বিশেষ ॥ মোর প্রিয়া ভ্রমর প্রচণ্ড যেনভান। অন্য মধুকর দেখি আঙ্গার সমান ॥ কোম দিনী বলে বালা কর অবধান। তুসি বিনু কোন চিত্য নহে শোভা মান ॥ শ্যামল পুতলি শোভে নয়ন ধবলে। অধিক সুভিত হয় রঞ্জিত কজ্জলে ॥ মসি বিনু তিলক কপালে অনুপাম। সুভিত বদন মাঝে দন্ত রেখা শ্যাম ॥ কুচাগ্রে শ্যামল মুদ্রা অতি চারুতর। নানা ফুলেমধু পিয়া শ্যামল ভ্রমর ॥ কেশ ভুরু শ্যামল অধিক শু শভিত। স্যামল কোকিল রব অতি শু ললিত ॥ কলঙ্ক উজ্জল চন্দ্র সৃজিল

গোসাই। কমল শরীরে আছে যার ছায়া নাই॥ যৌবনে করিব শুখ বৃদ্ধ কালে ধর্ম্ম। যে লইছে নানা স্বাদ সেই জানে মর্ম্ম॥ মোর বুক ফাটে বালা তোর দুঃখ দেখি। ভ্রমর মিলাই আনি বল পদ্ম মুখি॥ কোমদিনী বচনে রূসিল পদ্মাবতী। ধাত্রিঞ বলি হেন বাক্য না করি বীগতি॥ ঘায়েতে লবন মোর দেও কেন ঘন। মন্দ রাশি বলি যদি ক্রোধ হবে মোন॥ এক মোর ভাল মন্দ আছিল এহাতে। প্যাছে কি হইল করি না চিন্তিলুম তাতে॥ প্রাণ সম সখী মুখে শুনিয়া বাখান। লুকিয়া চাহিতে ছিল তাহার বদন॥ পাসেতে মকুর রাখি সেই দিল্লিশ্বর। নিরক্ষিল মোর রূপ দর্পন অন্তর॥ দুঃখিনীর রূপদেখি সাহা ধর্ম্মশিল। কামবসে জড়ি সাহা মুর্চ্ছাগত হৈল॥ তবে প্রভু কৃপা ময় মোরে করি রোস। মোর প্রান নাথ পরে হৈল অসন্তোষ॥ সেই ক্রোধে মোর পতি বন্ধনে পড়িল। জগ ভরি মোর এহি অজস রহিল॥ দুগ্ধ ঘট হয় তিক্ত গোমায় মিলনে। সতি নাশহয় দৃষ্টী হৈলে স্বামী বিনে॥ লোভে পাপ বেদে শাস্ত্রে ভাবি দেখ মোন। পাপে মৃত্যু নতুদুখঃ পুরান কথন॥ হেন অসদৃশ কর্ম্ম অভাগি করিলুম। তার প্রতিফলে পাছেপ্রিয়া হারাইলুম॥ এই মর্ম্মে কটুত্তর পদ্মাবতী রাণী। জিজ্ঞাসিলে ধাত্রিঞ স্থানে কহে পুনি পুনি॥

গীত আসওারি আহা বরি টীটা, কুটীল কুলুটা, পাপ কি বচনে শোভা ওরে। বর বধু গারি, কুল মহা কারি, ধীরং চারাও ওসিরে।

ধুয়া। পরিমল দুতি, সুজনিলা হাতি, কপট বচন তোর সখিরে। জলে মহা আগি, করহীন লাগি, মন আজ্ঞা

বচন মাখিরে ॥ ধরম বিরোধি, হেন উপ রুধি, ফিরি২ কুবচন বলরে। পরিহরি আশা আশার বাতাস।,গিরিবরকভু না টলেরে ॥ অধাবর পাতা, চলয় জুগতা, তবে শিরেপরে জাগরে। রসিকসুজন,গুনে প্রমন,মাগন কিরিতী বিরাজরে

রাগ জমক ছন্দ ॥

পুনরপি বলে দুতি শুন বরবালা। দেখিতে না পারি তোর বিরহের জ্বালা ॥ সংসারে কি কাজ যদি না পুরে অবধী। পঞ্চ স্বামী সেবি সতী হইলা দ্রুপদি ॥ তপসির ধর্ম্ম কষ্ট শরীরেতে রয়। দানে পুন্য ভুগির পাতক নাশ হয় ॥ বৈবহের ধর্ম্ম শুনে কহে আন কথা। পরমার্থে এক মাত্র জানিও সর্ব্বথা ॥ যত জীব তন্ত্রে সিব যত নারী গৌরী। সর্ব্ব বিশ্বময় দেব বুঝহ বিচারী ॥ সত্যের পুরুষ এক একহি রমণী। এক কায়া এক প্রাণ জানি তত্ত জ্ঞানি তবে কি সমাদি যোগ্য অযোগ্য চাহিব। রস লাগি রসিক জীবন তেয়াগিব ॥ বালি বিনু সুগ্রীবে বরিল তারাবতী। তথাপি সংসার মাঝে তারা মহা সতি ॥ মহা কষ্ট বান্ধনে পড়িল স্বামি তোর। জিবনে নাহিক মুক্তি বুদ্ধিশুন মোর ॥ স্বামী বিনে নারীরে সেবকে নামা নয়। অন্য এক দেশ হৈলে অত্যান্তর হয়॥ এতেক সে কহি তোরে হিত উপ দেশ। দেওপাল ভজি সুখ করহবিশেষ ॥ সুখ আর সম্পদ পাইবে দুই বস্তু। রত্নসেন হস্তে খিক বলে সিদ্ধি রস্তু ॥ দেও পাল নামে রাণী ক্রোধ যুক্ত হৈয়া। গর্জ্জিয়া উঠিল কুটুনিরে গালি দিয়া ॥ নাহিস আমার তুই ধাত্রি কদাচিত দেওপাল পাঠাইছে জানিলুম নিশ্চিত ॥ বৃদ্ধ হৈয়া তোর হেন প্রদারি বচন। না জানি যৌবন কালে আছিলি

কেমন ॥ কেমন কুকুর ক্ষুদ্র নামে দেওপাল। সিংহের রমণি আশা করয় সৃগাল ॥ হেনবাক্য আসিয়া কহসি মোর আগে। প্রাণে সংহারিলে তোরে বধ নাহি লাগে ॥

দুতির ঢেণ্ডরা রত্নসেনকে মুক্ত করিতে পদ্মাবতী গৌরা বাদিলাকে পাঠাইবার বয়ান ॥

এবলি ইঙ্গিত কৈল্য দাসিগণ প্রতি। চুলে ধরি কুটনিরে সিরে মার লাথী ॥ নাক কান কাটী দুতি বাহির করিয়া। ঢেণ্ডরা ফিরাও তারে গর্দ্ধভে তুলিয়া ॥ এমত করিয়া দুতি নেকালী বাহিরে। দেওপাল কাছে গেল লজ্জায় অস্থিরে॥ শ্রীযুত মাগন থির রসের উদধি। শুন মন তোস কারি করন্ত অবধি ॥ হরসিতে জিজ্ঞাসিলা আলাওল স্থানে। রত্নসেন মুক্ত হৈল বলহ কেমনে ॥ কি বুদ্ধি বাদিলা গৌরা আনিল নৃপতি। কোন মতে পুনি স্বামী পাইল পদ্মাবতী ॥ তাহন আদেশ কথা শুনি কৌতুহলে। রত্নসেন মুক্ত কথা কহে আলাওলে ॥

রাগ গুঞ্জরি জমক ছন্দ ॥

দুতিরে করিয়া সাস্তি পদ্মাবতী রাণী। আপমানে চাহে বালা তেজিতে পরানি ॥ স্বামী মোর শিরোপরে নাহিক কারণ। হেন ক্ষুদ্র অধমে বোলয় দুর্ব্বচন ॥ শরীরে না সহে মোর হেন অপমান। বিষ আনি দেও সখী তেজিব পরাণ ॥ সখী বলে অনুচিত যে জনে কহিল। কৃত অপরাধ সাস্তি যগ্যমতে পাইল ॥ উত্তমেরে অসদৃশ অধমে বলায়। স্বর্গেতে ফেলিলে থুক বদনে পড়ায় ॥ আপ্তঘাতি হই কেনে তেজিব পরাণ। তিলেক চলহ গৌরা বাদিলার স্থান ॥ সেই দুই আছয় নৃপতির প্রাণ২। না রাখি তাহার আজ্ঞা পাইল

অপমান ॥ তারা যদি না করয় রাজার উদ্দেশে। তবে সে তেজিও প্রাণ শুন উপদেশ ॥ সখীর বচন বালা তুরিত গমনে। পদ ব্রজে গেল গৌরাবাদিলার স্থানে॥কোন কালে কন্যা নাই হাটে পদগতি। পন্থে পন্থে রুধিরে তিজিল বশুমতি ॥ যত সখী গনে দেখি বুকে হানে ঘাও। স্বামী সোকে যায় সতি না নিরক্ষে পাও ॥ কতোক্ষনে গেল যদি বাদিলা মন্দিরে। সতেং নারি আসি মিলেক কন্যারে ॥ দুই ভাই দেখি অতি কম্পিত তরাসে। অশ্বতের পত্র যেন প্রবল বাতাসে ॥ পদ রেনু ঝাড়িলেক কেশ খোসাইয়া। দুই দিগে বিচে দুই চামর লইয়া ॥ বসিতে আসন দিল না বসিল রণী। মুখে না নিস্বরে বানি চোক্ষে ঝরে পানি ॥ আর বহু রাণী আগে আইল নারিগণ। রত্ন থালে ভরি আইল সেবার কারন ॥ ভক্তি ভাবে সান্তাইয়া পুছে দোন জন। অনুচিত কার্য্য আজি কিসের কারণ ॥ কি কারনে উলটা বহিল গঙ্গা পানি। সেবকের গৃহেতে আসিল ঠাকুরানি ॥ দ্বারে আসি দাসী যদি হাক্কারিতে মোরে। মস্তকে হাটিয়া যাইত ঈশরের ঘরে ॥ কি কাজে এতেক দুঃখ কহ আজ্ঞা সার। ঈশ্বরের কাজে আছে পরাণ আমার ॥ দোষ পরি হরি মাতা বৈসহ এখন। পরি পয্যা করি সবে যাবত জীবন ॥ এবলিয়া বহু মুল্য রত্ন অলঙ্কার। সিরে ধরি আনি আগে করিল বেভার ॥ ভক্ষুক সন্তনি আনি লই নিজ ধন। রানিকে নিছিয়া দান কৈল বহু জন ॥ দোহান আশ্বাস দেখি রাণী পদ্মাবতী। তিল চিত্ত স্থির করি বসিল যুবতী ॥ কহিতে লাগিল রাণী কান্দিতেং। রাতুল হইল আখি স্রোত নির্ব্বাহিতে ॥ তুমি

যেন নৃপতির গৃহে হও স্তম্ভ। তুমি দুই মুলে রাজ কাজের আরম্ভ॥ দুঃখ বৃক্ষ মোর হৃদে বাড়িল বহুল। স্বর্গে সাখা লাগিয়া পাতালে গেল মুল॥ ফল ফুল যত ধরে কহন না যায়। মোর সম দুঃখ যার সেই পাতিয়ায়॥ নৃপতির দাস তুল্য নহে দেওপাল। তাহার আরতি শুনি কর্ণ লাগে শাল॥ স্বামিমোর বন্ধনে রহিল চিরকাল। না কহি তোমারে গেলে না বলিব ভাল॥ নৃপ না রহিলে পাটে প্রজা টলমল কাণ্ডারি বিহনে নৌকা ভ্রমে সিন্ধু জল। সামী না থাকিলে রামা সদায় উদাস।দম্পতি সহিতে নারে সেই সে হুতাস॥ দুঃখ আপমান মোর শরীরে না সয়। স্বামী পাসে জাব প্রাণ রহে কিম্বা যায়॥ তেকারনে গৃহের বাহির আজি আইল। কুল লাজ মুল ভয় সকোল তেজিল॥ যথা মোর প্রানেশ্বর অছয় বন্ধনে। মুক্ত করাইব গিয়া কহিয়া আপনে॥ শুনিয়া বাদিলা গৌরা কান্দিয়া কহিল। যতেক কহিল আমি নৃপে না শুনিল॥ তুরুকের কপ্ঠ বুঝিয়া ভাল মতে। সকল কহিল আমি করিতে ইঙ্গিতে॥ তার প্রতি ফল রাজা পাইল হাতে২। তুমি কোথা জাবে মাতা আমরা থাকিতে॥ আমি দুই ভাই যদি পাই পরলোক। তবেসে ভাবিও মাতা নৃপতির সোক॥ যতেক কহিলা দুঃখ সকল উচিত। সদত আছয় চিত্তে মরিতে সহিত॥ অবশ্য উগিব শুর শুখাইব নির। অস্ব পৃষ্টে পলট করিলে হৈব স্থির॥ এবে আমি রাহু ভেদি উদ্ধারিব শুর। খণ্ডিব তোমার মোন দুঃখের অঙ্কুর॥ চন্দ্রের নিকটে শুর মিলাইব আনি। রজনী প্রভাতে যেন উগে দিন মনি॥ তবে সে বাদিলা গৌরা ধরাইব নাম। কিবা মরি কিবা ভরি সিদ্ধি

মনস্কাম ॥ এত শুনিরাণী দোহানেরে দিল পান। প্রশংসা বচনে দোহে করিল সন্মান ॥ তুমি দুই আমার অঙ্গদ হনুমান। ভীম অর্জ্জুন সম তুমি দুই বলবান ॥ তোমা বিনে মোর কার্য্যে কে আসিবে আর। তুমি দুই পাত্র দুক্ষ খাণ্ডাও আমার ॥ রানীর কাতর বাণী শুনি দুইভাই। কর যোড়ে ভক্তি করি কহিল বুঝাই। জল পান করাইতে বহু যত্ন কল্যা। মরমে বিরহ দুক্ষ কিছু না ভক্ষিলা ॥ তবে রাণীপদে নমস্কারে দুই ভাই। রত্ন চতুর্দ্দোলে করি দিলেন্ত পাঠাই ॥ হরষিত হই রাণী পাটেতে বসিল। চলিতে বাদিলা গৌরা যুক্তি আরম্ভিল ॥ বিরলে বসিয়া দুই করয় যুকতি। কোন বুদ্ধি হইবেক রাজার মুকতি ॥ বাদিলা বলিলা যুদ্ধ করি এক বার। কিবা মরি কিবা করি নৃপতি উদ্ধার ॥ গৌরায় বলয় ভাই তুমি অল্প বুদ্ধি। মর্ত্ত গর্ব্বে না বুঝ বিষম কার্য্য সিদ্ধি ॥ যার দর্পে চৌখণ্ড কম্পায় থর২। তার দেশ লঙ্ঘি কেবা করিব সমর ॥ রত্নসেন নৃপ আগে দেশেতে আছিল। সংসারে হিন্দু রাজা ঘরেতে আনিল ॥ তবেহ সাহার সঙ্গে নারিল জিনিতে। সকলে করিল যুক্তি জ্বলিয়া মরিতে ॥ এখনে নাহিক সঙ্গে সেই নৃপগণ। নৃপ কুল রহিল যাহার যে ভবন ॥ সাহা সঙ্গে যুদ্ধ দিতে কহি যদি কথা। রত্নসেন বধিলেক সর্ব্বনাশ এথা আমি হেন লক্ষ রাজা থাকে যার দ্বারে। তুমি ভাই লঙ্ঘি বারে অযুক্ত তাহারে ॥ অলপ বুদ্ধি তুমি ভাই হেন নহে শ্বাস। তোমা বুদ্ধি ধরিলে হইব মুলে নাশ ॥ কাল নৃপ বন্ধি কল্য উদ্ধারিব ছলে। পাষাণে চাপিলে হস্ত টানে কলে বলে ॥ আমি এক বুদ্ধি ভাবিয়াছি নিজ মন। ঈশ্বরে

করিলে নৃপ হইবে মোচন॥ কহি বুদ্ধি কহি মনে তোমা বিমর্শিয়া। হয় নয় নিজ মনে চাহনা ভাবিয়া॥ নৃপ মুক্ত হেতু রাণী জাউক সাহা পাশে। এই বার্ত্তা প্রচার হউক সর্ব্বদেশে॥ সাহা পাশে তুরিতে যাউ রায়বার। নৃপতি শরীর হস্তে খণ্ডুক প্রহার॥ এই যুক্তি ভাবি নিশ্চরিল দুই ভাই। অনুমতি লই রাণী পদ্মাবতী ঠাই॥ সুবুদ্ধি শিখর নাম ছিল পাত্রবর। মহাবিজ্ঞ প্রবল্য কর্ত্তৃত শ্রোত্রিধর॥ তাহারে পাঠাই দিল ছোলতানের পাশ। পদ্মাবতী নামেতে লিখিয়া আর দাস॥

পত্র লই রায়বার ছোলতানের নিকট
সংবাদ কহি রত্নসেনের সাক্ষাতে
যাইবার বিবরণ॥

সাহার সেবায় আমি আসিব নিশ্চয়। স্বামী মোর পাউক এবে প্রসাদ অভয়॥ সুভক্ষেন জানি সাহা আজ্ঞা করে তারে। দাসী হেন কৃপা যদি আছয় আমারে॥ রত্নসেন অঙ্গ হস্তে খাণ্ডাও প্রহার। দেখিয়া আইসয় যদি মোর রায়বার॥ কৃপা হৈলে রাখিবে আমার নিবেদন। কৃপা না থাকিলে আসি কোন প্রয়োজন॥ মোর লাগি দুঃখ পায় রত্ন নৃপমনি। শত নারী হোক তান পদের নিছনি॥ পুরুষ হইয়া লাজে নারী নাম লয়। মরন ইচ্ছিয়া নানা প্রহার সহয়॥ মোর লাগি প্রাণ দিব হেন মহারাজ। স্বামী বধ ভাবিয়া তেজিল কুল লাজ॥ এবে কৃপা কর শাহা দয়াল চরিতা। শুনিলে শাহার কৃপা আসিব তুরিত॥ পঞ্চ

পাট হস্তি দিল পঞ্চদশ ঘোড়া। বহুরত্ন নানা দেশী বিচরিত্র কাপড়া ॥ নিশি দিসি চলিল চতুর রায় বার। এক মাসে উতরিল দিল্লির মাঝার ॥ পদ্মাবতী পত্র আইল নামে সে শিখর। সাহার অগ্রেতে হৈতে কহিল খবর ॥ বহু ভেট লইয়া ভেটিয়া সাহা পাস। পড়াই শুনিল শাহা রাণীর আর্দ্দাস ॥ শুনিতে২ শাহা পুলকিত অঙ্গ। রসের সাগরে হৈল আনন্দ তরঙ্গ ॥ হয় বস্ত্রে দানে শাহা তুসিল রায়বার। রত্নসেন প্রতি দয়া করিল অপার ॥ রাজ নিতি ভঙ্গ দিল বিচিত্র বসন। দফ্টী বন্দি রাখিলেক খণ্ডাই তাড়ন ॥ পদ্মা বতী প্রতি স্নেহ করিয়া ছোলতান। শীঘ্র লেখি পত্নুত্তর দিল দুত স্থান ॥ পুর্ব্বে আমি কহিছি তোমারে যদি পাব। প্রসাদ চান্দরি দেশ নৃপতিরে দিব ॥ আর দিব নিজ রাজ্য কহিছি নিশ্চিত। আমার সাক্ষাতে তুমি আইসহ তুরিত ॥ তোমারসংবাদ হন্তে খণ্ডাইল আপদ। রাখিলে স্বামীরপ্রেম বাড়িলসম্পদ ॥ নিজমন হন্তে আমানা ভাবিও ভিন। আমার শরীর প্রাণ তোমার অধিন ॥ সহস্র রমণী মোর আছে অন্তপুরে। সবার ভাজ্যনি করি রাখিব তোমারে ॥ সহস্রেক সখী দিব সেবার কারনে। পতি স্নেহ পুরি হরি আইসহ এখনে ॥ যেন মতে করিলা করিল তেন রিত। কহিবেক রায় বারে তোমার বিদিত ॥ দুত প্রতি আজ্ঞা দিল শাহা মহা বলি। রত্নসেন সম্বোধিয়া শীঘ্র যাও চলি ॥ দণ্ডবতে প্রাণামি চলিল দুতবর। সত্তরে আইল রত্নসেনের গোচর ॥ চরণে পড়িবা দুতে নৃপ প্রণামিলা। গলে ধরি রত্নসেনে বিস্তর কান্দিলা ॥ গলা গলি দুই জন কান্দিতে২। কার্য্যের রহস্য কথা কহিব ইঙ্গিতে ॥ পহরি সবেরে সম্ভোসিয়া বহু

ধন। যতোঙ্কিত কহি দুতে চলিল তখন॥ দিল্লী হন্তে রায় বার পুনি যদি আইল। পদ্মাবতী আগে সব বারতা কহিল॥ গৌরা বাদিলা আসি শুনিয়া খবর। নৃপতীর লাগি কান্দে দুই সহদর॥ নৃপতির দুঃখ শুনি বলে দুই ভাই। নৃপতির দেখিয়া দোহ মরি গিয়া যাই॥ এই মতে দুই ভাই ধরাই করিয়া। গোপথে বহুল রাজা সম্বোধি আনিয়া॥ এক বহুরাজা আসিয়া মিলিল। রত্নসেন দুঃখ শুনি বিস্তর কান্দিল॥ তবে সে বাদিলা গৌরা সাজে দুই বীর। সত হস্তি বাছি লৈল সংগ্রামে অস্থির॥ জুগল সহস্র লৈল মহা অশ্ববার। সতবাছি এক লৈল পরম জুজার॥ সৈন্য বাছি লৈল পঞ্চ সহস্র পদাতি। সহস্র তুরঙ্ক লৈল বায়ু জিনি গতি॥ পঞ্চ শত ডুলি লৈল অতি শুরচিত। বসনে ঢাকিয়া এক মাজে দুই বীর॥ রত্নময় চতুর্দ্দোল এক সাজাইয়া। অস্ত্র সনে কর্ম্মকার তাহাতে তুলিয়া॥ পদ্মিনী অঙ্গে বস্ত্র রজকে বান্ধিয়া। রাখিছে বিচিত্র বাস পেটারি ভরিয়া॥ চতুর্দ্দোলে আচ্ছাদন করি সেই বাসে। পদ্মিনী গন্ধে অলি ভ্রমে চারি পাসে॥ যেমত আরম্ভ চলে মহা দেবি রাজ। বস্ত্র অস্ত্র আদি সঙ্গে লৈল জুদ্ধসাজ॥ আর এক জক্ষ নিসে স-সৈন্য সাজিত॥ নৃপতি সকোল সঙ্গে রৈলা নিয়র্জিত॥ চলিবার দিন যদি হৈল উপস্থিত। যসদা আইল দুই পাত্রের বিদীত॥ গৌরা বাদ্দিলার আগে কহয় কান্দিয়া। কোথা যাও পুত্র দুই আমাকে ছাড়িয়া॥ তুরুক বিক্রম আদিসাক্ষাতে দেখিল। চিতাওর হেন গড় তৃণবত কৈল॥ সৈন্য যত তুরুকের নাহি পরি মান। নিসাথে জুগল ভাই হারাইবে প্রাণ॥ কদাচিত্ত

না পারিবে নৃপ ছাড়াইতে। অসম সাহস পুত্র না রুচয় চিতে। মহা শুখে থাক পুত্র রাজ্যের ভিতরে। বাদিলার গমনা আসিবে আজি ঘরে॥

গমনার বিবরণ॥

গমনার নাম শুনি মন হরসিতে। পুছিলা মাগন খির হাসিতে২॥ রাজ পুত্র কুলেতে গমনা বলি কারে। বির চিয়া এই কথা তুমি কহ মোরে॥ মহত্ত আদেশ কথা শুনি আলাওলে। গমনার কথা কহে মন কতুহলে॥ এবে গম নার কথা শুনহ বিদিত। রাজ পুত্র কুলেতে আছয় হেন রীত॥ শিশু মতি কন্যারে যদি সে বিভা করে। যাবত না দেখয় পুষ্প থাকে পিত্রা ঘরে॥ নানা রঙ্গে খেলি থাকে সসৌভের চিত। দৈব্য যোগেপদ্ম যদিহয় বিকাসিত॥ কত দিন ব্যাজে কন্যা স্নান করাইয়া। সকৌতুকে স্বামী গৃহে দেয় পাঠাইয়া॥ তবেতার শ্বামী সঙ্গে রতি রঙ্গ হয়। রাজ পুত্র কুলে তারে গমনা বোলায়॥ নিরুধ বচনে দোহ শুনি মাত্রি মুখে। বিষ যুক্ত পত্রুত্তর দিল মন দুঃখে॥ তুমি মোর জননী সহজে গুরুজন। সে কথা কহিতে যগ্য নাযায় লঙ্গন॥ স্বামী মুক্ত যাইতে জুক্ত বাধা না জুয়ায়। বির পুত্র না হৈলে কলঙ্ক বাপ মায়॥ প্রভু কার্য্যে না যাইল পরানের ডরে। এমন কুপুত্র তুমি ধরিছ উদরে॥ রাজ পুত্র কুলের কলঙ্ক না চাহিয়া। মৃত্যু ভয় দরসাও জননী হইয়া॥ অপমানে মোর দ্বারে হাটি আইল রানী। কিসের কারনে আর এছার পরানি॥ যে বলে সাহার সৈন্য নাহি পরিমাণ। এক লঙ্কা দহিলেক বীর হনুমান॥ একাশ্বর অঙ্গদে জীনিল লঙ্কাশ্বর। একভীমে

জিনিলেক সতেক সহদর ॥ এক সিংহ ভরেসে সহস্র হস্তি খায়। বহরি দেখিয়া পক্ষি ঝাকে উড়ি যায় ॥ তেন আমি দুইরাজ পুত্র রাজঘরে। তুরুকের প্রানে আমা কি করিতে পরে ॥ যৌবন সংগ্রামে প্রকাশিব নিজগুণ। কুরুসৈন্য সম্মুদিতে যেন ভীমার্জ্জুন ॥ রণ ক্ষেত্রে রহি বীরে ইচ্ছিল মরণ। কিবা এক তার আগে কিবা লক্ষ জন ॥ তবে সে বাদিলা গৌরা নাম প্রকাশিব। নৃপ উদ্ধারিয়া কিবা নিজ প্রাণ দিব ॥ মাতৃ সঙ্গে এতেক কহিতে দুই জনা। তখনে বাদিলা গৃহে আইল গমনা ॥ গমনার সাজ যত করিয়া বিশেষ। পুর্ণ চন্দ্র বদন করিয়া পুর্ণ ভেস ॥ মকুতা লম্ভত ভালে পরিয়া সিন্দুর। নব ঘন তারক বেষ্টীত যেন শুর ॥ ভুরূ যুগ ধনু গুণ রঞ্জিত কাজলে। কটাক্ষ বিশিখ বানে মণি মন টলে ॥ রতন কুণ্ডল কর্ণে নাশিকা বেসর। মধু বানি মধু হাসি রঙ্গিম অধর ॥ কুম্ভে কণ্টে ঝলকে পলকে মণি হার। ত্রিভুবন মোহন শুচারু পাপ ভার ॥ বিশিখ রসনা কটী সিংহ জিনি শাজে। গজ গতি চলিতে নেপুর ঘন বাজে ॥ গমনা আসিল বালা হরষিতে মোন। মৃত্যুবত হৈল শুনি শ্বামীর গমন ॥ শূন্য গৃহ বসি কন্যা সখিতে কহিল। যতেক উৎসব আজি উলটা হইল ॥ নৃপ মুক্ত হেতু শ্বামী চলিল নিশ্চয়। ফিরিয়া আসিবে হেন মোনে নাহি লয় ॥ নিস্ফল হইল মোর এরূপ যৌবন। যদি মোরে করে হেন শ্বামীর মিলন ॥ কি বুদ্ধি করিব আমি কহ প্রাণ সখী। তিল না পুরীল আশা হৈল জন্ম দুখি ॥ শশী বলে শুন বালা মোর উপদেশ। মোনের সময় নহে কিঞ্চিত বিশেষ ॥ নিজ পতি মানাইতে তাতে

কিবা লাজ। কর জোড়ে মানাইয়া সাধ নিজ সাধ ॥ সখির বচনে কন্যা মনে অনুমানি। ধীরে ধীরে পতি পাশে চলিল কামিনী ॥ ঘোটক ঘাড়ের আড়ে জুড়ি ভুরু ধনু। কটাক্ষ্যে মিহিরা পতি জিয়ায় অতনু ॥ মধু হাসি মধু বোলে অমৃত শ্রবয়। মধুর লাবন্য ভঙ্গে পাষাণ দ্রবয় ॥ বঙ্ক দৃষ্টে হেরিয়া ইচ্ছিল মন্দ হাসি পতী পাশে সুধা রস কিঞ্চিৎ প্রকাশী ॥ নিবেদন প্রাণ পতী কর অবধান। প্রথম দরশনে হারাইলে লাজ মান ॥ নিলাজ পরাণমোর আছয় কিঞ্চিৎ। তিলে নিশ্বরিব প্রাণ তোমার চরিত ॥ দুর্গম সংগ্রামে তুমি চলিলা নিশঙ্ক। স্বামির বরি হৈল মাত্র আমার কলঙ্ক ॥ আজি নিশি মোর সঙ্গে ভুঞ্জ শুন রতি। কি স্মরি কান্দিব আমি হৈলে সর্গ গতি বাদিলা দেখিয়া নারী না করিল দৃষ্টী। মায়া কহি বৈ.স বালা ভিত দিয়া পৃষ্টি ॥ ঈশ্বরের কার্য্যে প্রাণ উচাটন মোর কেমতে দেখিল বালা চন্দ্রমুখ তোর ॥ তোমা সনে করিলে প্রেমের আলাপন। মায়া মোহ ফিরিয়া ঘিরিব মোর মন জন্ম ভরি নারীর পুরুষ গৃহ বাস। তিলকের মিলনে না পুরে মন আশ ॥ মিথ্যা কেন সঙ্গমে কলঙ্কি হবে তুমি। আজি স্বামী কার্য্যে শুভক্ষনে যাব আমি ॥ পুরুষ নিচুশি হই কর আশীর্ব্বাদ। পলটি আসিলে বিধি পুরাইব সাদ ॥ এক্ষনে তোমার সনে কি ফলমিলন। দোহ হৃদে জ্বলিবেক প্রেম হুতাসন ॥ এতেক শুনিয়া বালা সজল নয়নে। কহিতে লাগিল ধরি পতির চরণে ॥ সহজে কলঙ্ক হৈল পুরুষ বরিয়া। প্রেমানল হৃদে আছে প্রজলিত হৈয়া ॥ নিশ্ফলে যাইবে জন্ম এ রূপ যৌবন। তিলেক আজন্ম

ফল মাঙ্গি তেকারণ ॥ মাঙ্গিলুম স্বামী বর পাইল ক্ষেতিত না জানিল স্বামী সেবা মিষ্ট কিবা তিত ॥ প্রেম রসে বস করি রমণী হৃদয়। যাইবা ঈশ্বর কার্য্যে তাতে কি সময় পূর্ব্বে যেন শুধন্যারে শুন প্রাণপতি। যুদ্ধে যাইতে পক্ষেতে রাখিল প্রভাবতী ॥ তৈল্য কাটা অগ্নি ভয় মনেতে না গুনি। যুদ্ধ ভেশ উত্তারিয়া তুষিল কামিনী ॥ ঋতু রক্ষা কৈল্য প্রভু প্রত্যয় জন্ময়। রীতু পাতে ব্রহ্ম বধ সম পাপ হয় ॥ শুত বৃদ্ধি হৈলে উদ্ধারয় পীতৃ লোক। পুত্রর মুখ দেখি পাশরয় স্বামীশোক ॥ আমীত অঙ্গ না হই তোমাতে কৃতন। তোমার দম্পতী আমি নাহী রুষ্ট মন ॥ বাদী লায় বলে প্রীয়া ছাড়হ চরণ। যাত্রা কালে না দেখিব রমণী বদন ॥ যেবা আপত্যের আশা তুমি ধর মনে। গর্ভবতী সময়েতে যাইবে কেমনে ॥ আয়ু শেষে থাকে যদ নৃপ উদ্ধারীয়া। নানা সুখে নির্বাহীব গৃহেতে আসিয়া ॥ নহে যদি রণে পড়ি হই স্বর্গগতি। আমার সন্দেস লৈয়া তুমি হও সতী ॥ চিরকাল পতী কোলে করি অবিলাশ। ধৈর্য্য ধরি রহ বিধি পুরাইবে আশ ॥ এক্ষনেহ বাজি যদি প্রেম ফান্দে তোর। স্বামি কার্য্যে সত্য কল্যে বৃথা হবে মোর ॥ পুরুষ হইয়া নিজ ইচ্ছা না রাখিলে। কলঙ্ক রহিব মোর রাজপুত্র কুলে ॥ তিল সুখ লাগিয়া না চাহ কুল লাজ। আজি সুভক্ষণে গেলে সিদ্ধি হবে কাজ ॥ নৃপ কাজে আজ্ঞি সৈন্য সকল চলিব। সেনাপতি হই আমি কি রূপে রহিব ॥ ক্ষেমা ধরি নিরাঞ্জনে ভাব এক মনে। মোর চিত্তে রস নাই নৃপ মুক্ত বনে ॥ পুনিঃ২ কন্যা বহু বিনয় করিল। কোন মতে বান্দিলার মন না ফিরিল ॥

এই মতে নারিসনে বাক্য নানা রিত। রজনি হইয়া ভঙ্গ সুর প্রকাশিত ॥ নিঠুর হইয়া যুদ্ধে করিল গমন বালা হৃদে জম্মিল বিরহ হুতাসন ॥ সে দাহনে সর্ব্বদেশ হইল দাহন। যদি না হইত আখি আষাড় শ্রাবণ ॥ অবি রতে কুচোপরে বহে জলধার। সহজে পর্ব্বতে ঘন বরিষে অপার ॥ মদন বিশিক ভয় হই কম্পবান। ছিপ জলে সদত করয় শীঘ্র স্নান ॥ স্বামীর কল্যাণ ব্রত্ ধর্ম্ম আচরীয়া ক্ষেমা ধরা রহীল শরীর কষ্ট দিয়া ॥

গৌরা বাদিলা ও পদ্মাবতী দিল্লি যাইবার বয়ান।

শুভক্ষেন করি গৌরা বাদিলা চলিল। নিশ্বরিতে পন্থে নানা মঙ্গল দেখিল ॥ চারি পাশে শাহা মনি ডোলা ডুলি সাজে। পদ্মাবতী বিমান চলিল তার মাজে ॥ বিমানের চারি পাশে ডোলায় চামর। বেষ্টীত মুকুতা রত্ন ঝলকে সুন্দর ॥ পদ্মিনীর অঙ্গের সৌরভ বাশ পাই। পুষ্প তেজি মধুকর পড়ে ধাই ধাই ॥ যেবা দেখে তার মনে জম্ময় প্রত্যয়। পদ্মিনীর গন্ধ পাই ভ্রমর ভ্রময় ॥ আগে প্াছে সখী সব শতেক চলিল। সপ্তবিংশ দিনে দিল্লী নিকটেতে গেল ॥ ছোলতানের অনুচরে এ সকল দেখি। তুরিতে কহিল গিয়া পাই কার্য্য সাক্ষী ॥ হেনকালে রায়বারআসিয়া মিলিল। শাহারে প্রণাম করি রহাস্য কহিল ॥ যাইতে২ গেল দিল্লীর ভিতর। আগে বাড়ী গেল গৌরা শাহার গোচর ॥ বহু ধনে সম্ভাসীল রক্ষীগণ। লৈক্ষ২ আমত্যরে দিল বহু ধন ॥ সকলেরে বলিল কহিতে শাহা আগে।

তাঁনেক এক স্বামী দরশন রাণী মাগে ॥ সকলে কহিল তুমি নিবেদিলে যবে। শাহা আগে সর্ব্বথা কহিব আমি সবে ॥ এতেক শুনিয়া গৌরা পরম হরিসে। বহু রত্ন লইয়া ভেটীল সাহা পাশে ॥

গৌরা বাদিলা ছোলতানেরে পত্র পাঠায়।

ভুমিসারে ধরি গৌরা কৈল্য নিবেদন। পদ্যাবতী রাণী আইল পুজিতে চরণ ॥ এক নিবেদন বালা করে শাহা স্থানে। দাসী হেন কৃপা মোরে যদি থাকে মনে ॥ বিভাহিত স্বামী মোর লাগি প্যাইল দুঃখ। তীল মাত্র আজ্ঞা হৈলে দেখি স্বামী মুখ ॥ পুনরপি তানসঙ্গে দেখা নাহি আর। জীবন অবধি দুঃখ রহিব আমার ॥ রতন কাঞ্চন আদি যত দ্রব্য জাত। প্রেম ভাবে রতসেনে দিল মোর হাত ॥ নৃপতির গৃহে আর ছিল যত পুঞ্জি। মোর হস্তে সমস্ত তাহার যত কুঞ্জি ॥ আজ্ঞা হৈলে চিনাইয়া দিয়া তান হাতে। সন্তোস হইয়া আসি শাহার সাক্ষাতে ॥ গৌরা মুখে শুনিয়া এতেক নিবেদন। শাহার সেবক লোকে কহিল তখন ॥ বিবাহিতা স্বামীরে দেখিতে তীল চায়। পুনি আর দেখা নাই দেখিতে জুয়ায় ॥ রক্ষীগণ যাউক সঙ্গে বিলম্ব না হৌক। যতেক ধনের কুঞ্জি চিনাইয়া দেউক শাহারে কহিল সবে বহুল প্রকার। হিত জনচিন্তি মন করয় উদ্ধার ॥ লোভ পাপ দুই নদী উপরে বহয়। স্বামীর বহুল কার্য্য অলপে না সহয় ॥ একেত সে উদরে না দেখে মহাজন। সত্য ছাড়ি মিথ্যা পুন্থে করয় গমন॥ পদ্যাবতী

আইল শুনি হেন ছোলতান। আনন্দে বিভোর হই না করিল জ্ঞান ॥ আজ্ঞা দিলা রত্নসেন দেখিতে তখন। বৃথা না হউক পদ্যাবতী নিবেদন ॥ যেই কিছু পদ্মাবতী মনে হয় বাঞ্ছা। পুরাইতে তুরিতে আমার মনে ইচ্ছা ॥ অতি প্রেম অনুরাগ থাকে জার প্রতি। লঙ্গিতে তাহার বাক্য নাহিক সকতি ॥ ক্রোধে আর প্রেম ভাবে বুদ্ধি নহে স্থির যে পারে রাখিতে অতি জ্ঞানবন্ত ধীর ॥ সাহা আজ্ঞা পাই গৌরা সত্তরে চলিল। শীঘ্র করি নৃপতি বিমান পাশে নিল আর বহু ধন দিল রক্ষিত সবারে। ক্ষেনেক থাকিতে নৃপ বিমান ভিতরে ॥ দশ যোগ্য নহে যেই শত তারে দিল। আনন্দে থাকুক নৃপ সকলে বলীল ॥ সে ডুলীর অন্তরে আছিল লোহাকার। দণ্ডকে কাটিয়া শীঘ্র কৈল্য নমস্কার মহা বেগে নৃপতী বাহীর হইয়া। সীংহ গতী চলে এক অশ্ব আরোহীয় ॥

কপট করিয়া গৌরা রত্নসেনকে লইয়া
যায় ছোলতান শুনিয়া ক্রোধ
হইবার বিবরণ ॥

পঞ্চ শত ডুলিতে সহস্র বীর ছিল। শীঘ্র গতি নিস্বরিয়া অশ্বে আরহিল ॥ ঘোর শব্দে ধুম ধুমি কর্ণাল বাজাইয়া। চলিল বাদিলা গৌরা নৃপতি লইয়া ॥ বায়ু গতি অশ্ব সব মাতঙ্গ ওখার। বেগ বন্ত রাজা পুত্র পরম জুযার ॥ মহা দর্পে চলিল সকলে অস্ত্র ধরি ॥ চতুর্ভিতে বেড়িয়া নৃপতি মাঝে করি ॥ আরযত সৈন্যকুল পস্থেতে আছিল। রত্নসেনে দেখিয়া সে একাত্রে চলিল ॥ সত্তর সহশ্র সৈন্য হই শুখ

মোন। রত্নসেন লই সবে করিল গমন ॥ রত্নসেন লই যদি হিন্দু সবে গেল। রক্ষক সকল মোনে চিন্তিত হইল ॥ শাহা আগে শীঘ্র গিয়া কহিল খাবায়। কপট করিয়া রত্নসেন লই যায় ॥ এতেক শুনিল যদি দিল্লীয় ঈশ্বর। অতি দুঃখে প্রজলিত কম্পিত অন্তর ॥ শাহার সাক্ষাতে যত উমরা আছিল। সকল চলিয়া যাও শাহা আজ্ঞা দিল ॥ যেন মতে পার হিন্দু পুনি ধরি আন। নহে মোর হস্তে সব মৃত্যু হেন জান ॥ শুনিয়া উমরা গণ চলিল সত্তর। লেখা নাহি চলিল মাতঙ্গ বাজি নর ॥ বায়ু গতি অশ্ব হস্তী চালাইল বেগে। পাছে কেহ না রহে যাইতে চাহে আগে ॥ বাজায় তবল ঘন কর্ণাল নিশান। আমিসব মৈলে আগে পাবে আগুয়ান ॥ সৈন্য পদ ধুলি কল্য শুন্য আচ্ছাদন। দিগ পুরী আইসে যেন বরিষার ঘন ॥ বায় গতি অশ্ব বর মহা খর তর। ত্রিশ কোশ লঙ্গি চলে দিবস ভিতর ॥ মহা তেজ রাশি সৈন্য শাহার আছিল। ত্রিশ কোশ লঙ্গিয়া রাজার লাগ পাইল ॥ দেখিয়া অপার সৈন্য বাদিলা সুমতি। সম্বোধিয়া গৌরাকে কহিল শীঘ্র গতি ॥ দেখহ তুরুক সৈন্য আইল অপার। বিনি যুদ্ধে নাহি আজি নৃপতি উদ্ধার ॥ নৃপতি লইয়া তুমি শীঘ্র যাও ঘরে। তুরুকের সঙ্গে আমি আছি যেসমরে ॥ ঈশ্বরের লবণ সুধিব আজি আমি। নৃপতি সঙ্গতি লৈয়া শীঘ্র যাও তুমি ॥ গৌরা বলেভাই এবেহট পরিহয়। তুমিসত্য অনুজ অগ্রজ বাক্য ধর ॥ আত্মা পরি বিল্লাশ করিছি পৃথিবীত। মৈলেও বচন মোর নাহি কদাচিত ॥ তুমি মোর অনুজ আরজে দুগ্ধ মুখ। পৃথিবীতে আসিয়া করিছ কোন সুখ ॥ আসিতে দেখিল বধু অশ্রমুখি তোর। অদ্যাপিও সেই দুঃখ

হৃদে আছে মোর॥ গমনের কালে আইলা বধুকে ছাড়িয়া। পারহার মাঙ্গি তাঁনে সন্তোস করিয়া॥ কনিষ্ঠ করিব জ্যেষ্ঠ শ্রধা সঙ্কলপন। সংসারের কর্ম্ম ভাই না কর লঙ্ঘন মোর অনুশোচ ভাই না ধরিয়া চিতে। বহুজন মারিয়া মরিনু রন ক্ষেতে॥ এ বলিয়া গলে ধরি চুম্বিল কপালে। সান্তা ইয়া অনুজকে বহু বিধ বোলে॥ অর্দ্ধ সৈন্য লই গোরা তথাতে রহিল। অর্দ্ধ লৈয়া নৃপ সঙ্গে বাদিলা চলিল॥ ডাক দিয়া বলে গোরা সৈন্য সম্বোধিতে। নৃপ সঙ্গে যাও জার শ্রধা অছে চিতে॥ আমি আজি রণ ক্ষেত্রে ইচ্ছিয়া রহিল কদাচিত না ফিরিব প্রতিজ্ঞা করিল॥ যেন পুর্ব্বে ভিষ্য বীরে যুদ্ধে নয় শিম। দন্তী রাজা পাছে করি আগে হৈল ভীম॥ তেন আমি আগে হৈল-নৃপ করি পাছে। প্রাণ পণ করিব যাবত জীব আছে॥ আজি আমি নল নিল হনুমান হৈয়া। রাখিব সমুদ্র জল জাঙ্গাল বান্ধিয়া॥ এত শুনি যুদ্ধা সবে বলিল বচন। বীর হৈয়া বল কেনে হেন দুর্ব্বচন॥ তোমা সঙ্গে আইল যদি চিতাওর হৈতে। ফিরিয়া যাইব হেন আছে কার চিতে॥ আসিতে সময় মৃত্যু ধরাই সকলে। নৃপ সঙ্গে অর্দ্ধ সৈন্য পাটাইব বোলে নৃপ একাশ্বর দেখি তান সঙ্গে যায়। নহেত সকল যুদ্ধে মরিমু তথায়॥ এতেক কহিয়া শবে মোন কৌতুহলে। যার যেই আক্তি সেই খাইল সকলে॥ হেন কালে নিকটে আইল শাহা সৈন্য। তাদেখিয়া গোরা বীর হৈলা অগ্র গণ্য॥ পঞ্চ শত অশ্ববার সহশ্র পদাতী একং ভিতে দিল শতং হাতী॥

দুই দিগের সৈন্য যুদ্ধ করিবার বিবরণ॥

দুই দিগে দুই সৈন্য রাখিয়া বিস্তর। মধ্য ভাগে আপনে

রহিল গৌরাবর॥ শাহার সকল সৈন্য আসি একবার। গোলা গুলি চন্দ্র বান মারয় আপার॥ পড়য় কুহুক বান দমা লাখে২। পরিমান নাহি শর পড়ে ঝাকে২॥ মেঘ পুর্ণ আসি যেন বৃষ্টি করে ধারে। ব্যাস্ত হৈল নৃপ সৈন্য সহিতে নাপারে॥ মনে ভাবি বলে গৌরা শুন বীর গণ। দুরে থাকি যুদ্ধ কৈল্যে নিসার্থে মরণ॥ হস্তে অসি করিয়া সকলে কররণ। মারিয়া মরিলে নাহি বীরের শোচন॥ এত শুনি বীরগণে অশ্ব দাবাইয়া। সাহার শৈন্যতে শব মিলিল আশিয়া॥ হয় হস্তী পদাতী হইয়া এক মতি। মারিয়া তুরুক শৈন্য করেন্ত বিগতি॥ এক বারে শবে কৈল্য শেলের প্রহার। হস্তী শবে আশি শৈন্য করে ছারখার॥ অগ্নিতে আশিয়া যেন পড়িল পতঙ্গ। রণ ভুমি হই গেল রুধির তরঙ্গ॥ উন্মত্তের মতে জুঝে রাজপুত্র গণ। ছাড়িয়া জীবন আশা ইচ্ছিল মরণ॥ কেবা পড়ে না চাহে শকল আগুশারে। শুণ্ড মুণ্ড হস্ত পদ কাটী ভুমি পড়ে॥ কেহ বেগে বজ্র শেল হানে করি মাথে। ভুষণ্ড কাটয়া কেহ তিক্ষ খর্গ ঘাতে॥ চিঙ্কারিয়া শব্দ ছাড়ি করি কুলধায়। মণ্ডিয়া আপন সৈন্য ভঙ্গদিয়া যায়॥ শাহার বহুল সৈন্য সংখ্যা কেবা পায়। সহশ্র পড়য় রণে লক্ষ আগুয়ায়॥ তৃতীয় প্রহর এই মতে যুদ্ধ ছিল। রাজপুত্র সৈন্য সব সংগ্রামে পড়িল॥ রণক্ষেত্রে একাস্বর ভ্রমে গৌরা বীর। যাহাকে সমুখে পার করে দুই চির॥ গৌরার বিক্রম দেখি শাহা সৈন্য গন। বিসম হইল রণ ভাবে মোনে মন॥ আচৌক করিব রণ নৃপতিন সৈন্য। না চাহে যাইতে কেহ রণে অগ্রগন্য॥ উম্মরা সকলে বলে অল্প সৈন্য লই। বিলুকিত শাহা সৈন্য সব এক হই॥

অল্প সৈন্য হিন্দু সব যুদ্ধ নাহি করি। কোন মুখে রৈলা সবরণ পরিহরি॥শাহার সমুখে গিয়া কিদিবা উত্তর। অদ্য পিছ ভালআছে করহ সমর॥ এতেক শুনিলে ক্রোধ জন্মিবে শাহার মায়া ছাড়ি বধিবেক সবংশ সবার॥ এতেক শুনিল যদি মোহমনি গণ। হয় হস্তি ফিরাইয়া ইচ্ছিলা মরণ॥ একেবারে সর্ব্ব শৈন্যকরি কোলাহল। নৃপতির শৈন্য আগে গেললেন্ত শকল॥ দেখিলেক পুনি গৌরা তুরুক আশিল॥ খর্গ হস্তে শৈন্য আগে অগ্র গামি হৈল॥ তার পাছে যত ছিল নৃপ শৈন্য গণ। শমস্ত যাইয়াপুনি করি ছিল রণ॥ মর নের ভয় নাহি গৌরার শরীরে। রণে পশি এক২ বাছি২ মারে॥ ধানুকি২ যুদ্ধ বান বরিশন। ব্রাহ্মা অস্ত্রে ধর্ম্ম হৈল ন্ন দেখি তপন॥ হস্তি কুলে যুদ্ধ করে শুণ্ডে জড়া জড়ি কাকে কেহ দন্তে ধরি ফেলায় উখাড়ি॥ অশ্বে২ যুদ্ধ হৈল মহা দর মরী। কারে কেহ দন্তে২ মারয় কামড়ী॥ পদাতী সকলে মিলী করে হাতাহাতী। পদাঘাতে মারে কেহ কারে লাথালাথি॥ হস্তের মুটকী ঘাতে কাহারে মারয়। জার বলহীন তারে প্রাণে সংহারয়॥ আর কারে ভুজে ধরী মারয় কাচাড়ী। আর কোন জনে ক্রোধে মারয় কামড়ি॥ রত্নসেন যত সৈন্য রাজ পুত্রগণ। সমাবায় হই যুদ্ধ করে প্রাণপণ॥ এক জন সঙ্গে যুদ্দ শতকে নিবারে কাহারে হানিব অস্ত্র লক্ষিতে না পারে॥ এক রাজা হৈল এক সহস্র অন্তর। কেবা কোথা যুদ্ধ করে না পায় খবর॥ এক২ রাজপুত্র অর্জ্জুন ভীম তুল্য। শাহা সৈন্য প্রবেশিয়া মারেন্ত বহুল॥ গৌরা সঙ্গে যত বীর জুঝিবারে যায়। দেখিতে দেখিতে সেই জন লাগ পায়॥ এই মতে শাহা

সৈন্য করে লণ্ড ভণ্ড। চাহিতে না পারে কে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড নিরন্তর কাটে সৈন্য বিষম জুজার। অশি শীরে রুধির অনিবার॥ এই মতে পঞ্চ দিন যুদ্ধ দিবা রাত্রি। অনিবার যুদ্ধ করে রাজপুত্র ক্ষেত্রি॥ কে করিব যুদ্ধ থাকুক চাহিতে না পারে। আসিতে রুধির ধার দেখি প্রাণ ছাড়ে॥ সৈন্যের দুর্গতি দেখি উম্মরা দুই জন। হিন্দু সব বধিবারে আসি করে রণ॥ সেই দুই সঙ্গে বহু অশ্ববার আইল। এত দেখি গোরা বীর চিন্তিতে লাগিল॥ সপ্ত শত নৃপ গোরা একত্র করিয়া। আর যত বীরগণ সমুখে আনিয়া॥ গোরা বলে শুনহ বান্ধব রাজাগণ। বিষম আজুকা রণ নিশার্থে মরণ॥ এক তুরুকের সৈন্য নাহি পরিমাণ। এক পৈলে সহস্রেক হয় আগুওান॥ আর দেখ উম্মরা মহন্ত দুই জন। সৈন্য সঙ্গে আপনে আসিয়া করে রণ॥ অসম সাহস করি ভাবি নিরাঞ্জন। তুরুকের রণে আজি ইচ্ছহ মরণ॥ রাজা সব একত্র হৈ করে গিয়া রণ। চারি পাশে যুদ্ধদেও সব বীরগণ॥ আমি সবে বেড়িগিয়া উম্মরা দুইজন যেই মতে পারি তারে করিব নিধন॥ ভবানী স্মরিয়া সবে চল একবার। প্রসন্ন হইলে মাতা বিজয় আমার॥ নহে তুরুকের রণে নাহিক নিস্তার। এক বারে আমি সবে করিব সংহার॥ এই মতে রাজা সবে মনে যুক্তি করি। শমবায় যুদ্ধ করে উম্মরাকে বেরী॥ সপ্ত শত রাজপুত্র সব যুদ্ধপতী। প্রাণ উপক্ষীয়া যুদ্ধ উম্মরা সংহতী॥ উম্মরার সঙ্গে যত অশ্ববার ছিল। রাজ শবে লাগি কেহ ঘনাইতে নারীল॥ উম্মরা শকল হয় শাহা শোভাকার। যুদ্ধপতি নহে শেই হয় রাজ্য কার॥ তথাপী রাজার শঙ্গে বহুল

জুঝিল। ঈশ্বর কৃপায় এক রাজা না মরিল॥ একে একে বহুজন উম্মরা প্রধান। চারিদিগে বেড়ি বাণ করয় সন্ধান॥ দুই বাণ হানিতে সপ্ত শত বাণ এড়ে। শ্রম যুক্ত দুই জন নিবারিতে নারে॥ তবে নিজ সৈন্য চাহে নাহি নিজ পাশ একেশ্বর জুঝি দোহ হইল হুতাশ॥ সকল নৃপতি সৈন্য ক্ষেপে আসি সর। সর ঘাতে দুই জন হইল জর জর॥ আরোহন দুই জন ছিল মত্ত করি। বধিলেক সরাঘাতে রাজা সব বেড়ি॥ মাতঙ্গ হইল যদি ভূমিতে শয়ন। হই লেক পদগতি উম্মরারগণ॥ হেন কালে দৈব গতি সেনা-পতিগণ। দোহান রাখিতে আইল করিবারে রণ॥ উম্মরার লাগি দুই অশ্ব আনি ছিল। তাহাতে আরোহি দোহ প্রাণ রক্ষা কৈল্য॥ আর বহু বীর আসি উম্মরা লৈ গেলা। সেনাপতি সঙ্গে রাজা সবে যুদ্ধ দিলা॥ পুন্য ফলে প্রাণ রক্ষা উম্মরা পাইল। সবে বেড়ি সেনাপতি দুই সংহারিল তবে আর নৃপ দুই শাহার প্রধান। রাজা সঙ্গে যুঝিবারে আইল তুরমান॥ সহস্রেক নিবারিতে নারে এক জনে। রাজা শবে যুদ্ধ করে পরম যতনে॥ রাজা সব চারি ভিতে বেড়ি মারি শর। শর ঘাতে দুই জন হইল জর২॥ তবে দুই নৃপতির তুরঙ্গ বধিল। অশ্ব হইতে পড়ি দোহ ভুমি গত হৈল॥ পদাতি চলিতে নারে হইল ফাঁফর। বৃষ্টী প্রায় চারিদিকে ভরি পড়ে শর॥ সপ্ত শত রাজা সব হয় যুদ্ধপতি। প্রাণ উপক্ষিয়া জুঝে নৃপের শংহতি॥ শাহার নৃপতি শঙ্গ বীর যত ছিল রাজা শব লাগি কেহ আশিতে নারিল॥ একে একে দোহানকে করিল নিধন। শাহার যতেক শৈন্য তরাশিত মন॥ তুরঙ্গশহিতে যদি

দোহ নৃপ হৈল। শাহা সৈন্য এক বারে হলুস্থুল হৈল॥ আর যত সেনাপতি উম্মরা আছিলা। সর্ব্ব সৈন্য ডাকি পুনি কহিতে লাগিল॥ ডাকি বলে হিন্দু সব দিল অপমান কি রূপে রাখিব আমি ধড়েতে পরাণ॥ শাহা আগে গিয়া সবে কি দিবা উত্তর। একবারে হিন্দু সবে বধে এত নর॥ এত শুনি শাহা সৈন্য করি জয় রোল। রাজা সকলেরে বেড়ি মারেন্ত বহুল॥ তীর গোলা নানা অস্ত্র করে বরিষণ। অজুতেঃ পড়ে নাহি নিবারণ॥ শিক্ষাবন্ত যুদ্ধাস্তির রাজার কুমারে। যত অস্ত্র অশি পড়ে সকল নিবারে॥ বিষম হইল যুদ্ধ নাহি শান্ত মন। শাহার বহুল সৈন্য হইল নিধন॥ পিতার সমুখে যদি পুত্রকে সংহারে। পুত্রকে না চাহে পিতা নিল প্রাণ সারে॥ ভাইর অগ্রেতে যদি ভাইকে সংহারে। কাকে কেহ না রাখিয়া নিজ প্রাণী ছাড়ে॥ সে যুদ্ধ দেখিত ভীমার্জ্জুন যুদ্ধপতি। অপমানে অরন্যেতে করিত বসতি॥ তবে গোরা রন ক্ষেত্রে উম্মত্ত হইয়া। খর্গে না মারিয়া মারে পদে লাথাইয়া॥ মরণের ভয় ছাড়ি রাজ পুত্রগণ লণ্ড ভণ্ড সাহা সৈন্য করিল নিধন আচৌক করিব রণ চাহিতে না পারে। তাসব বিক্রম দেখি সব সৈন্য ফিরে॥ রুধির বর্ষাইল নদী রণ ক্ষেত্র মাজ। মাংস ভক্ষি নাচে সব গৃধিনী সমাজ॥ রণ ভুমি রক্ত বর্ণ দেখি দিনমনি। লজ্জা পাই লুকাইল হইল রজনী যেহেন লুকিত সব রবির কিরণ। রাজা সব রক্ত বর্ণ শ্রম যুক্ত মন॥ আচৌক করিব যুদ্ধ মুখে নাহি নাদ। সবে বলে এবেশে হইল পরমাদ॥ হেনকালে প্রসন্ন হইল জগ পতি। রহিলেক দুই সৈন্য যার যেই নিতি॥ নিশিতে

শাহার সৈন্য হই একান্তর। সবে বলে শাহা আগে যাউক খবর॥ কেহ বলে শাহা আগে বার্ত্তা না জানাইব। এক বারে যুদ্ধ করি সকল মরিব॥ পুছিলে যুদ্ধের কথা কি দিব উত্তর। কি রূপে দেখাব মুখ শাহার গোচর॥ জীব নেতে ধিক দেখি মৃত্যু হয় ভাল। তিলে ছাড়াইব যত জগত জঞ্জাল॥ এই মতে লড়াই করিল বীরগণ। গঞ্জিল রজনী তবে উগীল তপন॥ এথাতে শাহার আগে রণ বিবরণ। কত জন শীঘ্র যাই করে নিবেদন॥

সোলতানের নিকট যুদ্ধের সংবাদ দিবার বিবরণ॥

রত্নসেন লই দেশে বাদিলা চলিল। যতেক রাজার সঙ্গে গৌরা যুদ্ধ দিল॥ সপ্তদিন জুদ্ধ ছিল উমরা সঙ্গতি। মরিল বহুত সৈন্য পাইয়া দুর্গতি॥ প্রধান নৃপতি দুই সংগ্রামে বধিল। সেনাপতি দুই সঙ্গে বহু সৈন্য পাইল॥ আর যত জুদ্ধ ছিল হিন্দুর সহিত। কহিতে সাহার আগে মোনে ভাবি ভীত॥ রন ক্ষেত্রে গৌরা বীর দুইহস্তে অসি। উন্মত্ত চরীতে জুঝে সংগ্রামেতে পসী॥ কে করিবে জুদ্ধ তাহে চাহির্তে না পারে। যেই দিগে যায় শ্রোত বহায় রুধিরে॥ তাহার আটোপ দেখি সর্ব্ব সৈন্য গণ। জম হতে চিন্তা যুক্ত আছে সর্ব্ব জন॥ এতেক শুনিল যদি দিল্লীর ঈশ্বর। ক্রোধে অগ্নি সমতুল দিলেক উত্তর॥ হিন্দু সব আসি দিল এত অপমান। সর্ব্ব সৈন্য চল যুদ্ধে যাইব আপন॥ অতি ক্রোধ শাহা মোন দেখি পাত্রগণ। ভালে ভুমি চুম্বে সবে করে নিবেদন॥ প্রাণ যদি দান হয় কহি হিত তত্ত্ব। কার্য্য যদি ভাল চাহো চিত্য কর শান্ত॥ সহস্রেক মাঝে এক

রাজার কুমার। নিরক্ষিয়া আনিয়াছে কার্য্য আপনার॥ নিজ কর্ম্ম হই চাহে যাইতে সহর। পন্থ না পাইয়া সবে পাতিল ঝগর॥ কেহ যদি মোন ক্রোধে কাহাকে লড়ায়। ফিরিয়া না চাহে সবে প্রাণ লইধায়॥ তথাপিও ক্ষেমানাহি তাহাকে লড়ায়। সারিতে নারিলে যদি সে পুনি ফিরয়॥ প্রাণ উপক্ষীয়া যুদ্ধ করে আন জন। নির্ব্বন্ধ নিয়ম তার না যায় খণ্ডন॥ কেহ যদি প্রাণ লই ধায় কার ভিত। শাস্ত্রেতে লেখয় সেই বাচিতে উচিৎ॥ আর দেখ কারহস্তে থাকে অসিধার। অস্ত্র হিন সাজে যদি হইল ঝগর॥ অতি বেগে ক্রোধ মোনে হানে খর্গ ধার। সেফর লইয়া হস্তে পাতয় তাহার॥ খর্গ ধারে হস্ত তার কাটিব জানয়। মৃত্যু গামি হৈয়া হস্ত আশ্রাদি রাখয়॥ গমাগম বলাবল জুদ্ধের চরিত। সময় বুঝিয়া কর্ম্ম করিতে উচিৎ॥ রণক্ষেত্রে মুখা মুখি হইগেল জবে। যারযেই বিজ্যসরে প্রাণ রাখে তবে॥ নিকটে মরণ আর স্মরী লজ্জাগত। প্রাণ পন জুদ্ধ করে শাহার অগ্রেত॥ ধাইতে চাহিল আগে ভয় আপনার। পথ না পাইয়া জুঝে সংহতি আমার॥ মরীতে চাহিল যদি হিন্দ, সৈন্যগণ। তার সঙ্গে জুঝিয়া মরিব কোন জোন॥ ছলে বলে কলে কিবা ধনের প্রসাদে। সংসার নিয়ম জান নিজ কর্ম্ম সাধে॥ আরএক প্রসঙ্গ শুনহ শিরমণী। বিস্তারি কহয় আমি পুর্ব্বের কাহিনী॥ ইরানের মহারাজা দ্বারার খবর। শুনি সপ্ত দ্বীপ পতি জাকে দিল কর॥ পুশাক্রেমে যেই পাটে নাহিক দোশর। তার সম রাজা নাহি সংসার ভিতর॥ আরহিন্দু রাজাসব দ্বারার গোচর। সহস্র বিংসতী রাজা তাকে দেন্তকর॥ ফএলকুছ ছিলযবে রুম রাজকান্ত।

অহনিসী দ্বারা স্থানে কর জোগারন্ত ॥ দৈব যোগে তার গৃহেসাহা সেকান্দার। জন্মহৈল ক্ষেতী মাঝেকুপাল ঈশ্বর ॥ কাল পুরি ফএলকুছ গেল স্বর্গপুর। সাহা সেকান্দর হৈল রুমের ঈশ্বর ॥ তবে কত রাজা সবে সাহা না মানিল। জঙ্গী আদি বহ রাজ্য জুদ্ধে জয় কৈল্য ॥ আর দিন সেকান্দরে নিজ মোনেগুনি। দারার নিয়মকরি রাখিলেক পুনি ॥ দারায় শুনিল যদি এতেক কথন। পাঠাইল কর মাগীনিয়ম তখন ॥ সাহায় নাদিল কর রায়বারের হাতে। শীঘ্র জানাইল গিয়া দারার সাক্ষাতে ॥ না পাই রুমের করদারা নৃপ বর। সর্ব্বারম্ভে চলি আইল সাহার গোচর ॥ তাতে দুই পাত্র ছিল দারার প্রধান। দৈব গতি মিলিলেক সেকান্দর স্থান ॥ বহুল প্রসাদে শাহা পত্র বশ কৈল্যা। দারারে মারিতে শাহা পোন করিদিলা ॥ ততৈক্ষনে দারার সৈন্যতে পুনি আইল। যুদ্ধ কালে পাত্র নিজ ঈশ্বর বধিল ॥ কাল গোয়াইয়া রাজা নিজ পুরে গেলা ইরান ঈশ্বর শাহা সেকান্দর হৈলা ॥ তবে নৃপতির শুতা রোসনা শুন্দরী। অপসরাজিনী রামা সর্গ বিদ্যা ধরি ॥ দ্বারার আদেশ মানি তাকে বিভা কৈল্য। পুনি দুই দুই পাত্র আনি প্রশাদে তুষিল ॥ তবে নিজ মনে মানি দ্বারার কথন। এক২ দুই জোনে করিলা নিধন ॥ ঈশ্বর অহিত জোন এফল উচিৎ। বুদ্ধিবন্ত হেন জন না রাখে বিদিত ॥ সংসারে নিয়ম চলে বুদ্ধির প্রাকারে। আগে শত্রু বশকরি পশ্চাতে সংহারে ॥ রামের সুরিদ যেঅঙ্গদ হনুমান। এ দুই আছয় রত সেন বিদ্যমান ॥ রাজ্য দানে ধন দিয়া তুসিয়া আশ্বাসে। যেন মতে পার দোহা আন শাহা পাসে ॥ তারদুই পাত্র যদি হইল আমার।

ইচ্ছাগত মনবাঞ্ছা পুরিবে সাহার ॥ আপনে নিশাথে শাহা বলকর হানি। সন্তোষ করহ শাহা ফিরাই বাহিনী ॥ পাত্রের কচনে শাহা হিত তত্ত্ব পাই। আনিল সকল সৈন্য রায় বার পাঠাই ॥

সোলতানে গোরার নিকট পত্র পাঠাইবার বিবরণ ॥

তবে সাহা গোরা স্থানে পত্র লিখিলেন্ত। আপনার মনোরথ সব আদি তন্ত ॥ আগে আশীর্ব্বাদ লেখি গোরার উপর। মোনরথ যত ইতি লেখিল সত্তর ॥ সাফল্য জনম তোর আছে নৃপ কুলে। বির্য্য শরা মোর সৈন্য বহুল বধিলে ॥ রত্নসেন নৃপ মোর তুমিহ আমার। কার সঙ্গে জুদ্ধ কর না করি বিচার ॥ রত্নসেন নৃপ ছাড়ি আমাকে না মানি। মহত্ত নৃপতি দুই বধিলা পরানি ॥ মরনের ভয় তোর নাহিক কিঞ্চিৎ। জুঝিতে চাহসি তুই আমার সহিত ॥ বিমর্শিয়া আগে পাছে না চাহিয়া মোনে। ধুলি দিয়া সমুদ্র বান্ধিতে চাহ কেনে ॥ অল্প বলে কর কেনে বিষম সাহস। এখনেহে নিসঙ্কায় আইস মোর পাশ ॥ ঐ যে বধিছ দোহ নৃপতি মহন্ত। তাররাজ্যে তোহাকে করিয়া দিব কান্ত ॥ আর তোরে করি বাম মহর্ত্ত উজীর। সবার উপরে তোমা করি বাম স্থির ॥ আর যেহ মনে লয় মাগ মোর তরে। একে একে সে সকল দিবাম তোমারে ॥ তুমি দুই ভাই যদি আইল মোর পাসে। রত্নসেন নৃপতিরে আনিব আশ্বাসে ॥ যদ্যপি করিছ দোষ সকল ক্ষেমিব। রাজ্য দানে ধন দিয়া তাহারে তুরিব ॥ তিলক বিভোর মোন করি কদাচন। শীঘ্র আসি মোর পাশে লও রাজ্য ধন ॥ এই মতে পত্র এক লেখি দিল্লীশ্বর। এক জন

পাঠাইল গৌরার গোচর ॥ এথা শাহা সৈন্য যদি রন নিবারিল আর সপ্তদিন পন্থ গৌরা চলিগেল ॥ রত্নসেন দেশে যাইতে রহি স্থানে স্থানে। গড় বান্ধাইয়া যায় গৌরার কল্যানে তথাতে পাইয়া গড় গৌরা হরষিত। আনন্দে রহিল তথা সে রণ ভুমিত ॥ সাহার রায় বার সপ্ত দিনের ভিতর। শীঘ্র গতি চলি গেল গৌরার গোচর ॥ গৌরায় শুনিল আইল সাহা রায়বার। শীঘ্র আসি বাড়ি নিল করি নমস্কার ॥ রায়বারে সাহা পত্র গৌরা স্থানে দিল ভুমি চুম্বি করে ধরি আসনে বসাল ॥ উর্দ্ধসিরে প্রণাম করি সব রাজাগণ। পত্র পড়ি শুনিলেক যত বিবরণ ॥ পত্র আদি অন্ত যদি গৌরায় শুনিল। পুনি ভুমি চুম্বি গৌরা বহুল কান্দিল ॥ কান্দি২ কহে গৌরা শাহার সংবাদ। কি যগ্য লইতে ভাল সাহার প্রশাদ॥যতেক কহিল সাহা আমার উচিত। সুপুষ্প প্রাকাশ নহে লবণ ভুমিত ॥ বহুল প্রকারে আমি বুঝিব চরিত। অতিভক্তি সেবা হেতুযোগী নহেমিত ॥ যত দিন রত্ন সেন থাকে সজীবন। অন্যের অমৃত কুণ্ড আমার লবন ॥ তাহার লবনে মোর শরীর জরিছে। তেকারণে মনে আমি ভাবি আগে-পাছে ॥ যত দিন জীব ধরি কণ্টেতে আমার। রত্নসেন ছাড়ি বাক্য না শুনিব কার ॥ লেখিয়াছে দুই রাজ্য প্রসাদ দিবারে। সে রাজ্য সম্পদ কার্য্য নাহিক আমারে ॥ খাল জোড়া কোন কালে দেখিছে সমুদ্র। নৃপ সনে বশি বাম আমি কোন ক্ষুদ্র ॥ আর যে লেখিছে মোরে ভয় দর্শাইয়া। স্ব-ইচ্ছায় প্রাণ দিব তাহার লাগিয়া এইমতে ভকতি প্রণতী বহুতর। আদেশ লেখিল উত্তরের প্রত্যুত্তর ॥ বহুল প্রসাদে রায়বার তুষ্ট কৈল্য। উর্দ্ধশীরে

প্রণামিয়া তাকে পাঠাইল ॥ গৌরার শুনিয়া বাণী দিল্লীর ঈশ্বর। ধন্য২ বাখানিল গৌরার উপর এহেন সুপাত্র যার থাকয় সহিত। যাবত জীবন তার করিবেক হিত॥ এত কহি শাহা পুনি করিলা আদেশ। পত্র লেখি সৈন্য মাঙ্গাইতে সর্ব্বদেস॥ তুরমান নিজ দেশে সৈন্য সাজ কর। যাইব আপনে চলি যথা চিতাওর॥ ক্ষুদ্র হিন্দু সবে এত গর্ব্ব কৈল্য। মোর পাটে চড়ি রত্নসেন লই গেল॥ শাহার আদেশ পাই যত মন্ত্রীগণ। দিগদিগান্তর সৈন্য মাঙ্গায়ে তখন॥

গৌরার পত্রুত্তর পাইয়া ছোলতান যুদ্ধ করিতে
চিতাওরে যাইবার রিবরন।

যতেক উম্মরাগণ একত্র হইল। দিল্লীর ঈশ্বর সঙ্গে যুদ্ধ সাজ কৈল্য॥ নৃপতি সকল আর সেনাপতিগণ। একে২ ধ্বজ ছত্র না দেখি তপন॥ হয় হস্তী উষ্ট গাধা বহুল খচ্চর। শয্যা করি আনাইল দিল্লীর ঈশ্বর॥ অশ্বের ইথান হৈল মত্ত করি নাদ। সৈন্য রোলে হই গেল প্রলয় প্রমাদ পঞ্চম অক্ষনি সৈন্য যবে এক হৈল। শুভক্ষনে চলিবারে শাহা আদেশিল॥ মহানব গিরী যদি সমুখে চলিল। বাহিনী সহিতে শাহা চলিতে ইচ্ছিল॥ তবে কত দিন পন্থ সাহা সৈন্য গেল। সমুখে গৌরার সৈন্য সব দেখা পাইল॥ তবে সব বাহিনী হইয়া একাত্তর। গড় বান্ধি রহিলেক ইচ্ছিয়া সময়॥ রাগ জমক ছন্দ॥

এথা রত্নসেন রাজা বাদিলা সঙ্গতি। দেশেতে চলিয়া যায় হরষিত মতি॥ যত্তেক দেশের রাজা শুনি সমাচার।

হয় হস্তী সৈন্য সঙ্গে মিলে অনিবার ॥ সত্তর হাজার সৈন্য সঙ্গতি হইল। পঞ্চাশ সহস্রে সৈন্য গৌরা আগে দিল ॥ এসকল সৈন্য যদি গৌরায় দেখিল। অপার হরিষ তবে তাহার জন্মিল ॥ তবে যত সৈন্য সব সঙ্গতি করিয়া। নিজ দেশে রত্নসেন জায়ন্ত চলিয়া ॥ নানা রঙ্গে যায় চলি বাদ্য করি ধনি। কত দিনে চিতাওরে গেল নৃপমণি ॥ নিজ রাজ্যে গেল যদি নৃপ রত্নসেন। ভেট লই রাজা সবে আসিল তখন ॥ বৃদ্ধ আদি যুবা যত দেশের ব্রাহ্মণ। যোগী দেশান্তরী মনি তপসিরগণ ॥ নানা জাতি ভাট আসি স্তুতি বিরচন। আশীর্ব্বাদ করে আশি ধরিয়া যোগান ॥ আর কত নর্ত্তকী আসিয়া নারীগণ। নানা ঢঙ্গে নিত্য করে নৃপ আগুয়ান ॥ রতন কাঞ্চন তঙ্কা আনি ভারে২। নিজ হস্তে দান কৈল্য সম্ভাসি সবারে ॥ নানাবর্ণ বহু মুল্য বস্ত্র আনাইল। রাজা সব দানে বস্ত্রে প্রসাদে তুষিল ॥ নারিগণ আসি যদি দিল জয় বার। যোগ্য মতে অলঙ্কারে তুষিল সবার ॥ ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব নৃপতি যত ছিল। সত্তর গমনে নৃপ সম্ভাসি আনিল ॥ হস্তে পদে গলে কেহ ধরি যুগ কর। নৃপতির দুঃখ শুনি কান্দিলা বিস্তর ॥ একে২ ধনে বস্ত্রে তুষিলা রাজন। সাম্ভাসিল সে৲সবারে নিবারী রোদন ॥ তবে যত সৈন্য সব সঙ্গতি আছিল। সবান সহিতে রাজা গৃহে প্রবেশিল ॥ সুগন্ধি চন্দন ঘট পুরি আমোদিত। স্থানে স্থানে প্রজালিত দিউটি ভুমিত ॥ জরাপ্ত কাবই সব মুহিত লাচনী। মহোৎসবে চলে রত্ন-সেন নৃপমণি ॥ তবে নিজ বেথিত লইয়া ইষ্ট জন। নিজ গৃহে অন্তঃপুরে করিলা গমন ॥ নব শত শখি শঙ্গে রাণী

পদ্মাবতী। বাড়িনীতে নিজ স্বামী আইল যুরতী॥ পদ্মি নীর গমন দেখিয়া রত্নশেন। স্থকিত অচল নৃপ হইল খন্দ মন॥ নব শত শখী সঙ্গে আপনা পাশরি। বিলাপিল পদ্মাবতী সখি শঙ্গে করি॥ হেনকালে পদ্মাবতী নৃপের অগ্রেত। মুকলিত কেশ করি ধরি স্বামীপদ॥ পদ্মিনী কুশিষ্ট রূপে দেখিয়া রাজন। গলে ধরি বুকে লাগি যুড়িলা কান্দন॥ রাজ অন্তপুরে হৈল কান্দনের রোল। ভণ্ড ছয় না শুনিল কেহ কার বোল॥ পদ্মাবতী নাগমতি সঙ্গে বিলাপয়। পাষণ বসিল হই শ্রোত ধারা বয়॥ দুই রাণী গলে ধরি নৃপ মুর্চ্ছাগত। দণ্ড এক আসি কেহ না পাইল সবত॥ তবে যত ইষ্টমিত্র আশি নারীগণ। দুই নারী ধার রোল কৈল্য নিবারণ॥ পদ্মাবতী পতি দুঃখেযত বিলাপিল পুস্তক বিশাল হেতু তাকে না লিখিল॥ রোদনের রোল যদি নিবারণ হৈল। উৎসব জয়কার নারীগণে আরম্ভিল আমোদ কস্তুরী ভরি সুবর্ণ কলশে। আগে দিয়া ছিগু সবে নৃপতির প্যাশে॥ চামরের বাও করে যত নারীমণ। পদ্মাবতী রাণী পুনি আনি বহু ধন॥ স্বামীর নিছনী করি বহু দান কৈল। ধুপে অনল ধুমে সুগন্ধি পুরিল॥ তবে নারী অন্তপুরে পতি লই গেল। হরিষ বেহার মনে রজনী পোহাইল॥ নানা রাগ রামশ্বর গায় নারীগণ। হরষিতে নৃপ চিত্ত করে দিবারণ॥ সখী সব জয় রাগ শুনিয়া রাজন বস্ত্র অলঙ্কারে তোশে সবাকার মন॥ এই মতে হরষিতে নৃপ রত্নসেন। ধর্ম্ম করি শুনে যত পুরাণ কথন॥

রত্নসেনের নিকট গৌরার দিল্লীর সংবাদ পাঠাইবার বিবরণ।

রাগ খর্ব্ব ছন্দ। অথাতে শাহার সৈন্য দেখিয়া অপার গৌরায় লেখয় পাতি করি নমস্কার॥ যত ইতি সমাচার সাহা পাঠাইল। একে২ নৃপ আগে সমস্ত লেখিল॥একবিংশ দিবসের পন্থ চলি আইল। শাহা সঙ্গে সর্ব্বারম্ভে এথা সৈন্য আইল॥ আর বহু সৈন্যসঙ্গে দিল্লীর ঈশ্বর। আপনে চলিয়া আইসে করিতে শমর॥ গৌরার সংবাদ যদি নৃপতি পাইল। নিশীর কমল প্রায় মুখ শুখাইল॥ নৃপতি চিন্তিত দেখি পাত্র মিত্র গণ। যুক্তি বিমর্শীয়া পুনি কহিল কথন॥ ঈশ্বরে যে করে সেই অবশ্য হইবে। এখনে নিসার্থে চিন্তি বিফল পাইবে॥ সে দুষ্ট কণ্টকে ফেলি সেপুনি ছোড়ায়। সোহার হইলে সেই দিবেক উপায়॥ যদি বহু হৈল কষ্ট দুঃখ বিপরীত। সঙ্কট সময় হয় শাহস উচিত॥ যত দুর নিজ গত আছে নৃপগণ। পত্র লেখি শীঘ্রগতি আন সর্ব্বজন॥ পাত্রের বচনে রাজা হরিষ কিঞ্চিৎ। দিগ দিগান্ততরে পত্র পাঠায় তুরিত॥ যত দুর হিন্দু রাজা নিজ বসে ছিল। পত্র দরশনে শীঘ্র চিতাওরে আইল॥ নব সহস্রেক করি লক্ষ অশ্ব বার। পদ গতি সৈন্য আইল সংখ্যা নাহি তার॥ ব্রহ্ম অস্ত্র ধরি আইল পঞ্চাশ হাজার। ধানুকি আইল যত কিবা লেখ তার॥ উষ্ট্র গাধা খচ্ছর আইল বহুতর। নৃপতি সকল ধজে ভরিল পাত্তর॥আসিল যতেক রাজা তন্ত্রমন্ত্র লৈয়া। নানাযন্ত্র বাদ্য শব্দে হুলস্থুল হৈয়া॥ সৈন্যের আটোপ দেখি রত্নসেন রায়। আপনে যইতে চাহে গৌরার সোহায়॥ তবে যত রাজা আসি নৃপতি সাক্ষাত। বিনয় বচনে কহে জোড়

করি হাত॥ বহু কষ্ট পাইছ নৃপ বিধী পরসনে। ধর্ম্ম বলে আসিয়াছে দেশেতে আপনে॥ তুমি থাক নিজপাটে আমি যুদ্ধে যাব। কিবা যিনী শাহা সৈন্য নতু প্রাণদিব॥ এতেক শুনিল যদি সৈন্যের বচন। বহু মুল্য রত্ন ধন আনিয়া রাজন॥ সর্ব্ব সৈন্য প্রশাদে তুষিয়া একে২। জার সেই যগ্য কান করিল প্রত্যেক॥ রাগ দীর্ঘ ছন্দ।

তবে নৃপ রত্নসেন, বিসাদিত হই মন, প্রশাদে তুষিলা দিয়া ধন। জার যেই যোগ্য সাজ, পুরাইল মহারাজ, রাজা সকলেরে রত্নসেন॥ ধনবস্ত্র রত্ন দানে, নৃপসব যোগ্যমানে, পাই হৈল হরষিত মোন। আশ্বাসিয়া সর্ব্বজণ, নিজ দুঃখ বিবরণ, কহিলেক রাজা রত্নসেন॥ শ্বইচ্ছা না কর রণ, তুমি সব অকারন, বধহৈবা আমার কারনে। সংসার পালক হই, অনাচার করে সেই, বিষদন্ত করে মোরসনে॥ যতেক দিয়াছে দুক্ষ, কহিতে না পারে মুখ, মনিষ্যের প্রাণ নাহি ধরে। কি দোষ নাবুঝি আগে, রাণী পদ্মাবতী মাগে, হেন অপমান প্রাণে ধরে॥ গোরা সঙ্গে বাদিলার, সুধিতে নারিমু ধার, এই জন্মে যদিধরি প্রাণ। করিয়া বিষম যুক্তি, আমাগিয়া কৈল্য মুক্তি, প্রাণে ভয় না চিন্তিয়া মন॥ বাদিলা সঙ্গিত মোরে, পাঠাইল চিতাওরে, সেপুনি বিষম যুদ্ধকরে। এত দিন যুদ্ধ কৈল, শাহা সৈন্য নিবারিল, এবে পুনিলিখিল আমারে॥ প্রাণ মোর রৈল তথা, শুন্য দেহ আইল এথা, দর্শন করিতে তুমি সব। এবে আমি যাই রন, রাখি গিয়া তার প্রাণ, যেই করে বিধী সেই হৈব॥ ভাবি চিন্তি নাহি কাজ, চলি যায় যুদ্ধ সাজ, গোরার শাহাজ্য হইবার। যদি মোরে দয়া কর চল সবে জুঝিবার, জীবণের আশা নাহি

মোর ॥ শাহা নিজসৈন্য সনে, সঙ্গেলই আইল রণে, গৌরার শকতি কিবা ধরে। আমি যাই কি করিব, তুমি সবে দুক্ষ দিব, সমুদ্র বান্ধিতে কেবা পারে ॥

রত্নসেনের প্রসাদ পাই মোকাবেলা যুদ্ধ দেয়
রাগ জমক ছন্দ ॥

নৃপ সবে শুনি এত কাতর বচন। লইব মোনেতে ইচ্ছি যুদ্ধের মরণ ॥ নরপতিরে সম্ভাষিয়া দেশেতে রাখিলা। সর্ব্বারন্তে গৌরা আগে আপে চলি গেলা ॥ গৌরায় দেখিল যদি এসৈন্য সকল। সহস্রেক গুণ তার অঙ্গে হৈল বল ॥ সেই রাত্রি জয় ধনি করিল বহুল। নিশি নিবারন নাহি হৈল জয়রোল ॥ হেনকালে নিসাকর গেল নিজপুর। সংসার প্রাকাশ করি উগিলেক শুর ॥ শাহা সৈন্য শাজ করি সংগ্রামে চলিল। নৃপতির সৈন্য আগু হই যুদ্ধ দিল ॥ অশ্বে২ যুদ্ধ হৈল খর্গ খরাখরি। গজে২ যুদ্ধ করে হই দড়মড়ি ॥ ব্রহ্ম অস্ত্র ধুর্ম্ম করি ঢাকিল তখন। সবে অস্ত্র জাল করে নাহি পরাপন ॥ পদাতি সকলে যুদ্ধ করে জড়া জড়ি। অস্ত্র হিন হৈলে কেহ মারয় পাছাড়ি ॥ রক্ত বর্ণ বীরগণ লজ্জিত তখন। বিষম হইল রণ নাহি নিবারণ ॥ অশ্বের ইশ্বাল হৈল গজের গর্জ্জন। পদাতির সিংহানাদ বীরের তর্জ্জন ॥ সমুদ্র উথলি যেন উঠয় লহর। দুই সৈন্য মহা যুদ্ধ ভুমির উপর ॥ সহস্র২ লোক হইল নিধন। তথাপি দারুন যুদ্ধনাহি নিবারণ ॥ গর্দ্দভ সকোল যুদ্ধ দেখি কম্পবান। গৃধিনী জুম্বুকী নাচে করি রক্ত পান ॥ এই মতে নব দিন যুদ্ধ অনিবান। কাকে কেহ যদ্ধেতে না পারে জিনিবার ॥ আর দিন দৈব্য গতি

হৈল মহারণ। কাল পুরি গৌরা বীর হইল নিধন ॥ যদি সে গৌরার মৃত্যু সংগ্রামে হইল। জয় ধনি শাহা সৈন্য উৎসব করিল ॥ তবে নৃপতির সৈন্য মোনে ভয় পাই। দুই দিবসের পন্থ রহিলেক যাই ॥ তবে নৃপ তির আগে বার্ত্তা জানাইল। বিষম করিয়া জুদ্ধ গৌরা স্বর্গে গেল ॥ বহুত সৈন্য সংগ্রামে হইল নিধন ॥ দুই দিন পন্থ আশি আছে সর্ব্বজন ॥ এতেক শুনিল যদি নৃপ রত্নসেন। বাদিলাকে ডাকাই আনিল ততৈক্ষণ ॥ জুদ্ধের রহাস্য যত তাহাকে কহিল। ভারি স্নেহে বাদিলায় বহুল কান্দিল ॥ নরপতি তাহার গলে ধরিয়া শত্তর। গৌরা স্নেহ গুণি পুনি কান্দিলা বিস্তর ॥ তবে লক্ষ অশ্ব বার করিয়া সঙ্গতি। ভাত্রি বরি উদ্ধারিতে গেল যুদ্ধাপতি ॥ বাদিলার সঙ্গে যুদ্ধ বহুল আছিল। পুস্তক বিশাল হয় তাহা না লেখিল ॥ সবে বলে গৌরা হন্তে ধিক বীরবর। বিধির নির্ম্মানে হৈছে দোহ সোহদর ॥ এক হস্তে উন নহে কাহার বিক্রম। শমা বিজ্যশালি দোহ শাক্ষাতের যম॥এই মতে বাদিলার করেন্ত বাখান। যুদ্ধ পাছে হয় কেহ নহে আ'গুওান ॥ এই মতে বাদিলায় বহু যুদ্ধ কৈল্য। এসপ্ত বরিস গোঞাই চিতাওরে গেল ॥ সৈন্ধ্যা হৈল ছোলতান সৈন্যতে রাখিল। প্রভাতে করিল যুদ্ধ বিমাস্ত রহিল॥ বাদিলা ও নিজ গৃহে আনন্দিতে গেল। পদ্মাবতী নাগমতি নৃপ প্রণামিল॥ প্রভাতে সাজিয়া চলে উরুন উগিতে। রত্নসেন যুদ্ধ স্থলে আইল অন্তে বেস্তে ॥ পদ্মাবতী নাগমতী বহু আশ্বাশিয়া। লক্ষ লক্ষ সৈন্য লই চলিল সাজিয়া ॥ একা ছোলতান সৈন্য অনন্ত অপার। বাদিলা সঙ্গতি জুদ্ধ বাজিল অপার ॥ তিন মাস

পথহৈল সৈন্যের ছাওনি। প্রলয়ের হুলুস্থলি টলয় মেদনী॥ আপনেও কোপে শাহা আইলেক শ্রাজি। লক্ষ১ হস্তিসঙ্গে লক্ষ তাজি॥ পদ্মাবতীর অন্তর্গত গনিয়া না পায়। ইন্দ্র যেন সাজি আইল অগ্রমা অসায়॥ চল্লিশ সহস্র গজ সপ্তলাখ ঘোড়া। রত্নসেন যুদ্ধে আইল সুবেশ ফাখেরা॥ দুই নৃপ আজ্ঞা দিল শব্দ মার মার। হইল বহুল যুদ্ধ ধুমে অন্ধকার॥ শতে শতে গজ পড়ে শতে২ ঘোড়া। শতে২ সৈন্য পড়ে ডাক শারা শারা॥ যতেক পড়িল সৈন্য নাহি আপ্ত পর। রত্নসেন কাটে সৈন্য বিজলী প্রকার॥ তুরঙ্গমে আরোহি সমুদ্র সৈন্য পশি। সহস্র২ কাটে হানি তীর অসি॥ পঞ্চশত গজ অশ্ব করিল সংহার। পঞ্চ শত সহস্র পড়িল অশ্ববার॥ নরপতিগণ আসি সহায়ে হইল। বিজুলী ছটকে যেন সৈন্যেতে ভ্রমিল॥ বাদিলায় কাটয় যে লক্ষ লক্ষ বীর। শত অশ্ববার গজ মত্ত করে চির॥ যেন মতে যুদ্ধ ছিল কৌরব পাণ্ডব। সে সবে যুদ্ধ জিনি এ যুদ্ধের রব॥ ধর্ম্মিকের জয়হেন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। অধার্ম্মিক ছোলতান শাহা রণেতে হারয়॥ এই মতে তিন মাস মহা যুদ্ধ ছিল। লজ্জা পাই দিল্লীশ্বর পালাইয়া গেল॥ যত হিন্দু নৃপগণ হই এক ঠাই। ছোলতান শাহাকে সবে দিলেক খেদাই॥ সে সব সংগ্রাম কথা লেখি অন্ত নাই। সহস্র পুস্তক হৈলে তবে অন্ত পাই॥ দিল্লীশ্বর ঘরে যাই ভাবিলা অপার। সতী নারী টলাইতে সাধ্য আছে কার॥ বুঝিয়া কার্য্যের ভাও রত্নসেন রাজ। রাজ্যের সীমায় এক ঘরকৈল সাজ॥ ইটাল পাষাণ গড় কৈল্য উচ্চতর। সুগঠন বান্ধিয়াছে করিতে সমর॥ গড়ের বাহিরে দুই কুলের

অন্তর। স্বর্ণময় ঘর এক বান্ধিল সত্তর॥ আর যত যোগ্য গড় বান্ধি মনোহর। ক্রমেং ঘর সব দেখিতে সুন্দর॥ শাহার নিবাস করি রাখিল তথাত। সমুখে বাজার বান্ধি দিল নরনাথ॥ সেই ঘরে সৈন্য সঙ্গে বাদিলা রহিলা। আর লক্ষ সৈন্য আনি তথা নিজুজিলা॥ তবে আনন্দিতে রত্নসেন ঘরে গেল। পদ্মাবতী নাগমতি দোহ সম্ভাসিল এক দিন দেওপাল রাজার কাহিনী। যতেক কহিল পাঠাইয়া কোমদিনী॥ পদ্মাবতী সব কথা রাজাকে কহিল শুনি নৃপ প্রজ্জলিত হুতাশন হৈল॥ বহু সৈন্য সঙ্গে করি দেশেতে তাহার। চলি গেলা রত্নসেন যুদ্ধ করিবার দেওপাল সঙ্গে নৃপ বহু কৈল্ল রণ। যুদ্ধে জয় পাই তারে করিলা নিধন॥ সে রাজ্যে যত লোক আসিয়া মিলিল। নিজকর গত এক রাজা তথা ছিল॥ নিয়মত কর লই রাজা রত্নসেন। দেশেতে যাইয়া রাজা করিলেক মন॥ সেই যুদ্ধ অসি হস্তে আপনি যুঝিল। দারুন বিশাল ছেল অঙ্গে পরশিল॥ সেই বিষে নৃপতির শরীর জর্জ্জর। মুখে না নিশ্বরে বাণী কহিতে উত্তর॥ এত দেখি পাত্র মিত্র সব বিষাদিত। নিজ সৈন্য শঙ্গে দেশে আইল তুরিত॥ শুনিয়া সমস্ত কেচ্ছা মাগন সুমতী। আলাওলে প্রশংসিল বহু বিজ্ঞা ভাতি॥ কহং আলাওল কহ বাক্য শেষ। পদ্মাবতী সতী রাণী হরিষ বিশেষ॥ সদা নৃপ রাজ ভোগ করেন্ত বশতি। প্রশন্ন হইল বিধি রত্নশেন প্রতি॥

পদ্মাবতী গর্ভ হই পুত্র প্রসব হইবার বিবরন॥

তবে রত্নসেন ঘরে রাণী পদ্মাবতী। প্রশন্ন হইল বিধী

দেবী গর্ভবতী॥ পদ্মাবতীর উদরেতে মানিক ধরিল। কাল পুরী শুভক্ষণে শিশু উপজিল॥ পুত্র মুখ দেখি রাজা হরিষ অন্তর। উৎসব আনন্দ রীতকৈল্য বহুতর॥ বহুমুল্য বস্ত্রধন কৈল বহুদান। পুরাণ বিচারি নামরাখে চন্দ্রসেন॥ এইমতে আর এক শিশু পদ্মাবতী। প্রসবিল শুভক্ষনে শিশু ভাগ্য বতী॥ নানারঙ্গ নানাযন্ত্র করি নৃপবর। ইন্দ্রসেন নামথুইল হরিষ অন্তর॥ সপ্ত বরিষের এক পঞ্চ অব্দ আর। সুরশশী সমতুল্য নৃপতিকুমার॥ দেখিয়া দোহার রূপরাজা রত্নসেন পাশরিল সর্ব্ব দুক্ষ শান্ত হৈল মন॥ দুইভাগ রাজ্যকরি পুত্র স্থানেদিল। যশপুরী পুণ্যক্ষেতি তার মৃত্যু হৈল॥ এবেকহি শুন কিছু রত্নসেন বাণী। যেইমতে স্বর্গ বাস হৈল নৃপমণি আর দিন সেইরোগ হইল উথল। দারুণ বিষের জালে শরীর বিকল॥ আপনার আয়ুশেষ দেখি নৃপবর। পাত্রমিত্র ইষ্ট বন্ধু আনিল নিয়র॥ পদ্মাবতী নাগমতি আনিয়া নিকট। কহিলেক বিষ জালে পরম সঙ্কট॥ আজু মোর আয়ুশেষ জানিল নিশ্চিত। একে২ কহি কথা শুন সর্বমিত॥ আছে মোর সংসারেতে দুই সহদর। পিতাহীন বঞ্চিবেক চিন্তিত অন্তর॥ মোর স্নেহ মনে ধরি তাসবে পালিবা। যদি সে করিছি দোষ তাহারে ক্ষেমিবা॥ এরাজ্য সম্পদ পাটতোমা করগত। ইচ্ছা হৈলে পুত্রস্থানে রাখিবা মহত্ত॥ মৃত্যু কাল অবশেষে প্রণাম শতেক। কহিবা শাহার আগে কহিলযতেক কিছু না করিছি দোষচরণে তাহার। মিথ্যা কার্য্যে বলহানি করর শাহার॥ যদ্যপী আমারে শাহা কোপ রাখে মন। ক্ষেমাছাড়ি পুত্রমোর করিবা পালন॥ মোর দুই শিশু লিয়া শাহার সাক্ষাত। দিবা নিয়া করে যেই নিজ ইচ্ছাগত॥

আমার দুক্ষের কথা কহিও প্রত্যেক। কহিও শাহারআগে সব একে২ ॥ এতেক কহিতে নৃপ সে বিষ উঠিল। অমৃত বচন পুন কেহ না শুনিল ॥ কালের নিয়ম পুরী হৈল আসি শেষ। কালে আসি নৃপতিরে করিল প্রবেশ ॥ ততেক্ষনে মৃত্যুপতি নৃপ স্থান আইল। সংসারের দুক্ষ বিধি তিন্নে ছাড়াইল ॥ যদি রত্নসেন কৈল্য বৈকুণ্ঠেতে বাস। সংসার নিয়মে কান্দে হইয়া হুতাস ॥ পুরি খণ্ডে নৃপতির কান্দ নের রোল। দণ্ড এক কেহ কার না শুনয় বোল ॥ চিতাওর হৈল যদি মৃত্যুর খবর। কান্দনার রোল হৈল নগরে নগর ॥ এথা পদ্যাবতী রাণী হরিশ অপার। শীঘ্র আনাইল যত নিজ অলঙ্কার ॥

রত্নসেনের মৃত্যু পদ্মাবতী ও নাগমতি
সাজ করি সঙ্গে সহ মৃত্যু
হইবার বিবরণ।

জ্বর কসি কাপড় গায় করিয়া পৈরন। রত্নময় অলঙ্কার করিলা সাজন ॥ সুগন্ধি সৌরভ অঙ্গে শিরেতে সিন্দুর। দেখি লজ্জা গত হৈল অস্ত গেল সুর ॥ পায়েতে নেপুর বান্ধি কমরে ঘাগর। তার সাজে হইলেক পুরী শোভাকর ॥ তাম্বুলের রাগ ধরে নৃপতি নন্দিনী। দেখি সর্ব্ব শখি আইল কাছে পদ্যামনি ॥ শখি সবে বলে রাণী একি বিপরীত। শোকের সময় সাজ না হয় উচিত ॥ নৃপ দুহিতা তুমি কুলবতী রাণী। স্ত্রিয়া মূলে অপযশ ঘোষিবেন্ত পুনি ॥ পদ্যাবতী বলে সখি শুন মোর বানী ॥

একাকিনী সংসারেতে হইল দুঃখিনী ॥ সিংহলের যত শুন জনক জননী ॥ তেজিয়া সকল সুখ আইল একাকিনী ॥ যার প্রেম রসে মন বস কৈল। সে পুনি আমাকে ছাড়ি স্বর্গ বাসি হৈল ॥ তেকারণে পতি সঙ্গে মৃত্যু হই জাব। এ জন্ম বিচ্ছেদ তার সংহতি হইব ॥ আমি চলি যাই পুত্র রহিল আগার। আমাকে স্মরিয়া কৃপা করিবা তাহার প্রাণের দুর্ল্লভ পুত্র সংসারে রহিব। জনক জননী সঙ্গে কেহ না থাকিব ॥ যে কেহ সিংহলে যায়করিতে বেপার। পাঠাইবা দুঃক্ষ পাতি লেখি তাসবার ॥ এ বলিয়া রাজ রাণী ছাড়িয়া নিশ্বাস। সকৌতুকে বসিল গিয়া রত্নসেন পাশ ॥ একেত শুনিল যদি নাগমতি রাণী পতি সঙ্গে যাইবেক আপনা সতিনী ॥ সে পুনি চিন্তিল মনে হই একাকিনী। বঞ্চিব কাহার সনে বিধবা দুখিনী মৃত্যু পাশ হন্তে উঠি গেল নিজ স্থান। নিজ অলঙ্কার সাজ আনি তুরমান ॥ মন দুঃক্ষে নাগমতিসাজিয়া তুরিত। স্বামি পাশে আসি সতী হৈল উপস্থিত ॥ তার ইষ্ট মিত্র বন্ধু নিবারণ কৈল্য। কিঞ্চিৎ না বলে ধনি নিশব্দে রহিল ॥ সবে বলে সতির্থ রাখিলা নাগমতী। নিশ্চয় পতির সঙ্গে হৈব স্বর্গ গতি ॥ সে দোহান মৃত্যু পুরি খণ্ড খণ্ড হৈল। চন্দ্রসেন ইন্দ্রসেন মাত্রি পাশে আইল ॥ মায়েরে ধরিয়া পদ দুই সহদর। বিলাপয় মন দুঃক্ষে বিষাদ অন্তর ॥ লওলাট নিয়ম পুরি বাপ স্বর্গে গেলা। স-ইচ্ছায় মাত্রি কেনো মরন ইচ্ছিলা ॥ যদ্যপি বৈকুণ্ঠে বাস শ্রধা আপনার। মাতা পিতা দুঃক্ষ ভার নারি সহিবার ॥ দারুণ কঠিন মাও দেখিয়া সম্মুখ। আমা দুই

ছাড়ি দোন যাও পরলোক ॥ নিবান্ধব হই আমা কি রূপে বঞ্চিব। পাইয়া বিষম দুক্ষু কাহাকে কহিব ॥ আরি দুইভাই সঙ্গে লৈযাও সাক্ষাত। নিবান্ধব করি শিশু নারাখ এথাত ॥ এবলিয়া দুইভাই বিস্তর কান্দিল। গ্রন্থ বাড়য় হেতু তাহা না লিখিল ॥ দুই ভাই পায় পড়ি যত বিলাপিল। তিলেক পুত্রের স্নেহ মোনে না গুনিল ॥ যতোক্ষণ দুই শিশু সমুখে আছিল। প্রেমদৃষ্টি বাক্যরিত মুখেনা পুরিল ॥ বুঝিল জননী আমি চরিত্র তোমার। নিশ্চয় যাইবা তুমি স্বর্গের মাঝার ॥ এইমতে দুইসুত দোহান নিকট। বিস্তরকান্দিল দুই ভাবিয়া সঙ্কট ॥ শহ মৃত্যু আপ্তঘাত যদি স্ত্রিয়ামন। দুষ্ট প্রেত মনে ভারকরে ততেক্ষণ ॥ আরযত দুষ্ট দেব নিকটে শদত। আপ্ত ঘাতি মহা পাপ করয় যাবত ॥ দেখে নারী চিত্ত্য প্রেতে যেন কৈল্য তার। তেকারণে রূপা ছাড়ে কুলের কুমার ॥ নারীর চরিত্র বুঝি ইষ্ট মিত্র আসি। কুমার ধরিয়া নিলা বহুল আশ্বাশি ॥ তবে যত পাত্র মিত্র হই দুঃখমোন। রত্নসেন লই যায় কারিতে দাহন ॥ রাজ নিয়মিত চিতা শালা যথা দিল। লক্ষ২ লোক মিলি তথা লইগেল ॥ বিপ্র আদি যতেক ভিক্ষুক দেশে ছিল। রুধীর বিষাদ মনে সব চলি আইল ॥ তবে চন্দনের কাষ্ট পুঞ্জে২ নিয়া। স্মশানে রাখিল শবে সংযোগ করিয়া ॥ শতে২ বিপ্রগণ আসিয়া তৎপর। কাষ্টে চড়াইল নৃপ বিষাদ অন্তর/রত্নসেন কাষ্টপরে যদি চড়াইলা। নাগ মতি পদ্মাবতী কাষ্টে আরহিলা ॥ দুই নারী এক২ স্তুতি শ্বামীপাস। মৃত্যুআশে শ্বামীগলে ধরিল নিজ্জশ ॥ তবে চন্দনের কাষ্টআনি বহুজনে। উপরে স্থাপন কৈল বিষাদিত মনে ॥ শতে২ পুরহিত জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ।

পুরাণ বেদের মন্ত্র করেন্ত জপণ ॥ শতেং ঘৃতঘট সম্পূর্ণ ভরিয়া। কাষ্টপরে ঘৃতঘট দিলেক ঢালিয়া ॥ তবে পুরহিত সবে মন্ত্র স্মান করে। সুগন্ধি আমদ দিল শাস্ত্র অনুসারে ॥ শাস্ত্রের নিয়ম লই নৃপতি নন্দন। শপ্তপাক প্রদক্ষিণা বাপের চরণ ॥ দক্ষিণে রাখিয়া মৃত্যু রাজার কুমার। বাম প্যাকে প্রদক্ষিণা কৈল শপ্তবার ॥ হরি নামে সর্ব্ব লোকে জোগার লইল। দেখিতেং অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ॥ তিলে ত্রিয়জন কাষ্টাসন হৈল নাশ। নারী সঙ্গে রত্নসেন বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥ লক্ষমুদ্রা বস্ত্র সবে আনি বহু তর। বিপ্র আদি সন্তোশিলা বিষাদ অন্তর ॥ তবে ইষ্টমিত্র ছিল যত পাত্রগণ। আস্বাশিয়া ঘরেনিল ভাই দুইজন ॥

দুই রাজ পুত্রে রাজ সিংহাসনে বসিয়া ছোলতানকে
পত্র লেখিবার আর ছোলতান ও দুই সহোদরকে
তলব করিবার বিবরণ ॥

শাস্ত্রনিতি মৃত্যুকর্ম্ম করিয়া যতন। দেশেমিলি দুইভাই করিল রাজন ॥ কত দিনমাতা পিতা বিচ্ছেদ ভাবিয়া। দুঃখ মনে গোরাইল কান্দিয়া২ ॥ পিতাপাটে রাজ্যশ্বর যদি সে হইল। তুরমানে শাহার আগে পত্র লেখিল ॥ প্রথমে প্রণাম করি লিখিল যতনে। তার পাছে নিবেদয় যুগল চরণে ॥ সংশার ছাড়িয়া পিতা সঙ্গে মাত্রিগণ। আমা ছাড়ি কৈল্য পিতা বৈকুণ্ঠে গমণ ॥ মৃত্যু কালে বাপেং মোর তোমার চরণে। ভুমি চুমি সমর্পিল বহুল যতনে ॥ যতেক কহিলা পিতা

তোমা পদ জুগে। মনগত কৃপাদৃষ্টী করমোর আগে॥ মাতাপিতা হিন আমি দুক্ষিত অন্তর। দুইভাই ঘরে আছি দুক্ষিত বিস্তর॥ আমা রক্ষাকার শাহা সংশারেতে নাই। সর্ব্বত্রে কৈল্যান কর্ত্তা তুমি সে গোসাই॥ ক্ষেমাকরি আমা প্রতি করহ পালন। আমাসব প্রতি ক্রোধ না রাখিও মন॥ এরাজ্য সম্পদধন তোমা ইচ্ছাগত। সইচ্ছা করহ যেই রাখহ মহত॥ এইমতে লেখিলেক করিয়া ভকতি। শাহাআগে পত্র পাঠাইল শীঘ্রগতি॥ কুমারের পাত্রযদি পত্রলই গেল। শাহায় শুনিয়া পাত্রে সম্মুখে আনিল॥ ভালে ভুমি চুম্বি পাত্র দিলেক আদেশ। হস্তে তুলিলই পড়ি বুঝিলা বিশেষ॥ রত্নসেন মৃত্যুশুনি দিল্লির ঈশ্বর। প্রেম ভাবি দুঃখ শুণি কান্দিলা বিস্তর॥ শুনিলেক রত্নসেন গেল পরলোক। উমরা সহিতে শাহা কান্দে ভাবি শোক॥ তবে শাহা পাত্র স্থানে বৃত্তান্ত পুছিল। আদিঅন্ত নৃপতিরে সকল কহিল॥ যেই দিন বন্দিতুমি নৃপতি করিলা। যেইমতে কান্দিলেক পদ্মাবতী বালা॥ যেইমতে কুম্ভলের রাজা দেওপাল। কোমদিনী কুটনীরে এথা পাঠাইল॥ সে সব রহাস্য রাণী রাজাকে কহিল। দুখের উপরে দুঃখ বিশেষ জন্মিল॥ সেই কোপ মনেকরি কুম্ভলেতে গেল। সেরাজ্য জিনিয়া দেওপাল সংহারিল॥ যেইমতে অঙ্গে ঘাও রাজার হইল। কদাচিত ভাল হৈতে নৃপতি নারীল॥ কতদিন কালগঞি সেবিস উঠিল। মৃত্যু কালে তোমাস্থানে পুত্র সমর্পিল॥ একেং যতইতি যেমতে হইল॥ নৃপতির মৃত্যুআসি সকল কহিল॥ কৃপার চয়িত্র শাহা পত্রের বচনে। আজ্ঞা দিল দুই শিশু আনতে তখনে॥ দুই শত অশ্বকার দুই শত করি। আর

বহু সৈন্য দিল পাত্র অনুসারি ॥ পাত্রকে আস্বাস করি তুষিলে প্রশাদ। রত্নসেন পুত্র প্রতি কৈল্য আশীর্ব্বাদ শীঘ্র আন দুই শিশু সাক্ষাতে আমার। ক্ষেমা দিলো পিতা দোষ ক্ষেমা দিবে তার ॥ ভুমি চুমি পাত্র বর সৈন্য সঙ্গে গেলো। শাহার যতেক বাণী কুমারে কহিল ॥ শুনিয়া শাহার কৃপা হই হরশিত। সৈন্য সঙ্গে দুই ভাই চলিল তুরিত ॥ আপনার সৈন্য কুল লক্ষ অশ্ব বার। সর্ব্ব রঙ্গে চলিলেক সাহা ভেটীবার ॥ যথাতে সাহার গর্ব্ব দুই সহদর। বাদিলা সঙ্গতি করি চলিলো সত্তর ॥ সাহার সাক্ষাতে যদি দুইশিশু গেলো। ভালে ভুমিচুম্বি দোহ ভুমি গত হৈলো ॥ পদ্মিনীর গর্ভজাত রত্নসেন সুত। ইন্দ্র সম রূপ লজ্জা গত অদ্ভুত ॥ সাহায় দেখিল যদি দুই সহদর। প্রেম ভাব হই গেল তা সবার পর ॥ নিকটে যাইতে সাহা আদেস করিলো। পুনি ভুমি চুম্বি দোহ কত দুর গেলো ॥ চক্ষু জলে পুনি সাহা করিল আস্বাস। আইস দুই শিশু আইস মোর পাস ॥ আজি তোমা প্রেমে ক্রোধ সব পাষরিলো। অগ্নিতে সলিল ছিটি নিবারণ কৈল্য ॥ এতো সুনি পুনী ভুমি চুমি দুই ভাই। কান্দি কান্দি নিকটেতে বসিলেক যাই ॥ নিকটে বসিল যদি নৃপতি কুমার। সাহা আসি দোহ পৃষ্ঠে বোলাইল কর ॥ দুই শিশু বরে সাহা বিষাদ অন্তর। সৈন্য আদি সাহা পুনী কান্দিল বিস্তর ॥ তবে সাহা দোহা স্থানে বহুল কহিল। দৈবযোগে যেই ছিল যেই গত হৈল ॥ বাপ স্বর্গে গেল চিন্তা না করিও মনে। কে কারে বধীতে পারে সেই স্বামী বিনে ॥ এক মরে আর হয় প্রভু হেন রীত।

এ সব নিয়ম আছে সংসার চরীত ॥ যে পুনী করিয়া গেল না করো শোচন। নিয়মিত রাজ্য ভোগ যাবত্ত জীবন ॥ চন্দ্রানি মারোয়া রাজ্য তোমা লব কৈল। দোষ ক্ষমা তোর বাপে বহু দুঃখ দিল ॥ মোর ডরে মন ক্লেশ রাজা রত্নসেন। কাল গঞ্জি স্বর্গে গেল বিষাদীত মন ॥ এ বলিয়া পুঞ্জে পুঞ্জে আনি রত্ন ধনে। নানা দেশি দ্রব্য বস্ত্র আনি ততক্ষণে ॥ নিজ হস্তে রাজ শিরে তাজ তুলি দিল। অভয় প্রশাদ করি দোহান তুষিল ॥ আর নিয়মিত রাজ্য পাই আপনার। ভুমি চুমি কহিলেক রাজার কুমার ॥ বাপ তোমা পদ সেবি স্বর্গে চলি গেল। আমি দুই পদ যুগ সেবিতে ইচ্ছিল ॥ আমি সব দোষ ঘাইট ফল সমতুল। আপনে নিদুসী শাহা বৃক্ষ যেনো মুল ॥ বৃক্ষ কুল ফল তার সহে অখণ্ডিত। আমী সব দোষ কৈলে ক্ষমীতে উচিত ॥ এমত কহিল যদি ভূমি গত হৈয়া। মায়া মোহ শিরে ধরী সকলে তুষিয়া ॥ আশীর্বাদ কৈল শাহা হরষিত মন। ভোগ কর নীজ রাজ্য যাবত জীবন ॥ তবে যত রাজা বধ গৌরায় করিল। সে সকল রাজ্য সাহা বাদিলাকে দিল ॥ পুনি দুইশিশু সঙ্গে দিল্লীর ঈশ্বর। চিতাওর ঘর পরে গেলেন্ত সত্বর ॥ নৃপতির গৃহ সব যত খণ্ড ছিল। পদ্মাবতী টঙ্গি আদি সব নিরক্ষিল ॥ চিতাওর দেশ আছে যতেক নগর। হরষিত ভ্রমি দেখে দিল্লীর ঈশ্বর ॥ আর দিন রত্নসেন দুই শিশু আনি। আশ্বাসিয়া দেশে যাইতে মাগিলা মেলানি ॥

—

দিল্লীর শাহা আপন দেশে যাইবার বিবরণ ॥

শাহা বলে হৈল শিশু দ্বাদশ বৎসর। রাজ্য তেজি রহিলাম তোমার নগর ॥ এবে আমি দেশে যাই তুমি রহ এথা। কিঞ্চিৎ বিষাদ মনে না ভাব সর্ব্বথা ॥ তা শুনিয়া দুই ভাই ধরে যুগ কর। আমি সেবকের দয়া না ছাড় ঈশ্বর ॥ আমি দোহ সঙ্গে লও আসি মন রঙ্গে। মাতা পিতা বিচ্ছেদ রহিব কার সঙ্গে ॥ এতেক তুষিলা তবে শাহা দুই জনে। গলে হস্ত দিয়া পুনি তোষে দুই জনে ॥ আমি তোমা তুমি আমা জানিও সর্ব্বথা। যখনে মনেতে লয় চলিযাও তথা ॥ এখনে যাইতে যোগ্য না হয় তোমার। সপ্ত সহস্রেক রাজা তুমি অধিকার ॥ যাইতে উচিত নহে সঙ্গতি আমার। মন সুখে থাক বাপু দেশে আপনার ॥ এ বলিয়া ছোলতানে দুই সান্তাইলো। সর্ব্ব সেনা সঙ্গে শাহা দেসে চলি গেল ॥ এথা রত্নসেন পুত্র চন্দ্রসেন রাজ। পিতৃ ভুমি পুসা ক্রমে করে রাজ কাজ ॥ আজও তাহার বংস চিত্রাওর দেশ। রাজ্য পাল একে একে হৈল আয়ু সেষ ॥ পদ্মাবতী নাগমতী সহ মৃত গেল। মাগনেতে আলাওলে বিস্তারি কহিল ॥ কোথা গেল দিল্লীশ্বর কোথা কাম ভাব। কোথা গেল পাত্র মিত্র বল ছত্র সব ॥ কোথা গেল গন্ধর্ব্বসেন সঙ্গে মন্ত্রীগণ। কোথা গেল রত্নসেন সঙ্গের রাজন ॥ কোথা গেল চিতওর রত্ন চিত্রসেন। কোথা গেল পদ্মাবতী ত্রৈলোক্য মোহন ॥ কোথা গেল হীরামণী শুক সে পণ্ডিত। চিরদিন যার কীর্ত্তি আছে পৃথিবীত ॥ কোথা গেল দিলিশ্বর উমরাগণ। পরিণামে হেতু কিছু করহ

যতন ॥ একে একে গরাসিল দারুণ শমনে । এতেক ভাবিয়া চাহ বুদ্ধিমন্ত জনে ॥ সে সুখ সম্পদ কোথা গিয়াছে এখন । কিছু না রহিবে রৈবে কির্ত্তির কথন ॥ কুশাল চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে । একের মানস লাগি লক্ষ প্রাণী হরে ॥ কহে কবি আলাওলে পুস্তক উপমা । সমাপ্ত হইল পদ্মাবতী অনুপমা ॥ বহু কষ্টে বহু দুঃখে বহু পরিশ্রমে । সমাপ্ত করিল পুথি লিখি জৈষ্ঠ রামে ॥

সমাপ্ত

কলিকাতা

সূচিপ

হামদো খোদার ১
হজরতের ছেফতের বয়ান ১৩
চারি আসহাবের বয়ান ১৪
রোসাঙ্গের তারিফ ১৫
শম রুতি মাগনের বয়ান ১৮
আলাওলের কাব্যের বয়ান ২১
এই পুস্তকের উৎপন্ন হওনের কথা ২৪
সিংহল দ্বীপের বয়ান ২৫
পদ্মাবতীর জন্ম হইবার বয়ান ৩৩
পদ্মাবতী শুক পক্ষী পালিবার বয়ান ৩৪
কন্যা তীর্থ স্থানে যাইবার বয়ান ৩৬
শুক পিঞ্জরা হইতে পলাইয়া বন মধ্যে যাওয়া মাত্র
ব্যাধের হস্তে বন্ধন হইবার বয়ান ৩৯
শুক পক্ষী ব্যাধ হস্তে বন্ধ হইবার বয়ান ৪১
রত্নসেনের জন্ম ও সদাগর সব যাইবার বিবরণ ৪২
শুক সঙ্গে ব্রাহ্মণের কথোপকথন ৪৪
রত্নসেন চিতাওরে রাজা হইয়া শুক ব্রাহ্মণ থাকি লইবার বঃ ৪৫
রত্নসেন শুককে খরিদ করিবার বয়ান ৪৭
রাজরানীর আজ্ঞায় শুক মারিবারে ধাই লইবার বয়ান ৪৮
রত্নসেন নাগমতি থাকি শুক পক্ষির তত্ত্ব করিবার বয়ান ৪৯
রাজার পদ্মাবতীর বিবরণ শুককে জিজ্ঞাসে ৫০
পদ্মাবতীর রূপের বয়ান ৫১
পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা ৫৩
নৃপতি মুচ্ছাঘাত হইবার বয়ন ৬৩
নাগমতীর বিলাপের বয়ান ৬৮

রত্নসেনের গমনের যাত্রা সোলশত রাজপুত্র যোগী হই
সঙ্গে যাইবার বয় ৬৯
পদ্মাবতী সখি লইয়া বসন্ত খেলিতে মাণ্ডবে যাইয়া
পাষাণ মুচ্ছা হইবার বয়ান ৮২
পদ্মাবতী যোগীগনকে দান করে ও নরপতির অঙ্গে চন্দন
ছিটিতে অক্ষর হইবার ও কন্যার স্বপনের বয়ান ৮৫
অচৈতন্য হইতে রত্নসেন চেতন হইয়া জ্ঞাপন করেন ৮৭
কাকুনুচ পক্ষীর বয়ান ৮৯
পার্ব্বতী রত্নসেনের সত্য বুঝিতে ছদ্মবেশে নিকটে
যায় এবং যোগী রাজদ্বারে পার্ব্বতার আজ্ঞায়
ভিক্ষা মাগিবার যায় ৯২
রায়বারের কথা শুনি রাজা ক্রোধ হয় ও রত্নসেনের
পত্র শুকে লই পদ্মাবতার নিকট যায়। ৯৬
পত্রের উত্তর শুকে লই যাইবার বিবরণ ৯৯
সিন্দ দিয়া সামাইতে যোগীকুল বন্দি করিয়া সালে দিবার বঃ ১০২
ভাটে বাম হস্তে তুলি রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি বাক্য
প্রকাশ করিবার বিবরণ ১১০
ভাট মুখে শুনিয়া হিরামনিকে গন্ধর্ব্বসেনে রত্নসেনের
তত্ত্ব শুককে জিজ্ঞাসা করেন ও তত্ত্ব পাইয়া অশ্ব
হস্তে চালাইতে এসারা করেন ১১৪
শাস্ত্রের তত্ত্ব সওাল জিজ্ঞাসা করা এবং রত্নসেনে
জওাব দিবার বয়ান ১২০
পদ্মাবতীর সাজন ও রত্নসেনের সহিত দেখা হইবার বঃ ১৩৪
রত্নসেনে হস্তে গন্ধর্ব্ব রাজার পদ্মাবতীকে সমার্পন করিবার বঃ ১৩৬
সখিগণের চাতুরি রত্নসেনের সঙ্গে করেন ১৩৯
পদ্মাবতীর বার লক্ষণার বর্ণনের বিবরণ ১৪০
পদ্মাবতী রত্নসেনের সাক্ষাতে যাইয়া বচনের উত্তর দিবার বিঃ ১৪২
রতিক্রিয়া করিয়া আনন্দে শয়ন হইতে জাগিবার বিবরণ ১৪৮

নাগমতীর বারমাস বর্ণনা	১৫৭
বিহঙ্গম পক্ষী নাগমতীর সংবাদ লইয়া যাইবার বয়ান	১৬০
রত্নসেন পদ্মাবতীকে দেশের সংবাদ কহিবার বিবরণ	১৬৪
সপ্তদিবস যোগিনীর চাল ও পদ্মাবতীর বিলাপের বিবরণ	১৬৬
রত্নসেন বিদায় হইয়া দেশে যাইবার কালে এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা মাগিবার বিবরণ	১৭৩
পদ্মাবতীকে সমুদ্র কন্যা লই যায় ও পদ্মাবতী চৈতন্য পাইয়া রত্নসেনের জন্য বিলাপ করে	১৭৭
সমুদ্র কন্যা বাপের নিকট পদ্মাবতীর সংবাদ জানাইয়া রত্নসেনকে তত্ত্ব করিয়া আনাইতে নিবেদন করে	১৮৪
সমুদ্রপতি রত্নসেনকে আনিয়া আপন কন্যাকে সমর্পণ করে ও কন্যা পদ্মাবতীর রূপ ধরিয়া রত্নসেনের নিকট যাইবার বিবরণ	১৮৭
রত্নসেন পদ্মাবতীর মিলণ ও সমুদ্র নৃপ হইতে বিদায় লই দেশে গমন করিবার বিবরণ	১৮৯
রত্নসেন নাগমতির সঙ্গে কেলি করিয়া পদ্মাবতীর নিকট যাইবার বিবরণ	১৯৫
পদ্মাবতী ব্রাহ্মণকে দান দিয়া বিদায় করে	১৯৯
রাঘব চেতনের দিল্লির বাদসার সাক্ষাৎ হইবার বয়ান	২০২
রত্নসেনের উত্তর পাই শৃজা ছোলতানের নিকট যাই প্রকাশ করে এবং রাজা ক্রোধ হই সৈন্য তৈয়ার করি চিতাওর যাইবার বিবরণ	২০৮
ছোলতানের খবর শুনিয়া রত্নসেন হিন্দুকুলে পত্র পাঠায় ও তাহার সহিত পরামর্শ করিবার বং	২১১
দুই রাজার যুদ্ধ সাজনের বিবরণ	২১২
ছোলতানের সৈন্য নিজুজ্বিবার বিবরণ	২১৫
শাহা গুরুজুঙ্গ বান্ধিতে কম্মিকে আজ্ঞা করিবার বিবরণ	২১৯
ছোলতানে রত্নসেনের নিকট সৃজাকে পাঠাইবার বয়ান	২২৭

রত্নসেন ছোলতানকে আমন্ত্রণ করিয়া পনজুগ দিবার বঃ ২২৬
সেবা করিতে সহচরিগণ ছোলতানের নিকট
হাজির করিবার বিবরণ ২২৯
গোরা বাদিলা ক্রোধ হই যাইবার বয়ান ২৩০
পদ্মাবতী সম দৃষ্টি সাহা মুচ্ছা হইবার বয়ান ২৩২
রত্নসেনকে বন্দি করি লই যাইবার বিবরণ ২৩৪
নাগমতি ও পদ্মাবতীর বিলাপ করিবার বয়ান ২৩৬
শাহার আদেশে নর্ত্তকী যোগিনী বেশ হই পদ্মাবতীর
সাক্ষাতে যাইবার বয়ান ২৩৯
পদ্মা বতী সঙ্গে বিয়োগিনী বাক্য প্রকাশ করে ২৪০
দেওপালে পদ্মাবতীকে ভোহাইতে বিয়োগি পাঠাইবার বঃ ২৪২
কোমদিনী পদ্মাবতীকে উপদেশ কহেন ২৪৬
কোমদিনী ও পদ্মাবতীর কথোপকথন ২৪৮
দুতির চেণ্ডা রত্নসেহকে মুক্ত করিতে পদ্মাবতী
গৌরা বাদিলাকে পাঠাইবার বয়ান ২৫৪
পত্র লই রায়বার ছোলতানের নিকট সংবাদ কহি
রত্নসেনের সাক্ষাতে যাইবার বয়ান ২৫৮
গমনার বিবরণ ২৬১
গোরা বাদিলা ও পদ্মাবতী দিল্লি যাইবার বয়ান ২৬৫
গোরা বাদিলা ছোলতানেরে পত্র পাঠায় ২৬৬
কপট করিয়া গোরা রত্নসেনকে লইয়া যায় ছোলতান
শুনিয়া ক্রোধ হইবার বিবরন ২৬৭
দুইদিগের সৈন্য যুদ্ধ করিবার বিবরন ২৬৯
ছোলতানের নিকট যুদ্ধের সংবাদ দিবার বিবরন ২৭৫
ছোলতান গোরার নিকট পত্র পাঠাইবার বিবরন ২৭৮
গৌরার পত্রুত্তর পাইয়া ছোলতান যুদ্ধ করিতে
চিতাওরে যাইবার বিবরন ২৮০
রত্নসেনের নিকট গৌরার দিল্লির সংবাদ পাঠাইবার বিঃ ২৮৩

রত্নসেনের প্রসাদ পাই মোকাবেলা যুদ্ধ দেন । ২৮
পদ্মাবতী গর্ভ হই দুই পুত্র প্রসব হইবার বিঃ ২৮
রত্নসেনের মৃত্যু পদ্মাবতী ও নাগমতি সাজ করি সঙ্গে
সহ মৃত্যু হইবার বিবরন ২৯
দুই রাজপুত্রে রাজ সিংহাসনে বসিয়া ছোলতানকে পত্র
লেখিবার আর ছোলান ও দুই সহোদরকে
তলব করিবার বিবরন ২৯
দিল্লির শাহা আপন দেশে যাইবার বিবরণ ২৯

সুচিপত্র সমাপ্ত ।

মোহরের বিজ্ঞাপন।
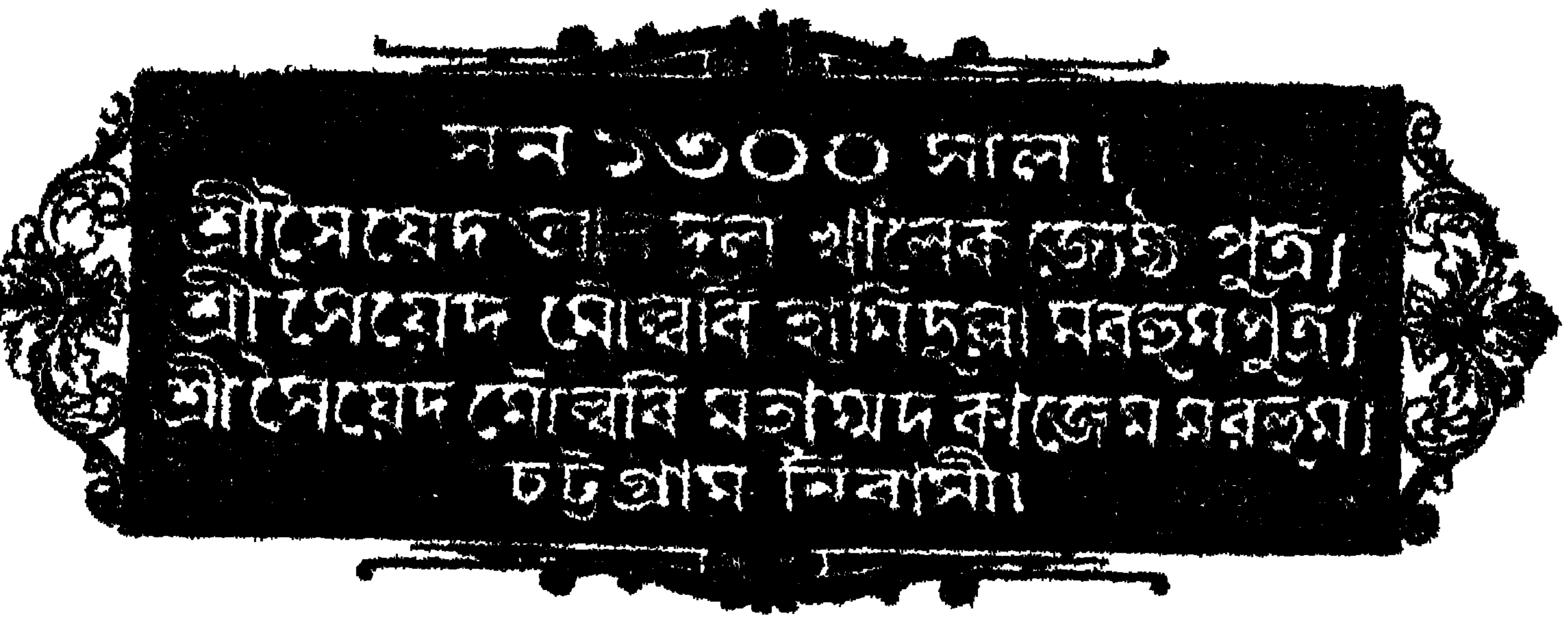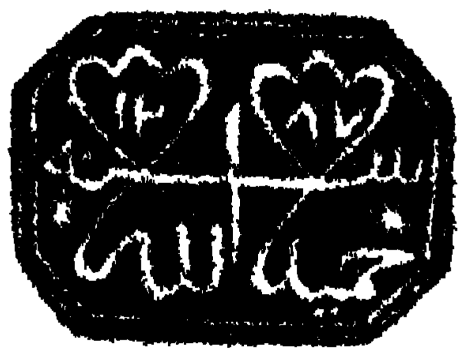
এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জানান যায় যে, মৌলবী সৈয়েদ হামিদুল্লাহ মরহুমের নামের মোহর, ডাক্তার সৈয়েদ আবদুল খালেক [illegible] নামের মোহর, মুনশী গোলাম মওলা সিদ্দিকী মরহুমের নামের মোহর এবং মুনশী গোলাম মওলা মরহুমসাহেবের তিন পুত্র অর্থাৎ হাবিবি প্রেসের মালিকগণের নামিয় মোহর দিয়ে ছাপা হইল। গ্রাহকগন এই ছয়টী মোহর দেখিয়া আসল কেতাব ক্রয় করিবেন॥